মাইকেল মধুসূদন-গ্রন্থাবলী

প্রথম ভাগ

প্রকাশক—
বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির
১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

মূল্য আড়াই টাকা

ভূমিকা

—:০:—

বৃত্র-সংহার-প্রণেতা

শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত।

(লেখক-মহোদয় কর্ত্তৃক সংশোধিত)

মেঘনাদ-বধ-কাব্য-রচয়িতা মাইকেল মধুসূদন দত্তের আজ কি আনন্দ! এবং কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি তাঁহার সেই আনন্দে আনন্দিত না হইবেন? অমিত্রচ্ছন্দে কাব্য রচনা করিয়া কেহ এত অল্পকালের মধ্যে এই পয়ারপ্লাবিত দেশে এরূপ যশোলাভ করিবেন, এ কথা কাহার মনে ছিল? কিন্তু বোধ হয়, এক্ষণে সকলে স্বীকার করিবেন যে, মাইকেল মধুসূদনের নাম সেই দুর্ল্লভ যশঃপ্রভার মণ্ডলীতে প্রবিষ্ট হইয়াছে।

প্রথমে কত লোক কতই বলিয়াছিল, কতই ভয় দেখাইয়াছিল—কতই নিন্দা করিয়াছিল; অমিত্রচ্ছন্দে কাব্য রচনা করা বাতুলের কার্য্য—বঙ্গভাষার বাধ্য হইবার নয়, তাহা ঘটাইবার চেষ্টা-করা বৃথা শ্রম—পয়ারাদি ছন্দে লিখিলে গ্রন্থখানি সুমধুর হইত। এক্ষণে এ সকল কথা আর তত শুনা যায় না; এবং যাঁহারা পূর্ব্বে কোন ভাষায় কোন অমিত্রাক্ষর পাঠ করেন নাই, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে এই কাব্যখানিকে যথেষ্ট সমাদর করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

ইহার কারণ কি? বাগ্দেবীর বীণা-যন্ত্রের নূতন ধ্বনি বলিয়া কি লোকে ইহার আদর করেন, না সুমধুর কবিতারস-পানে মত্ত হইয়া ছন্দোদোষের বিচার করেন না? এ মীমাংসা করিবার পূর্ব্বে কবিতা কি এবং কেনই বা কাব্যপাঠে লোকের মনোরঞ্জন হয়, ইহা স্থির করা আবশ্যক। সাধারণতঃ ভাষামাত্রেই গদ্য এবং পদ্য দুই প্রকার রচনার প্রথা প্রচলিত আছে। নির্দ্দিষ্ট মাত্রা এবং অক্ষর-বিশিষ্ট শব্দবিন্যাসের নাম পদ্য, আর যাহাতে মাত্রা ও অক্ষরের নিয়ম নাই, তাহাকে গদ্য কহে। পদ্য-[illegible] নিয়মও কোন কোন ভাষায় দুই প্রকার

কাব্যের শ্রেণীতে পরিগণিত অথবা লোকের মনো হয় না। ফলতঃ ছন্দ এবং পদ কবিতার পরি এবং অলঙ্কার-স্বরূপ; কারণ, গদ্য রচনায় স্থানেও সম্পূর্ণ কবিতার লক্ষণ দৃষ্ট এবং কবি আস্বাদনের সম্যক্ সুখ অনুভূত হয়। ইহার দৃষ্টান্ত কাদম্বরী। সুতরাং অমিত্রাক্ষর-পদবিশিষ্ট ক উপস্থিত কাব্যখানির এত গৌরব ও সমাদর হ সম্ভাবিত নহে। ইহার অন্য কোন কারণ আ সে কারণ কি?

ভিন্ন ভিন্ন প্রকার রসের উদ্দীপন করাই কা রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য;—ভয়, আহ্লাদ, ক স্নেহ, ভক্তি, সাহস, শান্তি প্রভৃতি ভাবের উ এবং উৎকর্ষ করাই কবিদিগের চেষ্টা। যে এই সকল কিম্বা ইহার মধ্যে কোন বিশেষ পরিপূর্ণ থাকে, তাহাকে কাব্য কহে, এবং তাহ কবিতারস পীযূষ পান করিয়াই লোকের চিত্ত ও মনোরঞ্জন হয়। বর্ত্তমান গ্রন্থখানিতে সুধার প্রাচুর্য্য থাকাতে এত প্রতিষ্ঠিত হইয়া এই গ্রন্থখানিতে গ্রন্থকর্ত্তা যে অসাধারণ ক শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে বিস্ময়াপন্ন চমৎকৃত হইতে হয়। সকল বিবেচনা ক দেখিলে বঙ্গভাষায় ইহার তুল্য দ্বিতীয় কাব্য দে পাওয়া যায় না। কৃত্তিবাস ও কাশীরাম-দাস রামায়ণ এবং মহাভারতের অনুবাদ ছাড়া এ এত রসের সমাবেশ অন্য কোন বাঙ্গালা পুস্ত নাই। ইতঃপূর্ব্বে যত কিছু পুস্তক প্রচার হইয়া তৎসমুদায়ই করুণ কিম্বা আদিরসে পরিপূর্ণ, অথবা বীররসের লেশমাত্রও পাওয়া দুষ্ক কিন্তু নিবিষ্ট-চিত্তে যিনি মেঘনাদবধের পদ্ম শ্রবণ করিয়াছেন, তিনিই বুঝিয়াছেন যে,—

মাইকেল মধুসূদন দত্তের

সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত

—:০:—

কুসুমকলিকা-প্রণেতা

শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঘোষ মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত।

১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে জেলা যশোহরের অন্তঃপাতী কপোতাক্ষ-নদতীরবর্ত্তী সাগরদাঁড়ী গ্রামে মধুসূদন দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা রাজনারায়ণ দত্ত কলিকাতা সদর দেওয়ানী আদালতের একজন বিখ্যাত উকীল ছিলেন এবং তাঁহার মাতা জাহ্নবী দাসী জেলা যশোহরের অন্তর্গত (বর্ত্তমানে জেলা খুলনা) কাটিপাড়ার জমীদার গৌরীচরণ ঘোষের দুহিতা। রাজনারায়ণের তিন পুত্র, তন্মধ্যে মধুসূদন সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। অপর দুই জন শৈশবেই কালগ্রাসে পতিত হন। দেশীয় রীত্যনুসারে কবিবরকে প্রথমে গ্রাম্য পাঠশালার গুরু মহাশয়ের নিকট পড়িতে হইয়াছিল। পরে উপযুক্ত সময়ে তিনি হিন্দু-কলেজে বিদ্যাশিক্ষার্থ কলিকাতায় আনীত হন। এইখানে তিনি ইংরাজী ও পারস্য ভাষা শিক্ষা করেন। ১৮।১৯ বৎসর বয়সে তিনি খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। ইহারই পর বিলাতীয় মাইকেল নাম তাঁহার নামের 'শ্রী' হানি করিয়া দেয়। মধুসূদন ধর্ম্মান্তর আশ্রয় করিলেও (তিনি তাঁহার পিতার একমাত্র পুত্র বলিয়া) তাঁহার পিতা প্রথমতঃ তাঁহাকে একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। ধর্ম্ম-পরিবর্ত্তন করিবার পর চারি বৎসর বিশপস্ কলেজে অধ্যয়ন করিতে তাঁহার যে ব্যয় হইয়াছিল, তাঁহার পিতাই সেই সমস্ত নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। বিশপস্ কলেজে গ্রীক ও লাটিন ভাষা শিক্ষা করিয়া তিনি মান্দ্রাজে গমন করেন। সেখানে সর্ব্বদা ইংরাজী সংবাদপত্রে

অনুমান ২০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি এ খানি ক্ষুদ্রকলেবর ইংরাজী পদ্য-গ্রন্থ প্রণয়ন করে ইহা মিত্রাক্ষরচ্ছন্দে লিখিত। "ক্যাপ্‌টিভ লে নামক একটি উপাখ্যান-কাব্য এবং অমিত্রাক্ষ ছন্দে রচিত "ভিশন অব দি পাষ্ট" নামক এ একখানি খণ্ডকাব্য আছে। ভারতবর্ষের প্রাচী হাসিক বিবরণের অংশ বিশেষ অবলম্বন করি প্রথমোক্ত কবিতাটি লিখিত হইয়াছিল। পাঠ গণের কৌতূহল-নিবারণার্থ ঐ কবিতার কিয় উদ্ধৃত করিলাম—

"Tis night—Oh! how I hate her smi
Which lights the horrors of this isle,
Where, like lone captives, we must sig
O'er arms that rust and idly lie—
Far from the scenes, where oft the bra
Will meet thee, glory! or a grave—
Far from the scenes, where revels gay
Will chase the darkest cares away—
Far from the scenes, where maid
brigl
Will steal to list, at fall of night,
Her lover's lute and roundelay,
And like a viewless spirit shower
Her dewy wreaths on leaf and flow'r,
Love's token—and then swiftly fade,
And vanish like an airy shade!"

"ক্যাপ্‌টিভ লেডী" হইতে আর একটি অ

"And all around the dazzled eye
Met scenes of gayest revelrie,
For here beneath the perfum'd shade,
By some bright silken awning made,
Midst rose and lily scatter'd round,
That blush'd as if or fairy ground
Bright maidens fair as those above
Sang—softly—for they sang of love;
How fondly in the moonlit bow'r
When midnight came with star and flow'r,
Young Krishna with his maidens fair
Rov'd joyously and sported there—
Or, on the Jumna's holy stream
Where starlight came to sleep and dream.
From his light skiff, that sped along
His soft reed breath'd the gayest song
Which swelling on the fitful sweep
Of the lone night-wind's sigh—so deep
Wing'd ravishment where'er it fell
Love's accents in their airy spell!"

কবি "ক্যাপ্‌টিব লেডীর" আরম্ভে তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে সাদর-সম্ভাষণ করিয়া যে কবিতাটি লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল—

"Oh! beautiful as inspiraton when
She fills the Poet's breast—her fairy shrine.
Woo'd by melodious worship! welcome then!
Tho' ours the home of Want, I ne'er repine;
Art thou not there, e'en thou, a priceless gem and mine?
Life hath its dreams to beautify its scene,
And sun-light for its desert; but there be
None softer in its store-of brighter sheen
Than Love—than gentle Love; and thou to me
Art that sweet dreem, mine own! in glad reality.
Though bitter be the echo of the tale
Of my youth's wither'd spring I sigh not now;
For I am as a tree, when some sweet gale
Doth sweep away the sere leaves form each bough,
And wake far greener charms to readorn its brow."

প্রাচীন জাতির হৃদয় ভিন্ন অন্যত্র প্রেমের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না, উপরি-উদ্ধৃত পঞ্চদশ পংক্তিতে সেই প্রেমের তরঙ্গ খেলিতেছে। পাঠক-গণ, এখন অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন যে, বিলাত-সম্ভবা গৌরাঙ্গী আত্মকুল-ত্যাগ করিয়া কেন শ্যামাঙ্গ বাঙ্গালী যুবাকে আত্মদান করিয়াছিলেন; অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন যে, বিলাতী আইবী (Ivy) লতা কেন বঙ্গের বটবৃক্ষ অবলম্বন করিয়া-ছিল। ভরসা করি, কোনও পাঠককে এ কথা বুঝাইবার জন্য বলিতে হইবে না—

"অবাপ্যতে কথমন্যথা দ্বয়ং
তথাবিধং প্রেম পতিশ্চ তাদৃশঃ।"

কবি 'ভিজন্‌স অব দি পাষ্ট' এর প্রারম্ভেই যে চতুর্দ্দশপদী কবিতাটি লিখিয়াছিলেন, পাঠকগণ তাহার কবিত্ব ও সৌন্দর্য্য দেখুন—

"I sat me by shrine, and hard a strain.
Sweet as thy whispers, cedar'd Lebanon!
Which full the weary pilgrim, when the sun.
Seeks in wide ocean's gem-lit vast domain
His nightly haunt; it sunk, then swell'd again,
High to the throne of Israel's Holy one,
Nor swll'd its vestal symphony in vain;—
Echo'd by saintedspirits He hath won!
The bridal song of her the spouse below;

wept ! How oft, O world ! thy harlot smile
Hath woo'd me from the fount, whose waters flow
In beauty, which dark Death will ne'er defile ;
I wept !—A Prodigal once weeping sought
His father's breast and found love un-forgot !

"ভিজন্স অব্ দি পাষ্ট" নামক কবিতাটি পাঠ করিলে, বায়রণের 'ড্রীম' শীর্ষক কবিতাটি স্মরণ হয়। যাহা হউক, ইহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণকে উপহার দেওয়া গেল—

I look'd it came that fulgent vision bright ;
A fleet of light upon a crystal sea !
And as it came the shadowy beings, which thron'd
And hung around that bow'r of loveliness,
Like misty curtains, fled speed-wing'd and fast.
As when, Bengala ! on thy sultry plains
Beneath the pillar'd and high arched shade
Of some proud Banyan—slumberous haunt and cool—
Echo in mimictraccedts 'mong the flocks
Couch'd there in moon-tide rest and soft repose,
Repeats the deafening and deep-thunder'd roar
Of him—the royal wanderer of thy woods !
They fled that darksome crew, and as they fled
I saw that bow'r of beauty but how chang'd—
How chang'd alas ! from primal loveliness !
As if some desolation-breathing bast
Had wing'd in blighting sweeps its dark career
Over its fairy beauty withering all !
But where were they, the gentle beings and fair
I erst beheld within that blushing bow'r,
Pent in each other's arms in balmy rest ?
Methought I saw them stand with pallid brow
Eclips'd—as when from out the starless realm
Of the dark Grave—by Fancy fondly woo'd
In midnight resurrection, the pale shade
Of what was once ador'd and beautiful
Stands by the mourner's pillow silently
But as they saw that airy vision bright
They fled like Guilt behind a leafy tree
I stood as one entranced and sight and sense
Slumber'd in deep and dark oblivion.

মধুসূদন দত্ত মান্দ্রাজে 'এথিনিয়ম' নামক এক-খানি ইংরাজী সংবাদপত্রের সহকারী সম্পাদক হইয়া এমন সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন যে, সম্পাদক স্বদেশে গমনকালে তাঁহারই হস্তে সংবাদপত্রখানির সম্পাদনভার অর্পণ করিয়া যান। কবিবর দক্ষতার সহিত এই গুরুকার্য্য সম্পাদন করিয়া যশোলাভ করিয়াছিলেন। কিছুদিন মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করিয়া ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে মধুসূদন দত্ত সস্ত্রীক বঙ্গদেশে প্রত্যাগমন করেন।

মধুসূদন দত্ত বঙ্গদেশে প্রত্যাগমন করিয়া কলিকাতার তদানীন্তন পুলিস-ম্যাজিষ্ট্রেট কিশোরী-চাঁদ মিত্রের অধীনে কেরাণী নিযুক্ত এবং কিছু কাল পরে তত্রত্য ইণ্টরপ্রিটরের পদে উন্নীত হন। ১৮৫৮ সালে তিনি পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মহাশয়দ্বয়ের অনুরোধে 'রত্নাবলী' নাটকের ইংরাজী [illegible] করেন। এ কাল পর্য্যন্ত তিনি বা[illegible]

: প্রণয়ন করেন নাই। পরম্পরায় শুনা
য, তিনি বাল্যাবধি মাতৃভাষাকে ঘৃণা
চতুর্দ্দশপদী কবিতার উপক্রমণিকা পাঠ
এ কথা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া বোধ হয়।
ক, 'রত্নাবলী' নাটকের অনুবাদের পর
মাতৃভাষার প্রতি তাঁহার সেই আশৈশব
পোষিত ঘৃণা দূর হইয়া তৎপ্রতি বিশেষ
ক্ষিত হয় এবং সেই সময়ে ন্যূনাধিক তিন
। তিনি যথাক্রমে শর্ম্মিষ্ঠা নাটক, পদ্মাবতী
তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, একেই কি বলে
বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রেঁা, মেঘনাদবধ
অঙ্গনা কাব্য, কৃষ্ণকুমারী নাটক এবং
কাব্য, এই নয়খানি বাঙ্গলা-গ্রন্থ প্রণয়ন
করেন। মান্দ্রাজ হইতে প্রত্যাগমন
সূদন দত্ত বিদেশে যে কয় বৎসর
চ করিয়াছিলেন, সে কয় বৎসর তিনি
। করিতে পারেন নাই। তখন তিনি
urs the home of want, I ne'er
বলিয়া সংসারের প্রতি ভ্রূকুটি করিতে
নাই। তখন তিনি সংসারী, দুঃখের
সংসারী, সংসার-মরুতে আশা-মরীচিকা-
৮। আত্মবিলাপ-শীর্ষক তাঁহার যে একটি
৬১ সালে, আশ্বিন মাসের 'তত্ত্ববোধিনী'
প্রকাশিত হইয়াছিল, সেইটি পাঠে
তাঁহার তদানীন্তন মনোভাব অবগত
লয়া সেই কবিতাটি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া

আত্মবিলাপ

১

ার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু, হায়,
তাই ভাবি মনে ?
প্রবাহ বহি
কাল-সিন্ধু পানে যায়,
ফিরাব কেমনে ?
ন আয়ুহীন, হীনবল দিন দিন,—
আশার আশা
ছুটিল না ? এ কি দায়!

২

ত মন মম! কবে পোহাইবে রাতি ?
জাগিবে রে কবে ?
উদ্যানে তোর যৌবন-কুসুম-ভাতি
কত দিন রবে ?
নীর-বিন্দু দূর্ব্বাদলে, নিত্য কি রে ঝলঝলে ?
কে না জানে অম্বুবিম্ব অম্বুমুখে সদ্যঃপাতি ?

৩

নিশার স্বপন-সুখে সুখী যে, কি সুখ তার ?
জাগে সে কাঁদিতে!
ক্ষণপ্রভা প্রভা-দানে বাড়ায় মাত্র আঁধার
পথিকে ধাঁধিতে!
মরীচিকা মরুদেশে, নাশে প্রাণ তৃষাক্লেশে ;—
এ তিনের ছল সম ছল রে এ কু-আশার।

৪

প্রেমের নিগড় গড়ি পরিলি চরণে সাধে,
কি ফল লভিলি ?
জ্বলন্ত-পাবক-শিখা-লোভে তুই কাল-ফাঁদে
উড়িয়া পড়িলি!
পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়, ধাইলি, অবোধ, হায়,
না দেখিলি, না শুনিলি, এবে রে পরাণ কাঁদে!

৫

বাকী কি রাখিলি তুই বৃথা অর্থ-অন্বেষণে,
সে সাধ সাধিতে ?
ক্ষত মাত্র হাত তোর মৃণাল-কণ্টকগণে,
কমল তুলিতে!
নারিলি হরিতে মণি, দংশিল কেবল ফণী।
এ বিষম বিষজ্বালা ভুলিবি মন, কেমনে!

৬

যশোলাভ লোভে আয়ু কত যে ব্যয়িলি হ
কব তা কাহারে ?
সুগন্ধ কুসুম-গন্ধে অন্ধ কীট যথা ধায়,—
কাটিতে তাহারে,—
মাৎসর্য্য-বিষদশন, কামড়ে রে অনুক্ষণ।
এই কি লভিলি লাভ, অনাহারে, অনিদ্রায় ?
মুকুতা-ফলের লোভে, ডুবে রে অতল জলে
যতনে ধীবর,
শতমুক্তাধিক আয়ু কালসিন্ধু জলতলে
ফেলিস্, পামর!
ফিরি দিবে হারাধন, কে তোরে, অবোধ মন,
হায় রে, ভুলিব কত আশার কুহক-ছলে!"

১৮৬২ সালের শেষভাগে দানশীল মহানুভব পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অর্থসাহায্যে মধুসূদন দত্ত আইন-শিক্ষার্থ ইংলণ্ডে গমন করেন। স্বদেশ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তিনি মাতৃভূমির নিকট বিদায় লইয়া যে কয় কবিতা পংক্তি লিখিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করা গেল।

বঙ্গভূমির প্রতি

—:*:—

সোনাই, ১২৯৬।

"My Native Land, Good night !"

—Byron.

"রেখো, মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাধ,
ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন করো না গো তব মনঃকোকনদে।
প্রবাসে দৈবের বশে,
জীব-তারা যদি খসে
এ দেহ-আকাশ হতে,—নাহি খেদ তাহে।
জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা কবে,
চিরস্থির কবে নীর, হায় রে, জীবন-নদে ?
কিন্তু যদি রাখ মনে,
নাহি, মা, ডরি শমনে ;
মক্ষিকাও গলে না গো, পড়িলে অমৃত-হ্রদে।
সেই ধন্য নরকুলে,
লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে সদা সেবে সর্ব্বজন ;—
কিন্তু কোন্ গুণ আছে,
যাচিব যে তব কাছে,
হেন অমরতা আমি, কহ, গো, শ্যামা জন্মদে !
তবে যদি দয়া কর,
ভুল দোষ, গুণ ধর,
অমর করিয়া বর দেহ দাসে, সুবরদে !—
ফুটি যেন স্মৃতি-জলে, মানসে, মা, যথা ফলে
মধুময় তামরস কি বসন্ত, কি শরদে !"

ইউরোপে থাকিয়াও মধুসূদনের মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগের হ্রাস হয় নাই। সুবিস্তীর্ণ-সাগর-ব্যবহিত, বিজাতীয়গণে পরিবৃত, দুস্তর কার্য্যক্ষেত্রে ব্যাপৃত থাকিয়াও তিনি মাতৃভাষার অনুশীলনে ক্ষান্ত থাকিতে পারেন নাই। ইউরোপখণ্ডে তিনি চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী প্রণয়ন করেন। তিনি বঙ্গভাষায় এই শ্রেণীর কবিতা-রচনার পথপ্রদর্শক।

কবিবর ব্যারিষ্টারের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উপযুক্ত সময়ে কলিকাতায় প্রত্যাগমন এবং কলিকাতার হাইকোর্টে ব্যারিষ্টার ব্যবসায় আরম্ভ করেন। চন্দ্রগ্রহের ন্যায় ব্যবহারশাস্ত্রেরও একদিকে আলো এবং অপরদিকে অন্ধকার সঞ্চিত থাকে। দূর হইতে ব্যবহারশাস্ত্রের উজ্জ্বল আলোক দর্শনে মোহিত হইয়া দুরাশামত্ত কবিগণ উহার দিকে ধাবমান হন, অবশেষে নিকটবর্ত্তী হইয়া সকলেই প্রায় উহার অন্ধকারময় অংশ দর্শন করিয়া থাকেন। গেটে, শিলার, ডেন্‌হাম, স্কট, মুর, কুপার প্রভৃতি ইউরোপীয় কবিগণ এই জটিল নিয়মের অধীন হইয়াছিলেন। আমাদিগের মাইকেল মধুসূদন সম্বন্ধেও এই নিয়মের ব্যতিচার লক্ষিত হয় নাই। তিনি প্রতিভাবলে সাহিত্য-সংসার উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, নির্জীব বঙ্গভাষাকে জীবন্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্যারিষ্টারের অগ্রগণ্য হইতে পারেন নাই। যাহা হউক, কতিপয় কারণবশতঃ আমরা এই সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত-মধ্যে তাঁহার জীবনের এই অধ্যায়ের বিশেষ বিবরণ দিতে বিরত হইলাম। স্থূলতঃ এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, তিনি জীবনের শেষভাগ অবধি ব্যারিষ্টারের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত থাকিয়া অবসরক্রমে হেক্টরবধ নামক একখানি গদ্য-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। পত্নী-বিয়োগ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুন রবিবারে বেলা প্রায় দুইটার সময় আলিপুর দাতব্য-চিকিৎসালয়ে কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। বিপুল পরিশ্রমে, অমোঘ অধ্যবসায়ে, প্রদীপ্ত প্রতিভাবলে সাহিত্য-সংসারে অক্ষয় কীর্ত্তি-স্তম্ভ স্থাপন করিয়া শ্রীমধুসূদন বিশ্রামদিনে বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন। ইংলণ্ডীয় মহাকবি মিল্‌টনও বিশ্রামদিনে বিশ্রাম লাভ করিয়াছিলেন।

মধুসূদনের মৃত্যুপলক্ষে প্রকৃত গুণগ্রাহী তেজস্বী লেখক শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তৎসম্পাদিত 'বঙ্গদর্শনে' যে কয় পংক্তি লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে বঙ্গবাসিগণ বুঝিতে পারিবেন যে, মধুসূদনের নিকট বঙ্গভাষা কি পরিমাণে ঋণী এবং বঙ্গকবিগণের মধ্যে তিনি কোন্ আসন পাইবার অধিকারী। সেই কয় পংক্তির অধিকাংশই নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম। *

"আজি বঙ্গভূমির উন্নতি সম্বন্ধে আর আমরা সংশয় করি না। এই ভূমণ্ডলে বাঙ্গালীজাতির

* কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, বঙ্কিমবাবু অনুগ্রহ করিয়া এই জীবনবৃত্তান্তমধ্যে তাঁহার লিখিত কয়টি পংক্তি উদ্ধৃত করিতে আমাকে অনুমতি দিয়াছেন।—প্রসন্ন।

গৌরব হইবে। কেন না, বঙ্গদেশ রোদন করিতে শিখিয়াছে—অকপটে বাঙ্গালী কবির জন্য রোদন করিতেছে।

"যে দেশে একজন সুকবি জন্মে, সে দেশের সৌভাগ্য। যে দেশে সুকবি যশঃ প্রাপ্ত হয়, সে দেশের আরও সৌভাগ্য। যশঃ মৃতের পুরস্কার—জীবিতের যথাযোগ্য যশঃ কোথায়? প্রায় দেখা যায়, যিনি যশের পাত্র, তিনি জীবিতকালে যশস্বী নহেন; যিনি যশের অপাত্র, তিনি জীবিতকালে যশস্বী। সক্রেতিস্ এবং যীশুখৃষ্টের দেশীয়েরা তাঁহাদিগকে অপমান করিয়া প্রাণদণ্ড করিয়াছিল। কোপরনিকস, গেলিলীয়, দান্তে প্রভৃতির দুঃখ কে না জানে? আবার হেলিসিওয়ার্ড প্রভৃতি মহাকবি বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন। এ দেশে আজিও দাশরথি রায়ের একটু যশঃ আছে। যে দেশের শ্রেষ্ঠ কবি যশস্বী হইয়া জীবন সমাপন করেন, সে দেশ প্রকৃত উন্নতির পথে দাঁড়াইয়াছে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত যে যশস্বী হইয়া মরিয়াছেন, ইহাতে বুঝা যায়, বাঙ্গালা দেশ উন্নতির পথে দাঁড়াইয়াছে।"

"বাঙ্গালা প্রাচীন দেশ। যাঁহারা ভূতত্ত্ববেত্তাদিগের মুখে শুনেন যে, বাঙ্গালা নদীমুখনীত কর্দ্দমে সম্প্রতি রচিত, তাঁহারা যেন না মনে করেন যে, কালি পরশ্ব হিমাচল-পদতলে সাগরোর্ম্মি প্রহত হইবে। সেরূপ অনুমান-শক্তি কেবল হুইলর সাহেবের ন্যায় পণ্ডিতেরই শোভা পায়। কিন্তু এই প্রাচীন দেশে, দুই সহস্র বৎসরমধ্যে কবি একা জয়দেব গোস্বামী। শ্রীহর্ষ বাঙ্গালী নহেন। জয়দেব গোস্বামীর পর শ্রীমধুসূদন।"

"যদি কোন আধুনিক ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বিত ইউরোপীয় আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের আবার ভরসা কি?—বাঙ্গালীর মধ্যে মনুষ্য জন্মিয়াছে কে? আমরা বলিব, ধর্ম্মোপদেশকের মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেব, দার্শনিকের মধ্যে রঘুনাথ, কবির মধ্যে শ্রীজয়দেব ও শ্রীমধুসূদন।"

"স্মরণীয় বাঙ্গালীর অভাব নাই। কুল্লুকভট্ট, রঘুনন্দন, গদাধর, জগদীশ, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, রামমোহন রায় প্রভৃতি অনেক নাম করিতে পারি। অবনতাবস্থায়ও বঙ্গমাতা রত্ন-প্রসবিনী। এই সকল নামের সঙ্গে মধুসূদনের নামও বঙ্গদেশে ধন্য হইল। কেবলই কি বঙ্গদেশ?"

"আমাদের ভরসা আছে। আমরা স্বয়ং নির্গুণ হইলেও রত্ন-প্রসবিনীর সন্তান, সকলেই সেই কথা মনে করিয়া জগতীতলে আপনার যোগ্য আসন গ্রহণ করিতে যত্ন কর। আমরা কিসে অপটু?—রণে? রণ কি উন্নতির উপায়? আর কি উন্নতির উপায় নাই? রক্তস্রোতে জাতীয় তরণী না ভাসাইলে কি সুখের পারে যাওয়া যায় না? চিরকালই কি বাহুবল একমাত্র বল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে? মনুষ্যের জ্ঞানোন্নতি কি বৃথায় হইতেছে? দেশভেদে কালভেদে কি উপায়ান্তর হইবে না?"

"ভিন্ন ভিন্ন দেশে জাতীয় উন্নতির ভিন্ন ভিন্ন সোপান। বিদ্যালোচনার কারণেই প্রাচীন ভারত উন্নত হইয়াছিল, সেই পথে আবার চল, আবার উন্নত হইবে। কাল প্রসন্ন, ইউরোপ সহায়, সুপবন বহিতেছে দেখিয়া, জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও, তাহাতে নাম লেখ, 'শ্রীমধুসূদন'।"

"বঙ্গদেশ, বঙ্গকবির জন্য রোদন করিতেছে। বঙ্গ-কবিগণ মিলিয়া বঙ্গীয় কবিকুলভূষণের জন্য রোদন করিতেছেন। কবি নহিলে কবির জন্য রোদনে কাহার অধিকার?"

বঙ্গ-কবিকুল-চূড়ামণি ৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মধুসূদনের মৃত্যুপলক্ষে যে সুন্দর কবিতাটি লিখিয়াছিলেন, তাহা চিরকাল স্বর্গীয় কবির সমাধিস্তম্ভের বক্ষঃস্থ মণিময়-ফলক বলিয়া পরিগণিত হইবে। কল্পনার লীলাতরঙ্গময়ী সেই কবিতাটি আমরা নিম্নে উদ্ধৃত না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। *

স্বর্গারোহণ

—:*:—

"—'খোল খোল দ্বার খোল দ্রুতগতি
হিরণ্ময় জ্যোতিঃ যার,'
বলিয়া কৃতান্ত ডাকি অনুচরে
মুখেতে প্রীতির ভার;
'সংবরি সংসার-লীলা আপনার
শ্রীমধুসূদন আসে
সম্ভাষি আদরে, লও রে তাহারে,
বাণী-পুত্রগণ-পাশে;

---

* কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, হেমবাবু অনুগ্রহ করিয়া এই জীবনবৃত্তান্তমধ্যে তাঁহার লিখিত কবিতাটি সন্নিবেশিত করিতে আমাকে অনুমতি দিয়াছেন।
—প্রসন্ন।

কবি-কুঞ্জধাম পবিত্র কানন,
অমর-ভবনে যাহা,
নিরঞ্জন স্থান সদা মধুময়
দেখাও উহারে তাহা।
যাও দ্রুতগতি যাও যাও সবে
সুখে বংশীধ্বনি কর,
কুসুমে গাঁথিয়া সুন্দর মালিকা
মস্তক-উপরে ধর;
ভুঞ্জি বহু দুঃখ সংসার-কারাতে
শ্রীমধু দুঃখেতে আসে,
ত্বরা করি যাও যশোগীত গাও,
লও কবিকুঞ্জ বাসে।'

২

খুলিল ত্বরিতে উত্তর-তোরণ
সঙ্গীত ঝঙ্কারে ধায়;
দিগঙ্গনাগণ দেবদূত সঙ্গে
রঙ্গে যশোগীত গায়;—
এসো এসো সুখে বাণী-বরপুত্র
বঙ্গের উজ্জ্বল মণি,
স্বভাবের শিশু সুধাতে পালিত
কল্পনা-হীরার খনি,
বাল্মীকি হোমর সুমন্ত্রে দীক্ষিত
মধুর সুতন্ত্রীধারী,
অকাল-কোকিল মরুতল-তরু
অনীর দেশের বারি;
এসো ভাগ্যবান্, কবিকুঞ্জ-ধামে
চির-সুখে কাল হর,
চিরজীবি হয়ে চির-আকাঙ্ক্ষিত
জয়-মাল্য শিরে পর;
বলিতে বলিতে ঘেরিয়া সকলে
মণ্ডলী করিয়া আসি
দিগঙ্গনা-দল কুসুমের দামে
শীর্ষ সাজাইলা হাসি।

৩

সখাগণ চলে কবি-কুঞ্জবনে
কলকণ্ঠ ঝরে সুরে,
কুসুম-বাসিত সুমন্দ মলয়
সুগন্ধ বিতরে দূরে।
ঘন কুহুধ্বনি, ভ্রমর ঝঙ্কার,
শ্যামার সুন্দর তান,
বেণু-বীণা-শ্রুত অস্ফুট কাকলী
পুলকিত করে প্রাণ,
ভুলে মর্ত্ত্য-লোক, মধুমত্ত কবি
মধু সে আস্বাদ পায়;
অতুল আনন্দে নয়ন বিস্ফারি
কবি কুঞ্জপানে চায়।
চারি পাশে বালা কলকণ্ঠ-স্বরে
মধুর কীর্ত্তন করে,
আকাশে পবন, ঘ্রাণে সুবাসিত
মধুর সঙ্গীত ঝরে;
যবে উত্তরিলা কবিকুঞ্জধামে
শরীরে রোমাঞ্চ ধরি;—
'কবি ধন্য তুমি শ্রীমধুসূদন'
ধ্বনিল কানন ভরি।

৪

সদা মধুময় কবিকুঞ্জ সেই
সুমিষ্ট সকলি তায়,
স্বভাবের গুণে সকলি সুন্দর
ক্ষণে রূপভেদ পায়;—
এই ইন্দ্রধনু, তনু মনোহর,
গগন উজ্জ্বল করে,
ঝলকে ঝলকে ক্ষণ পরে এই
বিজলী সুহাস্য ধরে;
সতত সুন্দর শরতের শশী
সুনীল অম্বরে ভাসে,
সতত সুন্দর কুসুমের রাশি
তরু-কোলে কোলে হাসে;
স্বভাবের গুণে সরসীর নীর
ক্ষীর সম শোভা পায়,
নদী-নদ-বারি অমৃত সঞ্চারি
প্রবাহ ঢালিয়া যায়;
মধুময় যত নিখিল জগতে
সকলি সেখানে ফলে,
আতপ অনল, অশোক বাসনা,
গিরি তরু বায়ু জলে।

৫

লীলা সাঙ্গ করি হ'লে অবসর
অহে বঙ্গ-কুলরবি!
যত দিন ভবে থাকিব বাঁচিয়া
ভাবিব তোমার ছবি;—
আকর্ণ-পূরিত সেই নেত্রদ্বয়
সুহৃৎরঞ্জন ভাণ,
মধুচক্র-সম মধুর ভাণ্ডার
সরল কোমল প্রাণ;

আনন্দলহরী ভাষার নির্ঝর
শোভিত আশার ফুলে,
উৎসাহ-ভাসিত বদনমণ্ডল
পঙ্কজ বান্ধব-কুলে;
যার অবয়ব বীরভাষা-প্রিয়,
গউড়-সন্ততি সার,
প্রিয়ংবদ সখা প্রণয়ের তরু,
কামিনী-কণ্ঠের হার।
সাহিত্য-কুসুমে প্রমত্ত মধুপ,
বঙ্গের উজ্জ্বল রবি,
তোমার অভাবে দেশ অন্ধকার
শ্রীমধুসূদন কবি।

৬

গেলে চলি মধু কাঁদায়ে অকালে
পাইয়া বহুল ক্লেশ,
ক্ষিপ্ত-গ্রহ-প্রায় ধরাতে আসিয়া
জ্বলিয়া হইলা শেষ;
ছিলে উদাসীন, গেলে উদাসীন
জয়মাল্য শিরে পরি,
অনাথ-ছুটিরে কার কাছে বল
গেলে সমর্পণ করি?
ভেবেছিলা জানি তুমি গত যবে
গউড়বাসীরা সবে,
অনাথ-পালক তোমার বালক
অঙ্কেতে তুলিয়া লবে;
হবে কি সে দিন এই গৌড়-মাঝে
পূরিবে তোমার আশা,
বুঝিবে কি ধন দিয়াছ ভাণ্ডারে
উজ্জ্বল করিয়া ভাষা।
হায়, মা ভারতি, চিরদিন তোর
কেন এ কুখ্যাতি ভবে?
যে জন সেবিবে ও পদযুগল,
সেই যে দরিদ্র হবে।"

মধুসূদনের মৃত্যু-সংবাদে সুকবি শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের হৃদয়ের ভাব গৈরিক-নিঃস্রাবের ন্যায় নিম্নলিখিত কবিতায় স্বতঃ উচ্ছ্বাসিত হইয়াছিল। *

১

"হা অদৃষ্ট!—কবিবর! এই কি তোমার
ছিল হে কপালে?
মধুসূদনের, হায়! শুনে বুক ফেটে যায়,
এই পরিণাম বিধি লিখেছিল ভালে?

২

দিয়াছিল সেই রত্ন ভারতী তোমায়
অপার্থিব ধন;
রাজ্য বিনিময়ে আহা, কেহ নাহি পায় তাহা,
দাতব্য চিকিৎসালয়ে তোমার মরণ?

৩

কিংবা কণ্টকিত হায়! যে বিধি করিল
গোলাপ কমল;
সে বিধি পাষাণমনে, দহিতে সুকবিগণে
কবিত্ব-অমৃতে দিল দারিদ্র্য-অনল।

৪

বহু যুদ্ধে না পারিয়া করিতে নির্ব্বাণ
এই হুতাশন;
প্রাণপত্নী-করে ধরি, নরলীলা পরিহরি,
পশিলে মধুসূদন অমর-জীবন!

৫

কৃতঘ্ন মা বঙ্গভূমি! এত দিন তব
কবিত্ব-কানন,
সেই পিকবর-কল, উছলে যমুনাজল,
উছলিত ব্রজে শ্যাম-বাঁশরী যেমন;—

৬

সে মধু-সখারে আজি পাষাণ-পরাণে
(কি বলিব হায়!)
অযতনে অনাদরে, বঙ্গ-কবি-কুলেশ্বরে,
ভিক্ষুকের বেশে মাতা দিয়াছ বিদায়!

৭

মধুর কোকিল-কণ্ঠে—অমৃত-লহরী—
কে আর এখন,
দেশদেশান্তরে থাকি, কে 'শ্যামা জন্মদে ডাকি'
নূতন নূতন তানে মোহিবে শ্রবণ?

৮

তোমার মানসখনি করিয়া বিদার,
কাল দুরাচার,
হরিল যে রত্ন, হায়! কত দিনে পুনরায়
ফলিবে এমন রত্ন! ফলিবে কি আর?

৯

শূন্য হ'ল আজি বঙ্গকবি-সিংহাসন!
মুদিল নয়ন

---

* কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, নবীনবাবু অনুগ্রহ করিয়া এই জীবনবৃত্তান্তমধ্যে তাঁহার লিখিত হৃদয়গ্রাহী কবিতাটি সন্নিবেশিত করিতে আমাকে অনুমতি দিয়াছেন। —প্রসন্ন।

বঙ্গের অনন্ত-কবি, কল্পনা-সরোজ-রবি,
বঙ্গের কবিতা-মধু হরিল শমন।

১০

বঙ্গের কবিতে! আজি অনাথা হইলে
মধুর বিহনে,
আজন্ম শৃঙ্খলভারে, দীনা ক্ষীণা কলেবরে,
বেড়াইতে বঙ্গালয়ে বিরস-বদনে;

১১

কল্পনার বলে সেই চরণ-শৃঙ্খল
কাটিয়া যে জন,
মধুর অমিত্রাক্ষরে, তুলিয়া স্বরগোপরে
দেখাইল তিলোত্তমা 'মুকুতা যৌবন',

১২

রত্নসৌধ-কিরীটিনী স্বর্ণ-লঙ্কাপুরে,
লইয়া তোমারে,
মৈথিলী অশোকবনে, প্রমীলা সজ্জিত রণে,
প্রবেশিতে, লঙ্কাপুরে বীর অহঙ্কারে,

১৩

দেখাইল, বেড়াইল কল্পনার বক্ষে
লইয়া তোমারে,
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-ধরাতলে, প্রচণ্ড জলধিতলে,
শুনাইল মেঘনাদ গভীর ঝঙ্কারে;

১৪

ব্রজাঙ্গনা, বীরাঙ্গনা নয়নের জলে
প্রেমবিগলিত;
সাজায়ে সুন্দর ডালা, গাঁথিয়া নূতন মালা,
আদরে তোমার অঙ্গ করিল ভূষিত;

১৫

পুণ্যখণ্ড ইউরোপে বসিয়া বিরলে
সেই দিন, হায়!
গাঁথিয়া কল্পনা-করে পরাইল শ্রদ্ধাভরে
রত্নময় চতুর্দ্দশ লহরী গলায়।

১৬

কৃষ্ণকুমারীর দুঃখে কাঁদাইয়া, হায়!
বঙ্গবাসিগণ,
বঙ্গনাট্য-রঙ্গাঙ্গনে, মোহিত দর্শকগণে,
পদ্মাবতী শর্ম্মিষ্ঠারে করিয়া সৃজন;
বঙ্গভাষা সুললিত কুসুম-কাননে
কত লীলা করি,
কাঁদাইয়া গৌড়জন সে কবি মধুসূদন
চলিল বঙ্গের মধু পরিহরি।

১৭

যাও তবে, কবিবর! কীর্ত্তিরথে চড়ি
বঙ্গ আঁধারিয়া,
যথায় বাল্মীকি, ব্যাস, কৃত্তিবাস, কালিদাস,
রচিয়াছে সিংহাসন তোমার লাগিয়া।

১৮

যে অনন্ত মধুচক্র রেখেছ রচিয়া
কবিতা-ভাণ্ডারে;
অনন্ত কালের তরে, গৌড়-মন-মধুকরে
পান করি, করিবেক যশস্বী-তোমারে।"

মধুসূদনের কাব্যসমূহের দোষ-গুণ-সম্বন্ধে হেম-বাবু মেঘনাদবধ কাব্যের ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা আমাদিগের সম্পূর্ণ অনুমোদিত না হইলেও, এই ক্ষুদ্র জীবনবৃত্তান্তমধ্যে আমরা সে সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করিব না। প্রস্তাবান্তরে সবিস্তারে সে বিষয়ে আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

এক্ষণে কবিবরের চরিত্র। ইহা সম্বন্ধে আমরা হাঁ-না-আচ্ছা প্রণালী অবলম্বন করিয়া দুই এক কথায় স্বমত প্রকাশ করিতে অধিকারী নহি; তাহা করিলে, সেই পরলোকগত মহাত্মার প্রতি ঘোর অবিচার করা হয়; কেবল কার্য্য দেখিয়া লোকের চরিত্রের দোষ-গুণ নির্ণয় করা যায় না। একই কার্য্য অবস্থাভেদে দোষের বা গুণের হইয়া থাকে। অবস্থা-বিবেচনায় কর্ত্তব্যপরায়ণ পুত্রহন্তা ব্রুটস্‌কে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতে হয়, আবার অবস্থা-বিবেচনায় প্রজারঞ্জক রামচন্দ্রের পত্নী-বিসর্জ্জনকে কাপুরুষের কার্য্য বলিয়া ঘৃণা করিতে হয়। ফলতঃ, অমুক ব্যক্তি কোন্ অবস্থায় কি কার্য্য করিয়াছেন, না জানিতে পারিলে তাঁহার চরিত্রের দোষ-গুণ স্থির করা যায় না। তবে মাইকেল সম্বন্ধে আমরা এ নিয়মের ব্যভিচার ঘটিতে দিব কেন? তিনি কোন্ অবস্থায় পতিত হইয়া কোন্ কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহার বিচার না করিয়া, তাঁহার চরিত্রের সম্বন্ধে নিজ মত প্রকাশ করিয়া, তাঁহার প্রতি ঘোর অত্যাচার করি কেন? যখন এই ক্ষুদ্র জীবনবৃত্তান্তমধ্যে সেরূপ বিচার করিবার স্থান নাই দেখিতেছি, তখন তাঁহার চরিত্রের দোষ-গুণ-নির্দ্দেশে উদাসীন থাকাই উচিত। অতএব এ স্থলে আমরা সে বিষয়ে উদাসীন থাকিলাম। তবে, 'সমাজ-দর্পণ' নামক সংবাদপত্রের সম্পাদক মাইকেলের চরিত্র সম্বন্ধে যে দুই চারিটি কথা লিখিয়াছেন, তাহা আমাদিগের অনুমোদিত হউক বা না হউক, তাহার সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত

করিয়া আমরা আপাততঃ পাঠকবর্গের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম।

"অগ্নির কণা শরীরে পতিত হইবামাত্রেই চমকিয়া উঠিতে হয়। যদি ঐ অগ্নি প্রবলবেগে হৃদয়দেশে প্রবেশ করে মনে করা যায়, তবে নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে যে, মানুষ কখনই স্থির হইয়া থাকিতে পারিবে না; সে একবার গঙ্গায়, একবার যমুনায়, একবার মহাসমুদ্রের তরঙ্গে নিপতিত হইতে যায়, তথাপি তাহার হৃদয়ানল নির্ব্বাপিত হইতে পারে না। ঐশিক অনল হৃদয়দেশে আবির্ভূত হইলেও মানুষের তখন এই দশা ঘটিয়া থাকে। আমাদের মাইকেল মধুসূদন দত্তেরও এই দশা ঘটিয়াছিল। তিনি জীবনের মধ্যে একদিনও স্থির ভাবে থাকিতে পারেন নাই। আজি হিন্দু, কালি ক্রিশ্চিয়ান, আজি ইংলণ্ডে, কালি ফ্রান্সে, আজি ধনবান্, কালি নির্ধন, এইরূপ হইয়া তিনি সংসারে যাবজ্জীবন কষ্ট পাইয়া গিয়াছেন।"

"মাইকেল যথেচ্ছাচার ছিলেন, তিনি কখনও কাহারও কথা শুনিতেন না, কাহারও পরামর্শ গ্রাহ্য করিতেন না, যাহাতে সুখবোধ হইত, সর্ব্বজন-বিনিন্দিত হইলেও তাহা সর্ব্ব-সমক্ষে অবলম্বন করিতেন। কিন্তু তাঁহার একটি মহান্ গুণ দেখিতে পাওয়া যায়। মাইকেল অসাধারণ বিদ্বান্ ছিলেন। ইংরাজী ভাষায় তাঁহার অসামান্য অধিকার থাকিলেও তিনি বাঙ্গালা ভাষায় অনুকূলতা প্রদর্শন করিতেন। * * * * তিনি কবিগণের বা গুণিগণের অবমাননা করিতেন না। * অসাধারণ উন্নতমনা মাইকেল মধুসূদন দত্ত আপনার চতুর্দ্দশপদী কবিতায় আপনার অলোকসামান্য মাহাত্ম্য প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অনুগতেরা তাঁহাকে ভারতের অপেক্ষা মহান্ বলিতেন, * * অথচ তিনি আপনার চতুর্দ্দশপদী কবিতায় ভারত ও বিদ্যাসাগর প্রভৃতি গুণিগণকে অন্তরের সহিত স্তব-স্তুতি করিয়া গিয়াছেন। * * * *, পুরুষের হৃদয় তো এইরূপ হওয়াই উচিত বটে। চারিদিকে যশঃ-সৌরভ নিঃসারিত হইতেছে অথচ অভিমান নাই, কেবল গোলাপফুলের মত আপনার মনে আপনি হাসিতেছে!"

মাইকেল অসাধারণ মুক্তহস্ত ছিলেন। তিনি কখন কখন স্পষ্টই বলিতেন, ৪০,০০০ চল্লিশ হাজার টাকা বৎসরে না হইলে ভদ্রলোকের কিরূপে চলিতে পারে? আমরা ভাবিয়া দেখিয়াছি, মাইকেলের অনেকটা ধরণ গোল্ডস্মিথের সহিত এক হয়। গোল্ডস্মিথ কখনই শান্তিভোগ করিতে পারেন নাই। আমোদপ্রিয়তাবিষয়ে মাইকেল তাঁহার অপেক্ষা অতিরিক্ত বলিয়া বোধ হয়। গোল্ডস্মিথ উলঙ্গ হইয়া অর্থীকে সর্ব্বস্ব দান করিতেন, আমাদের মাইকেলও এইরূপ ছিলেন। ঘরে খাবার নাই, স্ত্রীপরিবারের ভরণ-পোষণ নির্ব্বাহিত হওয়াই ক্লেশকর, অথচ মাইকেলের দানশক্তি কমে না। * * ফলতঃ 'হেসে খেলে নাও রে যাদু মনের সুখে,' এই যে একটি কথা আছে, মাইকেল তাহার সার্থকতা করিতে চাহিতেন।

* * আমরা এ স্থলে ইহাও বলি যে, মাইকেল গোল্ডস্মিথের অপেক্ষা উন্নতমনা ছিলেন। যে জনসন্ তাঁহার এত উপকার করিতেন, গোল্ডস্মিথ তাঁহারই ঈর্ষা ও নিন্দা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। আমাদের মাইকেল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকটে উপকৃত হইয়া চিরকাল তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

"আমাদের মাইকেল কবিত্বের সহিত বিচার-শক্তির সংক্রম করিতে পারেন নাই, করিলে তিনি অসাধারণ কবি হইতেন সন্দেহ নাই। * * বিচারশক্তির হীনতাবশতঃ মাইকেলের কবিত্বশক্তি সম্পূর্ণতালাভ করিতে পারে নাই। এমন কি, উহা তাঁহার কবিত্বের অর্দ্ধেক হানি করিয়াছে।"

* * * *

"বিচারশক্তিহীনতাবশতঃ মাইকেল যে সকল অন্যায় কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন, আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পরধর্ম্ম অবলম্বন করাকে তৎসমুদয়ের সর্ব্বপ্রধান অপকর্ম্ম বলিতে পারা যায়; ক্রিশ্চিয়ান ধর্ম্মেও মাইকেলের কণামাত্র বিশ্বাস ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তবে কথা এই যে, তাঁহার হৃদয়ের বেগ এইরূপ ছিল যে, স্বধর্ম্মে স্থির হইয়া থাকা তাঁহার মত লোকের একেবারেই অসাধ্য ছিল। আমরা এ কথা কখনই বিশ্বাস করি না যে, মাইকেল বাঙ্গালীত্বের একেবারেই বিরোধী ছিলেন। যদি থাকিতেন, তবে বাঙ্গালা ভাষার প্রতি তাঁহার এতদূর আগ্রহ কখনও দেখিতে পাওয়া যাইত না।"

* * * *

"যাহা হউক, দুঃখের বিষয় এই, আমরা মাইকেলের অশৌচগ্রহণ করিতে পারিলাম না,

কারণ, ওরূপ করিলে তৎক্ষণাৎ জাত্যন্তর ও সমাজচ্যুত হইতে হইবে। * * হা মাইকেল! তোমার অন্ত্যেষ্টির সময় তোমার আত্মীয়গণ তোমার নিকট গিয়া রোদন করিতে পারিল না। তুমি পরের মত বিদেশী ও ম্লেচ্ছগণের হস্তে মস্তক প্রদান করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছ। তুমি কবরে গমন করিবার সময় বিজাতীয়েরা তোমার সঙ্গে গমন করিয়াছিল, আমরা সজল-নয়নে দূর হইতে কিয়ৎকাল নিরীক্ষণ করিয়াছিলাম; নিকটে যাইতে ইচ্ছা করিলেও যাইতে পারিলাম না। হিন্দুধর্ম্মের পারে গমন করিয়া তুমি যেন সমুদ্র-পারবর্ত্তী জনের ন্যায় বহুদূরবর্ত্তী হইয়া পড়িলে। যাহা হউক, আমরা তোমার নিমিত্ত গোপনে রোদন করিব, বঙ্গভাষা তোমাকে বহুদিন স্মরণ করিয়া রাখিবেন। তোমার অস্থি কবরে শান্তিলাভ করুক। তুমি জীবনে নানা ক্লেশের অধীন হইয়াছিলে, আমরা তোমার নিমিত্ত অন্তরের সহিত অনুতাপ করি।”

মেঘনাদবধ কাব্য

প্রথম সর্গ

সম্মুখ সমরে পড়ি, বীর-চূড়ামণি
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ, হে দেবি অমৃতভাষিণি,
কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি-পদে,
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি
রাঘবারি ? কি কৌশলে, রাক্ষসভরসা
ইন্দ্রজিত মেঘনাদে—অজেয় জগতে—
ঊর্ম্মিলাবিলাসী নাশি, ইন্দ্রে নিঃশঙ্কিলা ?
বন্দি চরণারবিন্দ, অতি মন্দমতি
আমি, ডাকি আবার তোমায়, শ্বেতভুজে
ভারতি ! যেমতি, মাতঃ, বসিলা আসিয়া,
বাল্মীকির রসনায় (পদ্মাসনে যেন)
যবে খরতর শরে, গহন কাননে,
ক্রৌঞ্চবধূ সহ ক্রৌঞ্চে নিষাদ বিঁধিলা,
তেমতি দাসেরে, আসি, দয়া কর, সতি ।
কে জানে মহিমা তব এ ভবমণ্ডলে ?
নরাধম আছিল যে নর নরকুলে
চৌর্য্যে রত, হইল সে তোমার প্রসাদে
মৃত্যুঞ্জয়, যথা মৃত্যুঞ্জয় উমাপতি !
হে বরদে, তব বরে চোর রত্নাকর
কাব্যরত্নাকর কবি ! তোমার পরশে,
সুচন্দন-বৃক্ষশোভা বিষবৃক্ষ ধরে !
হায়, মা, এ হেন পুণ্য আছে কি এ দাসে ?
কিন্তু যে গো গুণহীন সন্তানের মাঝে
মূঢ়মতি, জননীর স্নেহ তার প্রতি
সমধিক । উর তবে, উর দয়াময়ি
বিশ্বরমে ! গাইব, মা, বীররসে ভাসি,
মহাগীত ; উরি, দাসে দেহ পদছায়া ।

২। বীরবাহু—রাবণের পুত্র। তিনি অতিশয় যোদ্ধা ছিলেন।

৫—৬। রক্ষঃকুলনিধি রাঘবারি—রাক্ষসবংশ-শ্রেষ্ঠ রাবণ।

৬—৮। কি কৌশলে ইত্যাদি—ঊর্ম্মিলাবিলাসী লক্ষ্মণ কি কৌশলে রাক্ষসকুলভরসাস্বরূপ বাসববিজয়ী মেঘনাদকে বধ করিয়া বাসবকে নির্ভয় করিলেন।

১১—১৫। যেমতি, মাতঃ, ইত্যাদি—পুরাণে লিখিত আছে যে, কবিগুরু বাল্মীকি যৌবনাবস্থায় অতি দুরাচার এবং দুর্বৃত্ত ছিলেন। কোন সময়ে ভগবান্ ব্রহ্মা ঋষিরূপ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে ভর্ৎসনা করাতে তিনি অসৎপথ পরিত্যাগ করিয়া কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। একদা তিনি স্নান করিয়া আপন আবাসে প্রত্যাগমন করিতেছেন, এমন সময়ে এক জন ব্যাধ তাঁহার সমক্ষে কামক্রীড়াসক্ত ক্রৌঞ্চমিথুনের মধ্যে ক্রৌঞ্চকে বাণাঘাতে বধ করিল। তিনি এতাদৃশ ক্রূরাচরণ দর্শন করিয়া সরোষে এই নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাঠ করিলেন —

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্ ।"

ওরে নিষাদ, তুই অকারণে কামমোহিত ক্রৌঞ্চকে বধ করিলি, অতএব এই পৃথিবীতে তুই কখনও প্রতিষ্ঠা-লাভ করিতে পারিবি না।

সেই শুভক্ষণ অবধি ভূভারতে কবিতার সৃষ্টি হইল। এ স্থলে গ্রন্থকার সরস্বতীর নিকট এই প্রার্থনা করিতেছেন যে, তিনি যেমন কামাসক্ত ক্রৌঞ্চের নিধনাবসরে বাল্মীকির রসনাগ্রে অধিষ্ঠিতা হইয়াছিলেন, তেমনি যেন এ গ্রন্থকারের প্রতিও সানুকম্পা হন। এই কাব্য খানির অনেক স্থল বাল্মীকিকৃত রামায়ণ অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে, এই হেতু কবি বাল্মীকীয় ভারতীকে আরাধনা করিতেছেন। ক্রৌঞ্চবধূ সহ—অর্থাৎ ক্রৌঞ্চবধূ সহবাসী।

২—৪। নরাধম আছিল ইত্যাদি—যে নরাধম যৌবনকালে দস্যুবৃত্তিরত ছিল (অর্থাৎ বাল্মীকি) সে এক্ষণে তোমার প্রসাদে অমর হইয়াছে।

৪। মৃত্যুঞ্জয়—অমর। মৃত্যুঞ্জয় উমাপতি—মহেশ্বর।

৫—৬। রত্নাকর—কবিগুরু বাল্মীকির পূর্ব্ব নাম। রত্নাকর—সাগর। ৮। হায়, মা, ইত্যাদি—আমার এমন কি পুণ্য আছে যে কবিগুরু বাল্মীকির ন্যায় তোমার প্রসাদ লাভ করি ?

১১। উর—আবির্ভূত হও।

—তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী
কল্পনা! কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু
লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।
কনক-আসনে বসে দশানন বলী—
হেমকূট-হৈমশিরে শৃঙ্গবর যথা
তেজঃপুঞ্জ। শত শত পাত্রমিত্র আদি
সভাসদ, নতভাবে বসে চারি দিকে
ভূতলে অতুল সভা—স্ফটিকে গঠিত;
তাহে শোভে রত্নরাজী, মানস-সরসে
সরস কমলকুল বিকসিত যথা।
শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত স্তম্ভ সারি সারি
ধরে উচ্চ স্বর্ণছাদ, ফণীন্দ্র যেমতি
বিস্তারি অযুত ফণা, ধরেন আদরে
ধরারে। ঝুলিছে ঝলি ঝালরে মুকুতা,
পদ্মরাগ, মরকত, হীরা; যথা ঝোলে
(খচিত মুকুলে ফুলে) পল্লবের মালা
ব্রতালয়ে। ক্ষণপ্রভা সম মুহুঃ হাসে
রতনসম্ভবা বিভা—ঝলসি নয়নে!
সুচারু চামর চারুলোচনা কিঙ্করী
ঢুলায়; মৃণালভুজ আনন্দে আন্দোলি
চন্দ্রাননা। ধরে ছত্র ছত্রধর; আহা
হরকোপানলে কাম যেন রে না পুড়ি
দাঁড়ান সে সভাতলে ছত্রধর-রূপে!—
ফেরে দ্বারে দৌবারিক, ভীষণ মুরতি,
পাণ্ডব-শিবির দ্বারে রুদ্রেশ্বর যথা
শূলপাণি! মন্দে মন্দে বহে গন্ধে বহি,
অনন্ত বসন্ত-বায়ু, রঙ্গে সঙ্গে আনি
কাকলী লহরী, মরি! মনোহর, যথা
বাঁশরীস্বরলহরী গোকুল বিপিনে!

কি ছার ইহার কাছে, হে দানবপতি
ময়, মণিময় সভা, ইন্দ্রপ্রস্থে যাহা
স্বহস্তে গড়িলা তুমি তুষিতে পৌরবে?
এ হেন সভায় বসে রক্ষঃকুলপতি,
বাক্যহীন পুত্রশোকে! ঝর ঝর ঝরে
অবিরল অশ্রুধারা—তিতিয়া বসনে,
যথা তরু, তীক্ষ্ণ শর সরস শরীরে
বাজিলে, কাঁদে নীরবে। কর যোড় করি,
দাঁড়ায় সম্মুখে ভগ্নদূত, ধূসরিত
ধূলায়, শোণিতে আর্দ্র সর্ব্ব কলেবর।
বীরবাহু সহ যত যোধ শত শত
ভাসিল রণসাগরে, তা সবার মাঝে
একমাত্র বাঁচে বীর; যে কাল তরঙ্গ
গ্রাসিল সকলে, রক্ষা করিল রাক্ষসে—
নাম মকরাক্ষ, বলে যক্ষপতি সম।
এ দূতের মুখে শুনি সুতের নিধন,
হায়, শোকাকুল আজি রাজকুলমণি
নৈকষেয়! সভাজন দুঃখী রাজ-দুঃখে।
আঁধার জগত, মরি, ঘন আবরিলে
দিননাথে! কত ক্ষণে চেতন পাইয়া,
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, কহিলা রাবণ;—
"নিশার স্বপনসম তোর এ বারতা,
রে দূত! অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সে ধর্ম্মধরে রাঘব ভিখারী
বধিল সম্মুখ রণে? ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?
হা পুত্র, হা বীর-চূড়ামণি!
কি পাপে হারানু আমি তোমা হেন ধনে?
কি পাপ দেখিয়া মোর, রে দারুণ বিধি,
হরিলি এ ধন তুই? হায় রে, কেমনে
সহি এ যাতনা আমি? কে আর রাখিবে
এ বিপুল কুল-মান এ কাল সমরে।
বনের মাঝারে যথা শাখাদলে আগে
একে একে কাঠুরিয়া কাটি, অবশেষে
নাশে বৃক্ষে, হে বিধাতঃ, এ দুরন্ত রিপু
তেমতি দুর্ব্বল, দেখ, করিছে আমারে
নিরন্তর! হব আমি নির্ম্মূল সমূলে
এর শরে! তা না হলে মরিত কি কভু
শূলী শম্ভুসম ভাই কুম্ভকর্ণ মম,
অকালে আমার দোষে? আর যোধ যত—
রাক্ষস-কুল-রক্ষণ? হায়, সূর্পণখা,

১—২। মধুকরী কল্পনা—রূপক অলঙ্কার। কবিকল্পনাও যেন একজন দেবী।
১৩। ফণীন্দ্র—বাসুকি। ১৫। ঝলি—ঝল ঝল করিয়া।
১৮। ক্ষণপ্রভা—বিদ্যুৎ। ১৯। রতনসম্ভবা বিভা—রত্ন-সমূহ হইতে যে আলোকের উৎপত্তি হয়।
২৭। শূলপাণি—যাহার হস্তে শূল।
২৯। কাকলী—দূরস্থিত যন্ত্রসমূহের একত্রীভূত মৃদুধ্বনি।
৩০। বাঁশরী ইত্যাদি—গোকুল বিপিনে বাঁশরীস্বর যেরূপ মনোহর, বায়ু দ্বারা আনীত কাকলীলহরী তদ্রূপ মনোহর।

৬। তিতিয়া—ভিজিয়া।

কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুই রে অভাগী,
কাল পঞ্চবটীবনে কালকূটে ভরা
এ ভুজগে? কি কুক্ষণে (তোর দুঃখে দুঃখী)
পাবক-শিখা-রূপিণী জানকীরে আমি
আনিনু এ হৈম গেহে? হায়, ইচ্ছা করে,
ছাড়িয়া কনকলঙ্কা, নিবিড় কাননে
পশি, এ মনের জ্বালা জুড়াই বিরলে!
কুসুমদাম-সজ্জিত, দীপাবলী-তেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালাসম রে আছিল
এ মোর সুন্দর পুরী! কিন্তু একে একে
শুকাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটী;
নীরব রবাব, বীণা, মুরজ, মুরলী;
তবে কেন আর আমি থাকি রে এখানে?
কার রে বাসনা বাস করিতে আঁধারে?"
এইরূপে বিলাপিলা আক্ষেপে রাক্ষস-
কুলপতি রাবণ; হায় রে মরি, যথা
হস্তিনায় অন্ধরাজ, সঞ্জয়ের মুখে
শুনি, ভীমবাহু ভীমসেনের প্রহারে
হত যত প্রিয়পুত্র, কুরুক্ষেত্র-রণে।
তবে মন্ত্রী সারণ (সচিবশ্রেষ্ঠ বুধঃ)
কৃতাঞ্জলিপুটে উঠি কহিতে লাগিলা
নতভাবে;—"হে রাজন্, ভুবনবিখ্যাত,
রাক্ষসকুলশেখর, ক্ষম এ দাসেরে!
হেন সাধ্য কার আছে বুঝায় তোমারে
এ জগতে? ভাবি, প্রভু, দেখ কিন্তু মনে;—
অভ্রভেদী চূড়া যদি যায় গুঁড়া হয়ে
বজ্রাঘাতে, কভু নহে ভূধর অধীর
সে পীড়নে। বিশেষতঃ এ ভবমণ্ডল
মায়াময়, বৃথা এর দুঃখ সুখ যত।
মোহের ছলনে ভুলে অজ্ঞান যে জন।"
উত্তর করিলা তবে লঙ্কা-অধিপতি;—
"যা কহিলে সত্য, ওহে অমাত্য-প্রধান
সারণ! জানি হে আমি, এ ভব-মণ্ডল
মায়াময়, বৃথা এর দুঃখ, সুখ যত।
কিন্তু জেনে শুনে তবু কাঁদে এ পরাণ
অবোধ। হৃদয়-বৃন্তে ফুটে যে কুসুম,
তাহারে ছিঁড়িলে কাল, বিকল হৃদয়
ডোবে শোক-সাগরে, মৃণাল যথা জলে,
যবে কুবলয়ধন লয় কেহ হরি।"
এতেক কহিয়া রাজা, দূত পানে চাহি,
আদেশিলা,—"কহ, দূত, কেমনে পড়িল
সমরে অমর-ত্রাস বীরবাহু বলী?"
প্রণমি রাজেন্দ্রপদে করযুগ যুড়ি,
আরম্ভিলা ভগ্নদূত;—"হায়, লঙ্কাপতি,
কেমনে কহিব আমি অপূর্ব্ব কাহিনী?
কেমনে বর্ণিব বীরবাহুর বীরতা?—
মদকল করী যথা পশে নলবনে,
পশিলা বীরকুঞ্জর অরিদল মাঝে
ধনুর্দ্ধর। এখনও কাঁপে হিয়া মম
থরথরি, স্মরিলে সে ভৈরব হুঙ্কারে!
শুনেছি, রাক্ষসপতি, মেঘের গর্জ্জনে;
সিংহনাদে; জলধির কল্লোলে; দেখেছি
দ্রুত ইরম্মদে, দেব, ছুটিতে পবন-
পথে; কিন্তু কভু নাহি শুনি ত্রিভুবনে,
এ হেন ঘোর ঘর্ঘর কোদণ্ড-টঙ্কারে।
কভু নাহি দেখি শর হেন ভয়ঙ্কর!
পশিলা বীরেন্দ্রবৃন্দ বীরবাহু সহ
রণে, যূথনাথ সহ গজযূথ যথা।
ঘন ঘনাকারে ধূলা উঠিল আকাশে,—
মেঘদল আসি যেন আবরিলা রুষি
গগনে; বিদ্যুৎঝলা-সম চকমকি
উড়িল কলম্বকুল অম্বর প্রদেশে
শনশনে!—ধন্য শিক্ষা বীর বীরবাহু!
কত যে মরিল অরি, কে পারে গণিতে?
এইরূপে শত্রুমাঝে যুঝিলা স্বদলে
পুত্র তব, হে রাজন্! কত ক্ষণ পরে,
প্রবেশিলা যুদ্ধে আসি নরেন্দ্র রাঘব।
কনক-মুকুট শিরে, করে ভীম ধনুঃ,

১১। দেউটী—প্রদীপ।
১৭। অন্ধরাজ—ধৃতরাষ্ট্র।
১৯। যে দিবস জয়দ্রথ বধ হয়—দ্রোণপর্ব্ব।
২০। সচিবশ্রেষ্ঠ বুধঃ—মন্ত্রিকুলপ্রধান বিজ্ঞজন।
২৬। অভ্রভেদী—আকাশভেদী।
৩২। অমাত্যপ্রধান—মন্ত্রিকুলশ্রেষ্ঠ।

১। বৃন্ত—ফুলের বোঁটা। ৪। কুবলয়—পদ্ম।
১—৪। হৃদয়-বৃন্তে ইত্যাদি—মৃণাল হইতে পদ্ম ছিঁড়িয়া লইলে যেরূপ মৃণাল জলে মগ্ন হইয়া যায়, সেইরূপ হৃদয়স্বরূপ বৃন্তে প্রস্ফুটিত পুত্রস্বরূপ কুসুমকে ছিঁড়িয়া লইলে হৃদয় শোকসাগরে মগ্ন হইয়া যায়। ১২। মদকল—মদমত্ত।
১৮। ইরম্মদ—বজ্রাগ্নি। পবনপথ—আকাশ।
২২। পশিল—প্রবেশ করিল।
২৭। কলম্ব—তীর।

বাসবের চাপ যথা বিবিধ রতনে
খচিত,"—এতেক কহি, নীরবে কাঁদিল
ভগ্নদূত, কাঁদে যথা বিলাপী, স্মরিয়া
পূর্ব্বদুঃখ। সভাজন কাঁদিলা নীরবে।
অশ্রুময়-আঁখি পুনঃ কহিলা রাবণ,
মন্দোদরীমনোহর;—"কহ, রে সন্দেশ-
বহ, কহ, শুনি আমি, কেমনে নাশিলা
দশাননাত্মজ শূরে দশরথাত্মজ?"
"কেমনে, হে মহীপতি," পুনঃ আরম্ভিল
ভগ্নদূত;—"কেমনে, হে রক্ষঃকুলনিধি,
কহিব সে কথা আমি, শুনিবে বা তুমি।
অগ্নিময় চক্ষুঃ যথা হর্য্যক্ষ, সরোষে
কড়মড়ি ভীম দন্ত, পড়ে লম্ফ দিয়া
বৃষস্কন্ধে, রামচন্দ্র আক্রমিলা রণে
কুমারে! চৌদিকে এবে সমর-তরঙ্গ
উথলিল, সিন্ধু যথা দ্বন্দ্বি বায়ু সহ
নির্ঘোষে! ভাতিল অসি অগ্নিশিখাসম
ধূমপুঞ্জসম চর্ম্মাবলীর মাঝারে
অযুত! নাদিল কম্বু অম্বুরাশি-রবে!—
আর কি কহিব, দেব! পূর্ব্বজন্মদোষে,
একাকী বাঁচিনু আমি! হায় রে বিধাতঃ,
কি পাপে এ তাপ আজি দিলি তুই মোরে?
কেন না শুইনু আমি শরশয্যাপরি,
হৈমলঙ্কা অলঙ্কার বীরবাহু সহ
রণভূমে? কিন্তু নহি নিজ দোষে দোষী।
ক্ষত বক্ষঃস্থল মম, দেখ, নৃপমণি,
রিপু-প্রহরণে; পৃষ্ঠে নাহি অস্ত্রলেখা।"
এতেক কহিয়া স্তব্ধ হইল রাক্ষস
মনস্তাপে। লঙ্কাপতি হরষে বিষাদে
কহিলা;—"সাবাসি, দূত! তোর কথা শুনি,
কোন্ বীর-হিয়া নাহি চাহে রে পশিতে
সংগ্রামে? ডমরুধ্বনি শুনি কাল ফণী,
কভু কি অলসভাবে নিবাসে বিবরে?
ধন্য লঙ্কা, বীরপুত্রধাত্রী! চল, সবে,—
চল যাই, দেখি, ওহে সভাসদ্ জন,
কেমনে পড়েছে রণে বীর-চূড়ামণি
বীরবাহু; চল, দেখি জুড়াই নয়নে।"
উঠিলা রাক্ষসপতি প্রাসাদ-শিখরে,
কনক-উদয়াচলে দিনমণি যেন
অংশুমালী। চারি দিকে শোভিল কাঞ্চন-
সৌধ-কিরীটিনী লঙ্কা—মনোহরা পুরী!—
হেমহর্ম্ম্য সারি সারি পুষ্পবন মাঝে;
কমল-আলয় সরঃ; উৎস রজঃ-ছটা;
তরুরাজী; ফুলকুল—চক্ষুঃ-বিনোদন,
যুবতীযৌবন যথা; হীরাচূড়াশিরঃ
দেবগৃহ; নানা রাগে রঞ্জিত বিপণি,
বিবিধ রতন-পূর্ণ; এ জগত যেন
আনিয়া বিবিধ ধন, পূজার বিধানে,
রেখেছে, রে চারুলঙ্কে, তোর পদতলে,
জগৎ-বাসনা তুই, সুখের সদন।
দেখিলা রাক্ষসেশ্বর উন্নত প্রাচীর—
অটল অচল যথা; তাহার উপরে,
বীরমদে মত্ত, ফেরে অস্ত্রীদল, যথা
শৃঙ্গধরোপরি সিংহ। চারি সিংহদ্বার
(রুদ্ধ এবে) হেরিলা বৈদেহীহর; তথা
জাগে রথ, রথী, গজ, অশ্ব, পদাতিক
অগণ্য। দেখিলা রাজা নগর বাহিরে,
রিপুবৃন্দ, বালিবৃন্দ সিন্ধুতীরে যথা,
নক্ষত্র-মণ্ডল কিংবা আকাশ-মণ্ডলে।
থানা দিয়া পূর্ব্ব দ্বারে দুর্ব্বার সংগ্রামে,
বসিয়াছে বীর নীল; দক্ষিণ দুয়ারে
অঙ্গদ, করভসম নব বলে বলী;
কিম্বা বিষধর, যবে বিচিত্র কঞ্চুক-
ভূষিত, হিমান্তে অহি ভ্রমে ঊর্দ্ধ ফণা—
ত্রিশূলসদৃশ জিহ্বা লুলি অবলেপে!

৬—৭। সন্দেশবহ—দূত।
১২। হর্য্যক্ষ—সিংহ।
১৭। ভাতিল—দীপ্তিমান্ হইল।
১৮। চর্ম্ম—ঢাল।
১৯। কম্বু—শঙ্খ। অম্বুরাশি—সমুদ্র।
২৭। পৃষ্ঠে নাহি অস্ত্রলেখা—পৃষ্ঠে অস্ত্রের দাগ নাহি। আমি সম্মুখ-যুদ্ধ করিয়াছি, সুতরাং বক্ষঃস্থল ক্ষত হইয়াছে। পলায়ন করি নাই, সুতরাং পৃষ্ঠে অস্ত্রের চিহ্ন নাই।

৬-৭। দিনমণি অংশুমালী—উভয় শব্দের অর্থ সূর্য্য, কিন্তু এ স্থলে পুনরুক্তি-নিবারণার্থ অংশুমালী বিশেষণ পদ, অর্থ, অংশু অর্থাৎ কিরণজাল যাহার গলদেশে মালাস্বরূপ।
৭—৮। কাঞ্চন-সৌধ-কিরীটিনী লঙ্কা—কাঞ্চন-নির্ম্মিত সৌধ অর্থাৎ অট্টালিকা যে লঙ্কার কিরীট-স্বরূপ হইয়াছে।
৩০। কঞ্চুক—সর্পচর্ম্ম।
৩২। অবলেপে—গর্ব্বে।

উত্তর দুয়ারে রাজা সুগ্রীব আপনি
বীরসিংহ। দাশরথি পশ্চিম দুয়ারে—
হায় রে, বিষণ্ণ এবে জানকী-বিহনে,
কৌমুদী-বিহনে যথা কুমুদরঞ্জন
শশাঙ্ক। লক্ষ্মণ সঙ্গে, বায়ুপুত্র হনু,
মিত্রবর বিভীষণ। শত প্রসরণে,
বেড়িয়াছে বৈরিদল স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী,
গহন কাননে যথা ব্যাধ-দল মিলি,
বেড়ে জালে সাবধানে কেশরিকামিনী,—
নয়ন-রমণী রূপে পরাক্রমে ভীমা
ভীমাসমা। অদূরে হেরিলা রক্ষঃপতি
রণক্ষেত্র। শিবাকুল, গৃধিনী, শকুনি,
কুক্কুর, পিশাচদল ফেরে কোলাহলে।
কেহ উড়ে; কেহ বসে; কেহ বা বিবাদে;
পাকশাট মারি কেহ খেদাইছে দূরে
সমলোভী জীবে; কেহ, গরজি উল্লাসে,
নাশে ক্ষুধা-অগ্নি; কেহ শোষে রক্তস্রোতে!
পড়েছে কুঞ্জরপুঞ্জ ভীষণ-আকৃতি;
ঝড়গতি ঘোড়া, হায়, গতিহীন এবে!
চূর্ণ রথ অগণ্য, নিষাদী, সাদী, শূলী,
রথী, পদাতিক পড়ি যায় গড়াগড়ি
একত্রে! শোভিছে বর্ম্ম, চর্ম্ম, অসি, ধনুঃ,
ভিন্দিপাল, তূণ, শর, মুদ্গর, পরশু,
স্থানে স্থানে; মণিময় কিরীট, শীর্ষক,
আর বীর-আভরণ, মহাতেজস্কর।
পড়িয়াছে যন্ত্রিদল যন্ত্রদল মাঝে।
হৈমধ্বজ দণ্ড হাতে, যম-দণ্ডাঘাতে,
পড়িয়াছে ধ্বজবহ। হায় রে, যেমতি
স্বর্ণ-চূড় শস্য ক্ষত কৃষীদলবলে,
পড়ে ক্ষেত্রে, পড়িয়াছে রাক্ষসনিকর,
রবিকুলরবি শূর রাঘবের শরে!
পড়িয়াছে বীরবাহু—বীর-চূড়ামণি,
চাপি রিপুচয় বলী, পড়েছিল যথা
হিড়িম্বার স্নেহনীড়ে পালিত গরুড়
ঘটোৎকচ, যবে কর্ণ, কালপৃষ্ঠধারী,
এড়িলা একাঘ্নী বাণ রক্ষিতে কৌরবে।

মহাশোকে শোকাকুল কহিলা রাবণ;—
"যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ, কুমার
প্রিয়তম, বীরকুলসাধ এ শয়নে
সদা! রিপুদলবলে দলিয়া সমরে,
জন্মভূমি-রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে?
যে ডরে, ভীরু সে মূঢ়; শত ধিক্ তারে!
তবু, বৎস, যে হৃদয়, মুগ্ধ মোহমদে,
কোমল সে ফুল-সম। এ বজ্র-আঘাতে,
কত যে কাতর সে, তা জানেন সে জন,
অন্তর্যামী যিনি; আমি কহিতে অক্ষম।
হে বিধি, এ ভবভূমি তব লীলাস্থলী;—
পরের যাতনা কিন্তু দেখি কি হে তুমি
হও সুখী? পিতা সদা পুত্রদুঃখে দুঃখী—
তুমি হে জগৎ-পিতা, এ কি রীতি তব?
হা পুত্র! হা বীরবাহু! বীরেন্দ্র-কেশরী!
কেমনে ধরিব প্রাণ তোমার বিহনে?"
এইরূপে আক্ষেপিয়া রাক্ষস-ঈশ্বর
রাবণ, ফিরায়ে আঁখি, দেখিলেন দূরে
সাগর—মকরালয়। মেঘশ্রেণী যেন
অচল, ভাসিছে জলে শিলাকুল, বাঁধা
দৃঢ় বাঁধে। দুই পাশে তরঙ্গ-নিচয়,
ফেণাময়, ফণাময় যথা ফণিবর,
উথলিছে নিরন্তর গভীর নির্ঘোষে।
অপূর্ব্ব-বন্ধন সেতু; রাজপথ-সম
প্রশস্ত; বহিছে জলস্রোতঃ কলরবে,
স্রোতঃ পথে জল যথা বরিষার কালে।
অভিমানে মহামানী বীরকুলর্ষভ
রাবণ, কহিলা বলী সিন্ধু পানে চাহি;—
"কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
প্রচেতঃ! হা ধিক্, ওহে জলদলপতি!
এই কি সাজে তোমারে, অলঙ্ঘ্য, অজেয়
তুমি? হায়, এই কি হে তোমার ভূষণ,

১১। ভীমাসমা—চণ্ডীর সদৃশী।

২৮—৩১। যেরূপ শীষস্বরূপ সুবর্ণ-চূড়া-মণ্ডিত শস্য কৃষকের অস্ত্রাঘাতে ক্ষত হইয়া ভূতলে পতিত হয়, সেইরূপ ইত্যাদি। ৩৪—৩৬। হিড়িম্বা—রাক্ষসী, ভীমসেনের প্রণয়িনী। স্নেহনীড়—জননীর ক্রোড়দেশ শিশুপক্ষে নীড় অর্থাৎ বাসাস্বরূপ। গরুড়—গরুড় সদৃশ বলবান্। ঘটোৎকচ—ভীমসেনের হিড়িম্বার গর্ভজাত পুত্র। কালপৃষ্ঠ—কর্ণের ধনুঃ। একাঘ্নী—মহা-অস্ত্র বিশেষ। এই অস্ত্র কর্ণ পার্থকে মারিবার হেতু যত্নে রাখিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্য্যোধনের অনুরোধে ঘটোৎকচের উপর নিক্ষিপ্ত করেন।

৮। এ বজ্র-আঘাতে—বজ্রস্বরূপ পুত্রশোকাঘাতে।

১১। মকর—জলজন্তু বিশেষ।

২২। ফণিবর—বাসুকি। ২৭। বীরকুলর্ষভ—বীরকুলশ্রেষ্ঠ।

৩০। প্রচেতঃ—হে বরুণ।

রত্নাকর? কোন্ গুণে, কহ, দেব, শুনি,
কোন্ গুণে দাশরথি কিনেছে তোমারে?
প্রভঞ্জনবৈরী তুমি; প্রভঞ্জন-সম
ভীম পরাক্রমে! কহ, এ নিগড় তবে
পর তুমি কোন্ পাপে? অধম ভালুকে
শৃঙ্খলিয়া যাদুকর, খেলে তারে লয়ে;
কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বাঁধে
বীতংসে? এই যে লঙ্কা, হৈমবতী পুরী,
শোভে তব বক্ষঃস্থলে, হে নীলাম্বুস্বামি,
কৌস্তুভ-রতন যথা মাধবের বুকে,
কেন হে নির্দ্দয় এবে তুমি এর প্রতি?
উঠ, বলি; বীরবলে এ জাঙ্গাল ভাঙি,
দূর কর অপবাদ; জুড়াও এ জ্বালা;
ডুবায়ে অতল জলে এ প্রবল রিপু।
রেখো না গো তব ভালে এ কলঙ্ক-রেখা,
হে বারীন্দ্র, তব পদে এ মম মিনতি।"
 এতেক কহিয়া রাজরাজেন্দ্র রাবণ,
আসিয়া বসিলা পুনঃ কনক-আসনে
সভাতলে; শোকে মগ্ন বসিলা নীরবে
মহামতি; পাত্র মিত্র, সভাসদ্-আদি
বসিলা চৌদিকে, আহা, নীরব বিষাদে!
হেন কালে চারি দিকে সহসা ভাসিল
রোদন-নিনাদ মৃদু; তা সহ মিশিয়া
ভাসিল নূপুরধ্বনি, কিঙ্কিণীর বোল
ঘোর রোলে। হেমাঙ্গী সঙ্গিনীদল-সাথে,
প্রবেশিলা সভাতলে চিত্রাঙ্গদা দেবী।
আলু থালু, হায়, এবে কবরীবন্ধন!
আভরণহীন দেহ, হিমানীতে যথা
কুসুমরতন-হীন বন-সুশোভিনী
লতা! অশ্রুময় আঁখি, নিশার শিশির-
পূর্ণ পদ্মপর্ণ যেন! বীরবাহু-শোকে
বিবশা রাজমহিষী, বিহঙ্গিনী যথা,

৩। প্রভঞ্জন—পবন।
৪। নিগড়—শৃঙ্খল।
৬। শৃঙ্খলিয়া—শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া।
৮। বীতংস—মৃগপক্ষীদিগের বন্ধনোপকরণ—ফাঁসি।
২৪। কিঙ্কিণীর বোল—অলঙ্কার সমূহের শব্দ।
২৬। চিত্রাঙ্গদা—রাবণের একজন মহিষী, বীরবাহুর জননী।
২৭। কবরী—কেশপাশ, চুল।
২৮। হিমানী—হিমসমূহ।

যবে গ্রাসে কাল ফণী কুলায়ে পশিয়া
শাবকে। শোকের ঝড় বহিল সভাতে!
সুর-সুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে
বামাকুল; মুক্তকেশ মেঘমালা, ঘন
নিশ্বাস প্রলয়-বায়ু; অশ্রুবারি-ধারা
আসার; জীমূত-মন্দ্র হাহাকার রব!
চমকিলা লঙ্কাপতি কনক-আসনে।
ফেলিল চামর দূরে তিতি নেত্রনীরে
কিঙ্করী; কাঁদিল ফেলি ছত্র ছত্রধর;
ক্ষোভে, রোষে, দৌবারিক নিষ্কোষিলা অসি
ভীমরূপী; পাত্র, মিত্র, সভাসদ্ যত,
অধীর, কাঁদিলা সবে ঘোর কোলাহলে।
 কত ক্ষণে মৃদু স্বরে কহিলা মহিষী
চিত্রাঙ্গদা, চাহি সতী রাবণের পানে;—
 "একটি রতন মোরে দিয়াছিল বিধি
কৃপাময়; দীন আমি থুয়েছিনু তারে
রক্ষাহেতু তব কাছে, রক্ষঃকুল-মণি,
তরুর কোটরে রাখে শাবকে যেমতি
পাখী। কহ, কোথা তুমি রেখেছ তাহারে,
লঙ্কানাথ? কোথা মম অমূল্য রতন?
দরিদ্র-ধন-রক্ষণ রাজধর্ম্ম; তুমি
রাজকুলেশ্বর; কহ, কেমনে রেখেছ,
কাঙ্গালিনী আমি, রাজা, আমার সে ধনে?"
 উত্তর করিলা তবে দশানন বলী;—
"এ বৃথা গঞ্জনা, প্রিয়ে, কেন দেহ মোরে!
গ্রহদোষে দোষী জনে কে নিন্দে, সুন্দরি?
হায়, বিধিবশে দেবি, সহি এ যাতনা
আমি! বীরপুত্রধারী এ কনকপুরী,
দেখ, বীরশূন্য এবে; নিদাঘে যেমতি
ফুলশূন্য বনস্থলী, জলশূন্য নদী!
বরজে সজারু পশি বারুইর যথা
ছিন্ন ভিন্ন করে তারে, দশরথাত্মজ
মজাইছে লঙ্কা মোর। আপনি জলধি
পরেন শৃঙ্খল পায়ে তার অনুরোধে!
এক পুত্রশোকে তুমি আকুলা, ললনে,

৩। সুরসুন্দরী—বিদ্যুৎ। সুরসুন্দরীর রূপে—বিদ্যুতের ন্যায়।
৬। আসার—বৃষ্টিধারা। জীমূত-মন্দ্র—মেঘধ্বনি।
১০। নিষ্কোষিলা—নিষ্কোষ করিলা অর্থাৎ খাপ হইতে বাহির করিলা।

শত পুত্রশোকে বুক আমার ফাটিছে
দিবা নিশি! হায়, দেবি, যথা বনে বায়ু
প্রবল, শিমুলশিম্বী ফুটাইলে বলে,
উড়ি যায় তুলারাশি, এ বিপুল-কুল-
শেখর রাক্ষস যত পড়িছে তেমতি
এ কাল সমরে। বিধি প্রসারিছে বাহু
বিনাশিতে লঙ্কা মম, কহিনু তোমারে।"
নীরবিলা রক্ষোনাথ; শোকে অধোমুখে
বিধুমুখী চিত্রাঙ্গদা, গন্ধর্ব্বনন্দিনী,
কাঁদিলা,—বিহ্বলা, আহা, স্মরি পুত্রবরে।
কহিতে লাগিলা পুনঃ দাশরথি-অরি;—
"এ বিলাপ কভু, দেবি, সাজে কি তোমারে?
দেশবৈরী নাশি রণে পুত্রবর তব
গেছে চলি স্বর্গপুরে; বীরমাতা তুমি;
বীরকর্ম্মে হত পুত্র-হেতু কি উচিত
ক্রন্দন? এ বংশ মম উজ্জ্বল হে আজি
তব পুত্রপরাক্রমে; তবে কেন তুমি
কাঁদ, ইন্দুনিভাননে, তিত অশ্রুনীরে?"
উত্তর করিলা তবে চারুনেত্রা দেবী
চিত্রাঙ্গদা;—"দেশবৈরী নাশে যে সমরে,
শুভক্ষণে জন্ম তার; ধন্য বলে মানি
হেন, বীরপ্রসূনের প্রসূ ভাগ্যবতী।
কিন্তু ভেবে দেখ, নাথ, কোথা লঙ্কা তব;
কোথা সে অযোধ্যাপুরী? কিসের কারণে,
কোন্ লোভে, কহ, রাজা, এসেছে এ দেশে
রাঘব? এ স্বর্ণ-লঙ্কা দেবেন্দ্রবাঞ্ছিত,
অতুল ভবমণ্ডলে; ইহার চৌদিকে
রজত-প্রাচীর সম শোভেন জলধি।
শুনেছি সরযূতীরে বসতি তাহার—
ক্ষুদ্র নর। তব হৈমসিংহাসন-আশে
যুঝিছে কি দাশরথি? বামন হইয়া
কে চাহে ধরিতে চাঁদে? তবে দেশরিপু
কেন তারে বল, বলি? কাকোদর সদা
নম্রশিরঃ; কিন্তু তারে প্রহারয়ে যদি
কেহ, ঊর্দ্ধ-ফণা ফণী দংশে প্রহারকে।

১—২। হায়, দেবি ইত্যাদি—যেরূপ বনদেশে প্রবলতর বায়ু বহিয়া শিমুল-শিম্বী অর্থাৎ তুলার পাপড়ী স্ববলে ফুটাইলে ইত্যাদি।

২২। বীরপ্রসূন—বীরকুল-কুসুম-স্বরূপ। প্রসূ—জননী। সরযূ—অযোধ্যা দেশের নদীবিশেষ। ইহার আর একটি নাম ঘর্ঘরা।

৩৩। কাকোদর—সর্প।

কে, কহ, এ কাল-অগ্নি জ্বালিয়াছে আজি
লঙ্কাপুরে? হায়, নাথ, নিজ কর্ম্ম-ফলে,
মজালে রাক্ষসকুলে, মজিলা আপনি!"
এতেক কহিয়া বীরবাহুর জননী,
চিত্রাঙ্গদা, কাঁদি সঙ্গে সঙ্গীদলে লয়ে,
প্রবেশিলা অন্তঃপুরে। শোকে, অভিমানে,
ত্যজি সুকনকাসন, উঠিলা গর্জ্জিয়া
রাঘবারি। "এত দিনে" (কহিলা ভূপতি)
"বীরশূন্য লঙ্কা মম। এ কাল সমরে,
আর পাঠাইব কারে? কে আর রাখিবে
রাক্ষসকুলের মান? যাইব আপনি।
সাজ হে বীরেন্দ্রবৃন্দ, লঙ্কার ভূষণ!
দেখিব কি গুণ ধরে রঘুকুলমণি!
অরাবণ, অরাম বা হবে ভব আজি!"
এতেক কহিলা যদি নিকষানন্দন
শূরসিংহ, সভাতলে বাজিল দুন্দুভি
গম্ভীর জীমূতমন্দ্রে। সে ভৈরব রবে,
সাজিল কর্ব্বুরবৃন্দ বীরমদে মাতি,
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস। বাহিরিল বেগে,
বারী হতে (বারিস্রোতঃ-সম পরাক্রমে
দুর্ব্বার) বারণযূথ; মন্দুরা ত্যজিয়া
বাজীরাজী, বক্রগ্রীব, চিবাইয়া রোষে
মুখস্। আইল রড়ে রথ স্বর্ণচূড়,
বিভায় পূরিয়া পুরী। পদাতিক-ব্রজ,
কনক শিরস্ক শিরে, ভাস্বর পিধানে
অসিবর, পৃষ্ঠে চর্ম্ম অভেদ্য সমরে,
হস্তে শূল, শালবৃক্ষ অভ্রভেদী যথা,
আয়সী-আবৃত দেহ, আইল কাতারে।
আইল নিষাদী যথা মেঘবরাসনে
বজ্রপাণি; সাদী যথা অশ্বিনী-কুমার,

১৪। অরাবণ ইত্যাদি—হয়ত অদ্য আমি রামকে মারিব, নয় রাম আমাকে মারিবে।

১৮। কর্ব্বুরবৃন্দ—রাক্ষস-সমূহ।

১৯। দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস—দেবতা, দৈত্য, মনুষ্য, ইহাদিগের ভয়ের হেতু, ২০। বারী—গজ-গৃহ।

২১। মন্দুরা—অশ্বালয়। ২৩। মুখস্—লাগাম।

২৪। ব্রজ—সমুদায়। ২৫। শিরস্ক—পাগড়ী।

২৫। ভাস্বর—দীপ্তিশালী, উজ্জ্বল। পিধান—আচ্ছাদন, আবরণ, (তরবারি পক্ষে) খাপ।

২৮। আয়সী—লৌহ-আবরণ।

২৯। নিষাদী—মাহুত।

৩০। বজ্রপাণি—ইন্দ্র। সাদী—অশ্বারোহী

ধরি তামাকার ভিন্দিপাল, বিশ্বনাশী
পরশু,—উঠিল আভা আকাশ-মণ্ডলে,
যথা বনস্থলে যবে পশে দাবানল।
রক্ষঃকুলধ্বজ ধরি, ধ্বজধর বলী
মেলিলা কেতনবর, রতনে খচিত,
বিস্তারিয়া পাখা যেন উড়িল গরুড়
অম্বরে। গম্ভীর রোলে বাজিল চৌদিকে
রণবাদ্য, হয়ব্যূহ হেষিল উল্লাসে,
গরজিল গজ, শঙ্খ নাদিল ভৈরবে;
কোদণ্ড-টঙ্কার সহ অসির ঝন্ ঝনি
রোধিল শ্রবণ-পথ মহা কোলাহলে!
টলিল কনকলঙ্কা বীরপদভরে;—
গর্জ্জিলা বারীশ রোষে! যথা জলতলে
কনক-পঙ্কজ-বনে, প্রবাল-আসনে,
বারুণী রূপসী বসি, মুক্তাফল দিয়া
কবরী বাঁধিতেছিলা, পশিলা সে স্থলে
আরাব; চমকি সতী চাহিলা চৌদিকে।
কহিলেন বিধুমুখী সখীরে সম্ভাষি
মধুস্বরে;—"কি কারণে, কহ, লো সজনি,
সহসা জলেশ পাশী অস্থির হইলা?
দেখ, থর থর করি কাঁপে মুক্তাময়ী
গৃহচূড়া। পুনঃ বুঝি দুষ্ট বায়ুকুল
যুঝিতে তরঙ্গচয়-সঙ্গে দিলা দেখা।
ধিক্ দেব প্রভঞ্জনে! কেমনে ভুলিলা
আপন প্রতিজ্ঞা, সখি, এত অল্প দিনে
বায়ুপতি? দেবেন্দ্রের সভায় তাঁহারে
সাধিনু সে দিন আমি বাঁধিতে শৃঙ্খলে
বায়ু-বৃন্দে; কারাগারে রোধিতে সবারে।

১। ভিন্দিপাল—অস্ত্রবিশেষ।

২। পরশু—কুঠার।

৫। কেতন—ধ্বজা।

৮। হয়ব্যূহ—অশ্বসমূহ। হেষিল—হ্রেষারব করিল। অশ্বধ্বনির নাম হ্রেষা কিন্তু হেষা—কবি-প্রয়োগ।

১০। কোদণ্ড—ধনুঃ ১৫। বারুণী—বরুণ-স্ত্রী।

১৭। আরাব—রব, ধ্বনি।

২০। জলেশ পাশী—এ স্থলে উভয় শব্দেরই বরুণার্থবাচকতা প্রযুক্ত পুনরুক্তিদোষের সম্ভাবনা। অতএব তন্নিবারণার্থ উভয়ের মধ্যে একটিকে বিশেষ্য, অপরটিকে বিশেষণ কল্পনা করিতে হইবেক। জলেশ—জলের ঈশ অর্থাৎ অধিষ্ঠাতা। পাশী—পাশনামক অস্ত্রধারী। বরুণের অস্ত্রের নাম পাশ।

হাসিয়া কহিলা দেব;—"অনুমতি দেহ,
জলেশ্বরি, তরঙ্গিণী বিমলসলিলা
আছে যত ভবতলে কিঙ্করী তোমারি,
তা সবার সহ আমি বিহারি সতত,—
তা হলে পালিব আজ্ঞা;—তখনি, সজনি,
সায় তাহে দিনু আমি। তবে কেন আজি,
আইলা পবন মোরে দিতে এ যাতনা?"
উত্তর করিলা সখী কল কল রবে;—
"বৃথা গঞ্জ প্রভঞ্জনে, বারীন্দ্রমহিষী,
তুমি। এ ত ঝড় নহে; কিন্তু ঝড়াকারে
সাজিছে রাবণ রাজা স্বর্ণলঙ্কাধামে,
লাঘবিতে রাঘবের বীরগর্ব্ব রণে।"
কহিলা বারুণী পুনঃ;—"সত্য, লো সজনি,
বৈদেহীর হেতু রাম রাবণে বিগ্রহ।
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী মম প্রিয়তমা
সখী। যাও শীঘ্র তুমি তাঁহার সদনে,
শুনিতে লালসা মোর রণের বারতা।
এই স্বর্ণকমলটি দিও কমলারে।
কহিও, যেখানে তাঁর রাঙা পা দুখানি
রাখিতেন শশিমুখী বসি পদ্মাসনে,
সেখানে ফোটে এ ফুল, যে অবধি তিনি,
আঁধারি জলধি-গৃহ, গিয়াছেন গৃহে।"
উঠিলা মুরলা সখী, বারুণী-আদেশে,
জলতল ত্যজি, যথা উঠয়ে চটুলা
সফরী, দেখাতে ধনী রজঃ-কান্তি-ছটা
বিভ্রম বিভাবসুরে। উত্তরিলা দূতী
যথায় কমলালয়ে, কমল-আসনে,
বসেন কমলময়ী কেশব-বাসনা
লঙ্কাপুরে। ক্ষণকাল দাঁড়ায়ে দুয়ারে,
জুড়াইলা আঁখি সখী, দেখিয়া সম্মুখে,
যে রূপমাধুরী মোহে মদনমোহনে।
বহিছে বাসন্তানিল—চির অনুচর—
দেবীর কমলপদপরিমল-আশে
সুস্বনে। কুসুম-রাশি শোভিছে চৌদিকে,

৮। কল কল রবে—বারুণীর সখীর নাম মুরলা। মুরলা, নদীবিশেষ। সুতরাং তাহার কল কল রবেই উত্তর করা স্বভাব।

১২। লাঘবিতে—লাঘব করিতে। ১২। গৃহে—স্বগৃহে। বৈকুণ্ঠধামে। ১৫-১৬। রজঃকান্তিচ্ছটা-বিভ্রম—সফরীর (পুঁটিমাছের) শরীর দেখিলে বোধ হয়, যেন বিধাতা তাহাকে রজঃ (রৌপ্য) দিয়া গড়িয়াছেন। বিভাবসুরে—সূর্য্যকে।

ধনদের হৈমাগারে রত্নরাজী যথা।
শত স্বর্ণ-ধূপদানে পুড়িছে অগুরু,
গন্ধরস, গন্ধামোদে আমোদি দেউলে।
স্বর্ণপাত্রে সারি সারি উপহার নানা,
বিবিধ উপকরণ। স্বর্ণদীপাবলী
দীপিছে, সুরভি তৈলে পূর্ণ—হীনতেজাঃ,
খদ্যোতিকাদ্যোতি যথা পূর্ণ শশী-তেজে!
ফিরায়ে বদন, ইন্দু-বদনা ইন্দিরা
বসেন বিষাদে দেবী, বসেন যেমতি—
বিজয়া-দশমী যবে বিরহের সাথে
প্রভাতয়ে গৌড়গৃহে—উমা চন্দ্রাননা!
করতলে বিন্যাসিয়া কপোল, কমলা
তেজস্বিনী, বসি দেবী কমল-আসনে;—
পশে কি গো শোক হেন কুসুম-হৃদয়ে?
প্রবেশিলা মন্দগতি মন্দিরে সুন্দরী
মুরলা; প্রবেশি দূতী, রমার চরণে
প্রণমিলা, নতভাবে। আশীষি ইন্দিরা—
রক্ষঃ কুল রাজলক্ষ্মী—কহিতে লাগিলা।
"কি কারণে হেথা আজি, কহ লো মুরলে,
গতি তব? কোথা দেবী জলদলেশ্বরী,
প্রিয়তমা সখী মম? সদা আমি ভাবি
তাঁর কথা। ছিনু যবে তাঁহার আলয়ে,
কত যে করিলা কৃপা মোর প্রতি সতী
বারুণী, কভু কি আমি পারি তা ভুলিতে?
রমার আশার বাস হরির উরসে;—
সে কেবল বারুণীর স্নেহৌষধগুণে?
ভাল ত আছেন, কহ, প্রিয়সখী মম
বারীন্দ্রাণী?" উত্তরিলা মুরলা রূপসী;—
"নিরাপদে জলতলে বসেন বারুণী।
বৈদেহীর হেতু রাম রাবণে বিগ্রহ;
শুনিতে লালসা তাঁর রণের বারতা।
এই যে পদ্মটি, সতি, ফুটেছিল সুখে
যেখানে রাখিতে তুমি রাঙা পা দুখানি,
তেঁই পাশী-প্রণয়িনী প্রেরিয়াছে এরে।"

বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি কহিলা কমলা,
বৈকুণ্ঠধামের জ্যোৎস্না;—"হায় লো সজনি,
দিন দিন হীন-বীর্য রাবণ দুর্মতি,
যাদঃ-পতি-রোধঃ যথা চলোর্মি-আঘাতে!
শুনি চমকিবে তুমি। কুম্ভকর্ণ বলী
ভীমাকৃতি, অকম্পন, রণে ধীর, যথা
ভূধর পড়েছে সহ অতিকায় রথী।
আর যত রক্ষঃ আমি বর্ণিতে অক্ষম।
মরিয়াছে বীরবাহু—বীর-চূড়ামণি।
ওই যে ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিছ, মুরলে,
অন্তঃপুরে, চিত্রাঙ্গদা কাঁদে পুত্রশোকে
বিকলা। চঞ্চলা আমি ছাড়িতে এ পুরী।
বিদরে হৃদয় মম শুনি দিবা নিশি
প্রমদা-কুল-রোদন! প্রতি গৃহে কাঁদে
পুত্রহীনা মাতা, দূতি, পতিহীনা সতী!"
সুধিলা মুরলা;—"কহ, শুনি, মহাদেবি,
কোন্ বীর আজি পুনঃ সাজিছে যুঝিতে
বীরদর্পে?" উত্তরিলা মাধব-রমণী;—
"না জানি কে সাজে আজি। চল লো মুরলে,
বাহিরিয়া দেখি মোরা কে যায় সমরে!"
এতেক কহিয়া রমা মুরলার সহ,
রক্ষঃকুল-বালা-রূপে, বাহিরিলা দোঁহে
দুকূল-বসনা। রুণু রুণু মধুবোলে
বাজিল কিঙ্কিণী; করে শোভিল কঙ্কণ,
নয়নরঞ্জন কাঞ্চী কৃশ কটিদেশে।
দেউল দুয়ারে দোঁহে দাঁড়ায়ে দেখিলা,
কাতারে কাতারে সেনা চলে রাজপথে,
সাগরতরঙ্গ যথা পবন-তাড়নে
দ্রুতগামী। ধায় রথ, ঘুরয়ে ঘর্ঘরে
চক্রনেমি। দৌড়ে ঘোড়া ঘোর ঝড়াকারে।
অধীরিয়া বসুধারে পদভরে, চলে
দন্তী, আস্ফালিয়া শুণ্ড, দণ্ডধর যথা
কাল-দণ্ড। বাজে বাদ্য গম্ভীর নিক্বণে।

১। ধনদেব—কুবেরের।

৬-৭। যেমন পূর্ণচন্দ্রের তেজে জোনাকীব্রজ হীনতেজাঃ হয়, তদ্রূপ লক্ষ্মীর রূপের আভায় দীপসমূহ হীনতেজাঃ হইয়া জ্বলিতেছে।

২৫। উরসে—বক্ষঃস্থলে।

৩৫। পাশী—পাশ-অস্ত্রধারী বরুণ।

৪। যাদঃ-পতি—সাগর। রোধঃ—তট। চল—উর্মি—তরঙ্গ।

৭। অতিকায়—রাবণের পুত্র।

২৩। দুকূল—পট্টবস্ত্র। ২৫। কাঞ্চী—মেখলা, কটিভূষণ। ৩০। চক্রনেমি—চক্রের নেমি অর্থাৎ পরিধি। ৩১ দন্তী—হাতী। দণ্ডধর—যম।

৩২। দণ্ডধর যথা কালদণ্ড—যম যেরূপ কালদণ্ড আস্ফালন করেন। নিক্বণ—যন্ত্রধ্বনি।

রতনে খচিত কেতু উড়ে শত শত
তেজস্কর। দুই পাশে, হৈম-নিকেতন-
বাতায়নে দাঁড়াইয়া ভুবনমোহিনী
লঙ্কাবধূ বরিষয়ে কুসুম-আসার,
করিয়া মঙ্গলধ্বনি। কহিলা মুরলা,
চাহি ইন্দিরার ইন্দুবদনের পানে ;—
"ত্রিদিব-বিভব, দেবি, দেখি ভবতলে
আজি! মনে হয় যেন, বাসব আপনি,
স্বরীশ্বর, সুর-বল-দল সঙ্গে করি,
প্রবেশিলা লঙ্কাপুরে। কহ, কৃপাময়ি,
কৃপা করি কহ, শুনি, কোন্ কোন্ রথী
রণ হেতু সাজে এবে মত্ত বীরমদে?"
কহিলা কমলা সতী কমল-নয়না ;—
"হায়, সখী, বীরশূন্য স্বর্ণ লঙ্কাপুরী!
মহারথীকুল-ইন্দ্র আছিল যাহারা,
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস, ক্ষয় এ দুর্জ্জয়
রণে! শুভ ক্ষণে ধনুঃ ধরে রঘুমণি!
ওই যে দেখিছ রথী স্বর্ণ-চূড়-রথে,
ভীমমূর্ত্তি, বিরূপাক্ষ রক্ষঃ-দল-পতি,
প্রক্ষেড়নধারী বীর, দুর্ব্বার সমরে।
গজপৃষ্ঠে দেখ ওই কালনেমি, বলে
রিপুকুল-কাল বলী, ভিন্দিপালপাণি!
অশ্বারোহী দেখ ওই তালবৃক্ষাকৃতি
তালজঙ্ঘা, হাতে গদা, গদাধর যথা
মুরারি! সমর-মদে মত্ত, ওই দেখ
প্রমত্ত, ভীষণ রক্ষঃ, বক্ষঃ শিলাসম
কঠিন! অন্যান্য যত কত আর কব?
শত শত হেন যোধ হত এ সমরে,
যথা যবে প্রবেশয়ে গহন বিপিনে
বৈশ্বানর, তুঙ্গতর মহীরুহব্যূহ
পুড়ি ভস্মরাশি সবে ঘোর দাবানলে।"
সুধিলা মুরলা দূতী ;—"কহ, দেবীশ্বরি,
কি কারণে নাহি হেরি মেঘনাদ রথী
ইন্দ্রজিতে—রক্ষঃ-কুল-হর্য্যক্ষ বিগ্রহে?
হত কি সে বলী, সতি, এ কাল সমরে?"

উত্তর করিলা রমা সুচারুহাসিনী ;—
"প্রমোদ-উদ্যানে বুঝি ভ্রমিছে আমোদে,
যুবরাজ, নাহি জানি হত আজি রণে
বীরবাহু ; যাও তুমি বারুণীর পাশে,
মুরলে। কহিও তাঁরে এ কনক-পুরী
ত্যজিয়া, বৈকুণ্ঠ-ধামে ত্বরা যাব আমি।
নিজদোষে মজে রাজা লঙ্কা-অধিপতি।
হায়, বরিষার কালে বিমল-সলিলা
সরসী, সমলা যথা কর্দ্দম-উদ্গমে,
পাপে পূর্ণ স্বর্ণলঙ্কা! কেমনে এখানে
আর বাস করি আমি? যাও চলি, সখি,
প্রবাল-আসনে যথা বসেন বারুণী
মুক্তাময় নিকেতনে। যাই আমি যথা
ইন্দ্রজিৎ, আনি তারে স্বর্ণ লঙ্কা-ধামে।
প্রাক্তনের ফল ত্বরা ফলিবে এ পুরে।"
প্রণমি দেবীর পদে, বিদায় হইয়া,
উঠিলা পবন-পথে মুরলা রূপসী
দূতী, যথা শিখণ্ডিনী, আখণ্ডল-ধনুঃ-
বিবিধ-রতন-কান্তি আভায় রঞ্জিয়া
নয়ন, উড়য়ে ধনী মঞ্জু কুঞ্জবনে!
উতরি জলধি-কূলে, পশিলা সুন্দরী
নীল-অম্বু-রাশি। হেথা কেশব-বাসনা
পদ্মাক্ষী, চলিলা রক্ষঃ-কুল-লক্ষ্মী, দূরে
যথায় বাসব-ত্রাস বসে বীরমণি
মেঘনাদ। শূন্যমার্গে চলিলা ইন্দিরা।
কত ক্ষণে উতরিলা হৃষীকেশ-প্রিয়া,
সুকেশিনী, যথা বসে চির-রণজয়ী
ইন্দ্রজিৎ। বৈজয়ন্তধাম সম পুরী,—
অলিন্দে সুন্দর হৈমময় স্তম্ভাবলী
হীরাচূড় ; চারি দিকে রম্য বনরাজী
নন্দনকানন যথা। কুহরিছে ডালে
কোকিল ; ভ্রমরদল ভ্রমিছে গুঞ্জরি ;
বিকশিছে ফুলকুল ; মর্ম্মরিছে পাতা ;

৩। বাতায়ন—জানালা।

৭। ত্রিদিব-বিভব—স্বর্গের ঐশ্বর্য্য।

৯। স্বরীশ্বর—ইন্দ্র।

১৫। মহারথী—অতি যুদ্ধবিশারদ। অস্ত্রশস্ত্র প্রবীণ যে যোদ্ধা একাকী দশ সহস্র ধনুর্দ্ধারীর সহিত যুদ্ধ করিতে পারেন।

২০। প্রক্ষেড়ন—লৌহধনুঃ।

৩০। বৈশ্বানর—অগ্নি।

১৫। প্রাক্তন—অদৃষ্ট।

১৮। শিখণ্ডিনী—ময়ূরী। আখণ্ডল-ধনুঃ—ইন্দ্রের ধনুঃ। ইন্দ্রের ধনুতে যে সকল নানাপ্রকার রত্ন-আভা লক্ষিত হয়, সেইরূপ আভাতে ইত্যাদি। মঞ্জু—সুন্দর, মনোরম। মুরলার গৌরবর্ণ, নীল বস্ত্র এবং মণিময় স্বর্ণালঙ্কার সকলের একত্রীভূত আভা ইন্দ্রধনুঃ সদৃশ। ২৮। বৈজয়ন্ত—ইন্দ্রের পুরি, ইহার আর একটি নাম অমরাবতী। ২৯। অলিন্দ—বারান্দা, কানাচ।

বহিছে বাসন্তানিল ; ঝরিছে ঝর্ঝরে
নির্ঝর। প্রবেশি দেবী সুবর্ণ-প্রাসাদে,
দেখিলা সুবর্ণ-দ্বারে ফিরিছে নির্ভয়ে
ভীমরূপী বামাবৃন্দ, শরাসন করে।
দুলিছে নিষঙ্গ-সঙ্গে বেণী পৃষ্ঠদেশে।
বিজলীর ঝলা সম, বেণীর মাঝারে,
রত্নরাজী, তূণে শর মণিময় ফণী!
উচ্চ কুচ-যুগোপরি সুবর্ণ কবচ,
রবি-কর-জাল যথা প্রফুল্ল কমলে।
তূণে মহাখর শর ; কিন্তু খরতর
আয়ত লোচনে শর। নবীন যৌবন-
মদে মত্ত, ফেরে সবে মাতঙ্গিনী যথা
মধুকালে। বাজে কাঞ্চী, মধুর শিঞ্জিতে,
বিশাল নিতম্ববিম্বে ; নূপুর চরণে।
বাজে বীণা, সপ্তস্বরা মুরজ, মুরলী ;
সঙ্গীত-তরঙ্গ, মিশি সে রবের সহ,
উথলিছে চারি দিকে, চিত্ত বিনোদিয়া।
বিহারিছে বীরবর, সঙ্গে বরাঙ্গনা
প্রমদা, রজনীনাথ বিহারেন যথা
দক্ষ-বালা-দলে লয়ে ; কিংবা, রে যমুনে,
ভানুসুতে, বিহারেন রাখাল যেমতি
নাচিয়া কদম্বমূলে, মুরলী অধরে,
গোপ-বধূ-সঙ্গে রঙ্গে তোর চারু কূলে!
 মেঘনাদধাত্রী নামে প্রভাষা রাক্ষসী।
তার রূপ ধরি রমা, মাধব রমণী,
দিলা দেখা, মুষ্টে যষ্টি, বিশদ-বসনা।
 কনক-আসন ত্যজি, বীরেন্দ্রকেশরী
ইন্দ্রজিৎ, প্রণমিয়া ধাত্রীর চরণে,
কহিলা ;—"কি হেতু, মাতঃ গতি তব আজি
এ ভবনে? কহ দাসে লঙ্কার কুশল!"
 শিরঃ চুম্বি, ছদ্মবেশী অম্বুরাশি-সুতা
উত্তরিলা ;—"হায়! পুত্র, কি আর কহিব
কনক-লঙ্কার দশা! ঘোরতর রণে,
হত প্রিয় ভাই তব বীরবাহু বলী!
তার শোকে মহাশোকী রাক্ষসাধিপতি,
সসৈন্যে সাজেন আজি যুঝিতে আপনি।"
 জিজ্ঞাসিলা মহাবাহু বিস্ময় মানিয়া ;—
"কি কহিলা, ভগবতি? কে বধিল কবে
প্রিয়ানুজে? নিশা-রণে সংহারিনু আমি
রঘুবরে ; খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিনু
বরষি প্রচণ্ড শর বৈরিদলে ; তবে
এ বারতা, এ অদ্ভুত বারতা, জননি,
কোথায় পাইলে তুমি, শীঘ্র কহ দাসে।"
 রত্নাকর-রত্নোত্তমা ইন্দিরা সুন্দরী
উত্তরিলা ;—"হায়! পুত্র, মায়াবী মানব
সীতাপতি ; তব শরে মরিয়া বাঁচিল।
যাও তুমি ত্বরা করি ; রক্ষ রক্ষঃকুল-
মান, এ কাল সমরে, রক্ষঃ-চূড়ামণি!"
 ছিঁড়িলা কুসুমদাম রোষে মহাবলী
মেঘনাদ ; ফেলাইলা কনক-বলয়
দূরে ; পদ-তলে পড়ি শোভিল কুণ্ডল,
যথা অশোকের ফুল অশোকের তলে
আভাময়! "ধিক্ মোরে" কহিলা গম্ভীরে
কুমার ;—"হা ধিক্ মোরে! বৈরিদল বেড়ে
স্বর্ণলঙ্কা, হেথা আমি রামাদল মাঝে?
এই কি সাজে আমারে, দশাননাত্মজ
আমি ইন্দ্রজিৎ ; আন রথ ত্বরা করি ;
ঘুচাব এ অপবাদ, বধি রিপুকুলে।"
 সাজিলা রথীন্দ্রর্ষভ বীর-আভরণে,
হৈমবতীসুত যথা নাশিতে তারকে
মহাসুর ; কিম্বা যথা বৃহন্নলারূপী
কিরীটী, বিরাটপুত্র সহ, উদ্ধারিতে
গোধন, সাজিলা শূর শমীবৃক্ষমূলে।
মেঘবর্ণ রথ, চক্র বিজলীর ছটা ;
ধ্বজ ইন্দ্রচাপরূপী ; তুরঙ্গম বেগে
আশুগতি। রথে চড়ে বীর-চূড়ামণি
বীরদর্পে, হেন কালে প্রমীলা সুন্দরী,
ধরি পতি-কর-যুগ (হায় রে, যেমতি
হেমলতা আলিঙ্গয়ে তরু-কুলেশ্বরে)
কহিলা কাঁদিয়া ধনী ;—"কোথা, প্রাণসখে,
রাখি এ দাসীরে, কহ, চলিলা আপনি?
কেমনে ধরিবে প্রাণ তোমার বিরহে
এ অভাগী? হায়, নাথ, গহন কাননে,
ব্রততী বাঁধিলে সাধে করি-পদ, যদি
তার রঙ্গরসে মনঃ না দিয়া, মাতঙ্গ
যায় চলি, তবু তারে রাখে পদাশ্রয়ে
যূথনাথ। তবে কেন তুমি, গুণনিধি,
ত্যজ কিঙ্করীরে আজি?" হাসি উত্তরিলা

১। বাসন্তানিল—বসন্তকালের বায়ু। ৪। শরাসন—ধনুঃ। ৫। নিষঙ্গ—তূণ। ১৩। শিঞ্জিত—অলঙ্কার-ধ্বনি। ২১। ভানুসুতে—হে সূর্য্যতনয়ে।

২০। রথীন্দ্রর্ষভ—রথীবর শ্রেষ্ঠ। ২১। হৈমবতীসুত—কার্ত্তিকেয়। ২৩। কিরীটী—অর্জ্জুন। ২৭। আশুগতি—বায়ু। ৩৫। ব্রততী—লতা।

মেঘনাদ;—"ইন্দ্রজিতে জিতি তুমি, সতি,
বেঁধেছ যে দৃঢ় বাঁধে, কে পারে খুলিতে
সে বাঁধে? ত্বরায় আমি আসিব ফিরিয়া,
কল্যাণি, সমরে নাশি তোমার কল্যাণে
রাঘবে। বিদায় এবে দেহ, বিধুমুখি।"
উঠিল পবন-পথে, ঘোরতর রবে,
রথবর, হৈমপাখা বিস্তারিয়া যেন
উড়িলা মৈনাক-শৈল, অম্বর উজলি।
শিঞ্জিনী আকর্ষি রোষে, টঙ্কারিলা ধনুঃ
বীরেন্দ্র, পক্ষীন্দ্র যথা নাদে মেঘ মাঝে
ভৈরবে। কাঁপিল লঙ্কা, কাঁপিল জলধি।
সাজিছে রাবণ রাজা, বীরমদে মাতি;—
বাজিছে রণ-বাজনা; গরজিছে গজ;
হেষে অশ্ব; হুঙ্কারিছে পদাতিক, রথী;
উড়িছে কৌশিক ধ্বজ; উঠিছে আকাশে
কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা। হেন কালে তথা
দ্রুতগতি উত্তরিলা মেঘনাদ রথী।
নাদিল কর্ব্বুরদল হেরি বীরবরে
মহাগর্ব্বে। নমি পুত্র পিতার চরণে,
করযোড়ে কহিলা;—"হে রক্ষঃ-কুল-পতি,
শুনেছি, মরিয়া না কি বাঁচিয়াছে পুনঃ
রাঘব? এ মায়া, পিতঃ বুঝিতে না পারি।
কিন্তু অনুমতি দেহ; সমূলে নির্ম্মূল
করিব পামরে আজি। ঘোর শরানলে
করি ভস্ম, বায়ু-অস্ত্রে উড়াইব তারে;
নতুবা বাঁধিয়া আনি দিব রাজপদে।"
আলিঙ্গি কুমারে, চুম্বি শিরঃ, মৃদু স্বরে
উত্তর করিলা তবে স্বর্ণ-লঙ্কাপতি;—
"রাক্ষস-কুল-শেখর তুমি, বৎস, তুমি
রাক্ষস-কুল-ভরসা। এ কাল সমরে,
নাহি চাহে প্রাণ মম পাঠাইতে তোমা
বারম্বার। হায়, বিধি বাম মম প্রতি।
কে কবে শুনেছে, পুত্র, ভাসে শিলা জলে,
কে কবে শুনেছে, লোক মরি পুনঃ বাঁচে?"
উত্তরিলা বীরদর্পে অসুরারি-রিপু;—
"কি ছার সে নর, তারে ডরাও আপনি,
রাজেন্দ্র? থাকিতে দাস, যদি যাও রণে,
তুমি, এ কলঙ্ক, পিতঃ, ঘুষিবে জগতে।

১। শিঞ্জিনী—ধনুকের ছিলা।
১৬। কাঞ্চন-কঞ্চুক—সোনার সাঁজোয়া।
১৮। কর্ব্বুর—রাক্ষস।

হাসিবে মেঘবাহন; রুষিবেন দেব
অগ্নি। দুই বার আমি হারানু রাঘবে;
আর এক বার পিতঃ, দেহ আজ্ঞা মোরে;
দেখিব এ বার বীর বাঁচে কি ঔষধে!"
কহিলা রাক্ষসপতি;—"কুম্ভকর্ণ বলী
ভাই মম,—তায় আমি জাগানু অকালে
ভয়ে; হায়, দেহ তার, দেখ সিন্ধু-তীরে
ভূপতিত, গিরিশৃঙ্গ কিম্বা তরু যথা
বজ্রাঘাতে! তবে যদি একান্ত সমরে
ইচ্ছা তব, বৎস, আগে পূজ ইষ্টদেবে,—
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সাঙ্গ কর, বীরমণি!
সেনাপতি-পদে আমি বরিনু তোমারে।
দেখ, অস্তাচলগামী দিননাথ এবে;
প্রভাতে যুঝিও, বৎস, রাঘবের সাথে।"
এতেক কহিয়া রাজা, যথাবিধি লয়ে
গঙ্গোদক, অভিষেক করিলা কুমারে।
অমনি বন্দিল বন্দী, করি বীণাধ্বনি
আনন্দে; "নয়নে তব, হে রাক্ষস-পুরি,
অশ্রুবিন্দু; মুক্তকেশী শোকাবেশে তুমি;
ভূতলে পড়িয়া, হায়, রতন-মুকুট,
আর রাজ-আভরণ, হে রাজসুন্দরি,
তোমার! উঠ গো শোক পরিহরি, সতি!
রক্ষঃ কুল-রবি ওই উদয়-অচলে।
প্রভাত হইল তব দুঃখ-বিভাবরী!
উঠ রাণি, দেখ, ওই ভীম বাম করে
কোদণ্ড, টঙ্কারে যার বৈজয়ন্ত-ধামে
পাণ্ডুবর্ণ আখণ্ডল! দেখ তূণ, যাহে
পশুপতি-ত্রাস অস্ত্র পাশুপত-সম!
গুণি-গণ-শ্রেষ্ঠ গুণী, বীরেন্দ্র কেশরী,
কামিনীরঞ্জন রূপে, দেখ মেঘনাদে!
ধন্য রাণী মন্দোদরী! ধন্য রক্ষঃ-পতি
নৈকষেয়! ধন্য লঙ্কা, বীরধাত্রী তুমি!
আকাশ-দুহিতা ওগো শুন প্রতিধ্বনি,

১। মেঘবাহন—ইন্দ্র।
১৭। বন্দী—স্তুতিপাঠক।
২১। হে রাজসুন্দরি—হে রক্ষোরাজধানী লঙ্কে।
২৫। রাণি—হে লঙ্কে। ওই ভীম বাম করে—মেঘনাদের ভীষণ বাম করে।
২৭। আখণ্ডল—ইন্দ্র।
২৮। পশুপতি—শিব। পাশুপত—শৈব-অস্ত্র-বিশেষ। ৩২। নৈকষেয়—নিকষাপুত্র রাবণ। বীরধাত্রী—বীরজননী।

কহ সবে মুক্তকণ্ঠে, সাজে অরিন্দম
ইন্দ্রজিৎ। ভয়াকুল কাঁপুক শিবিরে
রঘুপতি, বিভীষণ, রক্ষঃ-কুল-কালি,
দণ্ডক-অরণ্যচর ক্ষুদ্র প্রাণী যত।"
বাজিল রাক্ষস-বাস্ত, নাদিল রাক্ষস;—
পূরিল কনক-লঙ্কা জয় জয় রবে।

১। অরিন্দম—শত্রুদমনকারী।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধ কাব্যে অভিষেকো নাম প্রথমঃ সর্গঃ

দ্বিতীয় সর্গ

অস্তে গেলা দিনমণি; আইলা গোধূলি,—
একটি রতন ভালে। ফুটিলা কুমুদী;
মুদিলা সরসে আঁখি বিরসবদনা
নলিনী; কূজনি পাখী পশিল কুলায়ে;
গোষ্ঠ-গৃহে গাভী-বৃন্দ ধায় হাম্বা রবে।
আইলা সুচারু-তারা শশী সহ হাসি,
শর্ব্বরী; সুগন্ধবহ বহিল চৌদিকে,
সুস্বনে সবার কাছে কহিয়া বিলাসী,
কোন্ কোন্ ফুল চুম্বি কি ধন পাইলা।
আইলেন নিদ্রা দেবী; ক্লান্ত শিশুকুল
জননীর ক্রোড়-নীড়ে লভয়ে যেমতি
বিরাম, ভূচর সহ জলচর-আদি
দেবীর চরণাশ্রমে বিশ্রাম লভিলা।
উতরিলা শশিপ্রিয়া ত্রিদশ-আলয়ে।
বসিলেন দেবপতি দেবসভা মাঝে,
হৈমাসনে; বামে দেবী পুলোম-নন্দিনী
চারুনেত্রা। রাজ-ছত্র, মণিময় আভা,
শোভিল দেবেন্দ্র-শিরে। রতনে খচিত
চামর যতনে ধরি, ঢুলায় চামরী।
আইলা সুসমীরণ, নন্দন-কানন-
গন্ধমধু বহি রঙ্গে। বাজিল চৌদিকে
ত্রিদিব-বাদিত্র। ছয় রাগ, মূর্ত্তিমতী
ছত্রিশ রাগিণী সহ, হাসি আরম্ভিলা
সঙ্গীত। উর্ব্বশী, রম্ভা সুচারুহাসিনী,
চিত্রলেখা, সুকেশিনী মিশ্রকেশী, আসি
নাচিলা, শিঞ্জিতে রঞ্জি দেব-কুল-মনঃ!
যোগায় গন্ধর্ব্ব স্বর্ণ-পাত্রে সুধারসে।
কেহ বা দেব-ওদন; কুঙ্কুম, কস্তুরী,
কেশর বহিছে কেহ; চন্দন কেহ বা;
সুগন্ধ মন্দার-দাম গাঁথি আনে কেহ।
বৈজয়ন্ত-ধামে সুখে ভাসেন বাসব
ত্রিদিব-নিবাসী সহ; হেন কালে তথা,
রূপের আভায় আলো করি সুর-পুরী,
রক্ষঃ-কুল-রাজলক্ষ্মী আসি উতরিলা।
সসম্ভ্রমে প্রণমিলা রমার চরণে
শচীকান্ত। আশীষিয়া হৈমাসনে বসি,
পদ্মাক্ষী পুণ্ডরীকাক্ষ-বক্ষোনিবাসিনী
কহিলা;—"হে সুরপতি, কেন যে আইনু
তোমার সভায় আজি, শুন মনঃ দিয়া।"
উত্তর করিলা ইন্দ্র;—"হে বারীন্দ্র-সুতে,
বিশ্বরমে, এ বিশ্বে ও রাঙা পা দুখানি
বিশ্বের আকাঙ্ক্ষা মা গো! যার প্রতি তুমি,
কৃপা করি, কৃপা-দৃষ্টি কর, কৃপাময়ি,
সফল জনম তারি! কোন্ পুণ্য-ফলে,
লভিল এ সুখ দাস, কহ, মা, দাসেরে!"
কহিলেন পুনঃ রমা;—"বহুকালাবধি
আছি আমি, সুরনিধি, স্বর্ণ-লঙ্কাধামে।
বহুবিধ রত্নদানে, বহু যত্ন করি,
পূজে মোরে রক্ষোরাজ। হায়, এত দিনে
বাম তার প্রতি বিধি! নিজ কর্ম্ম-দোষে,
মজিছে সবংশে পাপী; তবুও তাহারে
না পারি ছাড়িতে, দেব। বন্দী যে, দেবেন্দ্র,
কারাগার-দ্বার নাহি খুলিলে কি কভু
পারে সে বাহির হতে? যত দিন বাঁচে
রাবণ, থাকিব আমি বাঁধা তার ঘরে।
মেঘনাদ নামে পুত্র, হে বৃত্রবিজয়ি,
রাবণের, বিলক্ষণ জান তুমি তারে।

৬—৭। সুচারু-তারা শর্ব্বরী—সুন্দর তারাবৃন্দ-মণ্ডিত রজনী।

৮। বিলাসী—সৌখিন, ফুলবাবু।

২২। বাদিত্র—বাজনা। ২৬। শিঞ্জিতে—অলঙ্কার-ধ্বনিতে।

১। ওদন—অন্ন। ১০। পুণ্ডরীকাক্ষ—বি[illegible]

২১। বৃত্রবিজয়ী—বৃত্রঘ্ন, ইন্দ্র।

একমাত্র বীর সেই আছে লঙ্কাধামে
এবে ; আর বীর যত, হত এ সমরে।
বিক্রম-কেশরী শূর আক্রমিবে কালি
রামচন্দ্রে ; পুনঃ তারে সেনাপতি-পদে
বরিয়াছে দশানন। দেব-কুল-প্রিয়
রাঘব ; কেমনে তারে রাখিবে, তা দেখ।
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সাঙ্গ করি, আরম্ভিলে
যুদ্ধ দম্ভী মেঘনাদ, বিষম সঙ্কটে
ঠেকিবে বৈদেহীনাথ, কহিনু তোমারে।
অজেয় জগতে মন্দোদরীর নন্দন,
দেবেন্দ্র ! বিহঙ্গকুলে বৈনতেয় যথা
বল-জ্যেষ্ঠ, রক্ষঃ-কুল-শ্রেষ্ঠ শূরমণি !"
এতেক কহিয়া রমা কেশব-বাসনা
নীরবিলা ; আহা মরি, নীরবে যেমতি
বীণা, চিত্ত বিনোদিয়া সুমধুর নাদে !
ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী আদি যত,
শুনি কমলার বাণী, ভুলিলা সকলে
স্বকর্ম্ম ; বসন্তকালে পাখীকুল যথা,
মুঞ্জরিত কুঞ্জে, শুনি পিকবর-ধ্বনি !
কহিলেন স্বরীশ্বর ;—এ ঘোর বিপদে,
বিশ্বনাথ বিনা, মাতঃ, কে আর রাখিবে
রাঘবে ? দুর্ব্বার রণে রাবণ-নন্দন।
পন্নগ-অশনে নাগ নাহি ডরে যত,
ততোধিক ডরি তারে আমি ! এ দম্ভোলি,
বৃত্রাসুর শিরঃ-চূর্ণ যাহে, বিমুখয়ে
অস্ত্র-বলে মহাবলী ; তেঁই এ জগতে
ইন্দ্রজিৎ নাম তার। সর্ব্বশুচি-বরে,
সর্ব্বজয়ী বীরবর। দেহ আজ্ঞা দাসে,
যাই আমি শীঘ্রগতি কৈলাস-সদনে।"
কহিলা উপেন্দ্র-প্রিয়া বারীন্দ্রনন্দিনী ;—
"যাও তবে, সুরনাথ, যাও ত্বরা করি।
চন্দ্র-শেখরের পদে, কৈলাস-শিখরে,
নিবেদন কর, দেব, এ সব বারতা।
কহিও সতত কাঁদে বসুন্ধরা সতী,
না পারি সহিতে ভার ; কহিও, অনন্ত
ক্লান্ত এবে। না হইলে নির্ম্মূল সমূলে
রক্ষঃপতি, ভবতল রসাতলে যাবে।
বড় ভাল বিরূপাক্ষ বাসেন লক্ষ্মীরে।
কহিও, বৈকুণ্ঠপুরী বহু দিন ছাড়ি
আছয়ে সে লঙ্কাপুরে। কত যে বিরলে
ভাবয়ে সে অবিরল, এক বার তিনি,
কি দোষ দেখিয়া, তারে না ভাবেন মনে ?
কোন্ পিতা দুহিতারে পতি-গৃহ হতে
রাখে দূরে—জিজ্ঞাসিও, বিজ্ঞ জটাধরে।
ত্র্যম্বকে না পাও যদি, অম্বিকার পদে
কহিও এ সব কথা।"—এতেক কহিয়া,
বিদায় হইয়া চলি গেলা শশিমুখী
হরিপ্রিয়া। অনম্বর-পথে সুরে[illegible],
কেশব-বাসনা দেবী গেলা অ[illegible]শে।
সোণার প্রতিমা, যথা। বি[illegible] সলিলে
ডুবে তলে জলরাশি উজলি [illegible]তেজে !
আনিলা মাতলি রথ ; [illegible]হি শচী পানে
কহিলেন শচীকান্ত মধুর বচনে
একান্তে ;—"চলহ, দেবি, মো[illegible] সঙ্গে তুমি।
পরিমল-সুধা সহ পবন বহিলে,
দ্বিগুণ আদর তার ! মৃণালের [illegible]
বিকচ কমল-গুণে, শুন লো লল[illegible]
শুনি প্রণয়ীর বাণী, হাসি নিতম্বি[illegible]
ধরিয়া পতির কর, আরোহিলা র[illegible]
স্বর্গ-হৈম-দ্বারে রথ উত্তরিল [illegible]
আপনি খুলিল দ্বার মধুর নিনাদে
অমনি। বাহিরি বেগে, শোভিল [illegible] কাশে
দেবযান ; সচকিতে জগৎ জাগি[illegible],
ভাবি রবিদেব বুঝি উদয়-অচলে
উদিলা। ডাকিল ফিঙা ; আর পাখী যত
পূরিল নিকুঞ্জ-পুঞ্জ প্রভাতী সংগীতে।
বাসরে কুসুম-শয্যা ত্যজি লজ্জাশীলা
কুলবধূ, গৃহকার্য্য উঠিলা সাধিতে।
মানস-সকাশে শোভে কৈলাস-শিখরী
আভাময় ; তার শিরে ভবের ভবন,
শিখি-পুচ্ছ-চূড়া যেন মাধবের শিরে !
সু-শ্যামাঙ্গ শৃঙ্গধর ; স্বর্ণ-ফুল-শ্রেণী
শোভে তাহে, আহা মরি, পীত ধড়া যেন !

১১। বৈনতেয়—বিনতানন্দন, গরুড়।
১২। বল-জ্যেষ্ঠ—বলে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল।
১৮। স্বকর্ম্ম—গীত বাদ্যাদি।
২৩। পন্নগ-অশন—সর্পভক্ষক, গরুড়।
২৭। সর্ব্বশুচি—অগ্নি, মেঘনাদের ইষ্টদেব।
৩২। চন্দ্র-শেখর—চন্দ্রশিরোভূষণ, শিব।

১। বিরূপাক্ষ—শিব। ৮। ত্র্যম্বক—ত্রিলোচন, মহাদেব।
১১। অনম্বর-পথ—আকাশপথ।
১৫। মাতলি—ইন্দ্রসারথি।
২৫। বাহিরি—বাহির হইয়া।
৩১। রাত্রি প্রভাত হইয়াছে, এই ভাবিয়া।

নির্ঝর-ঝরিত-বারি-রাশি স্থানে স্থানে—
বিশদ চন্দনে যেন চর্চ্চিত সে বপুঃ।
ত্যজি রথ, পদব্রজে, সহ স্বরীশ্বরী,
প্রবেশিলা স্বরীশ্বর আনন্দ-ভবনে।
রাজরাজেশ্বরী-রূপে বসেন ঈশ্বরী
স্বর্ণাসনে; ঢুলাইছে চামর বিজয়া;
ধরে রাজ-ছত্র জয়া। হায় রে, কেমনে,
ভবভবনের কবি বর্ণিবে বিভব?
দেখ, হে ভাবুক জন, ভাবি মনে মনে!
পূজিলা শক্তির পদ মহাভক্তি ভাবে
মহেন্দ্র ইন্দ্রাণী সহ। আশীষি অম্বিকা
জিজ্ঞাসিলা;—"কহ, দেব, কুশল বারতা,—
কি কারণে হেথা আজি তোমা দুই জনে?"
কর-যোড়ে আরম্ভিলা দম্ভোলি-নিক্ষেপী;—
"কি না তুমি জান, মাতঃ, অখিল জগতে?
দেবদ্রোহী লঙ্কাপতি, আকুল বিগ্রহে,
বরিয়াছে পুনঃ পুত্র মেঘনাদে আজি
সেনাপতি-পদে। কালি প্রভাতে কুমার
পরন্তপ প্রবেশিবে রণে, ইষ্টদেবে
পূজি, মনোনীত বর লভি তাঁর কাছে।
অবিদিত নহে, মাতঃ, তার পরাক্রম।
রক্ষঃ-কুল-রাজলক্ষ্মী, বৈজয়ন্ত-ধামে,
আসি, এ সংবাদ দাসে দিলা, ভগবতি।
কহিলেন হরিপ্রিয়া, কাঁদে বসুন্ধরা,
এ অসহ ভার সতী না পারি সহিতে;
ক্লান্ত বিশ্বধর শেষ; তিনিও আপনি
চঞ্চলা সতত এবে ছাড়িতে কনক-
লঙ্কাপুরী। তব পদে এ সংবাদ দেবী
আদেশিলা নিবেদিতে দাসেরে, অন্নদে।
দেব-কুল-প্রিয় বীর রঘু-কুল-মণি।
কিন্তু দেবকুলে হেন আছে কোন্ রথী
যুঝিবে যে রণ-ভূমে রাবণির সাথে?
বিশ্বনাশী কুলিশে, মা, নিস্তেজে সমরে
রাক্ষস, জগতে খ্যাত ইন্দ্রজিৎ নামে।
কি উপায়ে, কাত্যায়নি, রক্ষিবে রাঘবে,
দেখ ভাবি। তুমি কৃপা না করিলে, কালি
অরাম করিবে ভব দুরন্ত রাবণি।"
উত্তরিলা কাত্যায়নী;—"শৈব-কুলোত্তম
নৈকষেয়; মহা স্নেহ করেন ত্রিশূলী
তার প্রতি; তার মন্দ, হে সুরেন্দ্র, কভু
সম্ভবে কি মোর হতে? তপে মগ্ন এবে
তাপসেন্দ্র, তেঁই, দেব, লঙ্কার এ গতি।"
কৃতাঞ্জলি-পুটে পুনঃ বাসব কহিলা;—
"পরম-অধর্ম্মাচারী নিশাচর-পতি—
দেব-দ্রোহী। আপনি, হে নগেন্দ্র-নন্দিনী,
দেখ বিবেচনা করি। দরিদ্রের ধন
হরে যে দুর্ম্মতি, তব কৃপা তার প্রতি
কভু কি উচিত, মাতঃ? সুশীল রাঘব,
পিতৃ-সত্য-রক্ষা-হেতু সুখ-ভোগ ত্যজি
পশিল ভিখারী-বেশে নিবিড় কাননে।
একটি রতনমাত্র তাহার আছিল
অমূল; যতন কত করিত সে তারে,
কি আর কহিবে দাস? সে রতন, পাতি
মায়াজাল, হরে দুষ্ট। হায়, মা, স্মরিলে
কোপানলে দহে মনঃ। ত্রিশূলীর বরে
বলী রক্ষঃ, তৃণ-জ্ঞান করে দেব-গণে
পর-ধন, পর-দার লোভে সদা লোভী
পামর। তবে যে কেন (বুঝিতে না পারি)
হেন মূঢ়ে দয়া তুমি কর, দয়াময়ি?"
নীরবিলা স্বরীশ্বর; কহিতে লাগিলা
বীণাবাণী স্বরীশ্বরী মধুর সুস্বরে;—
"বৈদেহীর দুঃখে, দেবি, কার না বিদরে
হৃদয়? অশোক-বনে বসি দিবা নিশি
(কুঞ্জবন-সখী পাখী পিঞ্জরে যেমতি)
কাঁদেন রূপসী শোকে! কি মনোবেদনা
সহেন বিধুবদনা পতির বিহনে,
ও রাঙা চরণে, মাতঃ, অবিদিত নহে।
আপনি না দিলে দণ্ড কে দণ্ডিবে, দেবি,
এ পাষণ্ড রক্ষোনাথে? নাশি মেঘনাদে,
দেহ বৈদেহীরে পুনঃ বৈদেহীরঞ্জনে;
দাসীর কলঙ্ক ভঞ্জ, শশাঙ্কধারিণি!
মরি, মা, শরমে আমি, শুনি লোকমুখে,
ত্রিদিব-ঈশ্বরে রক্ষঃ পরাভবে রণে!"
হাসিয়া কহিলা উমা;—"রাবণের প্রতি
দ্বেষ তব, জিষ্ণু! তুমি, হে মঞ্জুনাশিনী
শচি, তুমি ব্যগ্র ইন্দ্রজিতের নিধনে।

১১। পরন্তপ—শত্রুপীড়ক।
২৬। তিনিও আপনি—স্বয়ং লক্ষ্মীও।
৩৩। কুলিশ—বজ্র।

১৫। হরে দুষ্ট—দুষ্ট রাবণ হরণ করিয়াছে।
৩২। দাসীর কলঙ্ক—আমার পতিকে যে ইন্দ্রজিৎ রণে পরাভূত করে, এই আমার কলঙ্ক।
৩৬। মঞ্জুনাশিনী—সুন্দরী-কুল-গর্ব্ব-হারিণী।
৩৭। নিধন—নাশ।

দুই জন অনুরোধ করিছ আমারে
নাশিতে কনক-লঙ্কা। মোর সাধ্য নহে
সাধিতে এ কার্য্য। বিরূপাক্ষের রক্ষিত
রক্ষঃ-কুল; তিনি বিনা তব এ বাসনা,
বাসব, কে পারে, কহ, পূর্ণিতে জগতে?
যোগে মগ্ন, দেবরাজ, বৃষধ্বজ আজি।
যোগাসন নামে শৃঙ্গ মহাভয়ঙ্কর,
ঘন ঘনাবৃত, তথা বসেন বিরলে
যোগীন্দ্র। কেমনে যাবে তাঁহার সমীপে?
পক্ষীন্দ্র গরুড় সেথা উড়িতে অক্ষম!"
কহিলা বিনত-ভাবে অদিতিনন্দন;—
"তোমা বিনা কার শক্তি হে মুক্তি-দায়িনি
জগদম্বে, যায় যে সে যথা ত্রিপুরারি
ভৈরব? বিনাশি, দেবি, রক্ষঃ-কুল, রাখ
ত্রিভুবন; বৃদ্ধি কর ধর্ম্মের মহিমা;
হ্রাসো বসুধার ভার; বসুন্ধরাধর
বাসুকিরে কর স্থির; বাঁচাও রাঘবে।"
এইরূপে দৈত্য-রিপু স্তুতিলা সতীরে।
হেন কালে গন্ধামোদে সহসা পূরিল
পুরী; শঙ্খঘণ্টাধ্বনি বাজিল চৌদিকে
মঙ্গল নিক্কণ সহ, মৃদু যথা যবে
দূর কুঞ্জবনে গাহে পিককুল মিলি!
টলিল কনকাসন! বিজয়া সখীরে
সম্ভাষিয়া মধুস্বরে, ভবেশ-ভাবিনী
সুধিল;—"লো বিধুমুখি, কহ শীঘ্র করি,
কে কোথা কি হেতু মোরে পূজিছে অকালে?"
মন্ত্র পড়ি, খড়ি পাতি গণিয়া গণনে,
নিবেদিলা হাসি সখী,—"হে নগনন্দিনি,
দাশরথি রথী তোমা পূজে লঙ্কাপুরে।
বারি সংঘটিত-ঘটে সুসিন্দুরে আঁকি
ও সুন্দর পদযুগ, পূজে রঘুপতি
নীলোৎপলাঞ্জলি দিয়া, দেখিনু গণনে।
অভয়-প্রদান তারে কর গো, অভয়ে।
পরম ভকত তব কৌশল্যা-নন্দন
মনুশ্রেষ্ঠ; তার তারে বিপদে, তারিণি!"
কাঞ্চন-আসন ত্যজি, রাজরাজেশ্বরী
উঠিয়া, কহিলা পুনঃ বিজয়ারে সতী;—
"দেব দম্পতিরে তুমি সেব যথাবিধি,
বিজয়ে! যাইব আমি যথা যোগাসনে
(বিকটশিখর!) এবে বসেন ধূর্জ্জটি।"
এতেক কহিয়া দুর্গা দ্বিরদ-গামিনী
প্রবেশিলা হৈম গেহে! দেবেন্দ্র বাসবে
ত্রিদিব-মহিষী সহ, সম্ভাষি আদরে,
স্বর্ণাসনে বসাইলা বিজয়া সুন্দরী।
পাইলা প্রসাদ দোঁহে পরম-আহ্লাদে!
শচীর গলায় জয়া হাসি দোলাইলা
তারাকারা ফুলমালা; কবরী-বন্ধনে
বসাইলা চিররুচি, চির-বিকচিত
কুসুম-রতন-রাজী; বাজিল চৌদিকে
যন্ত্রদল, বামাদল গাইল নাচিয়া।
মোহিল কৈলাসপুরী; ত্রিলোক মোহিল।
স্বপনে শুনিয়া শিশু সে মধুর ধ্বনি,
হাসিল মায়ের কোলে, মুদিত নয়ন!
নিদ্রাহীন বিরহিণী চমকি উঠিলা,
ভাবি প্রিয়-পদ শব্দ শুনিয়া ললনা
দুয়ারে! কোকিলকুল নীরবিল বনে।
উঠিলেন যোগীব্রজ, ভাবি ইষ্টদেব,
বর মাগ বলি, আসি দরশন দিলা!
প্রবেশি সুবর্ণ-গেহে, ভবেশ-ভাবিনী
ভাবিলা,—"কি ভাবে আজি ভেটিব ভবেশে?"
ক্ষণ কাল চিন্তি সতী চিন্তিলা রতিরে!
যথায় মন্মথ-সাথে মন্মথ-মোহিনী
বরাননা, কুঞ্জবনে বিহারিতেছিলা,
তথায় উমার ইচ্ছা, পরিমলময়-
বায়ু-তরঙ্গিণী-রূপে, বহিল নিমিষে।
নাচিল রতির হিয়া, বীণা-তার যথা
অঙ্গুলির পরশনে! গেলা কামবধূ,
দ্রুতগতি বায়ু-পথে, কৈলাস-শিখরে;
সরসে নিশান্তে যথা ফুটি সরোজিনী

৬। বৃষধ্বজ—শিব।
১৩। জগদম্বে—হে জগন্মাতঃ!
১৮। স্তুতিলা—স্তব করিলা।
২১। মঙ্গল নিক্কণ—মঙ্গল ধ্বনি।

২। বিকটশিখর—ভীষণশৃঙ্গ। মহাদেব এই শৃঙ্গোপরি বসিয়া যোগসাধন করেন বলিয়া যোগাসন নামে বিখ্যাত। কবি এই সর্গের স্থানান্তরে তাহা স্পষ্টরূপে লিখিয়াছেন, যথা—

কৈলাসশিখরীশিরে ভীষণশিখর
ভৃগুমান্, যোগাসন নামেতে বিখ্যাত
ভুবনে * *

৯। তারাকারা—তারাকৃতি, অর্থাৎ তারাস্বরূপ।
২১। ভবেশভাবিনী—শিবমোহিনী দুর্গা।
২২। ভেটিব—সাক্ষাৎ করিব।
২৫। বিহারিতেছিলা—বিহার করিতেছিলা।

নমে ত্বিষাম্পতি-দূতী উষার চরণে,
নমিলা মদন-প্রিয়া হরপ্রিয়া-পদে।
আশীষি রতিরে, হাসি কহিলা অম্বিকা ;—
"যোগাসনে তপে মগ্ন যোগীন্দ্র ; কেমনে,
কোন্ রঙ্গে, ভঙ্গ করি তাঁহার সমাধি,
কহ মোরে, বিধুমুখি ?" উত্তরিলা নমি
সুকেশিনী ;—"ধর, দেবি, মোহিনী মুরতি।
দেহ আজ্ঞা, সাজাই ও বর বপুঃ, আনি
নানা আভরণ ; হেরি যে সবে, পিনাকী
ভুলিবেন, ভুলে যথা ঋতুপতি, হেরি
মধুকালে বনস্থলী কুসুম-কুন্তলা।"

এতেক কহিয়া রতি, সুবাসিত তেলে
মাজি চুল, বিনাইলা মনোহর বেণী।
যোগাইলা আনি ধনী বিবিধ ভূষণে,
হীরক, মুকুতা, মণি খচিত ; আনিলা
চন্দন, কেশর সহ কুঙ্কুম, কস্তুরী ;
রত্ন-সঙ্কলিত-আভা কৌষেয় বসনে।
লাক্ষারসে পা দুখানি চিত্রিলা হরষে
চারুনেত্রা। ধরি মূর্ত্তি ভুবনমোহিনী,
সাজিলা নগেন্দ্র-বালা ; রসানে মাজ্জিত
হেম-কান্তি-সম কান্তি দ্বিগুণ শোভিল।
হেরিলা দর্পণে দেবী ও চন্দ্র-আননে ;
প্রফুল্ল নলিনী যথা বিমল সলিলে
নিজ-বিকচিত-রুচি। হাসিয়া কহিলা,
চাহি স্মর-হর-প্রিয়া স্মর-প্রিয়া পানে ;—
"ডাক তব প্রাণনাথে।" অমনি ডাকিলা
(পিককুলেশ্বরী যথা ডাকে ঋতুবরে !)
মদনে মদন-বাঞ্ছা। আইলা ধাইয়া
ফুল-ধনুঃ, আসে যথা প্রবাসে প্রবাসী,
স্বদেশ-সঙ্গীত-ধ্বনি শুনি রে উল্লাসে!

কহিলা শৈলেশসুতা ;—"চল মোর সাথে,
হে মন্মথ, যাব আমি যথা যোগীপতি
যোগে মগ্ন এবে ; বাছা, চল ত্বরা করি।"

অভয়ার পদতলে মায়ার নন্দন,
মদন আনন্দময়, উত্তরিলা ভয়ে ;—
"হেন আজ্ঞা কেন, দেবি, কর এ দাসেরে ?
স্মরিলে পূর্ব্বের কথা, মরি, মা, তরাসে!
মূঢ় দক্ষ-দোষে যবে দেহ ছাড়ি, সতি,
হিমাদ্রির গৃহে জন্ম গ্রহিলা আপনি,
তোমার বিরহ-শোকে বিশ্ব-ভার ত্যজি
বিশ্বনাথ, আরম্ভিলা ধ্যান ; দেবপতি
ইন্দ্র আদেশিলা দাসে সে ধ্যান ভাঙিতে।
কুলগ্নে গেনু, মা, যথা মগ্ন বামদেব
তপে ; ধরি ফুল-ধনুঃ, হানিনু কুক্ষণে
ফুল-শর। যথা সিংহ সহসা আক্রমে
গজরাজে, পূরি বন ভীষণ গর্জ্জনে,
গ্রাসিলা দাসেরে আসি রোষে বিভাবসু,
বাস যাঁর, ভবেশ্বরি, ভবেশ্বর-ভালে।
হায়, মা, কত যে জ্বালা সহিনু, কেমনে
নিবেদি ও রাঙা পায়ে ? হাহাকার রবে,
ডাকিনু বাসবে, চন্দ্রে, পবনে, তপনে ;
কেহ না আইল ; ভস্ম হইনু সত্বরে!—
ভয়ে ভগ্নোদ্যম আমি ভাবিয়া ভবেশে ;—
ক্ষম দাসে, ক্ষেমঙ্করি! এ মিনতি পদে।"

আশ্বাসি মদনে, হাসি কহিলা শঙ্করী ;—
"চল রঙ্গে মোর সঙ্গে নির্ভয় হৃদয়ে,
অনঙ্গ! আমার বরে চিরজয়ী তুমি!
যে অগ্নি কুলগ্নে তোমা পাইয়া স্বতেজে
জ্বালাইল, পূজা তব করিবে সে আজি,
ঔষধের গুণ ধরি, প্রাণ-নাশ-কারী
বিষ যথা রক্ষে প্রাণ বিজ্ঞার কৌশলে।"

প্রণমিয়া কাম তবে উমার চরণে,
কহিলা ;—"অভয় দান কর যারে তুমি,
অভয়ে, কি ভয় তার এ তিন ভুবনে ?
কিন্তু নিবেদন করি ও কমল-পদে ;—
কেমনে মন্দির হতে, নগেন্দ্র-নন্দিনি,
বাহিরিবা, কহ দাসে, এ মোহিনী-বেশে ?
মুহূর্ত্তে মাতিবে, মাতঃ, জগত, হেরিলে
ও রূপ-মাধুরী ; সত্য কহিনু তোমারে।
হিতে বিপরীত, দেবি, সত্বরে ঘটিবে।
সুরাসুর-বৃন্দ যবে মথি জলনাথে,
লভিলা অমৃত, দুষ্ট দিতিসুত যত
বিবাদিল দেব সহ সুধামধু-হেতু।
মোহিনী মুরতি ধরি আইলা শ্রীপতি।
ছদ্মবেশী হৃষীকেশে ত্রিভুবন হেরি,
হারাইলা জ্ঞান সবে এ দাসের শরে!

১। ত্বিষাম্পতি—সূর্য্য। ৫। সমাধি—ধ্যান। ৯। পিনাকী—পিনাক নামক ধনুর্দ্ধারী—অর্থাৎ শিব। ১৭। কৌষেয়—রঙবিশেষ। রত্ন-সঙ্কলিত-আভা অর্থাৎ যে বস্ত্রে বিবিধ রত্নের আভা আছে। ৩২। লাক্ষারস—আল্‌তা।

২৫। স্মর-হর-প্রিয়া—শিবপ্রিয়া দুর্গা। স্মর-প্রিয়া—কামপ্রিয়া রতি।

৩০। স্বদেশ-সঙ্গীত-ধ্বনি—স্বদেশীয় ভাষা শব্দ।

অধর-অমৃত-আশে ভুলিলা অমৃত
দেব-দৈত্য ; নাগদল নম্রশিরঃ লাজে,
হেরি পৃষ্ঠদেশে বেণী ; মন্দর আপনি
অচল হইল হেরি উচ্চ কুচ-যুগে।
স্মরিলে সে কথা, সতি, হাসি আসে মুখে।
মলম্বা অম্বরে তাম্র এত শোভা যদি
ধরে, দেবি, ভাবি দেখ বিশুদ্ধ-কাঞ্চন-
কান্তি কত মনোহর !" অমনি অম্বিকা,
সুবর্ণ বরণ ঘন মায়ায় সৃজিয়া,
মায়াময়ী, আবরিলা চারু অবয়বে।
হায় রে, নলিনী যেন দিবা অবসানে
ঢাকিল বদনশশী ! কিম্বা অগ্নি শিখা,
ভস্মরাশি মাঝে পশি, হাসি লুকাইলা !
কিম্বা সুধা-ধন যেন, চক্র-প্রসরণে,
বেড়িলেন দেব শক্র সুধাংশু-মণ্ডলে !
দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত গৃহদ্বার দিয়া
বাহিরিলা সুহাসিনী, মেঘাবৃতা যেন
উষা ! সাথে মনমথ, হাতে ফুল-ধনুঃ,
পৃষ্ঠে তূণ, খরতর ফুল-শরে ভরা—
কণ্টকময় মৃণালে ফুটিল নলিনী !
কৈলাস-শিখরি-শিরে ভীষণ শিখর
ভৃগুমান্, যোগাসন নামেতে বিখ্যাত
ভুবনে ; তথায় দেবী ভুবন-মোহিনী
উত্তরিলা গজগতি। অমনি চৌদিকে
গম্ভীর গহ্বরে বদ্ধ, ভৈরব নিনাদী
জলদল নিরবিলা, জল-কান্ত যথা
শান্ত শান্তিসমাগমে ; পলাইল দূরে
মেঘদল, তমঃ যথা উষার হসনে !
দেখিলা সম্মুখে দেবী কপর্দ্দী তপসী,
বিভূতি-ভূষিত দেহ, মুদিত নয়ন,
তপের সাগরে মগ্ন, বাহ্য-জ্ঞান-হত।
কহিলা মদনে হাসি সুচারুহাসিনী ;—
"কি কাজ বিলম্বে আর, হে শম্বর-অরি ?
হান তব ফুল-শর।" দেবীর আদেশে,
হাঁটু গাড়ি মীনধ্বজ, শিঞ্জিনী টঙ্কারি,
সম্মোহন-শরে শূর বিঁধিলা উমেশে !
শিহরিল শূলপাণি। নড়িল মস্তকে
জটাজুট, তরুরাজী যথা গিরিশিরে
ঘোর মড় মড় রবে নড়ে ভূকম্পনে।
অধীর হইলা প্রভু ! গরজিলা ভালে
চিত্রভানু, ধকধকি উজ্জ্বল জ্বলনে !
ভয়াকুল ফুল-ধনুঃ পশিলা অমনি
ভবানীর বক্ষঃস্থলে, পশয়ে যেমতি
কেশরী-কিশোর ত্রাসে, কেশরিণী-কোলে,
গম্ভীর নির্ঘোষে ঘোষে ঘনদল যবে,
বিজলী ঝলসে আঁখি কালানল তেজে !
উন্মীলি নয়ন এবে উঠিলা ধূর্জ্জটি।
মায়া ঘন-আবরণ ত্যজিলা গিরিজা।
মোহিত মোহিনীরূপে, কহিলা হরষে
পশুপতি ;—"কেন হেথা একাকিনী দেখি,
এ বিজন স্থলে, তোমা, গণেন্দ্রজননি ?
কোথায় মৃগেন্দ্র তব কিঙ্কর, শঙ্করি ?
কোথায় বিজয়া, জয়া ?" হাসি উত্তরিলা
সুচারুহাসিনী উমা ;—"এ দাসীরে, ভুলি,
হে যোগীন্দ্র, বহু দিন আছ এ বিরলে ;
তেঁই আসিয়াছি, নাথ, দরশন-আশে
পা দুখানি। যে রমণী পতিপরায়ণা,
সহচরী সহ সে কি যায় পতি-পাশে ?
একাকী প্রত্যূষে, প্রভু, যায় চক্রবাকী
যথা প্রাণকান্ত তার !" আদরে ঈশান,
ঈষত হাসিয়া দেব, অজিন-আসনে
বসাইল ঈশানীরে। অমনি চৌদিকে
প্রফুল্লিত ফুলকুল, মকরন্দ-লোভে
মাতি শিলীমুখবৃন্দ আইল ধাইয়া ;
বহিল মলয়-বায়ু ; গাইল কোকিল ;

৬। মলম্বা—স্বর্ণ পত্র। অম্বর—বসন। মলম্বা অম্বরে ইত্যাদি—তাম্র স্বর্ণপত্রস্বরূপ বস্ত্রাবৃত হইলে, অর্থাৎ তামায় গিল্‌টী করিলে যদি এত শোভা হয়, তাহা হইলে, বিশুদ্ধ কাঞ্চনকান্তি কত মনোহর হইবে। শ্রীপতি বিষ্ণু পুরুষ হইয়া স্ত্রী-বেশ ধরিতে যখন এত মনোহর হইয়াছিলেন, তখন তুমি প্রকৃত নারী, তোমাকে এ বেশে দেখিলে লোকের কি দশা না ঘটিবে ?

২০। কণ্টকময় মৃণালে ইত্যাদি—অগ্রে দুর্গা নলিনীস্বরূপ, পশ্চাতে মদন কণ্টকময় মৃণাল। তূণস্থ শর-সকল কণ্টকস্বরূপ।

২৭। শান্তিদেবী আসিলে যেমন সমুদ্র শান্তভাব ধরেন।

২৯। কপর্দ্দী—মহাদেব।

১২। চিত্রভানু—অগ্নি।

১৫। কেশরী-কিশোর ইত্যাদি—মেঘের গর্জ্জনে এবং বিদ্যুদগ্নিতে ভীত হইয়া যেমন কেশরী-কিশোর অর্থাৎ সিংহশাবক সিংহীর ক্রোড়দেশে প্রবেশ করে, সেইরূপ শিবের ললাটস্থ অগ্নির গর্জ্জনে ও তেজে ভীত হইয়া, মদন ভগবতীর বক্ষঃস্থলে আশ্রয় লইলেন।

নিশার শিশিরে ধৌত কুসুম-আসার
আচ্ছা'দিল শূলধরে। উমার উরসে
(কি আর আছে রে বাসা সাজে মনসিজে
ইহা হতে।) কুসুমেষু, বসি কুতূহলে,
হানিলা, কুসুম-ধনুঃ টঙ্কারি কৌতুকে
শর-জাল ;—প্রেমামোদে মাতিলা ত্রিশূলী।
লজ্জা-বেশে রাহু আসি গ্রাসিল চাঁদেরে,
হাসি ভস্মে লুকাইলা দেব বিভাবসু।
মোহন মুরতি ধরি, মোহি মোহিনীরে
কহিলা হাসিয়া দেব ;—"জানি আমি, দেবি,
তোমার মনের কথা,—বাসব কি হেতু
শচী সহ আসিয়াছে কৈলাস-সদনে ;
কেন বা অকালে তোমা পূজে রঘুমণি ?
পরম ভকত মম নিকষানন্দন ;
কিন্তু নিজ কর্ম্ম-ফলে মজে দুষ্টমতি।
বিদরে হৃদয় মম স্মরিলে সে কথা,
মহেশ্বরি ! হায়, দেবি, দেবে কি মানবে,
কোথা হেন সাধ্য রোধে প্রাক্তনের গতি ?
পাঠাও কামেরে, উমা, দেবেন্দ্র সমীপে।
সত্বরে যাইতে তারে আদেশ, মহেশি,
মায়াদেবী নিকেতনে। মায়ার প্রসাদে,
বধিবে লক্ষ্মণ শূর মেঘনাদ শূরে।"
চলি গেলা মীনধ্বজ, নীড় ছাড়ি উড়ে
বিহঙ্গম-রাজ যথা, মুহুর্মুহুঃ চাহি
সে সুখ-সদন-পানে। ঘন রাশি রাশি,
স্বর্ণবর্ণ, সুবাসিত-বাস শ্বাসি ঘন,
বরষি প্রসূনাসার—কমল, কুমুদী,
মালতী, সেঁউতি, জাতি, পারিজাত-আদি
মন্দ-সমীরণ-প্রিয়া—ঘিরিল চৌদিকে
দেবদেব মহাদেবে মহাদেবী সহ।
দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত হৈমময় দ্বারে
দাঁড়াইলা বিধুমুখী মদন-মোহিনী,
অশ্রুময় আঁখি, আহা ! পতির বিহনে।
হেন কালে মধু-সখা উতরিলা তথা।

অমনি পসারি বাহু, উল্লাসে মন্মথ
আলিঙ্গন-পাশে বাঁধি, তুষিলা ললনে
প্রেমালাপে। শুখাইল অশ্রুবিন্দু, যথা
শিশির-নীরের বিন্দু শতদল-দলে,
দরশন দিলে ভানু উদয়-শিখরে।
পাই প্রাণ-ধনে ধনী, মুখে মুখ দিয়া,
(সরস বসন্তকালে সারী শুক যথা)
কহিলেন প্রিয়-ভাষে ;—"বাঁচালে দাসীরে
আশু আসি তার পাশে, হে রতি-রঞ্জন !
কত যে ভাবিতেছিনু, কহিব কাহারে ?
বামদেব নামে, নাথ, সদা, কাঁপি আমি,
স্মরি পূর্ব্ব-কথা যত ! দুরন্ত হিংসক
শূলপাণি ! যেয়ো না গো আর তাঁর কাছে,
মোর কিরে প্রাণেশ্বর !" সুমধুর হাসে,
উত্তরিলা পঞ্চশর ;—"ছায়ার আশ্রমে,
কে কবে ভাস্কর-করে ডরায়, সুন্দরি !
চল এবে যাই যথা দেবকুল-পতি।"
সুবর্ণ-আসনে যথা বসেন বাসব,
উতরি মন্মথ তথা, নিবেদিলা নমি
বারতা। আরোহি রথে দেবরাজ রথী
চলি গেলা দ্রুতগতি মায়ার সদনে।
অগ্নিময় তেজঃ বাজী ধাইল অম্বরে,
অকম্প চামর শিরে ; গম্ভীর নির্ঘোষে
ঘোষিল রথের চক্র, চূর্ণি মেঘদলে।
কত ক্ষণে সহস্রাক্ষ উতরিলা বলী
যথা বিরাজেন মায়া। ত্যজি রথ-বরে,
সুরকুল-রথীবর পশিলা দেউলে।
কত যে দেখিলা দেব কে পারে বর্ণিতে ?
সৌর-খরতর-কর-জাল-সঙ্কলিত
আভাময় স্বর্ণাসনে বসি কুহকিনী
শক্তীশ্বরী। কর-যোড়ে বাসব প্রণমি
কহিলা ;—"আশীষ দাসে, বিশ্ব-বিমোহিনি !"
আশীষি সুধিলা দেবী ;—"কহ, কি কারণে,
গতি হেথা আজি তব, অদিতি-নন্দন ?"

৬—৮। চন্দ্রচূড়কে কামমদে মত্ত দেখিয়া ললাটস্থ চন্দ্র লজ্জায় মলিন হইলেন। অগ্নিও ভস্মাবৃত হইয়া রহিলেন।

২০। তারে—ইন্দ্রকে।

২৫-২৬। ঘন রাশি রাশি ইত্যাদি—স্বর্ণবর্ণ মেঘপুঞ্জ সুরভিবায়ুস্বরূপ নিশ্বাস ত্যাগ এবং নানা প্রকার সুগন্ধ পুষ্প বৃষ্টি করিয়া দেব-দম্পতীকে বেষ্টিত করিল।

২৭। প্রসূনাসার—পুষ্পবৃষ্টি।

৫। ভানু—সূর্য্য।

১১। বামদেব—মহাদেব।

১৫। পঞ্চশর—পঞ্চবাণ অর্থাৎ কন্দর্প।

১৬। ভাস্কর-কর—সূর্য্যকিরণ

২৫। সহস্রাক্ষ—ইন্দ্র।

২৯। সৌর-খরতর-কর-জাল ইত্যাদি—সূর্য্যের করজালনির্ম্মিত, অর্থাৎ অতীব উজ্জ্বল।

৩১। বাসব—ইন্দ্র।

উত্তরিলা দেবপতি ;—"শিবের আদেশে,
মহামায়া, আসিয়াছি তোমার সদনে।
কহ দাসে, কি কৌশলে সৌমিত্রি জিনিবে
দশানন পুত্রে কালি ? তোমার প্রসাদে
(কহিলেন বিরূপাক্ষ) ঘোরতর রণে
নাশিবে লক্ষ্মণ শূর মেঘনাদ শূরে।"
ক্ষণ কাল চিন্তি দেবী কহিলা বাসবে ;—
"দুরন্ত তারকাসুর, সুর-কুল-পতি,
কাড়ি নিল স্বর্গ যবে তোমায় বিমুখি
সমরে ; কৃত্তিকা কুল-বল্লভ সেনানী,
পার্ব্বতীর গর্ভে জন্ম লভিলা তৎকালে।
বধিতে দানব-রাজে সাজাইলা বীরে
আপনি বৃষভ-ধ্বজ, সৃজি রুদ্র-তেজে
অস্ত্রে। এই দেখ, দেব, ফলক, মণ্ডিত
সুবর্ণে ; ওই যে অসি, নিবাসে উহাতে
আপনি কৃতান্ত ; ওই দেখ, সুনাসীর,
ভয়ঙ্কর তূণীরে, অক্ষয়, পূর্ণ শরে,
বিষাকর ফণী পূর্ণ নাগ-লোক যথা।
ওই দেখ ধনুঃ, দেব !" কহিলা হাসিয়া,
হেরি সে ধনুর কান্তি; শচীকান্ত বলী ;
"কি ছার ইহার কাছে দাসের এ ধনুঃ
রত্নময় ! দিবাকর-পরিধি যেমতি,
জ্বলিছে ফলক-বর—ধাঁধিয়া নয়নে !
অগ্নিশিখা-সম অসি মহাতেজস্কর !
হেন তূণ আর, মাতঃ, আছে কি জগতে ?"
"শুন, দেব," (কহিলেন পুনঃ মায়াদেবী) ;—
"ওই সব অস্ত্রবলে নাশিলা তারকে
ষড়ানন। ওই সব অস্ত্রবলে, বলি,
মেঘনাদ-মৃত্যু, সত্য কহিনু তোমারে।
কিন্তু হেন বীর নাহি এ তিন ভুবনে,
দেব কি মানব, ন্যায়যুদ্ধে যে বধিবে
রাবণিরে। প্রের তুমি অস্ত্র রামানুজে,
আপনি যাইব আমি কালি লঙ্কাপুরে,
রক্ষিব লক্ষ্মণে, দেব, রাক্ষস-সংগ্রামে।
যাও চলি সুর-দেশে, সুরদল-নিধি।
কুল-কুল-সখী উষা যখন খুলিবে
পূর্ব্বাশার হৈমদ্বারে পদ্মকর দিয়া
কালি, তব চির-ত্রাস, বীরেন্দ্রকেশরী
ইন্দ্রজিত-ত্রাস-হীন করিবে তোমারে—
লঙ্কার পঙ্কজ-রবি যাবে অস্তাচলে !"
মহানন্দে দেব-ইন্দ্র বন্দিয়া দেবীরে,
অস্ত্র লয়ে গেলা চলি ত্রিদশ-আলয়ে।
বসি দেব-সভাতলে কনক-আসনে
বাসব, কহিলা শূর চিত্ররথ শূরে ;—
"যতনে লইয়া অস্ত্র, যাও মহাবলি,
স্বর্ণ-লঙ্কা ধামে তুমি। সৌমিত্রি কেশরী
মায়ার প্রসাদে কালি বধিবে সমরে
মেঘনাদে। কেমনে, তা দিবেন কহিয়া
মহাদেবী মায়া তারে। কহিও রাঘবে,
হে গন্ধর্ব্ব-কুল-পতি, ত্রিদিব-নিবাসী
মঙ্গল-আকাঙ্ক্ষী তার ; পার্ব্বতী আপনি
হর-প্রিয়া, সুপ্রসন্ন তার প্রতি আজি।
অভয় প্রদান তারে করিও সুমতি !
মরিলে রাবণি রণে, অবশ্য মরিবে
রাবণ ; লভিবে পুনঃ বৈদেহী সতীরে
বৈদেহী মনোরঞ্জন রঘুকুল মণি।
মোর রথে, রথীবর, আরোহণ করি
যাও চলি। পাছে তোমা হেরি লঙ্কা-পুরে,
বাধায় বিবাদ রক্ষঃ ; মেঘদলে আমি
আদেশিব আবরিতে গগনে ; ডাকিয়া
প্রভঞ্জনে, দিব আজ্ঞা ক্ষণ ছাড়ি দিতে
বায়ু কুলে ; বাহিরিয়া নাচিবে চপলা ;
দম্ভোলি-গম্ভীর-নাদে পূরিব জগতে।"
প্রণমি দেবেন্দ্র-পদে, সাবধানে লয়ে
অস্ত্রে, চলি গেলা মর্ত্ত্যে চিত্ররথ রথী।
তবে দেব-কুল-নাথ ডাকি প্রভঞ্জনে
কহিলা,—"প্রলয়-ঝড় উঠাও সত্বরে
লঙ্কাপুরে, বায়ুপতি ; শীঘ্র দেহ ছাড়ি
কারাবদ্ধ বায়ুদলে ; লহ মেঘদলে ;
দ্বন্দ্ব ক্ষণ-কাল বৈরী বারি-নাথ সনে
নির্ঘোষে !" উল্লাসে দেব চলিলা অমনি,
ভাঙিলে শৃঙ্খল লম্ফী কেশরী যেমতি,
যথায় তিমিরাগারে রুদ্ধ বায়ু যত
গিরি-গর্ভে। কত দূরে শুনিলা পবন
ঘোর কোলাহলে ; গিরি (দেখিলা) লড়িছে

৩। সৌমিত্রি—সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ।
১০। কৃত্তিকা-কুল-বল্লভ সেনানী—কার্ত্তিকেয়।
১৩। বৃষভ-ধ্বজ—শিব। ১৪। ফলক—ঢাল।
১৬। সুনাসীর—হে ইন্দ্র।
৩৭। পূর্ব্বাশার—পূর্ব্বদিকের।

২। ইন্দ্রজিত-ত্রাস-হীন করিবে—কে
লক্ষ্মণ তাহাকে বধ করিবে।
২৫। চপলা—চঞ্চলা অর্থাৎ বিদ্যুৎ।
২৬। দম্ভোলি—বজ্র। ২৭। প্রভঞ্জন—ব

অন্তরিত পরাক্রমে, অসমর্থ যেন
রোধিতে প্রবল বায়ু আপনার বলে।
শিলাময় দ্বার দেব খুলিলা পরশে।
হুহুঙ্কারি বায়ুকুল বাহিরিল বেগে
যথা অম্বুরাশি, যবে ভাঙে আচম্বিতে
জাঙাল। কাঁপিল মহী; গর্জ্জিল জলধি।
তুঙ্গ-শৃঙ্গধরাকারে তরঙ্গ-আবলী
কল্লোলিল, বায়ু-সঙ্গে রণরঙ্গে মাতি।
ধাইল চৌদিকে মন্দ্রে জীমূত; হাসিল
ক্ষণ-প্রভা; কড়মড়ে নাদিল দম্ভোলি।
পলাইলা তারানাথ তারাদলে লয়ে।
ছাইল লঙ্কায় মেঘ, পাবক উগরি
রাশি রাশি; বনে বৃক্ষ পড়িল উপড়ি
মড়মড়ে; মহাঝড় বহিল আকাশে;
বর্ষিল আসার যেন সৃষ্টি ডুবাইতে
প্রলয়ে। বৃষ্টিল শিলা তড় তড় তড়ে।
পশিল আতঙ্কে রক্ষঃ যে যাহার ঘরে।
যথায় শিবির মাঝে বিরাজেন বলী
রাঘবেন্দ্র, আচম্বিতে উতরিলা রথী
চিত্ররথ, দিবাকর যেন অংশুমালী,
রাজ-আভরণ দেহে! শোভে কটিদেশে
সারসন, রাশি চক্র-সম তেজোরাশি,
ঝোলে তাহে অসিবর—ঝল ঝল ঝলে।
কেমনে বর্ণিবে কবি দেব-তূণ, ধনুঃ,
চর্ম্ম, বর্ম্ম, শূল, সৌর-কিরীটের আভা
স্বর্ণময়ী? দৈববিভা ধাধিল নয়নে
স্বর্গীয় সৌরভে দেশ পূরিল সহসা।
সসম্ভ্রমে প্রণমিয়া, দেবদূত-পদে
রঘুবর, জিজ্ঞাসিলা;—"হে ত্রিদিববাসি,
ত্রিদিব ব্যতীত, আহা, কোন্ দেশ সাজে
এ হেন মহিমা, রূপে?—কেন হেথা আজি,
নন্দন-কানন ত্যজি, কহ এ দাসেরে?
নাহি স্বর্ণাসন, দেব, কি দিব বসিতে?
তবে যদি কৃপা, প্রভু, থাকে দাস প্রতি,
পাদ্য, অর্ঘ্য লয়ে বসো এই কুশাসনে।
ভিখারী রাঘব, হায়!" আশীষিয়া রথী
কুশাসনে বসি তবে কহিলা সুস্বরে;—
"চিত্ররথ নাম মম, শুন দাশরথি;
চির-অনুচর আমি সেবি অহরহঃ
দেবেন্দ্রে; গন্ধর্ব্বকুল আমার অধীনে।
আইনু এ পুরে আমি ইন্দ্রের আদেশে।
তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী দেবকুল সহ
দেবেশ। এই যে অস্ত্র দেখিছ নৃমণি,
দিয়াছেন পাঠাইয়া তোমার অনুজে
দেবরাজ। আবির্ভাবি মায়া মহাদেবী
প্রভাতে, দিবেন কহি, কি কৌশলে কালি
নাশিবে লক্ষ্মণ শূর মেঘনাদ শূরে।
দেবকুল-প্রিয় তুমি, রঘুকুল-মণি!
সুপ্রসন্ন তব প্রতি আপনি অভয়া!"
কহিলা রঘুনন্দন;—"আনন্দ-সাগরে
ভাসিনু, গন্ধর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এ শুভ সংবাদে!
অজ্ঞ নর আমি; হায়, কেমনে দেখাব
কৃতজ্ঞতা? এই কথা জিজ্ঞাসি তোমারে।"
হাসিয়া কহিলা দূত;—"শুন, রঘুমণি,
দেব প্রতি কৃতজ্ঞতা, দরিদ্র-পালন,
ইন্দ্রিয়-দমন, ধর্ম্মপথে সদা গতি;
নিত্য সত্য-দেবী-সেবা; চন্দন, কুসুম,
নৈবেদ্য, কৌষিক বস্ত্র আদি বলি যত,
অবহেলা করে দেব, দাতা যে যদ্যপি
অসৎ! এ সার কথা কহিনু তোমারে।"
প্রণমিলা রামচন্দ্র; আশীষিয়া রথী
চিত্ররথ, দেবরথে গেলা দেবপুরে।
থামিল তুমুল ঝড়; শান্তিলা জলধি;
হেরিয়া শশাঙ্কে পুনঃ তারাদল সহ,
হাসিল কনকলঙ্কা। তরল সলিলে

১। অন্তরিত পরাক্রমে—কেন না পরাক্রমী বায়ুদল তাহার অন্তরে অর্থাৎ গর্ভদেশে আবদ্ধ রহিয়াছে।
৭। তুঙ্গ-শৃঙ্গধরাকারে—উচ্চ পর্ব্বতাকারে। তরঙ্গ-আবলী—ঢেউসমূহ। ৯। মন্দ্র—গম্ভীর শব্দ। জীমূত—মেঘ। ১০। ক্ষণপ্রভা—বিদ্যুৎ।
১৬। বৃষ্টিল শিলা—শিলাবৃষ্টি হইল।
২২। সারসন—কট্যাভরণ অর্থাৎ কোমরবন্ধ।
২৫। সৌর-কিরীট—সূর্য্যসদৃশ উজ্জ্বল মুকুট।
২৯। হে ত্রিদিববাসি ইত্যাদি—হে স্বর্গবাসি, আপনি যে এক জন স্বর্গীয় পুরুষ, তাহার কোন সন্দেহ নাই। কেন না, স্বর্গ ব্যতীত আর কোন্ স্থলে লোকের এরূপ মহিমা এবং রূপের সম্ভব আছে?

১৪। আবির্ভাবি—আবির্ভূত হইয়া।
২৭। বলি—পূজোপহার।
৩৪। তরল সলিলে ইত্যাদি—রজোময় কৌমুদিনী অর্থাৎ রৌপ্যপ্রভা চন্দ্রিকা পুনঃ তরল সলিলে অর্থাৎ চঞ্চল জলে দেহ অবগাহে—অবগাহন করিতে লাগিল, অর্থাৎ মেঘমুক্ত চন্দ্রের কিরণজাল পুনঃ জলস্থলে শোভমান হইল।

পশি, কৌমুদিনী পুনঃ অবগাহে দেহ
রজোময় ; কুমুদিনী হাসিল কৌতুকে
আইল ধাইয়া পুনঃ রণ-ক্ষেত্রে, শিবা
শবাহারী ; পালে পালে গৃধিনী, শকুনি,
পিশাচ। রাক্ষসদল বাহিরিল পুনঃ
ভীম-প্রহরণ-ধারী—মত্ত বীরমদে।

৩। শিবা—শৃগালী।

১। শবাহারী—মৃতদেহভক্ষক। ৩। ভীম প্রহরণ—ভয়ানক অস্ত্র।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধ-কাব্যে অস্ত্রলাভো নাম দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।

তৃতীয় সর্গ

প্রমোদ-উদ্যানে কাঁদে দানব-নন্দিনী
প্রমীলা, পতি-বিরহে কাতরা যুবতী।
অশ্রুআঁখি বিধুমুখী ভ্রমে ফুলবনে
কভু, ব্রজ-কুঞ্জ-বনে, হায় রে, যেমনি
ব্রজবালা, নাহি হেরি কদম্বের মূলে
পীতধড়া পীতাম্বরে, অধরে মুরলী।
কভু বা মন্দিরে পশি, বাহিরায় পুনঃ
বিরহিণী, শূন্য নীড়ে কপোতী যেমতি
বিবশা! কভু বা উঠি উচ্চ-গৃহ চূড়ে,
এক-দৃষ্টে চাহে বামা দূর লঙ্কা পানে,
অবিরল চক্ষুঃজল পুঁছিয়া আঁচলে!—
নীরব বাঁশরী, বীণা, মুরজ, মন্দিরা,
গীত-ধ্বনি। চারি দিকে সখী-দল যত,
বিরস-বদন, মরি সুন্দরীর শোকে!
কে না জানে ফুলকুল বিরস-বদনা,
মধুর বিরহে যবে তাপে বনস্থলী?
উতরিলা নিশা-দেবী প্রমোদ-উদ্যানে।
শিহরি প্রমীলা সতী, মৃদু কল-স্বরে,
বাসন্তী নামেতে সখী বসন্ত-সৌরভা,
তার গলা ধরি কাঁদি কহিতে লাগিলা ;—
"ওই দেখ, আইল লো তিমির যামিনী,
কাল-ভুজঙ্গিনী-রূপে দংশিতে আমারে,
বাসন্তি! কোথায়, সখি, রক্ষঃ-কুল-পতি,
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ, এ বিপত্তি-কালে?
এখনি আসিব বলি গেলা চলি বলী ;
কি কাজে এ ব্যাজ আমি বুঝিতে না পারি।
তুমি যদি পার, সই, কহ লো আমারে।"
কহিলা বাসন্তী সখী, বসন্তে যেমতি
কুহরে বসন্তসখা ;—"কেমনে কহিব,
কেন প্রাণনাথ তব বিলম্বেন আজি?
কিন্তু চিন্তা দূর তুমি কর, সীমন্তিনি।
ত্বরায় আসিবে শূর নাশিয়া রাঘবে।
কি ভয় তোমার সখি? সুরাসুর শরে
অভেদ্য শরীর যাঁর, কে তাঁরে আটিবে
বিগ্রহে? আইস মোরা যাই কুঞ্জ-বনে
সরস কুসুম তুলি, চিকণিয়া গাঁথি
ফুলমালা। দোলাইও হাসি প্রিয়গলে
সে দামে, বিজয়ী রথ-চূড়ায় যেমতি
বিজয়-পতাকা লোক উড়ায় কৌতুকে!"
এতেক কহিয়া দোঁহে পশিলা কাননে,
যথায় সরসী সহ খেলিছে কৌমুদী,
হাসাইয়া কুমুদেরে ; গাইছে ভ্রমরী ;
কুহরিছে পিকবর ; কুসুম ফুটিছে ;
শোভিছে আনন্দময়ী বনরাজী-ভালে
(মণিময় সিঁথিরূপে) জোনাকের পাঁতি ;
বহিছে মলয়ানিল, মর্ম্মরিছে, পাতা।
আঁচল ভরিয়া ফুল তুলিলা দুজনে।
কত যে ফুলের দলে প্রমীলার আঁখি
মুক্তিল শিশির-নীরে ; কে পারে কহিতে?

২। পতি-বিরহে ইত্যাদি—প্রথম সর্গে মেঘনাদ প্রমীলার নিকট বিদায় লইয়া লঙ্কায় গমন করেন ; এবং রক্ষোরাজকর্তৃক সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইয়া ফিরিয়া আসিতে পারিলেন না ; প্রমীলা পতির বিরহে উতলা হইয়া উঠিলেন।

১। ব্যাজ—বিলম্ব। ৪। বসন্তসখা—কোকিল।
৫। বিলম্বেন—বিলম্ব করেন। ১৩। দাম—মাল
১৬। কৌমুদী—জ্যোৎস্না।
২০। পাঁতি—শ্রেণী।
২১। মর্ম্মরিছে—মর্ম্মর শব্দ করিতেছে।
২৩। কত যে ইত্যাদি—প্রমীলা শিশিরস্বরূপ অ

কত দূরে হেরি যারা সূর্য্যমুখী দুঃখী,
মলিন-বদনা, মরি, মিহির-বিরহে,
দাঁড়াইয়া তার কাছে কহিলা সুস্বরে ;—
"তোর লো যে দশা এই ঘোর নিশা-কালে,
ভানু-প্রিয়ে, আমিও লো সহি সে যাতনা !
আঁধার সংসার এবে এ পোড়া নয়নে !
এ পরাণ দহিছে লো বিচ্ছেদ-অনলে !
যে রবির ছবি পানে চাহি বাঁচি আমি
অহরহঃ, অস্তাচলে আচ্ছন্ন লো তিনি !
আর কি পাইব আমি (উষার প্রসাদে
পাইবি যেমতি, সতি, তুই) প্রাণেশ্বরে ?"

অবচয়ি ফুল-চয়ে সে নিকুঞ্জ-বনে,
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, সখীরে সম্ভাষি
কহিলা প্রমীলা সতী ;—"এই তো তুলিনু
ফুল-রাশি ; চিকণিয়া গাঁথিনু, স্বজনি,
ফুলমালা ; কিন্তু কোথা পাব সে চরণে,
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া যাহে চাহি পূজিবারে !
কে বাঁধিল মৃগরাজে বুঝিতে না পারি ।
চল, সখি, লঙ্কাপুরে যাই মোরা সবে ।"

কহিলা বাসন্তী সখী ;—"কেমনে পশিবে
লঙ্কাপুরে আজি তুমি ? অলঙ্ঘ্য সাগর-
সম রাঘবীয় চমূ বেড়িছে তাহারে ।
লক্ষ লক্ষ রক্ষঃ-অরি ফিরিছে চৌদিকে
অস্ত্রপাণি, দণ্ডপাণি দণ্ডধর যথা ।"

রুষিলা দানব-বালা প্রমীলা রূপসী !—
"কি কহিলি, বাসন্তি ! পর্ব্বত-গৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি ?
দানব-নন্দিনী আমি, রক্ষঃ-কুল-বধূ ;
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,—
আমি কি ডরাই, সখি ভিখারী রাঘবে ?
পশিব লঙ্কায় আজি নিজ ভুজ-বলে ;
দেখিব কেমনে মোরে নিবারে নৃমণি ?"

এতেক কহিয়া সতী, গজ-পতি-গতি,
রোষাবেশে প্রবেশিলা সুবর্ণ-মন্দিরে ।

যথা যবে পরন্তপ পার্থ মহারথী,
যজ্ঞের তুরঙ্গ সঙ্গে আসি, উতরিলা
নারী-দেশে, দেবদত্ত শঙ্খ-নাদে রুষি,
রণ-রঙ্গে বীরাঙ্গনা সাজিল কৌতুকে ;—
উথলিল চারি দিকে দুন্দুভির ধ্বনি ;
বাহিরিল বামাদল বীরমদে মাতি,
উলঙ্গিয়া অসিরাশি কার্ম্মুক টঙ্কারি,
আস্ফালি ফলকপুঞ্জে ! ঝক্ ঝক্ ঝকি
কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা উজলিল পুরী ।
মন্দুরায় হেষে অশ্ব, ঊর্দ্ধ কর্ণে শুনি
নূপুরের ঝণঝণি, কিঙ্কিণীর বোলী,
ডমরুর রবে যথা নাচে কাল ফণী ।
বারীমাঝে নাদে গজ শ্রবণ বিদরি,
গম্ভীর নির্ঘোষে যথা ঘোষে ঘনপতি
দূরে । রঙ্গে গিরি-শৃঙ্গে, কাননে কন্দরে,
নিদ্রা ত্যজি প্রতিধ্বনি জাগিলা অমনি ;—
সহসা পূরিল দেশ ঘোর কোলাহলে ।

নৃ-মুণ্ড-মালিনী নামে উগ্রচণ্ডা ধনী,
সাজাইয়া শত বাজী বিবিধ সাজনে,
মন্দুরা হইতে আনে অলিন্দের কাছে
আনন্দে । চড়িলা ঘোড়া একশত চেড়ী ।
অশ্ব পার্শ্বে কোষে অসি বাজিল ঝন্ ঝনি ।
নাচিল শীর্ষক-চূড়া ; দুলিল কৌতুকে
পৃষ্ঠে মণিময় বেণী তূণীরের সাথে ।
হাতে শূল, কমলে কণ্টকময় যথা
মৃণাল । হেষিল অশ্ব মগন হরষে,
দানব-দলনী-পদ্ম-পদ-যুগ ধরি
বক্ষে, বিরূপাক্ষ সুখে নাদেন যেমতি
বাজিল সমর-বাদ্য ; চমকিলা দিবে
অমর, পাতালে নাগ, নর নরলোকে ।

রোষে লাজভয় ত্যজি, সাজে তেজস্বিনী
প্রমীলা । কিরীট-ছটা কবরী-উপরি,
হায় রে শোভিল যথা কাদম্বিনী-শিরে
ইন্দ্রচাপ ! লেখা ভালে অঞ্জনের রেখা,
ভৈরবীর ভালে যথা নয়নরঞ্জিকা
শশিকলা ! উচ্চ কুচ আবরি কবচে

বিন্দু দ্বারা অনেক ফুলদলকে মুক্তিল অর্থাৎ যেন মুক্তা-
ফল দিয়া অলঙ্কৃত করিল ।

১ । সূর্য্যমুখী—পুষ্পবিশেষ ।

২ । মিহির—সূর্য্য । ১০-১১ । আর পাইব কি
আমি ইত্যাদি—সূর্য্যমুখি, যেমন নিশা প্রভাত হইলে,
তুই তোর প্রাণনাথ সূর্য্যকে পাইবি, আমি কি আর
আমার প্রাণনাথকে পাইব ? ২৩ । চমূ—সৈন্য ।

৭ । কার্ম্মুক—ধনুঃ । ৮ । ফলক—ঢাল

৯ । কঞ্চুক—বর্ম্ম, সাঁজোয়া ।

১৩ । শ্রবণ—কর্ণ । বিদরি—বিদীর্ণ করিয়া ।

১৫ । কন্দর—পর্ব্বত-গহ্বর ।

২০ । অলিন্দ—বারান্দা ।

২৩ । শীর্ষক—শিরোভূষণ । ২৯ । দিবে—স্বর্গে ।

সুলোচনা, কটিদেশে যতনে আঁটিলা
বিবিধ রতনময় স্বর্ণ-সারসনে।
নিষঙ্গের সঙ্গে পৃষ্ঠে ফলক দুলিল,
রবির পরিধি যেন ধাঁধিয়া নয়নে!
ঝকঝকি ঊরুদেশে (হায় রে বর্ত্তুল
যথা রম্ভা বন-আভা!) হৈমময় কোষে
শোভে খরশান অসি; দীর্ঘ শূল করে;
ঝলমলি ঝলে অঙ্গে নানা আভরণ!—
সাজিলা দানব-বালা, হৈমবতী যথা
নাশিতে মহিষাসুরে ঘোরতর রণে,
কিম্বা শুম্ভ নিশুম্ভ, উন্মাদ বীর-মদে।
ডাকিনী যোগিনী সম বেড়িলা সতীরে
অশ্বারূঢ়া চেড়ীবৃন্দ। চড়িলা সুন্দরী
বড়বা নামেতে বামী—বাড়বাগ্নি-শিখা!
গম্ভীরে অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী,
উচ্চৈঃস্বরে নিতম্বিনী কহিলা সম্ভাষি
সখীবৃন্দে;—"লঙ্কাপুরে, শুন লো দানবি,
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ বন্দী-সম এবে!
কেন যে দাসীরে ভুলি বিলম্বেন তথা
প্রাণনাথ, কিছু আমি না পারি বুঝিতে?
যাইব তাঁহার পাশে; পশিব নগরে
বিকট কটক কাটি, জিনি ভুজবলে
রঘুশ্রেষ্ঠে;—এ প্রতিজ্ঞা, বীরাঙ্গনা, মম;
নতুবা মরিব রণে—যা থাকে কপালে!
দানব-কুল-সম্ভবা আমরা, দানবি;—
দানবকুলের বিধি বধিতে সমরে,
দ্বিষত-শোণিত-নদে নতুবা ডুবিতে!
অধরে ধরি লো মধু, গরল লোচনে
আমরা; নাহি কি বল এ ভুজ-মৃণালে?
চল সবে, রাঘবের হেরি বীরপণা।
দেখিব যে রূপ দেখি সূর্পণখা পিসী
মাতিল মদন-মদে পঞ্চবটী-বনে;
দেখিব লক্ষ্মণ শূরে; নাগ-পাশ দিয়া
বাঁধি লব বিভীষণে—রক্ষঃ-কুলাঙ্গারে!
দলিব বিপক্ষ-দলে, মাতঙ্গিনী যথা
নলবন। তোমরা লো বিদ্যুৎ-আকৃতি,
বিদ্যুতের গতি চল পড়ি অরি-মাঝে!"

৫। বর্ত্তুল—গোল। ৭। খরশাণ—তীক্ষ্ণ।
১৪। বামী—অশ্বস্ত্রী। বড়বা শব্দেরও ঐ অর্থ। কিন্তু এ স্থলে প্রমীলার বামীর নাম। বাড়বাগ্নিশিখা-সদৃশ তেজস্বিনী।
১৫। কাদম্বিনী—মেঘমালা। ২৭। দ্বিষত-শোণিত নদে ইত্যাদি—রিপুকুল রক্তরূপ নদে।

নাদিল দানব-বালা হুহুঙ্কার রবে,
মাতঙ্গিনীযূথ যথা—মত্ত মধুকালে!
যথা বায়ুসখা সহ দাবানল-গতি
দুর্ব্বার, চলিলা সতী পতির উদ্দেশে।
টলিল কনক-লঙ্কা, গর্জ্জিল জলধি;
ঘনঘনাকারে রেণু উড়িল চৌদিকে;—
কিন্তু নিশা-কালে কবে ধূম-পুঞ্জ পারে
আবরিতে অগ্নি-শিখা? অগ্নিশিখা-তেজে
চলিলা প্রমীলা দেবী বামা-বল-দলে।
কত ক্ষণে উতরিলা পশ্চিম দুয়ারে
বিধুমুখী। একেবারে শত শঙ্খ ধরি
ধ্বনিলা, টঙ্কারি রোষে শত ভীম ধনুঃ,
স্ত্রীবৃন্দ! কাঁপিল লঙ্কা আতঙ্কে; কাঁপিল
মাতঙ্গে নিষাদী; রথে রথী; তুরঙ্গমে
সাদীবর; সিংহাসনে রাজা; অবরোধে
কুলবধূ; বিহঙ্গম কাঁপিল কুলায়ে;
পর্ব্বত-গহ্বরে সিংহ, বন-হস্তী বনে;
ডুবিল অতল জলে জলচর যত!
পবন-নন্দন হনু ভীষণ-দর্শন,
রোষে অগ্রসরি শূর গরজি কহিলা;—
"কে তোরা এ নিশা-কালে আইলি মরিতে?
জাগে এ দুয়ারে হনু যার নাম শুনি
থরথরি রক্ষোনাথ কাঁপে সিংহাসনে!
আপনি জাগেন প্রভু রঘু-কুল-মণি,
সহ মিত্র বিভীষণ, সৌমিত্রি কেশরী,
শত শত বীর আর—দুর্দ্ধর্ষ সমরে।
কি রঙ্গে অঙ্গনা-বেশ ধরিলি দুর্ম্মতি?
জানি আমি নিশাচর পরম-মায়াবী।
কিন্তু মায়া-বল আমি টুটি বাহু-বলে;—
যথা পাই মারি অরি ভীম প্রহরণে।"
নৃ-মুণ্ড-মালিনী সখী (উগ্রচণ্ডা ধনী!)
কোদণ্ড টঙ্কারি রোষে কহিলা হুঙ্কারে;—
"শীঘ্র ডাকি আন্ হেথা তোর সীতানাথে,
বর্ব্বর! কে চাহে তোরে, তুই ক্ষুদ্রজীবী!
নাহি মারি অস্ত্র মোরা তোর সম জনে
ইচ্ছায়। শৃগাল সহ সিংহী কি বিবাদে?
দিনু ছাড়ি, প্রাণ লয়ে পালা, বনবাসি!
কি ফল বধিলে তোরে, অবোধ? যা চলি,
ডাক্ সীতানাথে হেথা, লক্ষ্মণ ঠাকুরে,

৩। বায়ুসখা—সখারূপ বায়ু। ১০। পশ্চিম দ্বারে রামচন্দ্র আপনি ছিলেন। "দাশরথি পশ্চিম দুয়ারে"—প্রথম সর্গ। ১৯। ভীষণ-দর্শন—ভয়ঙ্কর-মূর্ত্তি।

রাক্ষস-কুল-কলঙ্ক ডাক বিভীষণে।
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ—প্রমীলা সুন্দরী
পত্নী তাঁর ; বাহু-বলে প্রবেশিবে এবে
লঙ্কাপুরে, পতিপদ পূজিতে যুবতী।
কোন্ যোধ সাধ্য, মূঢ়, রোধিতে তাঁহারে ?"
প্রবল পবন-বলে বলীন্দ্র পাবনি
হনু, অগ্রসরি শূর, দেখিলা সভয়ে
বীরাঙ্গনা মাঝে রঙ্গে প্রমীলা দানবী।
ক্ষণ-প্রভা-সম বিভা খেলিছে কিরীটে ;
শোভিছে বরাঙ্গে বর্ম্ম, সৌর-অংশু-রাশি,
মণি-আভা সহ মিশি, শোভয়ে যেমনি।
বিস্ময় মানিয়া হনু ভাবে মনে মনে ;—
"অলঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘি, উত্তরিনু যবে
লঙ্কাপুরে, ভয়ঙ্করী হেরিনু ভীমারে,
প্রচণ্ডা, খর্পর-খণ্ডা হাতে, মুণ্ডমালী।
দানব-নন্দিনী যত মন্দোদরী-আদি
রাবণের প্রণয়িনী, দেখিনু তা সবে।
রক্ষঃ-কুল বালা-দলে, রক্ষঃ-কুল-বধূ,
(শশিকলা সম রূপে) ঘোর নিশা-কালে,
দেখিনু অশোক-বনে (হায় শোকাকুলা)
রঘু-কুল-কমলেরে ;—কিন্তু নাহি হেরি
এ হেন রূপ-মাধুরী কভু এ ভুবনে!
ধন্য বীর মেঘনাদ, যে মেঘের পাশে
প্রেম-পাশে বাঁধা সদা হেন সৌদামিনী!"
এতেক ভাবিয়া মনে অঞ্জনা-নন্দন
(প্রভঞ্জন স্বনে যথা) কহিলা গম্ভীরে ;
"বন্দীসম শিলাবন্ধে বাঁধিয়া সিন্ধুরে,
হে সুন্দরি, প্রভু মম, রবি-কুল-রবি,
লক্ষ লক্ষ বীর সহ আইলা এ পুরে।
রক্ষোরাজ বৈরী তাঁর ; তোমরা অবলা,
কহ, কি লাগিয়া হেথা আইলা অকালে ?
নির্ভয় হৃদয়ে কহ, হনুমান্ আমি
রঘুদাস ; দয়া-সিন্ধু রঘু-কুল-নিধি।
তব সাথে কি বিবাদ তাঁর, সুলচনে ?
কি প্রসাদ মাগ তুমি,কহ, ত্বরা করি ;
কি হেতু আইলা হেথা ? কহ, জানাইব
তব আবেদন, দেবি, রাঘবের পদে।"
উত্তর করিলা সতী ;—হায় রে, সে বাণী
ধ্বনিল হনুর কানে বীণাবাণী যথা
মধুমাখা!—"রঘুবর পতি-বৈরী মম ;

কিন্তু তা বলিয়া আমি কভু না বিবাদি
তাঁর সঙ্গে। পতি মম বীরেন্দ্র-কেশরী,
নিজ-ভুজ-বলে তিনি ভুবন-বিজয়ী ;
কি কাজ আমার যুঝি তাঁর রিপু সহ ?
অবলা, কুলের বালা, আমরা সকলে ;
কিন্তু ভেবে দেখ, বীর, যে বিদ্যুত-ছটা
রমে আঁখি, মরে নর, তাহার পরশে।
লও সঙ্গে,শূর, তুমি ওই মোর দূতী।
কি যাচ্ঞা করি আমি রামের সমীপে
বিবরিয়া কবে রামা ; যাও ত্বরা করি।"
নৃমুণ্ড-মালিনী দূতী, নৃ-মুণ্ড-মালিনী-
আকৃতি, পশিয়া ধনী অরি-দল-মাঝে
নির্ভয়ে, চলিলা যথা গরুৎমতী তরি,
তরঙ্গ নিকরে রঙ্গে করি অবহেলা,
অকূল সাগর-জলে ভাসে একাকিনী।
আগে আগে চলে হনু পথ দেখাইয়া।
চমকিলা বীরবৃন্দ হেরিয়া বামারে,
চমকে গৃহস্থ যথা ঘোর নিশা-কালে
হেরি অগ্নি-শিখা ঘরে! হাসিলা ভামিনী
মনে মনে। একদৃষ্টে চাহে বীর যত
দড়ে রড়ে জড় সবে হয়ে স্থানে স্থানে।
বাজিল নূপুর পায়ে, কাঞ্চী কটি-দেশে
ভীমাকার শূল করে, চলে নিতম্বিনী
জরজরি সর্ব্ব জনে কটাক্ষের শরে
তীক্ষ্ণতর। শিরোপরি শীর্ষকের চূড়া,
চন্দ্রক-কলাপময়, নাচে কুতূহলে ;
ধকধকে রত্নাবলী কুচ-যুগমাঝে
পীবর। দুলিছে পৃষ্ঠে মণিময় বেণী,
কামের পতাকা যথা উড়ে মধু-কালে।
নব-মাতঙ্গিনী-গতি চলিলা রঙ্গিণী,
আলো করি দশ দিশ, কৌমুদী যেমতি,
কুমুদিনী-সখী, ঝলে বিমল সলিলে,
কিম্বা উষা অংশুময়ী গিরিশৃঙ্গ-মাঝে!
শিবিরে বসেন প্রভু রঘু-চূড়ামণি ;
কর-পুটে শূর-সিংহ লক্ষ্মণ সম্মুখে,
পাশে বিভীষণ সখা, আর বীর যত,
রুদ্র-কুল-সমতেজঃ, ভৈরব মূরতি।

৮। পাবনি—পবনপুত্র।

১৩। গরুৎমতী—যাহার পক্ষ আছে। তরির পক্ষে "পাল"।

২১। কুচযুগ মাঝে পীবর—পীবর অর্থাৎ স্থূল কুচযুগ মাঝে। ৩৩। গিরিশৃঙ্গ-মধ্য—বীরদলের মধ্যে উষা-সদৃশী।

দেব-দত্ত অস্ত্র-পুঞ্জ শোভে পিঠোপরি,
রঞ্জিত রঞ্জনরাগে, কুসুম-অঞ্জলি-
আবৃত ; পুড়িছে ধূপ ধূপি ধূপদানে ;
সারি সারি চারি দিকে জ্বলিছে দেউটি।
বিস্ময়ে চাহেন সবে দেব-অস্ত্র পানে।
কেহ বাখানেন খড়্গ ; চর্ম্মবর কেহ,
সুবর্ণ-মণ্ডিত যথা দিবা-অবসানে
রবির প্রসাদে মেঘ ; তূণীর কেহ বা ;
কেহ বর্ম্ম, তেজোরাশি ! আপনি সুমতি
ধরি ধনুঃ-বরে করে কহিলা রাঘব ;
"বৈদেহীর স্বয়ম্বরে ভাঙিনু পিনাকে
বাহু-বলে ; এ ধনুকে নারি গুণ দিতে !
কেমনে, লক্ষ্মণ ভাই, নোয়াইবে এরে ?"
সহসা নাদিল ঠাট ; জয় রাম ধ্বনি
উঠিল আকাশ-দেশে ঘোর কোলাহলে,
সাগর কল্লোল যথা ! ত্রস্তে রক্ষোরথী,
দাশরথি পানে চাহি কহিলা কেশরী ;—
"চেয়ে দেখ, রাঘবেন্দ্র, শিবির বাহিরে।
নিশীথে কি উষা আসি উত্তরিলা হেথা ?"
বিস্ময়ে চাহিলা সবে শিবির বাহিরে।
"ভৈরবীরূপিণী বামা," কহিলা নৃমণি ;—
"দেবী কি দানবী, সখে, দেখ নিরখিয়া।
মায়াময় লঙ্কা-ধাম ; পূর্ণ ইন্দ্র-জালে ;
কাম-রূপী তবাগ্রজ। দেখ ভাল করি ;
এ কুহক তব কাছে অবিদিত নহে।
শুভক্ষণে, রক্ষোবর পাইনু তোমারে
আমি ! তোমা বিনা, মিত্র, কে আর রাখিবে
এ দুর্ব্বল বলে, কহ, এ বিপত্তি-কালে ?
রামের চির-রক্ষণ তুমি রক্ষঃ-পুরে !"
হেনকালে হনূ সহ উত্তরিলা দূতী
শিবিরে। প্রণমি বামা কৃতাঞ্জলি-পুটে,
(ছত্রিশ রাগিণী যেন মিলি এক তানে !)
কহিলা ;—"প্রণমি আমি রাঘবের পদে,
আর যত গুরুজনে ;—নৃ-মুণ্ড-মালিনী,
নাম মম ; দৈত্যবালা প্রমীলা সুন্দরী,
বীরেন্দ্র-কেশরী ইন্দ্রজিতের কামিনী,
তাঁর দাসী।" আশীষিয়া, বীর দাশরথি
সুধিলা ;—"কি হেতু, দূতি, গতি হেথা তব ?
বিশেষিয়া কহ মোরে, কি কাজে তুষিব
তোমার ভর্ত্রিণী, শুভে ? কহ শীঘ্র করি।"
উত্তরিলা ভীমা-রূপী ;—"বীর-শ্রেষ্ঠ তুমি,
রঘুনাথ ; আসি যুদ্ধ কর তাঁর সাথে ;
নতুবা ছাড়হ পথ ; পশিবে রূপসী
স্বর্ণলঙ্কাপুরে আজি পূজিতে পতিরে।
বধেছ অনেক রক্ষঃ নিজ ভুজ-বলে ;
রক্ষোবধূ মাগে রণ ; দেহ রণ তারে,
বীরেন্দ্র। রমণী শত মোরা ; যাহে চাহ,
যুঝিবে সে একাকিনী। ধনুর্ব্বাণ ধর,
ইচ্ছা যদি, নর-বর ; নহে চর্ম্ম অসি,
কিম্বা গদা, মল্ল-যুদ্ধে সদা মোরা রত !
যথারুচি কর, দেব ; বিলম্ব না সহে।
তব অনুরোধে সতী রোধে সখী-দলে,
চিত্রবাঘিনীরে যথা রোধে কিরাতিনী,
মাতে যবে ভয়ঙ্করী—হেরি মৃগ-পালে।"
এতেক কহিয়া রামা শিরঃ নোয়াইলা,
প্রফুল্ল কুসুম যথা (শিশিরমণ্ডিত)
বন্দে নোয়াইয়া শিরঃ মন্দ সমীরণে।
উত্তরিলা রঘুপতি ;—"শুন, সুকেশিনি,
বিবাদ না করি আমি কভু অকারণে।
অরি মম রক্ষঃপতি ; তোমরা সকলে
কুলবালা ; কুলবধূ ; কোন্ অপরাধে
বৈরি-ভাব আচরিব তোমাদের সাথে ?
আনন্দে প্রবেশ লঙ্কা নিঃশঙ্ক হৃদয়ে।
জনম রামের, রামা, রঘুরাজ-কুলে
বীরেশ্বর ; বীরপত্নী, হে সুনেত্রা দূতি
তব ভর্ত্রী, বীরাঙ্গনা সখী তাঁর যত।
কহ তাঁরে শত মুখে বাখানি, ললনে,
তাঁর পতি-ভক্তি আমি, শক্তি, বীরপণা—
বিনা রণে পরিহার মাগি তাঁর কাছে !
ধন্য ইন্দ্রজিৎ ! ধন্য প্রমীলা সুন্দরী !
ভিখারী রাঘব, দূতি, বিদিত জগতে ;
বন-বাসী, ধন-হীন বিধি-বিড়ম্বনে ;
কি প্রসাদ, সুবদনে, (সাজে যা তোমারে)
দিব আজি ? সুখে থাক, আশীর্ব্বাদ করি।"
এতেক কহিয়া প্রভু কহিলা হনূরে ;—

২। রঞ্জনরাগে—রক্তচন্দনের রক্তিমায়। রাম দেবাস্ত্রসকল পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পূজা করিয়াছেন।
১১। পিনাক—শিবধনুঃ। ১১। নিশীথে কি উষা ইত্যাদি—প্রমীলার দূতী উষাসদৃশী তেজস্বিনী। বিভীষণ দূতীকে চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—অর্দ্ধ রাত্রে কি উষা আসিলেন ?

১৮। ভয়ঙ্করী—চিত্রবাঘিনীর বিশেষণ।
১৮। রঘুরাজকুলে বীরেশ্বর—দিলীপপুত্র রঘু দিগ্বিজয়ী ছিলেন। আমি বীরকুলোদ্ভব, অতএব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আমাকর্ত্তৃক বীরবীর্য্য প্রকাশিত [illegible]

ছাড়ি পথ, বলি। অতি সাবধানে,
আচরণে তুষ্ট কর বামা-দলে।"
প্রণমিয়া সীতানাথে বাহিরিলা দূতী।
সিয়া কহিলা মিত্র বিভীষণ ;—"দেখ,
মীলার পরাক্রম দেখ বাহিরিয়া,
পতি! দেখ, দেখ, অপূর্ব্ব কৌতুক।
জানি এ বামা-দলে কে আঁটে সমরে,
মারূপী, বীর্য্যবতী চামুণ্ডা যেমতি—
বীজ-কুল-অরি?" কহিলা রাঘব ;—
তীর আকৃতি দেখি ডরিনু হৃদয়ে,
কাবর! যুদ্ধ-সাধ ত্যজিনু তখনি।
যে ঘাঁটায়, সখে, হেন বাঘিনীরে!
, মিত্র, দেখি তব ভ্রাতৃ-পুত্র-বধূ।"
যথা দূর দাবানল পশিলে কাননে,
গ্নিময় দশ দিশ ; দেখিলা সম্মুখে
ঘবেন্দ্র বিভা-রাশি নির্ধূম আকাশে,
র্বর্ণি বারিদ-পুঞ্জে। শুনিলা চমকি
কাদণ্ড-ঘর্ঘর ঘোর, ঘোড়া দড়বড়ি,
হুঙ্কার, কোষে বদ্ধ অসির ঝনঝনি।
রোলের সহ মিশি বাজিছে বাজনা,
ড় সঙ্গে বহে যেন কাকলী-লহরী!
ড়িছে পতাকা—রত্ন-সঙ্কলিত-আভা ;
গতি আস্কন্দিতে নাচে বাজি-রাজী ;
বালিছে যুঙ্ঘুরাবলী ঘুনু ঘুনু বোলে।
রি-চূড়াকৃতি ঠাট দাঁড়ায় দু-পাশে
টল, চলিছে মধ্যে বামা-কুল-দলে।
পত্যকা-পথে যথা মাতঙ্গিনী-যূথ,
রঙ্গে পূরিয়া দেশ, ক্ষিতি টলমলি।
সর্ব্ব-অগ্রে উগ্রচণ্ডা নৃ-মুণ্ড-মালিনী,
ক্ষ-হয়ারূঢ়া ধনী, ধ্বজ-দণ্ড করে,
মময় ; তার পাছে চলে বাদ্যকরী,
দ্যাধরী দল যথা, হায় রে ভূতলে
তুলিত! বীণা, বাঁশী, মৃদঙ্গ, মন্দিরা-
াদি যন্ত্র বাজে মিলি মধুর নিক্কণে।
ার পাছে শূল-পাণি বীরাঙ্গনা-মাঝে
মীলা, তারার দলে শশিকলা যথা!
রাক্রমে ভীমা বামা। খেলিছে চৌদিকে
তন-সম্ভবা বিভা ক্ষণ-প্রভা-সম।

অম্বরীক্ষে সঙ্গে রঙ্গে চলে রতিপতি
ধরিয়া কুসুম-ধনুঃ, মুহুর্মুহু হানি
অব্যর্থ কুসুম-শরে। সিংহ-পৃষ্ঠে যথা
মহিষ-মর্দ্দিনী দুর্গা ; ঐরাবতে শচী
ইন্দ্রাণী ; খগেন্দ্রে রমা উপেন্দ্র-রমণী,
শোভে বীর্য্যবতী সতী বড়বার পিঠে—
বড়বা, বামী-ঈশ্বরী, মণ্ডিত রতনে!
ধীরে ধীরে, বৈরীদলে যেন অবহেলি,
চলি গেলা বামাকুল। কেহ টঙ্কারিলা
শিঞ্জিনী ; হুঙ্কারি কেহ উলঙ্গিলা অসি ;
আস্ফালিলা শূলে কেহ ; হাসিলা কেহ বা
অট্টহাসে টিটকারি ; কেহ বা নাদিলা,
গহন বিপিনে যথা নাদে কেশরিণী,
বীর-মদে, কাম-মদে উন্মাদ ভৈরবী!
লক্ষ্য করি রক্ষোবরে, কহিলা রাঘব ;—
"কি আশ্চর্য্য, নৈকষেয়! কভু নাহি দেখি,
কভু নাহি শুনি হেন এ তিন ভুবনে!
নিশার স্বপন আজি দেখিনু কি জাগি?
সত্য করি কহ মোরে, মিত্র-রক্ষোত্তম।
না পারি বুঝিতে কিছু ; চঞ্চল হইনু
এ প্রপঞ্চ দেখি, সখে, কহো না আমারে।
চিত্ররথ-রথী-মুখে শুনিনু বারতা,
উরিবেন মায়া-দেবী দাসের সহায়ে ;
পাতিয়া এ ছল সতী পশিলা কি আসি
লঙ্কাপুরে? কহ, বুধ, কার এ ছলনা?"
উত্তরিলা বিভীষণ ;—"নিশার স্বপন
নহে এ, বৈদেহী-নাথ, কহিনু তোমারে।
কালনেমি নামে দৈত্য বিখ্যাত জগতে
সুরারি, তনয়া তার প্রমীলা সুন্দরী।
মহাশক্তি-অংশে, দেব, জনম বামার,
মহাশক্তি-সম তেজে। কার সাধ্য আঁটে
বিক্রমে এ দানবীরে? দম্ভোলি-নিক্ষেপী
সহস্রাক্ষে যে হর্য্যক্ষ বিমুখ সংগ্রামে,
সে রক্ষেন্দ্রে, রাঘবেন্দ্র, রাখে পদতলে
বিমোহিনী, দিগম্বরী যথা দিগম্বরে!

১৭। সুবর্ণি বারিদ-পুঞ্জে—মেঘসমূহকে সুবর্ণ-রঞ্জিত করিয়া।
২৩। আস্কন্দিতে—এক প্রকার অশ্ব-গতি অথবা ...ত্য। ৩৫। শূলপাণি বীরাঙ্গনা—যে সকল বীরা-

২-৩। প্রমীলার প্রতি যে দৃষ্টিপাত করিতেছে, সেই তৎক্ষণাৎ কাম-মদে মুগ্ধ হইতেছে।
৫। খগেন্দ্র—পক্ষিরাজ অর্থাৎ গরুড়। রমা—লক্ষ্মী। উপেন্দ্র—বিষ্ণু।
১০। উলঙ্গিলা অসি—অসি নিষ্কোষিত করিল অর্থাৎ অসির খাপ খুলিল।
২১। প্রপঞ্চ—বিস্তার, বিবরণ। ৩৫। দিগম্বরী

জগতের রক্ষা-হেতু গড়িলা বিধাতা
এ নিগড়ে, যাহে বাঁধা মেঘনাদ বলী—
মদ-কল কাল-হস্তী। যথা বারি-ধারা
নিবারে কানন-বৈরী ঘোর দাবানলে,
নিবারে সতত সতী প্রেম-আলাপনে,
এ কালাগ্নি। যমুনার সুবাসিত জলে
ডুবি থাকে কাল ফণী, দুরন্ত দংশক।
সুখে বসে বিশ্ববাসী, ত্রিদিবে দেবতা,
অতল পাতালে নাগ, নর নরলোকে।"
 কহিলেন রঘুপতি ;—"সত্য যা কহিলে,
মিত্রবর, রথীশ্রেষ্ঠ মেঘনাদ রথী।
না দেখি এ হেন শিক্ষা এ তিন ভুবনে।
দেখিয়াছি ভৃগুরামে, ভূগুবান্ গিরি-
সদৃশ অটল যুদ্ধে। কিন্তু শুভ ক্ষণে
তব ভ্রাতৃপুত্র, মিত্র, ধনুর্ব্বাণ ধরে।
এবে কি করিব, কহ, রক্ষঃকুল-মণি ?
সিংহ সহ সিংহী আসি মিলিল বিপিনে ;
কে রাখে এ মৃগ-পালে ? দেখ হে চাহিয়া ;
উথলিছে চারি দিকে ঘোর কোলাহলে
হলাহল সহ সিন্ধু। নীলকণ্ঠ যথা
(নিস্তারিণী-মনোহর) নিস্তারিলে ভবে,
নিস্তার এ বলে, সখে, তোমারি রক্ষিত।—
ভেবে দেখ মনে শূর, কাল সর্প তেজে
তবাগ্রজ, বিষ-দন্ত তার মহাবলী
ইন্দ্রজিৎ। যদি পারি ভাঙিতে প্রকারে
এ দন্তে, সফল তবে মনোরথ হবে ;
নতুবা এসেছি মিছে সাগর বাঁধিয়া
এ কনক লঙ্কাপুরে, কহিনু তোমারে।"
 কহিলা সৌমিত্রি শূর শিরঃ নোয়াইয়া
ভ্রাতৃপদে ;—"কেন আর ডরিব রাক্ষসে,
রঘুপতি ? সুরনাথ সহায় যাহার,
কি ভয় তাহার, প্রভু, এ ভব-মণ্ডলে ?
অবশ্য হইবে ধ্বংস কালি মোর হাতে
রাবণি। অধর্ম্ম কোথা কবে জয় লাভে ?
অধর্ম্ম-আচারী এই রক্ষঃ-কুল-পতি ;
তার পাপে হত-বল হবে রণ-ভূমে
মেঘনাদ ; মরে পুত্র জনকের পাপে।
লঙ্কার পঙ্কজ-রবি যাবে অস্তাচলে
কালি, কহিলেন চিত্ররথ সুর-রথী।
তবে এ ভাবনা, দেব, কর কি কারণে ?"
 উত্তরিলা বিভীষণ ;—"সত্য যা কহিলে,
হে বীর-কুঞ্জর। যথা ধর্ম্ম জয় তথা।
নিজ পাপে মজে, হায়, রক্ষঃ-কুল-পতি।
মরিবে তোমার শরে স্বরীশ্বর-অরি
মেঘনাদ ; কিন্তু তবু থাক সাবধানে।
মহাবীর্য্যবতী এই প্রমীলা দানবী ;
নৃ-মুণ্ড-মালিনী, যথা নৃ-মুণ্ড-মালিনী,
রণ-প্রিয়া। কাল সিংহী পশে যে বিপিনে,
তার পাশে বাস যার, সতর্ক সতত
উচিত থাকিতে তার। কখন্, কে জানে,
আসি আক্রমিবে ভীমা কোথায় কাহারে।
নিশায় পাইলে রক্ষা, মারিব প্রভাতে।"
 কহিলেন রঘুমণি মিত্র বিভীষণে ;—
"কৃপা করি, রক্ষোবর, লক্ষ্মণেরে লয়ে,
দুয়ারে দুয়ারে সখে, দেখ সেনাগণে ;
কোথায় কে জাগে আজি ? মহাক্লান্ত সবে
বীরবাহু সহ রণে। দেখ চারি দিকে—
কি করে অঙ্গদ ; কোথা নীল মহাবলী ;
কোথা বা সুগ্রীব মিতা ? এ পশ্চিম দ্বারে
আপনি জাগিব আমি ধনুর্ব্বাণ হাতে।"
"যে আজ্ঞা" বলিয়া শূর বাহিরিলা লয়ে
উর্ম্মিলা-বিলাসী শূরে। সুরপতি-সহ
তারক-সূদন যেন শোভিলা দুজনে,
কিম্বা ত্বিষাম্পতি-সহ ইন্দু সুধানিধি।—
 লঙ্কার কনক দ্বারে উত্তরিলা সতী
প্রমীলা। বাজিল শিঙ্গা, বাজিল দুন্দুভি
ঘোর রবে ; গরজিল ভীষণ রাক্ষস,
প্রলয়ের মেঘ কিম্বা করিযূথ যথা।
রোষে বিরূপাক্ষ রক্ষঃ প্রক্ষ্বেড়ন করে ;
তালজঙ্ঘা—তাল-সম-দীর্ঘ-গদাধারী,
ভীমমূর্ত্তি প্রমত্ত। হেষিল অশ্বাবলী।
নাদে গজ, রথ-চক্র ঘুরিল ঘর্ঘরে ;

ছেন, প্রমীলা আপন পতিকেও সেইরূপ বশীভূত করিয়া রাখিয়াছে। ৬—৭। যমুনার সুবাসিত জলে ইত্যাদি—যমুনার সুগন্ধ জলস্বরূপ প্রমীলার প্রেম-সাগরে কাল ফণিস্বরূপ ইন্দ্রজিৎ মগ্ন হইয়াছে।

১১—২০। একে আমি বিপদ্‌সাগরে মগ্ন, তাহাতে আবার সেই সাগরে হলাহল জ্বলিতে আরম্ভ করিল, অর্থাৎ আমার বিপদ্ বাড়িয়া উঠিল।

[illegible]। কালসর্প তেজে ইত্যাদি—তোমার অগ্রজ

১৩। দ্বিতীয় নৃ-মুণ্ড-মালিনী—চণ্ডী।
২১। তারক-সূদন—কার্ত্তিকেয়।
৩০। ত্বিষাম্পতি—সূর্য্য। ইন্দু—চন্দ্র।

দুরন্ত কৌন্তিক-কুল কুন্তে আস্ফালিল ;
উড়িল নারাচ, আচ্ছাদিয়া নিশানাথে।
অগ্নিময় আকাশ পূরিল কোলাহলে,
যথা যবে ভূকম্পনে, ঘোর বজ্রনাদে,
উগরে আগ্নেয় গিরি অগ্নি-স্রোতোরাশি
নিশীথে। আতঙ্কে লঙ্কা উঠিল কাঁপিয়া।—
উচ্চৈঃস্বরে কহে চণ্ডা নৃ মুণ্ড-মালিনী ;—
"কাহারে হানিস্ অস্ত্র, ভীরু, এ আঁধারে ?
নহি রক্ষোরিপু মোরা, রক্ষঃ-কুল-বধূ,
খুলি চক্ষুঃ দেখ চেয়ে।" অমনি দুয়ারী
টানিল হুড়ুকা ধরি হড় হড় হড়ে।
বজ্রশব্দে খুলে দ্বার। পশিলা সুন্দরী
আনন্দে কনক-লঙ্কা জয় জয় রবে।
যথা অগ্নি-শিখা দেখি পতঙ্গ-আবলী
ধায় রঙ্গে, চারি দিকে আইল ধাইয়া
পৌর জন, কুলবধূ দিলা হুলাহুলি,
বরষি কুসুমাসারে ; যন্ত্র-ধ্বনি করি
আনন্দে বন্দিল বন্দী। চলিলা অঙ্গনা
আগ্নেয় তরঙ্গ যথা নিবিড় কাননে।
বাজাইল বীণা, বাঁশী, মুরজ, মন্দিরা
বাদ্যকরী বিদ্যাধরী ; হেরি আস্কন্দিল
হয়-বৃন্দ ; ঝনঝনিল কৃপাণ পিধানে।
জননীর কোলে শিশু জাগিল চমকি।
খুলিয়া গবাক্ষ কত রাক্ষসী যুবতী,
নিরীখিয়া দেখি সবে সুখে বাখানিলা
প্রমীলার বীরপণা। কত ক্ষণে বামা
উতরিলা প্রেমানন্দে পতির মন্দিরে—
মণিহারা ফণী যেন পাইল সে ধনে।
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ কহিলা কৌতুকে ;—
"রক্তবীজে বধি বুঝি, এবে, বিধুমুখি,
আইলা কৈলাস-ধামে ? যদি আজ্ঞা কর,
পড়ি পদ-তলে তবে ; চিরদাস আমি
তোমার, চামুণ্ডে।" হাসি, কহিলা ললনা ;—
"ও পদ-প্রসাদে, নাথ, ভব-বিজয়িনী
দাসী ; কিন্তু মনমথে না পারি জিনিতে।
অবহেলি শরানলে ; বিরহ-অনলে
(দুরূহ) ডরাই সদা ; তেঁই সে আইনু,
নিত্য নিত্য মন যাঁরে চাহে, তাঁর কাছে।
পশিল সাগরে আসি রঙ্গে তরঙ্গিণী।"
এতেক কহিয়া সতী, প্রবেশি মন্দিরে,
ত্যজিলা বীর-ভূষণে ; পরিলা দুকূলে
রতনময় আঁচল, আঁটিয়া কাঁচলি
পীন-স্তনী ; শ্রোণিদেশে ভাতিল মেখলা।
দুলিল হীরার হার, মুকুতা-আবলী
উরসে ; জ্বলিল ভালে তারা-গাঁথা সিঁথি
অলকে মণির আভা কুণ্ডল শ্রবণে।
পরি নানা আভরণ সাজিলা রূপসী।
ভাসিলা আনন্দ-নীরে রক্ষঃ-চূড়া-মণি
মেঘনাদ ; স্বর্ণাসনে বসিলা দম্পতি।
গাইল গায়ক-দল ; নাচিল নর্ত্তকী ;
বিদ্যাধর বিদ্যাধরী ত্রিদশ-আলয়ে
যথা ; ভুলি নিজ দুঃখ, পিঞ্জর-মাঝারে,
গায় পাখী ; উথলিল উৎস কলকলে,
সুধাংশুর অংশু-স্পর্শে যথা অম্বু-রাশি।—
বহিল বাসন্তানিল মধুর সুস্বনে,
যথা যবে ঋতুরাজ, বনস্থলী সহ,
বিরলে করেন কেলি মধু মধুকালে।
হেথা বিভীষণ সহ সৌমিত্রি কেশরী
চলিলা উত্তর-দ্বারে ; সুগ্রীব সুমতি
জাগেন আপনি তথা বীর-দল সাথে,
বিন্ধ্য-শৃঙ্গ-বৃন্দ যথা—অটল সংগ্রামে !
পূরব দুয়ারে নীল, ভৈরব-মূরতি ;
বৃথা নিদ্রা দেবী তথা সাধিছেন তারে।
দক্ষিণ দুয়ারে ফিরে কুমার অঙ্গদ,
ক্ষুধাতুর হরি যথা আহার-সন্ধানে,
কিম্বা নন্দী শূল-পাণি কৈলাস-শিখরে।
শত শত অগ্নি রাশি জ্বলিছে চৌদিকে
ধূম-শূন্য ; মধ্যে লঙ্কা, শশাঙ্ক যেমনি
নক্ষত্র-মণ্ডল মাঝে স্বচ্ছ নভঃস্থলে।

১। কৌন্তিক—কুন্তধারী যোদ্ধদল। কুন্ত—এক প্রকার শূল।

২। নারাচ—লৌহময় বাণবিশেষ।

১২। সুন্দরী—প্রমীলা। ২২। কৃপাণ—তরবারি ; পিধানে—কোষে, খাপে। ২৮। মণিহারা ফণী ইত্যাদি—যেমন মণিহারা ফণী মণি পাইলে সন্তুষ্ট হয়, সেইরূপ প্রমীলাও পতিসমাগমে পরম পরিতুষ্ট হইলেন।

১। বিরহ-অনলে (দুরূহ)—দুরূহ বিরহানলে।

৮। পীন-স্তনী—স্থূলপয়োধরা। শ্রোণিদেশে—নিতম্বে।

১৭। ভুলি নিজ দুঃখ ইত্যাদি—গায়ক দল এরূপ সুমধুর স্বরে গীত আরম্ভ করিল, যে, পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষি-সকলও স্ব স্ব দুঃখ অর্থাৎ তাহারা যে পিঞ্জরস্বরূপ কারাবদ্ধ, এই বিষম দুঃখ বিস্মৃত হইয়া গীতরঙ্গে মত্ত হইল। ৩০। হরি—সিংহ।

চারি দ্বারে বীর ব্যূহ জাগে ; যথা যবে
বারিদ-প্রসাদে পুষ্ট শস্য-কুল বাড়ে
দিন দিন, উচ্চ মঞ্চ গড়ি ক্ষেত্র পাশে,
তাহার উপরে কৃষী জাগে সাবধানে,
খেদাইয়া মৃগযূথে, ভীষণ মহিষে,
আর তৃণজীবী জীবে। জাগে বীরব্যূহ,
রাক্ষস-কুলের ত্রাস, লঙ্কার চৌদিকে।
হৃষ্টমতি দুইজন চলিলা ফিরিয়া
যথায় শিবিরে বীর ধীর দাশরথি।
হাসিয়া কৈলাসে উমা কহিলা সম্ভাষি
বিজয়ারে ;—"লঙ্কা পানে দেখ লো চাহিয়া,
বিধুমুখি! বীর-বেশে পশিছে নগরে
প্রমীলা, সঙ্গিনী-দল সঙ্গে বরাঙ্গনা।
সুবর্ণ-কঞ্চুক-বিভা উঠিছে আকাশে।
সবিস্ময়ে দেখ ওই দাঁড়ায়ে নৃমণি
রাঘব, সৌমিত্রি, মিত্র বিভীষণ-আদি
বীর যত। হেন রূপ কার নর-লোকে ?
সাজিনু এ বেশে আমি নাশিতে দানবে
সত্য-যুগে। ওই শোন ভয়ঙ্কর ধ্বনি!
শিঞ্জিনী আকর্ষি রোষে টঙ্কারিছে বামা
হুঙ্কারে। বিকট ঠাট কাঁপিছে চৌদিকে!
দেখ লো নাচিছে চূড়া কবরী-বন্ধনে।
তুরঙ্গম-আস্কন্দিতে উঠিছে পড়িছে
গৌরাঙ্গী, হায় রে মরি, তরঙ্গ-হিল্লোলে
কনক-কমল যেন মানস-সরসে!"

উত্তরে বিজয়া সখী ;—"সত্য যা কহিলে,
হৈমবতি, হেন রূপ কার নর-লোকে ?
জানি আমি বীর্য্যবতী দানব-নন্দিনী
প্রমীলা, তোমার দাসী ; কিন্তু ভাব মনে,
কিরূপে আপন কথা রাখিবে, ভবানি ?
একাকী জগত-জয়ী ইন্দ্রজিত তেজে ;
তা সহ মিলিল আসি প্রমীলা ; মিলিল
বায়ু-সখী অগ্নি-শিখা সে বায়ুর সহ।
কেমনে রক্ষিবে রামে কহ, কাত্যায়নি ?
কেমনে লক্ষ্মণ শূর নাশিবে রাক্ষসে ?"
ক্ষণ কাল চিন্তি তবে কহিলা শঙ্করী ;—
"মম অংশে জন্ম ধরে প্রমীলা রূপসী,
বিজয়ে ; হরিব তেজঃ কালি তার আমি।
রবিচ্ছবি-করস্পর্শে উজ্জ্বল যে মণি
আভা-হীন হয় সে, লো, দিবা অবসানে ;
তেমতি নিস্তেজাঃ কালি করিব বামারে।
অবশ্য লক্ষ্মণ শূর নাশিবে সংগ্রামে
মেঘনাদে। পতি সহ আসিবে প্রমীলা
এ পুরে ; শিবের সেবা করিবে, রাবণি ;
সখী করি প্রমীলারে তুষিব আমরা।"
এতেক কহিয়া সতী পশিলা মন্দিরে।
মৃদুপদে নিদ্রা দেবী আইলা কৈলাসে ;
লভিলা কৈলাস-বাসী কুসুম-শয়নে
বিরাম ; ভবের ভালে দীপি শশি-কলা,
উজলিল সুখ-ধাম রজোময় তেজে।

৬। তৃণজীবী জীবে—যে জীব-সমূহ তৃণাহারে জীবন ধারণ করে।

২৪। দীপি—উজ্জ্বল হইয়া।
২৫। সুখধাম—কৈলাসপুরী।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে সমাগমো নাম তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

চতুর্থ সর্গ

নমি আমি, কবি-গুরু, তব পদাম্বুজে,
াল্মীকি ! হে ভারতের শিরঃচূড়ামণি,
তব অনুগামী দাস, রাজেন্দ্র-সঙ্গমে
ীন যথা যায় দূর তীর্থ-দরশনে !
তব পদ-চিহ্ন ধ্যান করি দিবা নিশি,
শিয়াছে কত যাত্রী যশের মন্দিরে,
মনিয়া ভব-দম দুরন্ত শমনে—
অমর ! শ্রীভর্ত্তৃহরি ; সুরী ভবভূতি
শ্রীকণ্ঠ ; ভারতে খ্যাত বরপুত্র যিনি
ভারতীর, কালিদাস—সুমধুর ভাষী ;
মুরারি-মুরলী-ধ্বনি-সদৃশ মুরারি
মনোহর ; কীর্ত্তিবাস, কীর্ত্তিবাস কবি,
এ বঙ্গের অলঙ্কার !—হে পিতঃ, কেমনে,
কবিতা-রসের সরে রাজহংস-কুলে
মিলি করি কেলি আমি, না শিখালে তুমি ?
গাঁথিব নূতন মালা, তুলি সযতনে
তব কাব্যোদ্যানে ফুল ; ইচ্ছা সাজাইতে
বিবিধ ভূষণে ভাষা ; কিন্তু কোথা পাব
(দীন আমি !) রত্নরাজী, তুমি নাহি দিলে,
রত্নাকর ? কৃপা, প্রভু, কর অকিঞ্চনে !—

ভাসিছে কনক-লঙ্কা আনন্দের নীরে,
সুবর্ণ-দীপ-মালিনী, রাজেন্দ্রাণী যথা
রত্নহারা ! ঘরে ঘরে বাজিছে বাজনা ;
নাচিছে নর্ত্তকী-বৃন্দ ; গাইছে সুতানে
গায়ক ; নায়কে লয়ে কেলিছে নায়কী,
খল খল খল হাসি মধুর অধরে !
কেহ বা সুরতে রত, কেহ শীধু পানে।
দ্বারে দ্বারে ঝোলে মালা গাঁথা ফল-ফুলে ;
গৃহাগ্রে উড়িছে ধ্বজ ; বাতায়নে বাতি ;
জনস্রোতঃ রাজ-পথে বহিছে কল্লোলে,
যথা মহোৎসবে, যবে মাতে পুরবাসী।
রাশি রাশি পুষ্প-বৃষ্টি হইছে চৌদিকে—
সৌরভে পূরিয়া পুরী। জাগে লঙ্কা আজি
নিশীথে, ফিরেন নিদ্রা দুয়ারে দুয়ারে,
কেহ নাহি সাধে তাঁরে পশিতে আলয়ে,
বিরাম-বর প্রার্থনে !—"মারিবে বীরেন্দ্র
ইন্দ্রজিত কালি রামে ; মারিবে লক্ষ্মণে ;
সিংহনাদে খেদাইবে শৃগাল-সদৃশ
বৈরী-দলে সিন্ধু-পারে ; আনিবে বাঁধিয়া
বিভীষণে ; পলাইবে ছাড়িয়া চাঁদেরে
রাহু ; জগতের আঁখি জুড়াবে দেখিয়া

১। কবিগুরু—কবিকুলপ্রধান, বাল্মীকি।

৩। তব অনুগামী দাস—যেমন কোন দরিদ্র জন কোন প্রতাপশালী রাজার সমভিব্যাহারে দূর তীর্থ (যে তীর্থস্থলে সে একাকী গমনে অক্ষম) দর্শন করিতে যায় ; তেমনি আমিও যশোমন্দিরস্বরূপ তীর্থে তোমার অনুসরণ করিতেছি। ৫। তব পদ-চিহ্ন ধ্যান করি ইত্যাদি—হে কবিগুরু, তোমার পদচিহ্ন ধ্যান অর্থাৎ নিরীক্ষণ করিয়া কত যাত্রী এ ভবমণ্ডলকে যিনি সর্ব্বদা দমন করেন, এমন যে যমরাজ, তাঁহাকে দমন করিয়া অর্থাৎ অমর হইয়া যশের মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ অনেক কবি রামায়ণ অবলম্বন করিয়া বহুবিধ কাব্য-রচনায় চিরস্থায়ী যশোলাভ করিয়াছেন। ৮। ভর্ত্তৃহরি—ভট্টিকাব্যের গ্রন্থকার। সুরী—পণ্ডিত, বিদ্বান্। ভবভূতি—বীরচরিতাদি গ্রন্থের রচয়িতা। ১০। ভারতে খ্যাত ইত্যাদি—রঘুবংশ-রচয়িতা কালিদাস, যিনি ভূভারতে ভারতীর অর্থাৎ সরস্বতীর বরপুত্র বলিয়া বিখ্যাত।

১১। মুরারি—শ্রীকৃষ্ণ। মুরলী—বংশী। দ্বিতীয় মুরারি—অনর্ঘরাঘব কাব্যের গ্রন্থকার। মুরারি-মুরলী-ধ্বনি-সদৃশ-মুরারি-মনোহর—শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনিস্বরূপ মুরারির রচনা মনোহর।

১২। কীর্ত্তিবাস—যাহাতে কীর্ত্তি সর্ব্বদা বসতি করে, অর্থাৎ যিনি পরম যশস্বী। কীর্ত্তিবাস—কবি কীর্ত্তিবাস, (কৃত্তিবাস) যিনি ভাষা-রামায়ণ রচনা করেন।

১৩। হে পিতঃ, কেমনে ইত্যাদি—কবিগুরু, যদি তুমি আমাকে না শিখাও, তাহা হইলে মহাকবিদিগের সহিত আমি কি প্রকারে কবিতাসরোবরে কেলি করি।

৮। ভাসিছে ইত্যাদি—বীরবর ইন্দ্রজিৎ এবং প্রমীলা সুন্দরীর সমাগমে লঙ্কাপুরবাসী জনসমূহ আনন্দে মগ্ন হইয়াছে।

৯। সুবর্ণ দীপ-মালিনী—সুবর্ণদীপাবলী যাহার মালাস্বরূপ হইয়া জ্বলিতেছে।

১২। কেলিছে—কেলি করিতেছে।

১৪। সুরতে—কামক্রীড়ায়। শীধু—মদ্য। বাতায়ন-গবাক্ষ জানালা। ১৮। যথা মহোৎসব ইত্যাদি—যেরূপ, কোন পুরে পুরবাসী জনগণ মহোৎসবে মত্ত হইলে, হইয়া থাকে। ২৭—২৮। রাহুরূপ রামের সৈন্য চন্দ্ররূপ কনক লঙ্কাকে ত্যাগ করিয়া দূরীভূত হয়

পুনঃ সে সুধাংশু-ধনে ;" আশা, মায়াবিনী,
পথে, ঘাটে, ঘরে, দ্বারে, দেউলে, কাননে,
গাইছে গো এই গীত আজি রক্ষঃ-পুরে—
কেন না ভাসিবে রক্ষঃ আহ্লাদ-সলিলে ?
একাকিনী শোকাকুলা, অশোক-কাননে,
কাঁদেন রাঘব-বাঞ্ছা আঁধার কুটীরে
নীরবে। দুরন্ত চেড়ী, সতীরে ছাড়িয়া,
ফেরে দূরে মত্ত সবে উৎসব-কৌতুকে—
হীন-প্রাণা হরিণীরে রাখিয়া বাঘিনী
নির্ভয় হৃদয়ে যথা ফেরে দূর বনে।
মলিন-বদনা দেবী, হায় রে, যেমতি
খনির তিমির-গর্ভে (না পারে পশিতে
সৌর-কর-রাশি যথা) সূর্য্যকান্ত মণি,
কিম্বা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশি-তলে।
স্বনিছে পবন, দূরে রহিয়া রহিয়া
উচ্ছ্বাসে বিলাপী যথা। লড়িছে বিষাদে
মর্ম্মরিয়া পাতাকুল। বসেছে অরবে
শাখে পাখী। রাশি রাশি কুসুম পড়েছে
তরুমূলে ; যেন তরু, তাপি মনস্তাপে,
ফেলিয়াছে খুলি সাজ। দূরে প্রবাহিণী,
উচ্চ বীচি-রবে কাঁদি, চলিছে সাগরে,
কহিতে বারীশে যেন এ দুখ-কাহিনী।
না পশে সুধাংশু-অংশু সে ঘোর বিপিনে।
ফোটে কি কমল কভু সমল সলিলে ?
তবুও উজ্জ্বল বন ও অপূর্ব্ব রূপে!
একাকিনী বসি দেবী, প্রভা আভাময়ী
তমোময় ধামে যেন! হেন কালে তথা
সরমা সুন্দরী আসি বসিলা কাঁদিয়া
সতীর চরণ-তলে, সরমা সুন্দরী—
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী রক্ষোবধূ-বেশে!
কত ক্ষণে চক্ষুঃ-জল মুছি সুলোচনা
কহিলা মধুর স্বরে ;—"দুরন্ত চেড়ীরা,
তোমারে ছাড়িয়া, দেবি, ফিরিছে নগরে,
মহোৎসবে রত সবে আজি নিশা-কালে ;
এই কথা শুনি আমি আইনু পূজিতে
পা দুখান। আনিয়াছি কৌটায় ভরিয়া
সিন্দুর ; করিলে আজ্ঞা, সুন্দর ললাটে
দিব ফোঁটা। এয়ো তুমি, তোমার কি সাজে
এ বেশ ? নিষ্ঠুর, হায়, দুষ্ট লঙ্কাপতি!
কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ ? কেমনে হরিল
ও বরাঙ্গ-অলঙ্কার, বুঝিতে না পারি ?"
কৌটা খুলি, রক্ষোবধূ যত্নে দিলা ফোঁটা
সীমন্তে ; সিন্দুর-বিন্দু শোভিল ললাটে,
গোধূলি-ললাটে, আহা! তারা-রত্ন যথা!
দিয়া ফোঁটা, পদ-ধূলি লইলা সরমা।
"ক্ষম, লক্ষ্মি! ছুঁইনু ও দেব-আকাঙ্ক্ষিত
তনু ; কিন্তু চির-দাসী দাসী ও চরণে!"
এতেক কহিয়া পুনঃ বসিলা যুবতী
পদতলে ; আহা মরি, সুবর্ণ-দেউটি
তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল, উজলি
দশ দিশ! মৃদু স্বরে কহিলা মৈথিলী ;—
"বৃথা গঞ্জ দশাননে তুমি, বিধুমুখি!
আপনি খুলিয়া আমি ফেলাইনু দূরে
আভরণ, যবে পাপী আমাকে ধরিল
বনাশ্রমে। ছড়াইনু পথে সে সকলে,
চিহ্ন-হেতু। সেই সেতু আনিয়াছে হেথা—
এ কনক-লঙ্কাপুরে—ধীর রঘুনাথে!
মণি, মুক্তা, রতন, কি আছে লো জগতে,
যাহে নাহি অবহেলি লভিতে সে ধনে ?"
কহিলা সরমা—"দেবি, শুনিয়াছে দাসী
তব স্বয়ম্বর-কথা তব সুধা-মুখে ;
কেন বা আইলা বনে রঘু-কুল মণি।
কহ এবে দয়া করি, কেমনে হরিল
তোমারে রক্ষেন্দ্র, সতি ? এই ভিক্ষা করি,—
দাসীর এ তৃষা তোষ সুধা-বরিষণে।
দূরে দুষ্ট চেড়ীদল ; এই অবসরে
কহ মোরে বিবরিয়া, শুনি সে কাহিনী।
কি ছলে ছলিল রামে, ঠাকুর লক্ষ্মণে
এ চোর ? কি মায়া-বলে রাঘবের ঘরে
প্রবেশি, করিল চুরি এ হেন রতনে ?"

১। আশা মায়াবিনী ইত্যাদি—পথে, ঘাটে, ঘরে, দ্বারে অর্থাৎ সর্ব্বত্রে সকলেই এই কথা কহিতেছে যে, ইন্দ্রজিৎ রাম ও লক্ষ্মণকে মারিবে ইত্যাদি।

৬। রাঘব-বাঞ্ছা—সীতা দেবী।

১১—১৪। হায় রে, যেমতি ইত্যাদি—যে খনি-গর্ভে সৌর-কর রাশি অর্থাৎ সূর্য্যকিরণপুঞ্জ প্রবেশ করিতে অক্ষম, সে খনিগর্ভে সূর্য্যকান্ত মণি যেরূপ আভাহীন ইত্যাদি। রমা—লক্ষ্মী। অম্বুরাশি—সাগর। ২১। বীচি-রব—তরঙ্গ-শব্দ। ২২। এ দুখ-কাহিনী—সীতার দুঃখবার্ত্তা। (পাঠান্তরে—"এ দুঃখ-বারতা")

২৫। ও অপূর্ব্ব রূপে—সীতার অপূর্ব্ব রূপে।

১২। সীমন্তে—সিঁথিতে। ২৫—২৬। সেই সেতু—অলঙ্কার নিক্ষেপরূপ সেতু, অর্থাৎ আমার অলঙ্কারসকল দেখিয়া প্রভু আমার তত্ত্ব পাইয়াছেন।

যথা গোমুখীর মুখ হইতে সুস্বনে
ঝরে পূত বারি-ধারা, কহিলা জানকী,
মধুরভাষিণী সতী, আদরে সম্ভাষি
সরমারে,—"হিতৈষিণী, সীতার পরমা
তুমি, সখি! পূর্ব্ব-কথা শুনিবারে যদি
ইচ্ছা তব, কহি আমি, শুন মনঃ দিয়া।—

"ছিনু মোরা, সুলোচনে, গোদাবরী-তীরে,
কপোত-কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষ-চূড়ে
বাঁধি নীড়, থাকে সুখে; ছিনু ঘোর বনে,
নাম পঞ্চবটী; মর্ত্ত্যে সুর-বন-সম।
সদা করিতেন সেবা লক্ষ্মণ সুমতি।
দণ্ডক ভাণ্ডার যার, ভাবি, দেখ মনে,
কিসের অভাব তার? যোগাতেন আনি
নিত্য ফল মূল বীর সৌমিত্রি; মৃগয়া
করিতেন কভু প্রভু; কিন্তু জীবনাশে
সতত বিরত, সখি, রাঘবেন্দ্র বলী,—
দয়ার সাগর নাথ, বিদিত জগতে।

"ভুলিনু পূর্ব্বের সুখ। রাজার নন্দিনী,
রঘু-কুল-বধূ আমি; কিন্তু এ কাননে,
পাইনু, সরমা সই, পরম পীরিতি।
কুটীরের চারি দিকে কত যে ফুটিত
ফুলকুল নিত্য নিত্য, কহিব কেমনে?
পঞ্চবটী-বন-চর মধু নিরবধি।
জাগাত প্রভাতে মোরে কুহরি সুস্বরে
পিক-রাজ! কোন্ রাণী, কহ শশিমুখি,
হেন চিত্ত-বিনোদন বৈতালিক-গীতে
খোলে আঁখি? শিখী সহ, শিখিনী সুখিনী
নাচিত দুয়ারে মোর! নর্ত্তক, নর্ত্তকী,
এ দোঁহার সম, রামা, আছে কি জগতে?
অতিথি আসিত নিত্য করভ, করভী,
মৃগ-শিশু, বিহঙ্গম, স্বর্ণ-অঙ্গ কেহ,
কেহ শুভ্র, কেহ কাল, কেহ বা চিত্রিত,
যথা বাসবের ধনুঃ ঘন-বর শিরে;
অহিংসক জীব যত। সেবিতাম সবে,
মহাদরে; পালিতাম পরম যতনে,
মরুভূমে স্রোতস্বতী তৃষাতুরে যথা,
আপনি সুজলবতী বারিদ-প্রসাদে—
সরসী আরসি মোর! তুলি কুবলয়ে,
(অমূল রতন-সম) পরিতাম কেশে;

২৩। মধু—বসন্তকাল। ২৬। বৈতালিক—স্তুতি-পাঠক।
৩০। করভ—হস্তিশাবক।

সাজিতাম ফুল-সাজে; হাসিতেন প্রভু,
বনদেবী বলি মোরে সম্ভাষি কৌতুকে।
হায়, সখি, আর কি লো পাব প্রাণনাথে?
আর কি এ পোড়া আঁখি এ ছার জনমে
দেখিবে সে পা দুখানি—আশার সরসে
রাজীব; নয়নমণি? হে দারুণ বিধি,
কি পাপে পাপী এ দাসী তোমার সমীপে?"

এতেক কহিয়া দেবী কাঁদিলা নীরবে।
কাঁদিলা সরমা সতী তিতি অশ্রু-নীরে।

কত ক্ষণে চক্ষুঃ-জল মুছি রক্ষোবধূ
সরমা কহিলা সতী সীতার চরণে;
"স্মরিলে পূর্ব্বের কথা ব্যথা মনে যদি
পাও, দেবি, থাক্ তবে; কি কাজ স্মরিয়া?—
হেরি তব অশ্রু-বারি ইচ্ছি মরিবারে!"

উত্তরিলা প্রিয়ম্বদা (কাদম্বা যেমতি
মধু-স্বরা!);—"এ অভাগী, হায়, লো সুভগে!
যদি না কাঁদিবে, তবে কে আর কাঁদিবে
এ জগতে? কহি, শুন পূর্ব্বের কাহিনী।
বরিষার কালে, সখি, প্লাবন-পীড়নে
কাতর প্রবাহ ঢালে, তীর অতিক্রমি,
বারি-রাশি দুই পাশে; তেমতি যে মনঃ
দুঃখিত, দুঃখের কথা কহে সে অপরে।
তেঁই আমি কহি, তুমি শুন, লো সরমে।
কে আছে সীতার আর এ অরক্ষ-পুরে?

"পঞ্চবটী-বনে মোরা গোদাবরী-তটে
ছিনু সুখে; হায়, সখি, কেমনে বর্ণিব
সে কান্তার-কান্তি আমি? সতত স্বপনে
শুনিতাম বন-বীণা বন-দেবী করে;
সরসীর তীরে বসি, দেখিতাম কভু
সৌর-কর-রাশি-বেশে সুর-বালা-কেলি
পদ্মবনে; কভু সাধ্বী ঋষি-বংশ-বধূ
সুহাসিনী আসিতেন দাসীর কুটীরে,
সুধাংশুর অংশু যেন অন্ধকার ধামে!
অজিন (রঞ্জিত, আহা, কত শত রঙে!)

৫—৬। আশার সরসে রাজীব—আশারূপ সরোবরে পদ্মস্বরূপ অর্থাৎ চিরবাঞ্ছনীয়।
১৫। ইচ্ছি—ইচ্ছা করি। ১৬। প্রিয়ম্বদা—মিষ্ট-ভাষিণী। কাদম্বা—কলহংসী। ২০। প্লাবন—বন্যা। ২৫। অরক্ষপুরে—রাক্ষসপুরে। ২৮। কান্তার—দুর্গম পথ। ৩১। সৌর-কর-রাশি-বেশে ইত্যাদি—পদ্মবনে সৌরকররাশি অর্থাৎ সূর্য্যকিরণসমূহ দেখিয়া ভাবিতাম, যেন দেবকন্যাসকল সৌরকরবেশে পদ্মবনে কেলি

পারি বসিতাম কভু দীর্ঘ তরু-মূলে,
সখী-ভাবে সম্ভাষিয়া ছায়ায়, কভু বা
কুরঙ্গিণী-সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে,
গাইতাম গীত শুনি কোকিলের ধ্বনি!
নব-লতিকার, সতি, দিতাম বিবাহ
তরু-সহ; চুম্বিতাম, মুঞ্জরিত যবে
দম্পতী, মঞ্জরীবৃন্দে, আনন্দে সম্ভাষি
নাতিনী বলিয়া সবে! গুঞ্জরিলে অলি,
নাতিনী-জামাই বলি বরিতাম তারে!
কভু বা প্রভুর সহ ভ্রমিতাম সুখে
নদী-তটে; দেখিতাম তরল সলিলে
নূতন গগন যেন, নব তারাবলী,
নব নিশাকান্ত-কান্তি! কভু বা উঠিয়া
পর্ব্বত-উপরে, সখি, বসিতাম আমি
নাথের চরণ-তলে, ব্রততী যেমতি—
বিশাল রসাল-মূলে; কত যে আদরে
তুষিতেন প্রভু মোরে, বরষি বচন
সুধা, হায়, কব কারে? কব বা কেমনে?
শুনেছি কৈলাস-পুরে কৈলাস-নিবাসী
ব্যোমকেশ, স্বর্ণাসনে বসি গৌরী-সনে,
আগম, পুরাণ, বেদ, পঞ্চতন্ত্র কথা
পঞ্চ মুখে পঞ্চমুখ কহেন উমারে;
শুনিতাম সেইরূপে আমিও, রূপসি,
নানা কথা! এখনও, এ বিজন বনে,
ভাবি আমি শুনি যেন সে মধুর বাণী!—
সাঙ্গ কি দাসীর পক্ষে, হে নিষ্ঠুর বিধি,
সে সঙ্গীত?"—নীরবিলা আয়ত-লোচনা
বিষাদে। কহিলা তবে সরমা সুন্দরী;—
"শুনিলে তোমার কথা, রাঘব-রমণি,
ঘৃণা জন্মে রাজ ভোগে! ইচ্ছা করে, ত্যজি
রাজ্য-সুখ, যাই চলি হেন বন-বাসে!
কিন্তু ভেবে দেখি যদি, ভয় হয় মনে।
রবিকর যবে, দেবি, পশে বনস্থলে
তমোময়, নিজ গুণে আলো করে বনে
সে কিরণ; নিশি যবে যায় কোন দেশে,
মলিন-বদন সবে তার সমাগমে!
যথা পদার্পণ তুমি কর, মধুমতি,
কেন না হইবে সুখী সর্ব্বজন তথা,
জগত-আনন্দ তুমি, ভুবন-মোহিনী!
কহ, দেবি, কি কৌশলে হরিল তোমারে
রক্ষঃপতি? শুনিয়াছে বীণা-ধ্বনি দাসী,
পিকবর-রব নব পল্লব-মাঝারে
সরস মধুর মাসে; কিন্তু নাহি শুনি
হেন মধুমাখা কথা কভু এ জগতে!
দেখ চেয়ে, নীলাম্বরে শশী, যাঁর আভা
মলিন তোমার রূপে, পিইছেন হাসি
তব বাক্য-সুধা, দেবি, দেব সুধানিধি!
নীরব কোকিল এবে আর পাখী যত,
শুনিবারে ও কাহিনী, কহিনু তোমারে।
এ সবার সাধ, সাধ্বি, মিটাও কহিয়া।"
কহিলা রাঘব-প্রিয়া; "এইরূপে, সখি,
কাটাইনু কত কাল পঞ্চবটী-বনে
সুখে। ননদিনী তব, দুষ্টা সূর্পণখা,
বিষম জঞ্জাল আসি ঘটাইল শেষে!
সরমে সরমা সই মরি লো স্মরিলে
তার কথা! ধিক তারে! নারী-কুল-কালি।
চাহিল মারিয়া মোরে বরিতে বাঘিনী
রঘুবরে! ঘোর রোষে সৌমিত্রি কেশরী
খেদাইলা দূরে তারে। আইল ধাইয়া
রাক্ষস, তুমুল রণ বাজিল কাননে।
সভয়ে পশিনু আমি কুটীর মাঝারে।
কোদণ্ড-টঙ্কারে, সখি, কত যে কাঁদিনু
কব কারে? মুদি আঁখি, কৃতাঞ্জলি-পুটে
ডাকিনু দেবতা-কুলে রক্ষিতে রাঘবে!
আর্ত্তনাদ, সিংহনাদ উঠিল গগনে।
অজ্ঞান হইয়া আমি পড়িনু ভূতলে।
"কত ক্ষণ এ দশায় ছিনু যে, স্বজনি,
নাহি জানি; জাগাইলা পরশি দাসীরে
রঘুশ্রেষ্ঠ। মৃদু স্বরে, (হায় লো, যেমতি
স্বনে মন্দ সমীরণ কুসুম-কাননে
বসন্তে!) কহিলা কান্ত; 'উঠ, প্রাণেশ্বরি,
রঘুনন্দনের ধন! রঘু-রাজ-গৃহ-
আনন্দ! এই কি শয্যা সাজে হে তোমারে,
হেমাঙ্গি?'—সরমা সখি, আর কি শুনিব
সে মধুর ধ্বনি আমি?"—সহসা পড়িলা
মূর্চ্ছিতা হইয়া সতী; ধরিল সরমা।

১৫। ব্রততী—লতা। ২০। ব্যোমকেশ—মহাদেব ২৬—২৭। সাঙ্গ কি ইত্যাদি—হে দারুণ বিধাতঃ, নাথের সঙ্গীতস্বরূপ বাক্যধ্বনি আর কি কখনও আমার শ্রবণকুহরে প্রবেশ করিবে না? ৩৩—৩৪। বনস্থলে তমোময়—তমোময় বনস্থলে অর্থাৎ অন্ধকারপূর্ণ কাননে।

১০। পিকবর—শ্রেষ্ঠ কোকিল।

যথা যবে ঘোর বনে নিষাদ, শুনিয়া
পাখীর ললিত গীত বৃক্ষ-শাখে, হানে
স্বর লক্ষ্য করি শর, বিষম আঘাতে
ছটফটি পড়ে ভূমে বিহঙ্গী, তেমতি
সহসা পড়িলা সতী সরমার কোলে।
কত ক্ষণে চেতন পাইলা সুলোচনা।
কহিলা সরমা কাঁদি ;—"ক্ষম দোষ মম,
মৈথিলি! এ ক্লেশ আজি দিনু অকারণে,
হায়, জ্ঞানহীন আমি!" উত্তর করিলা
মৃদুস্বরে সুকেশিনী রাঘব-বাসনা ;—
"কি দোষ তোমার, সখি? শুন মনঃ দিয়া,
কহি পুনঃ পূর্ব্ব-কথা। মারীচ কি ছলে
(মরুভূমে মরীচিকা, ছলয়ে যেমতি!)
ছলিল, শুনেছ তুমি সূর্পণখা-মুখে।
হায় লো, কুলগ্নে, সখি, মগ্ন লোভ-মদে,
মাগিনু কুরঙ্গে আমি! ধনুর্ব্বাণ ধরি,
বাহিরিলা রঘুপতি, দেবর লক্ষ্মণে
রক্ষা-হেতু রাখি ঘরে। বিদ্যুত-আকৃতি
পলাইল মায়া-মৃগ, কানন উজলি,
বারণারি-গতি নাথ ধাইলা পশ্চাতে—
হারানু নয়ন-তারা আমি অভাগিনী!
"সহসা শুনিনু, সখি, আর্ত্তনাদ দূরে—
'কোথা রে লক্ষ্মণ ভাই, এ বিপত্তি-কালে?
মরি আমি!' চমকিলা সৌমিত্রি কেশরী!
চমকি ধরিয়া হাত, করিনু মিনতি ;—
'যাও বীর; বায়ু-গতি পশ এ কাননে;
দেখ, কে ডাকিছে তোমা? কাঁদিয়া উঠিল
শুনি এ নিনাদ, প্রাণ। যাও ত্বরা করি ;—
বুঝি রঘুনাথ তোমা ডাকিছেন, রথি!'
"কহিলা সৌমিত্রি ;—'দেবি কেমনে পালিব
আজ্ঞা তব? একাকিনী কেমনে রহিবে
এ বিজন বনে তুমি? কত যে মায়াবী
রাক্ষস ভ্রমিছে হেথা, কে পারে কহিতে?
কাহারে ডরাও তুমি? কে পারে হিংসিতে
রঘুবংশ-অবতংসে এ তিন ভুবনে,
ভৃগুরাম-গুরু বলে?'—আবার শুনিনু
আর্ত্তনাদ; 'মরি আমি! এ বিপত্তি-কালে,
কোথা রে লক্ষ্মণ ভাই? কোথায় জানকি?'
ধৈরয ধরিতে আর নারিনু, স্বজনি।
ছাড়ি লক্ষ্মণের হাত, কহিনু কুক্ষণে ;—
'সুমিত্রা শাশুড়ী মোর বড় দয়াবতী;
কে বলে ধরিয়াছিলা গর্ভে তিনি তোরে,
নিষ্ঠুর? পাষাণ দিয়া গড়িলা বিধাতা
হিয়া তোর! ঘোর বনে নির্দ্দয় বাঘিনী
জন্ম দিয়া পালে তোরে, বুঝিনু দুর্ম্মতি!
রে ভীরু, বীর-কুল-গ্লানি, যাব আমি,
দেখিব করুণ স্বরে কে স্মরে আমারে
দূর বনে?' ক্রোধ-ভরে আরক্ত-নয়নে
বীরমণি, ধরি ধনুঃ, বাঁধিয়া নিমিষে
পৃষ্ঠে তূণ, মোর পানে চাহিয়া কহিলা ;—
'মাতৃ-সম মানি তোমা, জনক-নন্দিনি,
মাতৃ-সম। তেঁই সহি এ বৃথা গঞ্জনা!
যাই আমি; গৃহমধ্যে থাক সাবধানে।
কে জানে কি ঘটে আজি? নহে দোষ মম;
তোমার আদেশে আমি ছাড়িনু তোমারে।'
এতেক কহিয়া শূর পশিলা কাননে।
"কত যে ভাবিনু আমি বসিয়া বিরলে,
প্রিয়সখি, কহিব তা কি আর তোমারে?
বাড়িতে লাগিল বেলা; আহ্লাদে নিনাদি,
কুরঙ্গ, বিহঙ্গ-আদি মৃগ-শিশু যত,
সদাব্রত-ফলাহারী, করভ করভী
আসি উতরিল সবে। তা সবার মাঝে
চমকি দেখিনু যোগী, বৈশ্বানর-সম
তেজস্বী, বিভূতি অঙ্গে, কমণ্ডলু করে,
শিরে জটা। হায়, সখি, জানিতাম যদি
ফুল-রাশি মাঝে দুষ্ট কাল-সর্প-বেশে,
বিমল সলিলে বিষ, তা হলে কি কভু
ভূমে লুটাইয়া শিরঃ নমিতাম তারে?
"কহিলা মায়াবী ;—'ভিক্ষা দেহ, রঘুবধূ,
(অন্নদা এ বনে তুমি!) ক্ষুধার্ত্ত অতিথে।'
"আবরি বদন আমি ঘোমটায়, সখি,
কর-পুটে কহিনু ;—'অজিনাসনে বসি,
বিশ্রাম লভুন প্রভু তরু-মূলে; অতি-

১। যথা যবে ঘোর বনে ইত্যাদি—পতিবিরহ-শোকস্বরূপ ব্যাধ অদৃশ্যভাবে মধুরগীতগায়িনী পক্ষিস্বরূপ জানকীকে শরাঘাতে ভূমে পাতিত করিল।

৩৬। ভৃগুরাম-গুরু বলে—যিনি পরশুরামকে স্ববলে

৩। কহিনু কুক্ষণে—কেন না, আমি এরূপ গ্লানি না করিলে লক্ষ্মণ আমাকে কখনই ত্যাগ করিয়া যাইতেন না এবং আমারও দুরবস্থা ঘটিত না। ২১। ফুলরাশি ইত্যাদি—মৃগশিশু, করভ, করভী এ সকল ফুলস্বরূপ। সদাব্রতফলাহারী জন্তুদলের মধ্যে রাবণ

ত্বরায় আসিবে ফিরি রাঘবেন্দ্র যিনি,
সৌমিত্রি ভ্রাতার সহ।' কহিল দুর্ম্মতি;—
(প্রতারিত রোষ আমি নারিনু বুঝিতে)
'ক্ষুধার্ত্ত অতিথি আমি, কহিনু তোমারে।
দেহ ভিক্ষা; নহে কহ, যাই অন্য স্থলে।
অতিথি-সেবায় তুমি বিরত কি আজি,
জানকি? রঘুর বংশে চাহ কি ঢালিতে
এ কলঙ্ক-কালি, তুমি রঘু-বধূ? কহ,
কি গৌরবে অবহেলা কর ব্রহ্ম-শাপে?
দেহ ভিক্ষা; শাপ দিয়া নহে যাই চলি।
দুরন্ত রাক্ষস এবে সীতাকান্ত-অরি—
মোর শাপে।'—লজ্জা ত্যজি, হায় লো স্বজনি,
ভিক্ষা-দ্রব্য লয়ে আমি বাহিরিনু ভয়ে,—
না বুঝে পা দিনু ফাঁদে; অমনি ধরিল
হাসিয়া ভাস্থর তব আমায় তখনি।
"একদা, বিধুবদনে, রাঘবের সাথে
ভ্রমিতেছিনু কাননে; দূর গুল্ম-পাশে
চরিতেছিল হরিণী। সহসা শুনিনু
ঘোর নাদ; ভয়াকুলা দেখিনু চাহিয়া
ইরম্মদাকৃতি বাঘ ধরিল মৃগীরে!
'রক্ষ, নাথ,' বলি আমি পড়িনু চরণে।
শরানলে শূর-শ্রেষ্ঠ ভস্মিলা শার্দ্দূলে,
মুহূর্ত্তে। যতনে তুলি বাঁচাইনু আমি
বন-সুন্দরীরে, সখি! রক্ষঃ-কুল-পতি,
সেই শার্দ্দূলের রূপে, ধরিল আমারে!
কিন্তু কেহ না আইল বাঁচাইতে, ধনি,
এ অভাগা হরিণীরে এ বিপত্তি-কালে।
পূরিনু কানন আমি হাহাকার রবে।
শুনিনু ক্রন্দন-ধ্বনি; বনদেবী বুঝি
দাসীর দশায় মাতা কাতরা, কাঁদিলা!
কিন্তু বৃথা সে ক্রন্দন! হুতাশন-তেজে
গলে লৌহ; বারি-ধারা দমে কি তাহারে?
অশ্রু-বিন্দু মানে কি লো কঠিন যে হিয়া?
"দূরে গেল জটাজুট; কমণ্ডলু দূরে!
রাজরথী বেশে মূঢ় আমায় তুলিল
স্বর্ণ-রথে। কহিল যে কত দুষ্টমতি,
কভু রোষে গর্জ্জি, কভু মধুর স্বরে,
স্মরিলে সরমে ইচ্ছি মরিতে, সরমা!
"চালাইল রথ রথী। কাল-সর্প-মুখে
কাঁদে যথা ভেকী, আমি কাঁদিনু, সুভগে,
বৃথা! স্বর্ণ-রথ-চক্র, ঘর্ঘরি নির্ঘোষে,
পূরিল কানন-রাজী, হায়, ডুবাইয়া
অভাগীর আর্ত্তনাদ! প্রভঞ্জন-বলে
ত্রস্ত তরুকুল যবে নড়ে মড়মড়ে,
কে পায় শুনিতে যদি কুহরে কপোতী?
ফাঁফর হইয়া, সখি, খুলিনু সত্বরে
কঙ্কণ, বলয়, হার, সিঁথি, কণ্ঠমালা,
কুণ্ডল, নূপুর, কাঞ্চী; ছড়াইনু পথে;
তেঁই লো এ পোড়া দেহে নাহি, রক্ষোবধূ,
আভরণ। বৃথা তুমি গঞ্জ দশাননে।"
নীরবিলা শশিমুখী। কহিলা সরমা;—
"এখনও তৃষাতুরা এ দাসী, মৈথিলি;
দেহ সুধা-দান তারে। সফল করিলা
শ্রবণ-কুহর আজি আমার।" শুনি
পুনঃ আরম্ভিলা তবে ইন্দু-নিভাননা—
"শুনিতে লালসা যদি, শুন লো ললনে।
বৈদেহীর দুঃখ-কথা কে আর শুনিবে?—
"আনন্দে নিষাদ যথা ধরি ফাঁদে পাখী
যায় ঘরে, চালাইল রথ লঙ্কাপতি;
হায় লো, সে পাখী যথা কাঁদে ছটফটি
ভাঙিতে শৃঙ্খল তার, কাঁদিনু, সুন্দরি!
"'হে আকাশ, শুনিয়াছি তুমি শব্দবহ,
(আরাধিনু মনে মনে) এ দাসীর দশা
ঘোর রবে কহ যথা রঘু-চূড়ামণি,
দেবর লক্ষ্মণ মোর, ভুবন বিজয়ী!
হে সমীর, গন্ধবহ তুমি; দূত-পদে
বরিনু তোমায় আমি, যাও ত্বরা করি
যথায় ভ্রমেন প্রভু! হে বারিদ, তুমি
ভীমনাদী, ডাক নাথে গম্ভীর নিনাদে!
হে ভ্রমর মধুলোভি, ছাড়ি ফুল-কুলে
গুঞ্জর নিকুঞ্জে, যথা রাঘবেন্দ্র বলী,
সীতার বারতা তুমি; গাও পঞ্চস্বরে
সীতার দুঃখের গীত, তুমি মধু-সখা
কোকিল! শুনিবে প্রভু তুমি হে গাইলে!'
এইরূপে বিলাপিনু, কেহ না শুনিল।

২১। শুনিনু ক্রন্দন ধ্বনি—আপনার ক্রন্দনধ্বনির প্রতিধ্বনি শুনিয়া দেবী ভাবিলেন, যেন বনদেবী ইত্যাদি। ৩১—৩২। হুতাশন-তেজে ইত্যাদি—যাহার কঠিন হৃদয়, সে পরাক্রমে যেরূপ শান্ত হয়, করুণবাক্যে তাদৃশ হয় না। যেমন কঠিন বস্তু লৌহ অগ্নিসংযোগে গলিয়া থাকে, জল তাহার কি করিতে

চলিল কনক-রথ ; এড়াইয়া দ্রুতে
ভেদী গিরি-চূড়া, বন, নদ, নদী,
া দেশ। স্বনয়নে দেখেছ, সরমা,
কের গতি তুমি ; কি কাজ বর্ণিয়া ?—
"কত ক্ষণে সিংহনাদ শুনিনু সম্মুখে
ঙ্কর। থরথরি আতঙ্কে কাঁপিল
জী-রাজি, স্বর্ণরথ চলিল অস্থিরে।
খিনু, মিলিয়া আঁখি, ভৈরব-মুরতি
রি-পৃষ্ঠে বীর, যেন প্রলয়ের কালে
ালমেঘ। 'চিনি তোরে,' কহিলা গম্ভীরে
র-বর,—'চোর তুই, লঙ্কার রাবণ।
ান্‌ কুলবধূ আজি হরিলি, দুর্ম্মতি ?
ার ঘর আঁধারিলি, নিবাইয়া এবে
েম-দীপ ? এই তোর নিত্য কর্ম্ম, জানি।
ত্রী-দল-অপবাদ ঘুচাইব আজি
বধি তোরে তীক্ষ্ণ শরে। আয় মূঢ়মতি!
ধিক তোরে, রক্ষোরাজ! নির্লজ্জ পামর
আছে কি রে তোর সম এ ব্রহ্ম-মণ্ডলে ?'
"এতেক কহিয়া, সখি, গর্জ্জিলা শূরেন্দ্র।
অচেতন হয়ে আমি পড়িনু স্যন্দনে।
"পাইয়া চেতন পুনঃ দেখিনু রয়েছি
ভূতলে। গগন-মার্গে রথে রক্ষোরথী
যুঝিছে সে বীর-সঙ্গে হুহুঙ্কার-নাদে।
অবলা-রসনা, ধনি, পারে কি বর্ণিতে
সে রণে ? সভয়ে আমি মুদিনু নয়ন।
সাধিনু দেবতা-কুলে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
সে বীরের পক্ষ হয়ে নাশিতে রাক্ষসে,
অরি মোর ; উদ্ধারিতে বিষম-সঙ্কটে
দাসীরে! উঠিনু ভাবি পশিব বিপিনে,
পলাইব দূর দেশে। হায় লো, পড়িনু
আছাড় খাইয়া, যেন ঘোর ভূকম্পনে!
আরাধিনু বসুধারে,—'এ বিজন দেশে,
মা আমার, হয়ে দ্বিধা, তব বক্ষঃস্থলে
লহ অভাগীরে, সাধ্বি! কেমনে সহিছ
দুঃখিনী মেয়ের জ্বালা ? এস শীঘ্র করি।

ফিরিয়া আসিবে দুষ্ট ; হায়, মা, যেমতি
তস্কর আইসে ফিরি, ঘোর নিশাকালে,
পুঁতি যথা রত্ন-রাশি রাখে সে গোপনে—
পর-ধন! আসি মোরে তরাও জননী!'
"বাজিল তুমুল যুদ্ধ গগনে, সুন্দরি ;
কাঁপিল বসুধা ; দেশ পূরিল আরবে।
অচেতন হৈনু পুনঃ। শুন, লো ললনে,
মনঃ দিয়া শুন, সই, অপূর্ব্ব কাহিনী।
দেখিনু স্বপনে আমি বসুন্ধরা সতী
মা আমার। দাসী-পাশে আসি দয়াময়ী
কহিলা, লইয়া কোলে, সুমধুর বাণী ;—
'বিধির ইচ্ছায়, বাছা, হরিছে গো তোরে
রক্ষোরাজ ; তোর হেতু সবংশে মজিবে
অধম! এ ভার আমি সহিতে না পারি,
ধরিনু গো গর্ভে তোরে লঙ্কা বিনাশিতে!
যে কুক্ষণে তোর তনু ছুঁইল দুর্ম্মতি
রাবণ, জানিনু আমি, সুপ্রসন্ন বিধি
এত দিনে মোর প্রতি ; আশীষিনু তোরে!
জননীর জ্বালা দূর করিলি, মৈথিলি!—
ভবিতব্য-দ্বার আমি খুলি ; দেখ চেয়ে।'—
"দেখিনু সম্মুখে, সখি, অভ্রভেদী গিরি ;
পঞ্চ জন বীর তথা নিমগ্ন সকলে
দুঃখের সলিলে যেন! হেন কালে আসি
উত্তরিলা রঘুপতি লক্ষ্মণের সাথে।
বিরস-বদন নাথে হেরি, লো স্বজনি!
উতলা হইনু কত, কত যে কাঁদিনু,
কি আর কহিব তার ? বীর পঞ্চ জনে
পূজিল বান্ধব-রাজে, পূজিল অনুজে।
একত্রে পশিলা সবে সুন্দর নগরে।
"মারি সে দেশের রাজা তুমুল সংগ্রামে
রঘুবীর, বসাইলা রাজ-সিংহাসনে
শ্রেষ্ঠ যে পুরুষ-বর পঞ্চ জন মাঝে।
ধাইল চৌদিকে দূত ; আইলা ধাইয়া
লক্ষ লক্ষ বীর-সিংহ ঘোর কোলাহলে।
কাঁপিল বসুধা, সখি, বীর-পদ-ভরে!
সভয়ে মুদিনু আঁখি। কহিলা হাসিয়া
মা আমার,—'কারে ভয় করিস্‌, জানকি ?

২। অভ্রভেদী—মেঘস্পর্শী, উচ্চতম।
৪। পুষ্পক—রাবণের রথ।
৭। অস্থিরে—অস্থির ভাবে।
২০। স্যন্দন—রথ।

১—২। হায়, মা, যেমতি ইত্যাদি—যেরূপ তস্কর অর্থাৎ চোর নিহিত ধন লইবার নিমিত্ত গুপ্ত স্থলে গোপনভাবে আইসে, সেইরূপ রাবণ আমার নিকট আবার আসিবেক। ৩০। সে দেশের রাজা—অর্থাৎ বালি।

সাজিছে সুগ্রীব রাজা উদ্ধারিতে তোরে,
মিত্রবর। বধিল যে শূরে তোর স্বামী,
বালী নাম ধরে রাজা বিখ্যাত জগতে।
কিষ্কিন্ধ্যা নগর ওই। ইন্দ্র-তুল্য বলী-
বৃন্দ চেয়ে দেখ সাজে।' দেখিনু চাহিয়া,
চলিছে বীরেন্দ্র-দল, জল-স্রোতঃ যথা
বরিষায়, হুহুঙ্কারি! ঘোর মড়মড়ে
ভাঙিল নিবিড় বন; শুখাইল নদী;
ভয়াকুল বন-জীব পলাইল দূরে;
পূরিল জগত, সখি, গম্ভীর নির্ঘোষে।
"উতরিলা সৈন্য-দল সাগরের তীরে।
দেখিনু, সরমা সখি, ভাসিল সলিলে
শিলা। শৃঙ্গধরে ধরি, ভীমপরাক্রমে
উপাড়ি, ফেলিল জলে বীর শত শত।
বাঁধিল অপূর্ব্ব সেতু শিল্পিকুল মিলি।
আপনি বারীশ পাশী, প্রভুর আদেশে,
পরিলা শৃঙ্খল পায়ে! অলঙ্ঘ্য সাগরে
লঙ্ঘি, বীর-মদে পার হইল কটক।
টলিল এ স্বর্ণ-পুরী বৈরী-পদ-চাপে,—
'জয়, রঘুপতি, জয়!' ধ্বনিল সকলে!
কাঁদিনু হরষে, সখি! সুবর্ণ-মন্দিরে
দেখিনু সুবর্ণাসনে রক্ষঃ-কুল-পতি।
আছিলা সে সভাতলে ধীর ধর্ম্মসম
বীর এক; কহিল সে,—'পূজ রঘুবরে,
বৈদেহীরে দেহ ফিরি; নতুবা মরিবে
সবংশে!' সংসার-মদে মত্ত রাঘবারি,
পদাঘাত করি তারে কহিল কুবাণী।
অভিমানে গেলা চলি সে বীর-কুঞ্জর
যথা প্রাণনাথ মোর।"—কহিল সরমা,
"হে দেবি, তোমার দুঃখে কত যে দুঃখিত
রক্ষোরাজানুজ বলী, কি আর কহিব?
দুজনে আমরা, সতি, কত যে কেঁদেছি
ভাবিয়া তোমার কথা, কে পারে কহিতে?"
"জানি আমি," উত্তরিলা মৈথিলী রূপসী;—
"জানি আমি বিভীষণ উপকারী মম
পরম! সরমা সখি, তুমিও তেমনি!
আছে যে বাঁচিয়া হেথা অভাগিনী সীতা,
সে কেবল, দয়াবতী, তব দয়া-গুণে!
কিন্তু কহি, শুন মোর অপূর্ব্ব স্বপন।—

২৩—২৪। ধীর ধর্ম্মসম বীর এক—এ স্থলে সরমার পতি বিভীষণ।

"সাজিল রাক্ষস-বৃন্দ যুঝিবার আশে;
বাজিল রাক্ষস-বাদ্য; উঠিল গগনে
নিনাদ। কাঁপিনু, সখি, দেখি বীর-দলে,
তেজে হুতাশন-সম, বিক্রমে কেশরী।
কত যে হইল রণ, কহিব কেমনে?
বহিল শোণিত-নদী! পর্ব্বত-আকারে
দেখিনু শবের রাশি, মহাভয়ঙ্কর।
আইল কবন্ধ, ভূত, পিশাচ, দানব,
শকুনি, গৃধিনী আদি যত মাংসাহারী
বিহঙ্গম; পালে পালে শৃগাল; আইল
অসংখ্য কুক্কুর। লঙ্কা পূরিল ভৈরবে।
"দেখিনু কর্ব্বুর-নাথে পুনঃ সভাতলে,
মলিন-বদন এবে, অশ্রুময় আঁখি,
শোকাকুল! ঘোর রণে রাঘব-বিক্রমে
লাঘব-গরব, সই। কহিল বিষাদে
রক্ষোরাজ, 'হায়, বিধি, এই কি রে ছিল
তোর মনে? যাও সবে, জাগাও যতনে
শূলী-শম্ভু-সম ভাই কুম্ভকর্ণে মম।
কে রাখিবে রক্ষঃ-কুলে সে যদি না পারে?'
ধাইল রাক্ষস-দল; বাজিল বাজনা
ঘোর রোলে; নারী-দল দিল হুলাহুলি।
বিরাট্-মুরতি-ধর পশিল কটকে
রক্ষোরথী। প্রভু মোর, তীক্ষ্ণতর শরে,
(হেন বিচক্ষণ শিক্ষা কার গো জগতে?)
কাটিলা তাহার শিরঃ! মরিল অকালে
জাগি সে দুরন্ত শূর। জয় রাম ধ্বনি
শুনিনু হরষে, সই! কাঁদিল রাবণ!
কাঁদিল কনক-লঙ্কা হাহাকার রবে!
"চঞ্চল হইনু, সখি, শুনিয়া চৌদিকে
ক্রন্দন! কহিনু মায়ে, ধরি পা দুখানি,—
'রক্ষঃ-কুল দুঃখে বুক ফাটে, মা, আমার!
পরেরে কাতর দেখি সতত কাতরা
এ দাসী; ক্ষম, মা, মোরে!' হাসিয়া কহিলা
বসুধা;—'লো রঘুবধূ, সত্য যা দেখিলি!
লণ্ডভণ্ড করি লঙ্কা দণ্ডিবে রাবণে
পতি তোর। দেখ পুনঃ নয়ন মেলিয়া।'
"দেখিনু, সরমা সখি, সুরবালা-দলে,
নানা আভরণ হাতে, মন্দারের মালা,
পট্টবস্ত্র। হাসি তারা বেড়িল আমারে।
কেহ কহে,—'উঠ, সতি, হত এত দিনে
দুরন্ত রাবণ রণে!' কেহ কহে,—'উঠ,

৮। কবন্ধ—মস্তকরহিত দেহ।

রঘুনন্দনের ধন, উঠ, ত্বরা করি,
অবগাহ দেহ, দেবি, সুবাসিত জলে,
পর নানা আভরণ। দেবেন্দ্রাণী শচী
দিবেন সীতায় দান আজি সীতানাথে।'
"কহিনু, সরমা সখি, করপুটে আমি ;—
'কি কাজ, হে সুরবালা, এ বেশ ভূষণে
দাসীর ? যাইব আমি যথা কান্ত মম,
এ দশায়, দেহ আজ্ঞা ; কাঙ্গালিনী সীতা,
কাঙ্গালিনী-বেশে তারে দেখুন নৃমণি।'
"উত্তরিলা সুরবালা ;—'শুন, লো মৈথিলি!
সমল খনির গর্ভে মণি ; কিন্তু তারে
পরিষ্কারি রাজ-হস্তে দান করে দাতা।'
"কাঁদিয়া, হাসিয়া, সই, সাজিনু সত্বরে।
হেরিনু অদূরে নাথে, হায় লো, যেমতি
কনক-উদয়াচলে দেব অংশুমালী।
পাগলিনী প্রায় আমি ধাইনু ধরিতে
পদযুগ, সুবদনে!—জাগিনু অমনি!—
সহসা, স্বজনি, যথা নিবিলে দেউটি,
ঘোর অন্ধকার ঘর, ঘটিল সে দশা
আমার,—আঁধার বিশ্ব দেখিনু চৌদিকে!
হে বিধি, কেন না আমি মরিনু তখনি ?
কি সাধে, এ পোড়া প্রাণ রহিল এ দেহে ?"
নীরবিলা বিধুমুখী, নীরবে যেমতি
বীণা, ছিঁড়ে তার যদি! কাঁদিয়া সরমা
(রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী রক্ষোবধূ-রূপে)
কহিলা ;—"পাইবে নাথে, জনক-নন্দিনি!
সত্য এ স্বপন তব, কহিনু তোমারে!
ভাসিছে সলিলে শিলা, পড়েছে সংগ্রামে
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস কুম্ভকর্ণ বলী ;
সেবিছেন বিভীষণ জিষ্ণু রঘু-নাথে
লক্ষ লক্ষ বীর সহ। মরিবে পৌলস্ত্য
যথোচিত শাস্তি পাই ; মজিবে দুর্ম্মতি
সবংশে! এখন কহ, কি ঘটিল পরে।
অসীম লালসা মোর শুনিতে কাহিনী।"
আরম্ভিলা পুনঃ সতী সুমধুর স্বরে ;—
"মিলি আঁখি, শশিমুখি, দেখিনু সম্মুখে
রাবণে ; ভূতলে, হায়, সে বীর-কেশরী,
তুঙ্গ শৈল-শৃঙ্গ যেন চূর্ণ বজ্রাঘাতে!
"কহিল রাঘব-রিপু ;—'ইন্দীবর-আঁখি
উন্মীলি, দেখ লো চেয়ে, ইন্দু-নিভাননে!
রাবণের পরাক্রম! জগত-বিখ্যাত
জটায়ু হীনায়ু আজি মোর ভুজ-বলে!
নিজ দোষে মরে মূঢ় গরুড়-নন্দন!
কে কহিল মোর সাথে যুঝিতে বর্ব্বরে ?'
"ধর্ম্ম-কর্ম্ম সাধিবারে মরিনু সংগ্রামে,
রাবণ!'—কহিলা শূর অতি মৃদু স্বরে—
'সম্মুখ সমরে পড়ি যাই দেবালয়ে।
কি দশা ঘটিবে তোর, দেখ্‌ রে ভাবিয়া!
শৃগাল হইয়া, লোভি, লোভিলি সিংহীরে!
কে তোরে রাখিবে, রক্ষঃ ? পড়িলি সঙ্কটে,
লঙ্কানাথ, করি চুরি এ নারী রতনে!'
"এতেক কহিয়া বীর নীরব হইলা!
তুলিল আমায় পুনঃ রথে লঙ্কাপতি।
কৃতাঞ্জলি-পুটে কাঁদি কহিনু, স্বজনি,
বীরবরে ;—সীতা নাম, জনক-দুহিতা,
রঘুবধূ দাসী, দেব! শূন্য ঘরে পেয়ে
আমায়, হরিছে পাপী ; কহিও এ কথা
দেখা যদি হয়, প্রভু, রাঘবের সাথে!'
"উঠিল গগনে রথ গম্ভীর নির্ঘোষে।
শুনিনু ভৈরব রব ; দেখিনু সম্মুখে
সাগর নীলোর্ম্মিময়! বহিছে কল্লোলে,
অতল, অকূল জল, অবিরাম-গতি।
ঝাঁপ দিয়া জলে, সখি, চাহিনু ডুবিতে ;
নিবারিল দুষ্ট মোরে! ডাকিনু বারীশে,
জলচরে মনে মনে, কেহ না শুনিল,
অবহেলি অভাগীরে! অনম্বর-পথে
চলিল কনক-রথ মনোরথ-গতি।
"অবিলম্বে লঙ্কাপুরী শোভিল সম্মুখে।
সাগরের ভালে, সখি, এ কনক-পুরী
রঞ্জনের রেখা! কিন্তু কারাগার যদি
সুবর্ণ গঠিত, তবু বন্দীর নয়নে
কমনীয় কভু কি লো শোভে তার আভা ?
সুবর্ণ-পিঞ্জর বলি হয় কি লো সুখী
সে পিঞ্জরে বদ্ধ পাখী ? দুঃখিনী সতত
যে পিঞ্জরে রাখ তুমি কুঞ্জ-বিহারিণী!
কুক্ষণে জনম মম, সরমা সুন্দরি!
কে কবে শুনেছে, সখি, কহ, হেন কথা ?
রাজার নন্দিনী আমি, রাজ-কুল-বধূ;

১২। পরিষ্কারি—পরিষ্কার করিয়া। ৩০। জিষ্ণু—জয়ী। ৩১। পৌলস্ত্য—পুলস্ত্য-বংশজাত রাবণ।

২১। নীলোর্ম্মিময়—নীলবর্ণ তরঙ্গপরিপূর্ণ।
২৬। অনম্বর পথে—আকাশপথে।
৩০। রঞ্জন—রক্তচন্দন; কেন না, লঙ্কা সুবর্ণগঠিত।
৩১। কমনীয়—মনোহর, নয়নানন্দদায়ক।

তবু বদ্ধ কারাগারে।"—কাঁদিলা রূপসী,
সরমার গলা ধরি; কাঁদিলা সরমা।
কত ক্ষণে চক্ষুঃ-জল মুছি সুলোচনা
সরমা কহিলা;—"দেবি, কে পারে খণ্ডিতে
বিধির নির্ব্বন্ধ? কিন্তু সত্য যা কহিলা
বসুধা। বিধির ইচ্ছা, তেঁই লঙ্কাপতি
আনিয়াছে হরি তোমা। সবংশে মরিবে
দুষ্টমতি। বীর আর কে আছে এ পুরে
বীরযোনি? কোথা, সতি, ত্রিভুবন-জয়ী
যোধ যত? দেখ চেয়ে, সাগরের কূলে,
শবাহারী জন্তু-পুঞ্জ ভুঞ্জিছে উল্লাসে
শব-রাশি! কান দিয়া শুন, ঘরে ঘরে
কাঁদিছে বিধবা বধূ! আশু পোহাইবে
এ দুঃখ-শর্ব্বরী তব। ফলিবে, কহিনু,
স্বপ্ন! বিদ্যাধরী-দল মন্দারের দামে
ও বরাঙ্গ রঙ্গে আসি আশু সাজাইবে।
ভেটিবে রাঘবে তুমি, বসুধা কামিনী
সরস বসন্তে যথা ভেটেন মধুরে!
ভুলো না দাসীরে, সাধ্বি! যত দিন বাঁচি,
এ মনোমন্দিরে রাখি, আনন্দে পূজিব
ও প্রতিমা, নিত্য, যথা, আইলে রজনী,
সরসী হরষে পূজে কৌমুদিনী-ধনে।

৮—৯। এ পুরে বীরযোনি—বীরপুত্র-জন্মদায়িনী-স্বরূপ লঙ্কাপুরে, অর্থাৎ যে স্থানে বীর জন্মায়। ১৫। মন্দারের দামে—পারিজাতপুষ্পের মালায়।

১৭। বসুধা কামিনী ইত্যাদি—বসন্তে পৃথিবী বহুবিধ পুষ্পরূপ ভূষণে ভূষিতা হয়েন ইত্যাদি।

২১। ও প্রতিমা—তোমার মূর্ত্তি।

বহু ক্লেশ, সুকেশিনি, পাইলে এ দেশে।
কিন্তু নহে দোষী দাসী!" কহিলা সুস্বরে
মৈথিলী;—"সরমা সখি, মম হিতৈষিণী
তোমা সম আর কে লো আছে এ জগতে?
মরুভূমে প্রবাহিণী মোর পক্ষে তুমি,
রক্ষোবধূ! সুশীতল ছায়া-রূপ ধরি,
তপন-তাপিত আমি, জুড়ালে আমারে!
মূর্ত্তিমতী দয়া তুমি এ নির্দ্দয় দেশে!
এ পঙ্কিল জলে পদ্ম! ভুজঙ্গিনী-রূপী
এ কাল কনক-লঙ্কা-শিরে শিরোমণি!
আর কি কহিব, সখি? কাঙ্গালিনী সীতা,
তুমি লো মহার্ঘ রত্ন! দরিদ্র, পাইলে
রতন, কভু কি তারে অযতনে, ধনি?"
নমিয়া সতীর পদে, কহিলা সরমা;
"বিদায় দাসীরে এবে দেহ, দয়াময়ি!
না চাহে পরাণ মম ছাড়িতে তোমারে,
রঘু-কুল-কমলিনি! কিন্তু প্রাণপতি
আমার, রাঘব-দাস; তোমার চরণে
আসি কথা কই আমি, এ কথা শুনিলে
রুষিবে লঙ্কার নাথ, পড়িব সঙ্কটে!"
কহিলা মৈথিলী;—"সখি, যাও ত্বরা করি,
নিজালয়ে; শুনি আমি দূর পদ-ধ্বনি;
ফিরি বুঝি চেড়ীদল আসিছে এ বনে।"
আতঙ্কে কুরঙ্গী যথা, গেলা দ্রুতগামী
সরমা; রহিলা দেবী সে বিজন বনে,
একটি কুসুম মাত্র অরণ্যে যেমতি।

১৭—১৮। প্রাণপতি আমার—বিভীষণ। ২৫। সে বিজন বনে—অর্থাৎ জনশূন্য অশোকবনে।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে অশোকবনং নাম চতুর্থঃ সর্গঃ।

পঞ্চম সর্গ

হাসে নিশি তারাময়ী ত্রিদশ-আলয়ে।[1]
কিন্তু চিন্তাকুল এবে বৈজয়ন্ত-ধামে[2]
মহেন্দ্র ; কুসুম শয্যা ত্যজি, মৌন-ভাবে
বসেন ত্রিদিব-পতি রত্ন-সিংহাসনে ;—
সুবর্ণ-মন্দিরে সুপ্ত আর দেব যত।
অভিমানে সুরীশ্বরী কহিলা সুস্বরে ;—
'কি দোষে, সুরেশ, দাসী দোষী তব পদে ?
শয়ন-আগারে তবে কেন না করিছ
পদার্পণ ? চেয়ে দেখ, ক্ষণেক মুদিছে,
উন্মীলিছে পুনঃ আঁখি, চমকি তরাসে
মেনকা, উর্ব্বশী, দেখ স্পন্দ-হীন যেন।
চিত্র-পুত্তলিকা-সম চারু চিত্রলেখা।
তব ডরে ডরি দেবী বিরাম-দায়িনী
নিদ্রা নাহি যান, নাথ, তোমার সমীপে,
আর কারে ভয় তাঁর ? এ ঘোর নিশীথে,
কে কোথা জাগিছে, বল ? দৈত্য-দল আসি
বসেছে কি থানা দিয়া স্বর্গের দুয়ারে ?"
উত্তরিলা অসুরারি ;—"ভাবিতেছি, দেবি,
কেমনে লক্ষ্মণ শূর নাশিবে রাক্ষসে ?
অজেয় জগতে, সতি, বীরেন্দ্র রাবণি !"
"পাইয়াছ অস্ত্র কান্ত" ; কহিলা পৌলোমী
অনন্ত-যৌবনা, "যাহে বধিলা তারকে
মহাশূর তারকারি ; তব ভাগ্য-বলে,
তব পক্ষ বিরূপাক্ষ ; আপনি পার্ব্বতী,
দাসীর সাধনে সাধ্বী কহিলা, সুসিদ্ধ
হবে মনোরথ কালি ; মায়া দেবীশ্বরী
বধের বিধান কহি দিবেন আপনি ;—
তবে এ ভাবনা, নাথ, কহ কি কারণে ?"
উত্তরিলা দৈত্য-রিপু ; "সত্য যা কহিলে,
দেবেন্দ্রাণি ; প্রেরিয়াছি অস্ত্র লঙ্কাপুরে ;
কিন্তু কি কৌশলে মায়া রক্ষিবে লক্ষ্মণে
রক্ষোযুদ্ধে, বিশালাক্ষি ! না পারি বুঝিতে।
জানি আমি মহাবলী সুমিত্রা-নন্দন ;
কিন্তু দন্তী কবে, দেবি, আঁটে মৃগরাজে ?
দম্ভোলি-নির্ঘোষ আমি শুনি, সুবদনে ;
মেঘের ঘর্ঘর ঘোর ; দেখি ইরম্মদে ;
বিমানে আমার সদা ঝলে সৌদামিনী ;
তবু থরথরি হিয়া কাঁপে, দেবি, যবে
নাদে রুষি মেঘনাদ, ছাড়ে হুহুঙ্কারে
অগ্নিময় শর-জাল বসাইয়া চাপে
মহেষ্বাস ; ঐরাবত অস্থির আপনি
তার ভীম-প্রহরণে !" বিষাদে নিশ্বাসি
নীরবিলা সুরনাথ ; নিশ্বাসি বিষাদে
(পতি-খেদে সতী-প্রাণ কাঁদে রে সতত !)
বসিলা ত্রিদিব-দেবী দেবেন্দ্রের পাশে।
উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, চারু চিত্রলেখা
দাঁড়াইলা চারি দিকে ; সরসে যেমতি
সুধাকর-কর-রাশি বেড়ে নিশাকালে
নীরবে মুদিত পদ্মে। কিম্বা দীপাবলী
অম্বিকার পীঠতলে শারদ-পার্ব্বণে,
হর্ষে মগ্ন বঙ্গ যবে পাইয়া মায়েরে
চির-বাঞ্ছা ! মৌনভাবে বসিলা দম্পতী ;
হেন কালে মায়া-দেবী উত্তরিলা তথা।
রতন-সম্ভবা বিভা দ্বিগুণ বাড়িল
দেবালয়ে ; বাড়ে যথা রবি-কর-জালে
মন্দার-কাঞ্চন-কান্তি নন্দন-কাননে !
সসম্ভ্রমে প্রণমিলা দেব দেবী দোঁহে
পাদপদ্মে। স্বর্ণাসনে বসিলা আশীষি
মায়া। কৃতাঞ্জলি-পুটে সুর-কুল-নিধি
সুধিলা, "কি ইচ্ছা, মাতঃ, কহ এ দাসেরে ?"
উত্তরিলা মায়াময়ী ; "যাই, আদিতেয়,
লঙ্কাপুরে ; মনোরথ তোমার পূরিব ;
রক্ষঃকুল-চূড়ামণি চূর্ণিব কৌশলে
আজি। চাহি দেখ, ওই পোহাইছে নিশি।
অবিলম্বে, পুরন্দর, ভবানন্দময়ী
ঊষা দেখা দিবে হাসি উদয়-শিখরে ;
লঙ্কায় পঙ্কজ-রবি যাবে অস্তাচলে।
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে লইব লক্ষ্মণে,
অসুরারি। মায়া-জালে বেড়িব রাক্ষসে।

---

১ ত্রিদশ-আলয়ে—স্বর্গে।
২। বৈজয়ন্ত-ধাম—ইন্দ্রের পুরী।
১৫—১৭। শচীদেবী দেবরাজকে একান্ত ব্যাকুল দেখিয়া
৮। মহেষ্বাস—মহাধনুর্দ্ধর। ২৩। মন্দার-কাঞ্চন-

নিরস্ত্র, দুর্ব্বল বলী দৈব-অস্ত্রাঘাতে,
অসহায় (সিংহ যেন আনায় মাঝারে)
মরিবে,—বিধির বিধি কে পারে লঙ্ঘিতে ?
মরিবে রাবণ রণে ; কিন্তু এ বারতা
পাবে যবে রক্ষঃ-পতি, কেমনে রক্ষিবে
তুমি রামানুজে, রামে, ধীর বিভীষণে
রঘু-মিত্রে ? পুত্র-শোকে বিকল, দেবেন্দ্র,
পশিবে সমরে শূর কৃতান্ত-সদৃশ
ভীমবাহু ! কার সাধ্য বিমুখিবে তারে ?—
ভাবি দেখ, সুরনাথ, কহিনু যে কথা ।"
উত্তরিলা শচীকান্ত নমুচিসূদন ;—
" পড়ে যদি মেঘনাদ সৌমিত্রির শরে,
মহামায়া, সুর-সৈন্য সহ কালি আমি
রক্ষিব লক্ষ্মণে পশি রাক্ষস-সংগ্রামে ।
না ডরি রাবণে, দেবি, তোমার প্রসাদে !
মার তুমি আগে, মাতঃ,মায়া-জাল পাতি,
কর্ব্বুর-কুলের গর্ব্ব, দুর্ম্মদ সংগ্রামে,
রাবণি ! রাঘবচন্দ্র দেব-কুল-প্রিয় ;
সমরিবে প্রাণপণে অমর, জননি,
তার জন্যে । যাব আমি আপনি ভূতলে
কালি, দ্রুত ইরম্মদে দগ্ধিব কর্ব্বুরে ।"
"উচিত এ কর্ম্ম তব, অদিতি-নন্দন
বজ্রি !" কহিলেন মায়া ;—"পাইনু পিরীতি
তব বাক্যে, সুরশ্রেষ্ঠ ! অনুমতি দেহ,
যাই আমি লঙ্কাধামে ।" এতেক কহিয়া,
চলি গেলা শক্তীশ্বরী আশীষি দোঁহারে ।—
দেবেন্দ্রের পদে নিদ্রা প্রণমিলা আসি ।
ইন্দ্রাণীর কর-পদ্ম ধরিয়া কৌতুকে,
প্রবেশিলা মহা-ইন্দ্র শয়ন-মন্দিরে—
সুখালয় ! চিত্রলেখা, উর্ব্বশী, মেনকা,
রম্ভা, নিজ গৃহে সবে পশিলা সত্বরে ।
খুলিলা নূপুর, কাঞ্চী, কঙ্কণ, কিঙ্কিণী
আর যত আভরণ ; খুলিলা কাঁচলি ;
শুইলা ফুল-শয়নে সৌর-কর-রাশি-
রূপিণী সুর-সুন্দরী । সুস্বনে বহিল
পরিমলময় বায়ু, কভু বা অলকে,
কভু উচ্চ কুচে, কভু ইন্দু-নিভাননে
করি কেলি, মত্ত যথা মধুকর, যবে
প্রফুল্লিত ফুলে অলি পায় বন-স্থলে !

স্বর্গের কনক-দ্বারে উত্তরিলা মায়া
মহাদেবী ; সুনিনাদে আপনি খুলিল
হৈম দ্বার । বাহিরিয়া বিশ্ব-বিমোহিনী,
স্বপন-দেবীরে স্মরি, কহিলা সুস্বরে ;—
"যাও তুমি লঙ্কাধাম, যথায় বিরাজে
শিবিরে সৌমিত্রি শূর । সুমিত্রার বেশে
বসি শিরোদেশে তার, কহিও, রঙ্গিণি,
এই কথা ; 'উঠ বৎস, পোহাইল রাতি ।
লঙ্কার উত্তর-দ্বারে বনরাজী মাঝে
শোভে সরঃ ; কূলে তার চণ্ডীর দেউল
স্বর্ণময় ; স্নান করি সেই সরোবরে,
তুলিয়া বিবিধ ফুল, পূজ ভক্তি-ভাবে
দানব-দমনী মায়ে । তাঁহার প্রসাদে,
বিনাশিবে অনায়াসে দুর্ম্মদ রাক্ষসে,
যশস্বি ! একাকী, বৎস, যাইও সে বনে ।'
অবিলম্বে, স্বপ্ন-দেবি, যাও লঙ্কাপুরে ;
দেখ, পোহাইছে রাতি বিলম্ব না সহে ।"
চলি গেলা স্বপ্ন-দেবী নীল-নভঃস্থল
উজলি, খসিয়া যেন পড়িল ভূতলে
তারা ! ত্বরা উরি যথা শিবির মাঝারে
বিরাজেন রামানুজ, সুমিত্রার বেশে
বসি শিরোদেশে তাঁর, কহিলা সুস্বরে
কুহকিনী ; "উঠ, বৎস, পোহাইল রাতি ।
লঙ্কার উত্তরদ্বারে বনরাজী মাঝে
শোভে সরঃ ; কূলে তার চণ্ডীর দেউল
স্বর্ণময় ; স্নান করি সেই সরোবরে,
তুলিয়া বিবিধ ফুল, পূজ ভক্তি-ভাবে
দানব-দমনী মায়ে । তাঁহার প্রসাদে
বিনাশিবে অনায়াসে দুর্ম্মদ রাক্ষসে,
যশস্বি ! একাকী, বৎস, যাইও সে বনে ।"
চমকি উঠিয়া বলী চাহিলা চৌদিকে ;
হায় রে নয়ন-জলে ভিজিল অমনি
বক্ষঃস্থল ! "হে জননি," কহিলা বিষাদে
বীরেন্দ্র, "দাসের প্রতি কেন বাম এত
তুমি ? দেহ দেখা পুনঃ পূজি পা দুখানি,
পুরাই মনের সাধ লয়ে পদ-ধূলি,
মা আমার ! যবে আমি বিদায় হইনু,
কত যে কাঁদিলে তুমি, স্মরিলে বিদরে

২ । আনায়—জাল । ২৭ । দেবেন্দ্রের পদে ইত্যাদি—নিদ্রাদেবী আসিয়া ইন্দ্রের পদতলে প্রণত হইলেন, অর্থাৎ ইন্দ্রের ঘুম পাইতে লাগিল ।

৩ । বিশ্ব-বিমোহিনী—মায়াদেবী । ১৫ । যশস্বি—মেঘনাদকে বধ করিলে যশঃ হইবে, যশস্বি ! সম্বোধনে ভাবী যশের প্রতি ইঙ্গিত [illegible]

য়! আর কি, দেবি, এ বৃথা জনমে
রিব চরণ-যুগ ?" মুছি অশ্রু-ধারা,
লিলা বীর-কুঞ্জর কুঞ্জর-গমনে,
থা বিরাজেন প্রভু রঘু-কুল-রাজা।
কহিলা অনুজ, নমি অগ্রজের পদে ;—
দেখিনু অদ্ভুত স্বপ্ন, রঘু-কুল-পতি।
শিরোদেশে বসি মোর সুমিত্রা জননী
কহিলেন ; 'উঠ, বৎস, পোহাইল রাতি।
লঙ্কার উত্তর দ্বারে বনরাজী মাঝে
শোভে সরঃ ; কূলে তার চণ্ডীর দেউল,
র্ণময় ; স্নান করি সেই সরোবরে,
তুলিয়া বিবিধ ফুল, পূজ ভক্তি-ভাবে
দানব-দমনী মায়ে। তাঁহার প্রসাদে
বিনাশিবে অনায়াসে দুর্ম্মদ রাক্ষসে,
শস্বি! একাকী, বৎস, যাইও সে বনে।'
তেক কহিয়া মাতা অদৃশ্য হইলা।
াদিয়া ডাকিনু আমি, কিন্তু না পাইনু
ত্তর। কি আজ্ঞা তব, কহ, রঘুমণি?"
জিজ্ঞাসিলা বিভীষণে বৈদেহী-বিলাসী ;—
কি কহ, হে মিত্রবর, তুমি ? রক্ষঃপুরে
াঘব-রক্ষণ তুমি বিদিত জগতে।"
উত্তরিলা রক্ষঃ-শ্রেষ্ঠ ; "আছে সে কাননে
ণ্ডীর দেউল, দেব ; সরোবর-কূলে।
াপনি রাক্ষস-নাথ পূজেন সতীরে
া উদ্যানে ; আর কেহ নাহি যায় কভু
য়ে, ভয়ঙ্কর স্থল! শুনেছি দুয়ারে
াপনি ভ্রমেন শম্ভু—ভীম-শূল-পাণি।
। পূজে মায়েরে সেথা জয়ী সে জগতে।
ার কি কহিব আমি ? সাহসে যদ্যপি
বেশ করিতে বনে পারেন সৌমিত্রি,
ফল, হে মহারথি, মনোরথ তব।"
"রাঘবের আজ্ঞাবর্ত্তী, রক্ষঃকুলোত্তম,
দাস" ; কহিলা বলী লক্ষ্মণ, "যদ্যপি
ই আজ্ঞা, অনায়াসে পশিব কাননে!
রোধিবে গতি মোর ?" সুমধুর স্বরে
হিলা রাঘবেশ্বর, "কত যে সয়েছ
ার হেতু তুমি, বৎস, সে কথা স্মরিলে
চাহে পরাণ মোর আর আশ্বাসিতে
তোমায়! কিন্তু কি করি ? কেমনে লঙ্ঘিব
দৈবের নির্ব্বন্ধ, ভাই ? যাও সাবধানে,—
ধর্ম্ম-বলে মহাবলী! আয়সী-সদৃশ
দেবকুল-আনুকূল্য রক্ষুক তোমারে!"
প্রণমি রাঘব-পদে, বন্দি বিভীষণে
সৌমিত্রি, কৃপাণ করে, যাত্রা করি বলী
নির্ভয়ে উত্তর দ্বারে চলিলা সত্বরে।
জাগিছে সুগ্রীব মিত্র বীতিহোত্র-রূপী
বীর-বল-দলে তথা। শুনি পদধ্বনি,
গম্ভীরে কহিলা শূর ;—"কে তুমি ? কি হেতু
ঘোর নিশাকালে হেথা ? কহ শীঘ্র করি,
বাঁচিতে বাসনা যদি! নতুবা মারিব
শিলাঘাতে চূর্ণি শিরঃ!" উত্তরিলা হাসি
রামানুজ ; "রক্ষোবংশে ধ্বংস, বীরমণি!
রাঘবের দাস আমি।" আশু অগ্রসরি
সুগ্রীব বন্দিলা সখা বীরেন্দ্র লক্ষ্মণে।
মধুর সম্ভাষে তুষি কিষ্কিন্ধ্যা-পতিরে,
চলিলা উত্তর মুখে ঊর্ম্মিলা-বিলাসী।
কত ক্ষণে উতরিয়া উদ্যান-দুয়ারে
ভীম-বাহু, সবিস্ময়ে দেখিলা অদূরে
ভীষণ-দর্শন-মূর্ত্তি! দীপিছে ললাটে
শশিকলা, মহোরগ-ললাটে যেমতি
মণি! জটাজুট শিরে, তাহার মাঝারে
জাহ্নবীর ফেন-লেখা, শারদ-নিশাতে
কৌমুদীর রজোরেখা মেঘমুখে যেন!
বিভূতি-ভূষিত অঙ্গ ; শাল-বৃক্ষ-সম
ত্রিশূল দক্ষিণ করে। চিনিলা সৌমিত্রি
ভূতনাথে। নিষ্কোষিয়া তেজস্কর অসি,
কহিলা বীর-কেশরী ; "দশরথ রথী,
রঘুজ-অজ-অঙ্গজ, বিখ্যাত ভুবনে,
তাঁহার তনয় দাস নমে তব পদে,
চন্দ্রচূড়! ছাড় পথ ; পূজিব চণ্ডীরে
প্রবেশি কাননে ; নহে দেহ রণ দাসে!"

২। মুছি অশ্রু-ধারা—চক্ষুজল মোচন করিয়া।
৩। কুঞ্জর-গমনে—ধীরপদে।

৩। আয়সী—লৌহময় কবচ। ৮। বীতিহোত্র—অগ্নি। ২৩। তাহার মাঝারে ইত্যাদি—যেমন শারদ নিশাকালে চন্দ্রিমার রজোরেখা অর্থাৎ জ্যোৎস্নার রৌপ্যের ন্যায় শুভ্র আলোকরেখা মেঘমালায় শোভমান হয়, সেইরূপ গঙ্গার জল মহাদেবের শিরোদেশে শোভমান হইতেছে।
৩০। রঘুজ-অজ-অঙ্গজ ইত্যাদি—রঘুর পুত্র অজ

সতত অধর্ম্ম কর্ম্মে রত লঙ্কাপতি ;
তবে যদি ইচ্ছ রণ, তার পক্ষ হয়ে,
বিরূপাক্ষ, দেহ রণ বিলম্ব না সহে !
ধর্ম্মে সাক্ষী মানি আমি আহ্বানি তোমারে ;—
সত্য যদি ধর্ম্ম, তবে অবশ্য জিনিব।"
যথা শুনি বজ্র-নাদ, উত্তরে হুঙ্কারি
গিরিরাজ, বৃষধ্বজ কহিলা গম্ভীরে।—
"বাখানি সাহস তোর, শূর-চূড়া-মণি
লক্ষ্মণ! কেমনে আমি যুঝি তোর সাথে ?
প্রসন্ন প্রসন্নময়ী আজি তোর প্রতি,
ভাগ্যধর! ছাড়ি দিলা দুয়ার দুয়ারী
কপর্দ্দী ; কানন মাঝে পশিলা সৌমিত্রি।
ঘোর সিংহনাদ বীর শুনিলা চমকি।
কাঁপিল নিবিড় বন মড় মড় রবে
চৌদিকে! আইল ধাই রক্ত-বর্ণ-আঁখি
হর্য্যক্ষ, আস্ফালি পুচ্ছ, দন্ত কড়মড়ি।
জয় রাম নাদে রথী উলঙ্গিলা অসি।
পলাইল মায়া-সিংহ, হুতাশন-তেজে
তমঃ যথা। ধীরে ধীরে চলিলা নির্ভয়ে
ধীমান্। সহসা মেঘ আবরিল চাঁদে
নির্ঘোষে! বহিল বায়ু হুহুঙ্কার স্বনে।
চকমকি ক্ষণপ্রভা শোভিল আকাশে,
দ্বিগুণ আঁধারি দেশ ক্ষণ-প্রভা-দানে!
কড় কড় কড়ে বজ্র পড়িল ভূতলে,
মুহুর্ম্মুহুঃ! বাহু-বলে উপাড়িলা তরু
প্রভঞ্জন! দাবানল পশিল কাননে!
কাঁপিল কনক-লঙ্কা, গর্জ্জিল জলধি
দূরে, লক্ষ লক্ষ শঙ্খ রণক্ষেত্রে যথা
কোদণ্ড-টঙ্কার সহ মিশিয়া ঘর্ঘরে।
অটল অচল যথা দাঁড়াইলা বলী
সে রৌরবে! আচম্বিতে নিবিল দাবাগ্নি!
থামিল তুমুল ঝড় ; দেখা দিলা পুনঃ
তারাকান্ত ; তারাদল শোভিল গগনে।
কুসুম-কুন্তলা মহী হাসিলা কৌতুকে।
ছুটিল সৌরভ ; মন্দ সমীর স্বনিলা।
সবিস্ময়ে ধীরে ধীরে চলিলা সুমতি।
সহসা পূরিল বন মধুর নিক্বণে!
বাজিল বাঁশরী, বীণা, মৃদঙ্গ, মন্দিরা,
সপ্তস্বরা ; উথলিল সে রবের সহ
স্ত্রী-কণ্ঠ-সম্ভব রব, চিত্ত বিমোহিয়া।
দেখিলা সম্মুখে বলী, কুসুম-কাননে,
বামাদল, তারাদল ভূপতিত যেন!
কেহ অবগাহে দেহ স্বচ্ছ সরোবরে,
কৌমুদী নিশীথে যথা! দুকূল, কাঁচলি
শোভে কূলে, অবয়ব বিমল সলিলে,
মানস-সরসে, মরি, স্বর্ণপদ্ম যথা!
কেহ তুলে পুষ্পরাশি, অলকারে কেহ
অলক, কাম-নিগড়! কেহ ধরে করে
দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত, মুকুতা-খচিত
কোলম্বক ; ঝকঝকে হৈম তার তাহে,
সঙ্গীত-রসের ধাম। কেহ বা নাচিছে
সুখময়ী ; কুচযুগ পীবর মাঝারে
দুলিছে রতন-মালা, চরণে বাজিছে
নূপুর, নিতম্ব-বিম্বে ক্বণিছে রশনা!
মরে নর কাল-ফণি-নশ্বর-দংশনে ;—
কিন্তু এ সবার পৃষ্ঠে দুলিছে যে ফণী
মণিময়, হেরি তারে কাম-বিষে জ্বলে
পরাণ! হেরিলে ফণী পলায় তরাসে,
যার দৃষ্টি-পথে পড়ে কৃতান্তের দূত ;
হায় রে, এ ফণী হেরি কে না চাহে এরে
বাঁধিতে গলায়, শিরে, উমাকান্ত যথা,
ভুজঙ্গ-ভূষণ শূলী ? গাইছে জাগিয়া
তরুশাখে মধুসখা ; খেলিছে অদূরে
জলযন্ত্র ; সমীরণ বহিছে কৌতুকে,
পরিমল-ধন লুটি কুসুম-আগারে!
অবিলম্বে বামাদল, ঘিরি অরিন্দমে,
গাইল ; "স্বাগত, ওহে রঘু-চূড়া-মণি!

৭। বৃষধ্বজ—মহাদেব।
৮। বাখানি—প্রশংসা করি।
১৬। হর্য্যক্ষ—সিংহ।
৩১। রৌরব—অগ্নিময় নরকবিশেষ, এ স্থলে দাবানল।

৩। স্ত্রী-কণ্ঠ-সম্ভব রব—স্ত্রীলোকের কণ্ঠ-জনিত মধুর ধ্বনি, অর্থাৎ মেয়েলি সুর। ১৩। কোলম্বক—বীণার অঙ্গবিশেষ। ১৭। ক্বণিছে—বাজিছে। রশনা—মেখলা, চন্দ্রহার। ১৮। কালরূপ ফণী দংশন না করিলে কখনই লোকের মৃত্যু হয় না। কিন্তু এ সকল দেব-বালাগণের পৃষ্ঠদেশে লম্বমান মণি-মণ্ডিত বেণীরূপ ফণী দর্শন করিবামাত্রেই কামবিষে লোকের প্রাণবিয়োগ হয়, অর্থাৎ ইহারা এতাদৃশ সুকেশিনী, যে ইহাদের রূপ দেখিলেই লোকে একেবারে বিমোহিত হইয়া পড়ে, আর যদি কেহ পথিমধ্যে কৃতান্তের দূত অর্থাৎ যমদূতস্বরূপ ফণীকে দর্শন করে, সে তৎক্ষণাৎ প্রাণভয়ে পলায়ন করে, কিন্তু

াছি নিশাচরী মোরা, ত্রিদিব-নিবাসী।
ন্দন-কাননে, শূর, সুবর্ণ-মন্দিরে
রি বাস; করি পান অমৃত উল্লাসে;
নন্ত বসন্ত জাগে যৌবন-উদ্যানে;
রজ কমল-যুগ প্রফুল্ল সতত;
। শুধায় সুধারস অধর-সরসে;
মরী আমরা, দেব! বরিনু তোমারে
ামা সবে; চল, নাথ, আমাদের সাথে।
ঠোর তপস্যা নর করে যুগে যুগে
ভিতে যে সুখ-ভোগ, দিব তা তোমারে,
ণমণি! রোগ, শোক-আদি কীট যত
াটে জীবনের ফুল এ ভব-মণ্ডলে,
পশে যে দেশে মোরা আনন্দে নিবাসি
রদিন!" করপুটে কহিলা সৌমিত্রি,
হ সুর সুন্দরী-বৃন্দ, ক্ষম এ দাসেরে!
গ্রজ আমার রথী বিখ্যাত জগতে
মচন্দ্র, ভার্য্যা তাঁর মৈথিলী; কাননে
কাকিনী পাই তাঁরে আনিয়াছে হরি
ঙ্কানাথ। উদ্ধারিব, ঘোর যুদ্ধে নাশি
ক্ষসে, জানকী সতী; এ প্রতিজ্ঞা মম
ফল হউক, বর দেহ, সুরাঙ্গনে!
় কুলে জন্ম মোর; মাতৃ হেন মানি
ামা সবে।" মহাবাহু এতেক কহিয়া
খিলা তুলিয়া আঁখি, বিজন সে বন!
লি গেছে বামাদল স্বপনে যেমতি,
ম্বা জলবিম্ব যথা সদা সদ্যোজীবী!—
বুঝে মায়ার মায়া এ মায়া-সংসারে?
রে ধীরে পুনঃ বলী চলিলা বিস্ময়ে।
কত ক্ষণে শূরবর হেরিলা অদূরে
রাবর, কূলে তার চণ্ডীর দেউল,
বর্ণ-সোপান শত মণ্ডিত রতনে।
খিলা দেউলে বলী দীপিছে প্রদীপ;
তলে ফুলরাশি; বাজিছে ঝাঁঝরী,
, ঘণ্টা; ঘটে বারি; ধূপ, ধূপদানে
ড়, আমোদিছে দেশ, মিশিয়া সুরভি
ুম-বাসের সহ। পশিয়া সলিলে

সুরেন্দ্র, করিলা স্নান; তুলিলা যতনে
নীলোৎপল; দশ দিশ পূরিল সৌরভে।
প্রবেশি মন্দিরে তবে বীরেন্দ্র-কেশরী
সৌমিত্রি, পূজিলা বলী সিংহবাহিনীরে,
যথাবিধি। "হে বরদে" কহিলা সাষ্টাঙ্গে
প্রণমিয়া রামানুজ, "দেহ বর দাসে!
নাশি রক্ষঃ-শূরে, মাতঃ, এই ভিক্ষা মাগি।
মানব-মনের কথা, হে অন্তর্যামিনি,
তুমি যত জান হায়, মানব-রসনা
পারে কি কহিতে তত? যত সাধ মনে,
পূরাও সে সবে, সাধ্বি!" গরজিল দূরে
মেঘ; বজ্রনাদে লঙ্কা উঠিল কাঁপিয়া
সহসা! দুলিল, যেন ঘোর ভূকম্পনে,
কানন, দেউল, সরঃ—থর থর থরে!
সম্মুখে লক্ষ্মণ বলী দেখিলা কাঞ্চন-
সিংহাসনে মহামায়ে। তেজঃ রাশি রাশি
ধাঁধিল নয়ন ক্ষণ বিজলী-ঝলকে!
আঁধার দেউল বলী হেরিলা সভয়ে
চৌদিক! হাসিলা সতী; পলাইলা তমঃ
দ্রুতে; দিব্য চক্ষুঃ লাভ করিলা সুমতি!
মধুর স্বর-তরঙ্গ বহিল আকাশে।

কহিলেন মহামায়া; "সুপ্রসন্ন আজি,
রে সতী-সুমিত্রা-সুত, দেব দেবী যত
তোর প্রতি! দেব-অস্ত্র প্রেরিয়াছে তোরে
বাসব; আপনি আমি আসিয়াছি হেথা
সাধিতে এ কার্য্য তোর শিবের আদেশে।
ধরি দেব-অস্ত্র, বলি, বিভীষণে লয়ে,
যা চলি নগর-মাঝে, যথায় রাবণি,
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে, পূজে বৈশ্বানরে।
সহসা, শার্দ্দূলাক্রমে আক্রমি রাক্ষসে,
নাশ তারে! মোর বরে পশিবি দু জনে
অদৃশ্য; পিধানে যথা অসি, আবরিব
মায়াজালে আমি দোঁহে। নির্ভয় হৃদয়ে,
যা চলি, রে যশস্বি!" প্রণমি শূরমণি
মায়ার চরণ-তলে, চলিলা সত্বরে
যথায় রাঘব-শ্রেষ্ঠ। কুজনিল জাগি
পাখী-কুল ফুল-বনে, যন্ত্রিদল যথা
মহোৎসবে পূরে দেশ মঙ্গল-নিক্কণে!
বৃষ্টিলা কুসুম-রাশি শূরবর-শিরে
তরুরাজী; সমীরণ বহিলা সুস্বনে।
"শুভ ক্ষণে গর্ভে তোরে লক্ষ্মণ, ধরিল
সুমিত্রা জননী তোর!"—কহিলা আকাশে

অভূষিত শূলধারী উমাপতির ন্যায় কে না গলায় ধতে চেষ্টা করে। অর্থাৎ ইহাদের সৌন্দর্য্যগুণে গ্ধ হইয়া সকলেই ইহাদের সমাগমে অভিলাষুক হয়।

৫। উরজ কমল-যুগ—আমাদের বক্ষঃ-সরোবরের ল দুটি (পয়োধরযুগল)।

২৬। সদ্যোজীবী—ক্ষণকালস্থায়ী।

আকাশ-সম্ভবা বাণী,—"তোর কীর্ত্তি-গানে
পূরিবে ত্রিলোক আজি, কহিনু রে তোরে!
দেবের অসাধ্য কর্ম্ম সাধিলি, সৌমিত্রি,
তুই! দেবকুল-তুল্য অমর হইলি!"
নীরবিলা সরস্বতী; কূজনিল পাখী
সুমধুরতর স্বরে সে নিকুঞ্জ-বনে।
কুসুম-শয়নে যথা সুবর্ণ-মন্দিরে
বিরাজে বীরেন্দ্র বলী ইন্দ্রজিৎ, তথা
পশিল কূজন-ধ্বনি সে সুখ-সদনে।
জাগিলা বীর-কুঞ্জর কুঞ্জবন-গীতে।
প্রমীলার করপদ্ম করপদ্মে ধরি
রথীন্দ্র, মধুর স্বরে, হায় রে, যেমতি
নলিনীর কানে অলি কহে গুঞ্জরিয়া
প্রেমের রহস্য কথা, কহিলা (আদরে
চুম্বি নিমীলিত আঁখি) "ডাকিছে কূজনে,
হৈমবতী উষা তুমি, রূপসি, তোমারে
পাখী-কুল! মিল, প্রিয়ে, কমল-লোচন!
উঠ, চিরানন্দ মোর! সূর্য্যকান্তমণি-
সম এ পরাণ, কান্তা; তুমি রবিচ্ছবি;—
তেজোহীন আমি তুমি মুদিলে নয়ন।
ভাগ্য-বৃক্ষে ফলোত্তম তুমি হে জগতে
আমার! নয়ন-তারা! মহার্ঘ রতন!
উঠি দেখ শশিমুখি, কেমনে ফুটিছে,
চুরি করি কান্তি তব মঞ্জু কুঞ্জবনে
কুসুম!" চমকি রামা উঠিলা সত্বরে,—
গোপিনী কামিনী যথা বেণুর সুরবে!
আবরিলা অবয়ব সুচারুহাসিনী
সরমে। কহিল পুনঃ কুমার আদরে;—
"পোহাইল এতক্ষণে তিমির শর্ব্বরী;
তা না হলে ফুটিতে কি তুমি, কমলিনি,
জুড়াতে এ চক্ষুঃদ্বয়? চল, প্রিয়ে, এবে
বিদায় হইব নমি জননীর পদে!
পরে যথাবিধি পূজি দেব বৈশ্বানরে,
ভীষণ-অশনি সম শর-বরিষণে
রামের সংগ্রাম-সাধ মিটাব সংগ্রামে।"
সাজিলা রাবণ-বধূ, রাবণ-নন্দন,
অতুল জগতে দোঁহে; বামাকুলোত্তমা
প্রমীলা, পুরুষোত্তম মেঘনাদ বলী!
শয়ন-মন্দির হতে বাহিরিলা দোঁহে—
প্রভাতের তারা যথা অরুণের সাথে!
লজ্জায় মলিনমুখী পলাইলা দূরে
(শিশির অমৃতভোগ ছাড়ি ফুলদলে)
খদ্যোত; ধাইলা অলি পরিমল-আশে;
গাইল কোকিল ডালে মধু পঞ্চস্বরে;
বাজিল রাক্ষস-বাদ্য; নমিল রক্ষক;
জয় মেঘনাদ নাদ উঠিল গগনে।
রতন-শিবিকাসনে বসিলা হরষে
দম্পতি। বহিল যান যান-বাহ-দলে
মন্দোদরী মহিষীর সুবর্ণ-মন্দিরে।
মহাপ্রভাধর গৃহ; মরকত, হীরা,
দ্বিরদ-রদ-মণ্ডিত, অতুল জগতে;
নয়ন-মনোরঞ্জন যা কিছু সৃজিলা
বিধাতা, শোভে সে গৃহে! ভ্রমিছে দুয়ারে
প্রহরিণী, প্রহরণ কাল-দণ্ড-সম
করে; অশ্বারূঢ়া কেহ; কেহ বা ভূতলে।
তারাকারা দীপাবলী দীপিছে চৌদিকে।
বহিছে বাসন্তানিল, অমৃত-কুসুম-
কানন-সৌরভ-বহ। উথলিছে মৃদু
বীণা-ধ্বনি, মনোহর স্বপনে যেমতি!
প্রবেশিলা অরিন্দম, ইন্দু-নিভাননা
প্রমীলা সুন্দরীসহ, সে স্বর্ণ-মন্দিরে।
ত্রিজটা নামে রাক্ষসী আইল ধাইয়া।
কহিলা বীর-কেশরী; "শুন লো ত্রিজটে,
নিকুম্ভিলা-যজ্ঞ সাঙ্গ করি আমি আজি
যুঝিব রামের সঙ্গে পিতার আদেশে,
নাশিব রাক্ষস-রিপু; তেঁই ইচ্ছা করি
পূজিতে জননী-পদ। যাও বার্ত্তা লয়ে;
কহ, পুত্র পুত্রবধূ দাঁড়ায়ে দুয়ারে
তোমার, হে লঙ্কেশ্বরি!" সাষ্টাঙ্গে প্রণমি,
কহিলা শূরে ত্রিজটা, (বিকটা রাক্ষসী)
"শিবের মন্দিরে এবে রাণী মন্দোদরী,
যুবরাজ! তোমার মঙ্গল-হেতু তিনি
অনিদ্রায়, অনাহারে পূজেন উমেশে।
তব সম পুত্র, শূর, কার এ জগতে?
কার বা এ হেন মাতা?" এতেক কহিয়া
সৌদামিনী-গতি দূতী ধাইল সত্বরে।
গাইল গায়িকা-দল সুযন্ত্র-মিলনে;—
"হে কৃত্তিকে হৈমবতি, শক্তিধর তব
কার্ত্তিকেয় আসি দেখ তোমার দুয়ারে,
সঙ্গে সেনা সুলোচনা! দেখ আসি সুখে,
রোহিণী-গঞ্জিনী বধূ; পুত্র যাঁর রূপে
শশাঙ্ক কলঙ্কী মানে। ভাগ্যবতী তুমি!
ভুবন-বিজয়ী শূর ইন্দ্রজিৎ বলী—
ভুবন-মোহিনী সতী প্রমীলা সুন্দরী।"

৪২। শিশির অমৃতভোগ—শিশিররূপ অমৃতপান।

৩৮। সঙ্গে সেনা সুলোচনা—কার্ত্তিকেয়ের পত্নী।

াহিরিলা লঙ্কেশ্বরী শিবালয় হতে।
 দম্পতি পদে। হরষে দুজনে
 করি, শিরঃ চুম্বি, কাঁদিলা মহিষী।
রে, মায়ের প্রাণ, প্রেমাগার ভবে
 ফুলকুল যথা সৌরভ-আগার,
 মুকুতার ধাম, মণিময় খনি!
 শরদিন্দু পুত্র; বধূ শারদ-কৌমুদী
া-কিরীটিনী নিশিন্দৃশী আপনি
স-কুল-ঈশ্বরী। অশ্রু-বারি-ধারা
শির, কপোল পর্ণে পড়িয়া শোভিল।
 কহিলা বীরেন্দ্র; "দেবি, আশীষ দাসেরে।
ুম্ভিলা-যজ্ঞ সাঙ্গ করি যথাবিধি,
শিব সমরে আজি, নাশিব রাঘবে।
ও ভাই বীরবাহু; বধিয়াছে তারে
ামর। দেখিব মোরে নিবারে কি বলে?
হ পদ-ধূলি, মাতঃ। তোমার প্রসাদে
র্বিঘ্ন করিব আজি তীক্ষ্ণ শর-জালে
ঙ্কা! বাঁধি দিব আনি তাত বিভীষণে
াজদ্রোহী! খেদাইব সুগ্রীব, অঙ্গদে
াগর অতল জলে।" উত্তরিলা রাণী,
ুছিয়া নয়ন-জল রতন-আঁচলে;—
 "কেমনে বিদায় তোরে করি রে বাছনি!
 াধারি হৃদয়াকাশ, তুই পূর্ণ শশী
মামার। দুরন্ত রণে সীতাকান্ত বলী;
দুরন্ত লক্ষ্মণ শূর; কাল-সর্প-সম
য়া-শূন্য বিভীষণ! লোভ-মদে,
বন্ধু-বান্ধবে মূঢ় নাশে অনায়াসে,
ক্ষুধায় কাতর ব্যাঘ্র গ্রাসয়ে যেমতি
শিশু! কুক্ষণে, বাছা, নিকষা শাশুড়ী
ধরেছিলা গর্ভে দুষ্টে, কহিনু রে তোরে!
এ কনক-লঙ্কা মোর মজালে দুর্ম্মতি!"
 হাসিয়া মায়ের পদে উত্তরিলা রথী;—
"কেন, মা, ডরাও তুমি রাঘবে লক্ষ্মণে,
রক্ষোবৈরী? দুই বার পিতার আদেশে
তুমুল সংগ্রামে আমি বিমুখিনু দোঁহে
অগ্নিময় শর-জালে। ও পদ-প্রসাদে
চির-জয়ী দেব দৈত্য-নরের সমরে
এ দাস। জানেন তাত বিভীষণ, দেবি,
তব পুত্র-পরাক্রম; দম্ভোলি-নিক্ষেপী
সহস্রাক্ষ সহ যত দেব-কুল-রথী;
পাতালে নাগেন্দ্র, মর্ত্ত্যে নরেন্দ্র। কি হেতু
সভয় হইলা আজি, কহ, মা, আমারে?
কি ছার সে রাম তারে ডরাও আপনি?"

 মহাদরে শিরঃ চুম্বি কহিলা মহিষী;—
"মায়াবী মানব, বাছা, এ বৈদেহী-পতি,
নতুবা সহায় তার দেবকুল যত!
নাগ-পাশে যবে তুই বাঁধিলি দুজনে,
কে খুলিল সে বন্ধন? কে বা বাঁচাইল,
নিশারণে যবে তুই বধিলি রাঘবে
সসৈন্যে? এ সব আমি না পারি বুঝিতে!
শুনেছি মৈথিলী-নাথ আদেশিলে, জলে
ভাসে শিলা, নিবে অগ্নি; আসার বরষে!
মায়াবী মানব রাম! কেমনে, বাছনি,
বিদাইব তোরে আমি আবার যুঝিতে
তার সঙ্গে? হায়, বিধি, কেন না মরিল
কুলক্ষণা সূর্পণখা মায়ের উদরে।"
এতেক কহিয়া রাণী কাঁদিলা নীরবে।
 কহিলা বীর-কুঞ্জর; "পূর্ব্ব-কথা স্মরি,
এ বৃথা বিলাপ, মাতঃ, কর অকারণে!
নগর-তোরণে অরি; কি সুখ ভুঞ্জিব,
যত দিন নাহি তারে সংহারি সংগ্রামে!
আক্রমিলে হুতাশন কে ঘুমায় ঘরে?
বিখ্যাত রাক্ষস-কুল, দেব-দৈত্য-নর-
ত্রাস ত্রিভুবনে, দেবি! হেন কুলে কালি
দিব কি রাঘবে দিতে, আমি, মা, রাবণি
ইন্দ্রজিৎ? কি কহিবে, শুনিলে এ কথা,
মাতামহ দনুজেন্দ্র ময়? রথী যত
মাতুল? হাসিবে বিশ্ব! আদেশ দাসেরে,
যাইব সমরে, মাতঃ, নাশিব রাঘবে!
ওই শুন, কূজনিছে বিহঙ্গম বনে।
পোহাইল বিভাবরী। পূজি ইষ্টদেবে,
দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষস-দলে পশিব সমরে।
আপন মন্দিরে, দেবি, যাও ফিরি এবে।
ত্বরায় আসিয়া আমি পূজিব যতনে
ও পদ-রাজীব-যুগ, সমর-বিজয়ী!
পাইয়াছি পিতৃ-আজ্ঞা, দেহ আজ্ঞা তুমি।—
কে আঁটিবে দাসে, দেবি, তুমি আশীষিলে?"
 মুছিয়া নয়ন-জল রতন-আঁচলে,
উত্তরিলা লঙ্কেশ্বরী; "যাইবি রে যদি;—
রাক্ষস-কুল-রক্ষণ বিরূপাক্ষ তোরে
রক্ষুন এ কাল-রণে! এই ভিক্ষা করি
তাঁর পদযুগে আমি। কি আর কহিব?
নয়নের তারাহারা করি রে থুইলি
আমায় এ ঘরে তুই!" কাঁদিয়া মহিষী
কহিলা চাহিয়া তবে প্রমীলার পানে;
 "থাক, মা, আমার সঙ্গে তুমি; জুড়াইব,

ও বিধুবদন হেরি, এ পোড়া পরাণ!
বহুলে তারার করে উজ্জ্বল ধরণী।"
বন্দি জননীর পদ বিদায় হইলা
ভীমবাহু। কাঁদি রাণী, পুত্র-বধূ সহ,
প্রবেশিলা পুনঃ গৃহে। শিবিকা ত্যজিয়া,
পদ-ব্রজে যুবরাজ চলিলা কাননে—
ধীরে ধীরে রথীবর চলিলা একাকী,
কুসুম-বিবৃত্ত পথে, যজ্ঞ-শালা মুখে।
হুলা নূপুর-ধ্বনি ধ্বনিল পশ্চাতে।
চির-পরিচিত, মরি, প্রণয়ীর কাণে
প্রণয়িনী-পদ-শব্দ! হাসিলা বীরেন্দ্র,
সুখে বাহু-পাশে বাঁধি ইন্দীবরাননা
প্রমীলারে। "হায়, নাথ," কহিলা সুন্দরী,
"ভেবেছিনু, যজ্ঞগৃহে যাব তব সাথে;
সাজাইব বীর-সাজে তোমায়। কি করি?
বন্দী করি স্বমন্দিরে রাখিলা শাশুড়ী।
রহিতে নারিনু তবু পুনঃ নাহি হেরি
পদযুগ! শুনিয়াছি, শশিকলা না কি
রবি-তেজে সমুজ্জ্বলা; দাসীও তেমতি,
হে রাক্ষস-কুল-রবি! তোমার বিহনে,
আঁধার জগত, নাথ, কহিনু তোমারে।"
মুকুতামণ্ডিত বুকে নয়ন বর্ষিল
উজ্জ্বলতর মুকুতা! শতদল-দলে
কি ছার শিশির-বিন্দু ইহার তুলনে?
উত্তরিলা বীরোত্তম, "এখনি আসিব,
বিনাশি রাঘবে রণে, লঙ্কা-সুশোভিনি।
যাও তুমি ফিরি, প্রিয়ে, যথা লঙ্কেশ্বরী।
শশাঙ্কের অগ্রে, সতি, উদে লো রোহিণী!
সৃজিলা কি বিধি, সাধ্বী, ও কমল-আঁখি
কাঁদিতে? আলোকাগারে কেন লো উদিছে
পয়োবহ? অনুমতি দেহ, রূপবতি,—
ভ্রান্তিমদে মত্ত নিশি, তোমারে ভাবিয়া
উষা, পলাইছে, দেখ, সত্বর গমনে,—
দেহ অনুমতি, সতি, যাই যজ্ঞাগারে।"

যথা যবে কুসুমেষু, ইন্দ্রের আদেশে,
রতিরে ছাড়িয়া শূর, চলিলা কুক্ষণে
ভাঙিতে শিবের ধ্যান; হায় রে, তেমতি
চলিলা কন্দর্প-রূপী ইন্দ্রজিৎ বলী,
ছাড়িয়া রতি-প্রতিমা প্রমীলা সতীরে!
কুলগ্নে করিলা যাত্রা মদন; কুলগ্নে
করি যাত্রা গেলা চলি মেঘনাদ বলী—
রাক্ষস-কুল-ভরসা, অজেয় জগতে!
প্রাক্তনের গতি, হায়, কার সাধ্য রোধে?
বিলাপিলা যথা রতি প্রমীলা যুবতী।
কত ক্ষণে চক্ষুঃজল মুছি রক্ষোবধূ,
হেরিয়া পতিরে দূরে কহিলা সুস্বরে;
"জানি আমি, কেন তুই গহন কাননে
ভ্রমিস্ রে গজরাজ! দেখিয়া ও গতি,
কি লজ্জায় আর তুই মুখ দেখাইবি,
অভিমানি? সরু মাঝা তোর রে কে বলে
রাক্ষস-কুল-হর্য্যক্ষে হেরে যার আঁখি,
কেশরি? তুইও তেঁই সদা বনবাসী।
নাশিস্ বারণে তুই; এ বীর-কেশরী
ভীম-প্রহরণে রণে বিমুখে বাসবে,
দৈত্য-কুল-নিত্য-অরি, দেবকুল-পতি।"
এতেক কহিয়া সতী, কৃতাঞ্জলি পুটে,
আকাশের পানে চাহি আরাধিলা কাঁদি;
"প্রমীলা তোমার দাসী, নগেন্দ্র-নন্দিনী,
সাধে তোমা, কৃপা-দৃষ্টি কর লঙ্কাপানে,
কৃপাময়ি! রক্ষঃশ্রেষ্ঠে রাখ এ বিগ্রহে।
অভেদ্য কবচ-রূপে আবর শূরেরে!
যে ব্রততী সদা, সতি, তোমারি আশ্রিত,
জীবন তাহার জীবে ওই তরুরাজে!
দেখ, মা, কুঠার যেন না পর্শে উহারে!
আর কি কহিবে দাসী? অন্তর্য্যামী তুমি।
তোমা বিনা, জগদম্বে, কে আর রাখিবে?"
বহে যথা সমীরণ পরিমল-ধনে
রাজালয়ে, শব্দবহ আকাশ বহিলা
প্রমীলার আরাধনা কৈলাস-সদনে।
কাঁপিলা সভয়ে ইন্দ্র। তা দেখি, সহসা
বায়ু-বেগে বায়ুপতি দূরে উড়াইলা
তাহায়! মুছিয়া আঁখি, গেলা চলি সতী,
যমুনা-পুলিনে যথা, বিদায়ি মাধবে,
বিরহ-বিধুরা গোপী যায় শূন্য-মনে
শূন্যালয়ে, কাঁদি বামা পশিলা মন্দিরে।

২। বহুলে তারার করে ইত্যাদি—বহুলে অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষে নিশানাথের অভাবে তারাসমূহের কিরণেও বসুমতী উজ্জ্বল হয়েন। আমার হৃদয়াকাশের পূর্ণ-শশীস্বরূপ পুত্র ইন্দ্রজিতের অনুপস্থিতিকাল পর্য্যন্ত তুমি তাহার স্বরূপ হইয়া আমার হৃদয়কে উজ্জ্বল কর। ২৩। উজ্জ্বলতর মুকুতা—এ স্থলে অশ্রুবিন্দু। অর্থাৎ প্রমীলা সুন্দরী ক্রন্দন করিলেন। ৩০। আলোকাগারে—আলোক-গৃহে অর্থাৎ তোমার চক্ষুঃদ্বয়ে। ৩১। পয়োবহ—মেঘ।

১। কুসুমেষু—ফুলবাণ, অর্থাৎ কন্দর্প।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে উদ্যোগো নাম পঞ্চমঃ সর্গঃ।

ষষ্ঠ সর্গ

ত্যজি সে উত্তান, বলী সৌমিত্রি কেশরী
চলিলা, শিবিরে যথা বিরাজেন প্রভু
রঘু-রাজ ; অতি ক্রুতে চলিলা সুমতি,
হেরি মৃগরাজে বনে, ধায় ব্যাধ যথা
অস্ত্রালয়ে,—বাছি বাছি লইতে সত্বরে
তীক্ষ্ণতর প্রহরণ নশ্বর সংগ্রামে।
কত ক্ষণে মহাযশাঃ উত্তরিল যথা
রঘুরথী। পদযুগে নমি, নমস্কারি
মিত্রবর বিভীষণে, কহিলা সুমতি ;—
"কৃতকার্য্য আজি, দেব, তব আশীর্ব্বাদে
চিরদাস। স্মরি পদ, প্রবেশি কাননে,
পূজিনু চামুণ্ডে, প্রভু, সুবর্ণ দেউলে।
ছলিতে দাসেরে সতী কত যে পাতিলা
মায়াজাল, কেমনে তা নিবেদি চরণে,
মূঢ় আমি ? চন্দ্রচূড়ে দেখিনু দুয়ারে
রক্ষক ; ছাড়িলা পথ বিনা রণে তিনি
তব পুণ্যবলে, দেব ; মহোরগ যথা
যায় চলি হতবল মহৌষধগুণে !
পশিল কাননে দাস ; আইল গর্জ্জিয়া
সিংহ ; বিমুখিনু তাহে ; ভৈরব হুঙ্কারে
বহিল তুমুল ঝড় ; কালাগ্নি সদৃশ
দাবাগ্নি বেড়িল দেশ ; পুড়িল চৌদিকে
বনরাজী ; কত ক্ষণে নিবিলা আপনি
বায়ুসখা, বায়ুদেব গেলা চলি দূরে।
সুরবালাদলে এবে দেখিনু সম্মুখে
কুঞ্জবনবিহারিণী ; কৃতাঞ্জলি-পুটে,
পূজি, বর মাগি দেব, বিদাইনু সবে।
অদূরে শোভিল বনে দেউল, উজলি
সুদেশ। সরসে পশি, অবগাহি দেহ,
নীলোৎপলাঞ্জলি দিয়া পূজিনু মায়েরে
ভক্তিভাবে। আবির্ভাবি বর দিলা মায়া।
কহিলেন দয়াময়ী,—'সুপ্রসন্ন আজি,
রে সতীসুমিত্রাসুত, দেব দেবী যত
তোর প্রতি। দেব-অস্ত্র প্রেরিয়াছে তোরে
বাসব ; আপনি আমি আসিয়াছি হেথা
সাধিতে এ কার্য্য তোর, শিবের আদেশে।
ধরি দেব-অস্ত্র, বলি, বিভীষণে লয়ে,
যা চলি নগর মাঝে, যথায় রাবণি,
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে, পূজে বৈশ্বানরে।
সহসা, শার্দ্দূলাক্রমে আক্রমি রাক্ষসে,
নাশ্ তারে ! মোর বরে পশিবি দুজনে
অদৃশ্য ; পিধানে যথা অসি, আবরিব
মায়াজালে আমি দোঁহে। নির্ভয় হৃদয়ে,
যা চলি, রে যশস্বি !'—কি ইচ্ছা তব, কহ,
নৃমণি ? পোহায় রাতি ; বিলম্ব না সহে।
মারি রাবণিরে, দেব, দেহ আজ্ঞা দাসে !"
উত্তরিলা রঘুনাথ ;—"হায় রে, কেমনে—
যে কৃতান্তদূতে দূরে হেরি, ঊর্দ্ধশ্বাসে
ভয়াকুল জীবকুল ধায় বায়ুবেগে
প্রাণ লয়ে ; দেব নর ভস্ম যার বিষে ;—
কেমনে পাঠাই তোরে সে সর্পবিবরে,
প্রাণাধিক ? নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি।
বৃথা, হে জলধি, আমি বাঁধিনু তোমারে ;
অসংখ্য রাক্ষসগ্রাম বধিনু সংগ্রামে ;
আনিনু রাজেন্দ্রদলে এ কনক পুরে
সসৈন্যে ; শোণিতস্রোতঃ, হায়, অকারণে
বরিষার জলসম, আর্দ্রিল মহীরে।
রাজ্য, ধন, পিতা মাতা, স্ববন্ধুবান্ধবে—
হারাইনু ভাগ্যদোষে ; কেবল আছিল
অন্ধকার ঘরে দীপ মৈথিলী ; তাহারে
(হে বিধি, কি দোষে দাস দোষী তব পদে ?)
নিবাইল দুরদৃষ্ট। কে আর আছে রে
আমার সংসারে, ভাই, যার মুখ দেখি
রাখি এ পরাণ আমি ? থাকি এ সংসারে ?
চল ফিরি, পুনঃ মোরা যাই বনবাসে,
লক্ষ্মণ। কুক্ষণে, ভুলি আশার ছলনে,
এ রাক্ষসপুরে, ভাই আইনু আমরা।"
উত্তরিলা বীরদর্পে সৌমিত্রি কেশরী ;—
"কি কারণে, রঘুনাথ, সভয় আপনি

২। শিবির—তাঁবু। ৬। প্রহরণ—যদ্দারা প্রহার করা যায়, অর্থাৎ অস্ত্র। নশ্বর—নাশক, সংহারক। ১৫। চন্দ্রচূড়—যাঁহার চূড়ায় চন্দ্র আছে, অর্থাৎ মহাদেব। ১৭। মহোরগ—মহাসর্প।

৪। বৈশ্বানর—অগ্নি। ৭। পিধান—খাপ। অসি—তরবারি। ১৩। কৃতান্তদূত—যমদূতস্বরূপ রাবণি। ১৫। যার বিষে—রাবণের ক্রোধানল-বিষে। ১৬। সে সর্পবিবরে—রাবণিরূপ সর্পের গর্ত্তে, অর্থাৎ রাবণির নিকটে।
১৯। রাক্ষসগ্রাম—রাক্ষসসমূহ।

এত ? দৈববলে বলী যে জন, কাহারে
ডরে সে ত্রিভুবনে ? দেব-কুলপতি
সহস্রাক্ষ পক্ষ তব ; কৈলাস-নিবাসী
বিরূপাক্ষ, শৈলবালা ধর্ম্ম-সহায়িনী !
দেখ চেয়ে লঙ্কা পানে ; কাল মেঘ সম
দেবক্রোধ আবরিছে স্বর্ণময়ী আভা
চারি দিকে ! দেবহাস্য উজলিছে, দেখ,
এ তব শিবির, প্রভু ! আদেশ দাসেরে
ধরি দেব-অস্ত্র আমি পশি রক্ষোগৃহে ;
অবশ্য নাশিব রক্ষে ও পদপ্রসাদে।
বিজ্ঞতম তুমি, নাথ ! কেন অবহেল
দেব-আজ্ঞা ? ধর্ম্মপথে সদা গতি তব,
এ অধর্ম্ম কার্য্য, আর্য্য, কেন কর আজি ?
কে কোথা মঙ্গলঘট ভাঙে পদাঘাতে ?"
কহিলা মধুরভাষে বিভীষণ বলী
মিত্র ;—"যা কহিলা সত্য রাঘবেন্দ্র রথী।
দুরন্ত কৃতান্ত-দূত সম পরাক্রমে
রাবণি, বাসবত্রাস, অজেয় জগতে।
কিন্তু বৃথা ভয় আজি করি মোরা তারে।
স্বপনে দেখিনু আমি, রঘুকুলমণি,
রক্ষঃকু[illegible]-রাজলক্ষ্মী ; শিরোদেশে বসি,
উজলি শিবির, দেব, বিমল কিরণে,
কহিলা অধীনে সাধ্বী ;—'হায় ! মত্ত মদে
ভাই তোর, বিভীষণ ! এ পাপ-সংসারে
কি সাধে করি রে বাস, কলুষদ্বেষিণী
আমি ? কমলিনী কভু ফোটে কি সলিলে
পঙ্কিল ? জীমূতাবৃত গগনে কে কবে
হেরে তারা ? কিন্তু তোর পূর্ব্ব কর্ম্মফলে
সুপ্রসন্ন তোর প্রতি অমর : পাইবি
শূন্য রাজ-সিংহাসন ছত্রদণ্ড সহ,
তুই ! রক্ষঃকুলনাথ-পদে আমি তোরে
করি অভিষেক আজি বিধির বিধানে,
যশস্বি ! মারিবে কালি সৌমিত্রি কেশরী
ভ্রাতৃপুত্র মেঘনাদে ; সহায় হইবি
তুই তার। দেব-আজ্ঞা পালিস্ যতনে,
রে ভাবী কর্ব্বুররাজ !'—উঠিনু জাগিয়া ;—
স্বর্গীয় সৌরভে পূর্ণ শিবির দেখিনু ;
স্বর্গীয় বাদিত্রে, দূরে শুনিনু গগনে
মুহু ! শিবিরের দ্বারে হেরিনু বিস্ময়ে
মদনমোহনে মোহে যে রূপমাধুরী !
গ্রীবাদেশ আচ্ছাদিছে কাদম্বিনীরূপী
কবরী ; ভাতিছে কেশে রত্নরাশি ;—মরি !
কি ছার তাহার কাছে বিজলীর ছটা
মেঘমালে ! আচম্বিতে অদৃশ্য হইলা
জগদম্বা। বহুক্ষণ রহিনু চাহিয়া
সতৃষ্ণ নয়নে আমি কিন্তু না ফলিল
মনোরথ ; আর মাতা নাহি দিলা দেখা।
শুন দাশরথি রথি, এ সকল কথা
মন দিয়া। দেহ আজ্ঞা, সঙ্গে যাই আমি,
যথা যজ্ঞাগারে পূজে দেব বৈশ্বানরে
রাবণি। হে নরপাল, পাল সযতনে
দেবাদেশ। ইষ্টসিদ্ধি অবশ্য হইবে
তোমার রাঘব-শ্রেষ্ঠ কহিনু তোমারে।"
উত্তরিলা সীতানাথ সজল-নয়নে ;—
"স্মরিলে পূর্ব্বের কথা, রক্ষঃকুলোত্তম,
আকুল পরাণ কাঁদে। কেমনে ফেলিব
এ ভ্রাতৃ-রতনে আমি এ অতল জলে ?
হায়, সখে, মন্থরার কুমন্ত্রণায় যবে
চলিলা কৈকেয়ী মাতা, মম ভাগ্যদোষে
নির্দ্দয় ; ত্যজিনু যবে রাজ্যভোগ [illegible]
পিতৃসত্যরক্ষা হেতু ; স্বেচ্ছায় ত্যজিল
রাজ্যভোগ প্রিয়তম ভ্রাতৃ-প্রেম-বশে।
কাঁদিলা সুমিত্রা মাতা। উচ্চে অবরোধে
কাঁদিলা উর্ম্মিলা বধূ ; পৌরজন যত—

৩। সহস্রাক্ষ—সহস্রচক্ষুঃ অর্থাৎ ইন্দ্র। ৪। বিরূপাক্ষ—ত্রিলোচন, মহাদেব। শৈলবালা—গিরিবালা, দুর্গা। ১১। অবহেল—অবহেলা কর। ১৩। আর্য্য—মান্য। ১৪। মঙ্গলঘট—মঙ্গলার্থ কলসী অর্থাৎ পূর্ণ কলসী। ১৮। বাসবত্রাস—যাহাকে দেখিয়া ইন্দ্র ভীত হন। ২৫। কলুষদ্বেষিণী—পাপ দ্বেষকারিণী। ২৭। পঙ্কিল—পঙ্কযুক্ত অর্থাৎ ময়লা। জীমূতাবৃত—মেঘাচ্ছাদিত।

২। ভাবী কর্ব্বুররাজ—ভবিষ্যৎ রক্ষোরাজ, অর্থাৎ যিনি রাবণের নিধনান্তর রাক্ষস দিগের রাজা হইবেন। বিভীষণের রাজ্যলাভ ভবিষ্যদ্গর্ভে, এজন্য বিভীষণকে ভাবী কর্ব্বুররাজ বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। ৪। বাদিত্র—বাজনা। ৬। মোহে—মোহিত করে। ৭। গ্রীবাদেশ—গলদেশ, ঘাড়। ৭—৮। কাদম্বিনীরূপী কবরী—মেঘমালাস্বরূপ কেশপাশ। ১১। জগদম্বা—জগন্মাতা। ২২—২৩। কেমনে ফেলিব ইত্যাদি—ভ্রাতৃরতনে লক্ষ্মণরূপ ভ্রাতৃশ্রেষ্ঠে। এ অতল জলে—মেঘনাদের ক্রোধরূপ অগাধ জলে।
৩০। উর্ম্মিলা—লক্ষ্মণের পত্নী।

কত যে সাধিল সবে, কি আর কহিব ?
না মানিল অনুরোধ ; আমার পশ্চাতে
(ছায়া যথা) বনে ভাই পশিল হরষে,
জলাঞ্জলি দিয়া সুখে তরুণ যৌবনে।
কহিলা সুমিত্রা মাতা ;—'নয়নের মণি
আমার, হরিলি তুই, রাঘব। কে জানে,
কি কুহকবলে তুই ভুলালি বাছারে ?
সঁপিনু এ ধন তোরে। রাখিস্ যতনে
এ মোর রতনে তুই, এই ভিক্ষা মাগি।'
"নাহি কাজ, মিত্রবর, সীতায় উদ্ধারি।
ফিরি যাই বনবাসে। দুর্ব্বার সমরে,
দেব-দৈত্য নর-ত্রাস, রথীন্দ্র রাবণি।
সুগ্রীব বাহুবলেন্দ্র ; বিশারদ রণে
অঙ্গদ, সুযুবরাজ ; বায়ুপুত্র হনু,
ভীমপরাক্রম পিতা প্রভঞ্জন যথা ;
ধূম্রাক্ষ, সমর-ক্ষেত্রে ধূমকেতু সম
অগ্নিরাশি ; নল, নীল ; কেশরী—কেশরী
বিপক্ষের পক্ষে শূর ; আর যোধ যত,
দেবাকৃতি, দেববীর্য্য ; তুমি মহারথী ;—
এ সবার সহকারে নারি নিবারিতে
যে রক্ষে, কেমনে, কহ, লক্ষ্মণ একাকী
যুঝিবে তাহার সঙ্গে ? হায়, মায়াবিনী
আশা, তেঁই, কহি, সখে, এ রাক্ষস-পুরে,
অলঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘি আইনু আমরা।"
সহসা আকাশ-দেশে, আকাশ-সম্ভবা
সরস্বতী নিনাদিলা মধুর নিনাদে ;
"উচিত কি তব, কহ, হে বৈদেহীপতি,
সংশয়িতে দেববাক্য, দেবকুলপ্রিয়
তুমি ? দেবাদেশ, বলি, কেন অবহেল ?
দেখ চেয়ে শূন্য পানে।" দেখিলা বিস্ময়ে
রঘুরাজ, অহি সহ যুঝিছে অম্বরে
শিখী। কেকারব মিশি ফণীর স্বননে,
ভৈরব আরাবে দেশ পূরিছে চৌদিকে।
পক্ষচ্ছায়া আবরিছে, ঘনদল যেন,
গগন ; জ্বলিছে মাঝে, কালানল-তেজে,
হলাহল। ঘোর রণে রণিছে উভয়ে।
মুহুর্মুহুঃ ভয়ে মহী কাঁপিলা ; ঘোষিল
উথলিয়া জলদল। কতক্ষণ পরে,
গতপ্রাণ শিখীবর পড়িলা ভূতলে ;
গরজিলা অজাগর—বিজয়ী সংগ্রামে।
কহিলা রাবণানুজ ;—"স্বচক্ষে দেখিলা
অদ্ভুত ব্যাপার আজি ; নিরর্থ এ নহে,
কহিনু, বৈদেহীনাথ, বুঝ ভাবি মনে।
নহে ছায়াবাজী ইহা ; আশু যা ঘটিবে,
এ প্রপঞ্চরূপে দেব দেখালে তোমারে ;—
নির্বীরিবে লঙ্কা আজি সৌমিত্রি কেশরী।"
প্রবেশি শিবিরে তবে রঘুকুলমণি
সাজাইলা প্রিয়ানুজে দেব-অস্ত্রে। আহা,
শোভিলা সুন্দর বীর স্কন্দ তারকারি-
সদৃশ ! পরিলা বক্ষে কবচ সুমতি
তারাময় ; সারসনে ঝল ঝল ঝলে
ঝলিল ভাস্বর অসি মণ্ডিত রতনে।
রবির পরিধি সম দীপে পৃষ্ঠদেশে
ফলক ; দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত, কাঞ্চনে
জড়িত, তাহার সঙ্গে নিষঙ্গ দুলিল
শরপূর্ণ। বামহস্তে ধরিলা সাপটি
দেবধনুঃ ধনুর্দ্ধর ; ভাতিল মস্তকে
(সৌরকরে গড়া যেন) মুকুট,-উজলি
চৌদিক ; মুকুটোপরি লড়িল সঘনে
সুচূড়া, কেশরীপৃষ্ঠে লড়য়ে যেমতি
কেশর ! রাঘবানুজ সাজিলা হরষে,
তেজস্বী—মধ্যাহ্নে যথা দেব অংশুমালী।
শিবির হইতে বলী বাহিরিলা বেগে
ব্যগ্র, তুরঙ্গম যথা শৃঙ্গকুলনাদে,
সমরতরঙ্গ যবে উথলে নির্ঘোষে।

৪। তরুণ যৌবন—নবযৌবন। ১৫। প্রভঞ্জন—বায়ু। ২৮। সংশয়িতে—সংশয় অর্থাৎ সন্দেহ করিতে। ৩১। অহি—সর্প। অম্বর—আকাশ। ৩২। শিখী—ময়ূর। কেকারব—কেকাশব্দ, ময়ূরের ধ্বনির নাম কেকা। ৩১-৩২। ময়ূর ও সর্পে সংগ্রাম হইয়া পরিশেষে ময়ূর পরাজিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইল, এতদ্বর্ণনের মর্ম্ম এই, যে লক্ষ্মণ ও মেঘনাদে নাশ্য নাশক ভাব সম্বন্ধ হইলেও লক্ষ্মণের সহিত সংগ্রামে মেঘনাদের ময়ূরের দশা ঘটিবেক, অর্থাৎ লক্ষ্মণ রণে মেঘনাদের প্রাণ সংহার করিবেন।

১০। নিরর্থ—ব্যর্থ, নিষ্ফল।
১৩। প্রপঞ্চরূপে—বিস্তারিতরূপে।
১৪। নির্বীরিবে—নির্বীর করিবে।
১৭। স্কন্দ—কার্ত্তিকেয়। তারকারি—তারকনাশক। একজন অসুরের নাম তারক।
১৯। সারসন—কটিবন্ধ। ২০। ভাস্বর—দীপ্তিশালী। ২২। দ্বিরদ-রদ—হস্তিদন্ত। ফলক—ঢাল। ২৩। নিষঙ্গ—তূণ। ২৯। কেশর—সিংহের ঘাড়ের লোম। এই নিমিত্ত সিংহের একটি নাম কেশরী।

বাহিরিলা বীরবর ; বাহিরিলা সাথে
বীরবেশে বিভীষণ, বিভীষণ রণে।
বরষিলা পুষ্প দেব ; বাজিল আকাশে
মঙ্গলবাজনা ; শূন্যে নাচিল অপ্সরা,
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল পূরিল জয়রবে।
আকাশের পানে চাহি, কৃতাঞ্জলিপুটে,
আরাধিলা রঘুবর ; "তব পদাম্বুজে,
চায় গো আশ্রয় আজি রাঘব ভিখারী,
অম্বিকে। ভুল না, দেবি, এ তব কিঙ্করে।
ধর্ম্মরক্ষা হেতু, মাতঃ কত যে পাইনু
আয়াস, ও রাঙা পদে অবিদিত নহে।
ভুঞ্জাও ধর্ম্মের ফল, মৃত্যুঞ্জয়-প্রিয়ে,
অভাজনে ; রক্ষ, সতি, এ রক্ষঃসমরে,
প্রাণাধিক ভাই এই কিশোর লক্ষ্মণে।
দুর্দ্দান্ত দানবে দলি, নিস্তারিলা তুমি,
দেববলে, নিস্তারিণি। নিস্তার অধীনে,
মহিষমর্দ্দিনি, মর্দ্দি দুর্ম্মদ রাক্ষসে।"
এইরূপে রক্ষোরিপু স্তুতিলা সতীরে।
যথা সমীরণ বহে পরিমল-ধনে
রাজালয়ে, শব্দবহ আকাশ বহিলা
রাঘবের আরাধনা কৈলাস সদনে।
হাসিলা দিবিন্দ দিবে ; পবন অমনি
চালাইলা আশুতরে সে শব্দবাহকে।
শুনি সে সু-আরাধনা, নগেন্দ্রনন্দিনী,
আনন্দে, তথাস্তু, বলি আশীষিলা মাতা।
হাসি দেখা দিলা ঊষা উদয়-অচলে,
আশা যথা, আহা মরি, আঁধার হৃদয়ে,
দুঃখতমোবিনাশিনী। কুজনিল পাখী
নিকুঞ্জে, গুঞ্জরি অলি, ধাইল চৌদিকে
মধুজীবী ; মৃদুগতি চলিলা শর্ব্বরী,
তারাদলে লয়ে সঙ্গে ; ঊষা'র ললাটে
শোভিল একটি তারা, শত-তারা-তেজে।
ফুটিল কুন্তলে ফুল, নব তারাবলী।
লক্ষ্য করি রক্ষোবরে রাঘব কহিলা ;
"সাবধানে যাও, মিত্র। অমূল রতনে
রামের, ভিখারী রাম অর্পিছে তোমারে,
রথীবর। নাহি কাজ বৃথা বাক্যব্যয়ে—
জীবন, মরণ মম আজি তব হাতে।"
আশ্বাসিলা মহেষ্বাসে বিভীষণ বলী।
"দেবকুলপ্রিয় তুমি, রঘুকুলমণি ;
কাহারে ডরাও, প্রভু? অবশ্য নাশিবে
সমরে সৌমিত্রি শূর মেঘনাদ শূরে।"
বন্দি রাঘবেন্দ্রপদ, চলিলা সৌমিত্রি
সহ মিত্র বিভীষণ। ঘন ঘনাবলী
বেড়িল দোঁহারে, যথা বেড়ে হিমানীতে
কুজ্ঝটিকা গিরিশৃঙ্গে, পোহাইলে রাতি।
চলিলা অদৃশ্যভাবে লঙ্কামুখে দোঁহে।
যথায় কমলাসনে বসেন কমলা—
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী—রক্ষোবধূ-বেশে,
প্রবেশিলা মায়াদেবী সে স্বর্ণ-দেউলে।
হাসিয়া সুধিলা রমা, কেশববাসনা ;—
"কি কারণে, মহাদেবি, গতি এবে তব
এ পুরে? কহ, কি ইচ্ছা তোমার, রঙ্গিণি?"
উত্তরিলা মৃদু হাসি মায়া শক্তীশ্বরী ;—
"সম্বর, নীলাম্বুসুতে, তেজঃ তব আজি ;
পশিবে এ স্বর্ণপুরে দেবাকৃতি রথী
সৌমিত্রি ; নাশিবে শূর, শিবের আদেশে,
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে দম্ভী মেঘনাদে —
কালানল সম তেজঃ তব, তেজস্বিনি ;
কার সাধ্য বৈরিভাবে পশে এ নগরে?
সুপ্রসন্ন হও, দেবি, করি এ মিনতি,
রাঘবের প্রতি তুমি। তার, বরদানে,
ধর্ম্মপথ-গামী রামে, মাধবরমণি।"
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি কহিলা ইন্দিরা ;—
"কার সাধ্য, বিশ্বধ্যেয়া, অবহেলে তব
আজ্ঞা? কিন্তু প্রাণ মম কাঁদে গো স্মরিলে
এ সকল কথা। হায়, কত যে আদরে

২। বিভীষণ রণে—সংগ্রামে ভয়প্রদ। ৭। পদাম্বুজে চরণকমলে। ১২। ভুঞ্জাও—ভোগ করাও। মৃত্যুঞ্জয়-প্রিয়ে—শিবপ্রিয়ে। শিবের একটি নাম মৃত্যুঞ্জয়, অর্থাৎ যিনি মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন। ১৪। কিশোর—বালক। ১৭। মর্দ্দি—মর্দ্দন অর্থাৎ নাশ করিয়া। দুর্ম্মদ—যাহাকে অতি কষ্টে নাশ করা যায়। ১৯। পরিমল-ধন—সৌরভস্বরূপ ধন। ২০। শব্দবহ—যে শব্দকে বহন করে। ২৩। আশুতরে—অতি শীঘ্র। শব্দবাহক—আকাশ। ২৪। নগেন্দ্রনন্দিনী—গিরিরাজবালা। ৩০। মধুজীবী—যাহারা মধুপান করিয়া জীবন ধারণ করে।

৪। অমূল রতনে—লক্ষ্মণরূপ অমূল্য রত্নে।
৮। মহেষ্বাসে—মহাধনুর্দ্ধর।
১৪। হিমানীতে—হিমসংহতিকালে অর্থাৎ শীতকালে।
২৪। সম্বর—সম্বরণ কর। নীলাম্বু-সুতে—জলধিসুতে। ২৭। দম্ভী—অহঙ্কারী। ৩৪। বিশ্বধ্যেয়া—বিশ্বারাধ্যা।

যুঝে যোরে রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, রাণী মন্দোদরী,
কি আর কহিব তার ? কিন্তু নিজদোষে
মজে রক্ষঃকুলনিধি ! সম্বরিব, দেবি,
তেজঃ ;—প্রাক্তনের গতি কার সাধ্য রোধে ?
কহ সৌমিত্রিরে তুমি পশিতে নগরে
নির্ভয়ে। সন্তুষ্ট হয়ে বর দিনু আমি,
সংহারিবে এ সংগ্রামে সুমিত্রানন্দন
বলী—অরিন্দম মন্দোদরীর নন্দনে !”
চলিলা পশ্চিম দ্বারে কেশববাসনা—
সুরমা, প্রফুল্ল ফুল প্রত্যূষে যেমতি
শিশির-আসারে ধৌত ! চলিলা রঙ্গিণী
সঙ্গে মায়া। শুখাইল রক্তোত্তরুরাজি ;
ভাঙিল মঙ্গলঘট ; শুষিলা মেদিনী
বারি। রাঙা পায়ে আসি মিলিল সত্বরে
তেজোরাশি যথা পশে, নিশা অবসানে,
সুধাকর-কর-জাল রবি-কর-জালে !
শ্রীভ্রষ্টা হইল লঙ্কা ; হারাইলে, মরি ! •
কুন্তলশোভন মণি ফণিনী যেমনি !
গম্ভীর নির্ঘোষে দূরে ঘোষিলা সহসা
ঘনদল ; বৃষ্টিছলে গগন কাঁদিলা ;
কল্লোলিলা জলপতি ; কাঁপিলা বসুধা ;
আক্ষেপে রে রক্ষঃপুরি, তোর এ বিপদে,
জগতের অলঙ্কার তুই, স্বর্ণময়ি !
প্রাচীরে উঠিয়া দোঁহে হেরিলা অদূরে
দেবাকৃতি সৌমিত্রিরে কুজ্ঝটিকাবৃত
যেন দেব ত্বিষাম্পতি, কিম্বা বিভাবসু
ধূমপুঞ্জে। সাথে সাথে বিভীষণ রথী—
বায়ুসখা সহ বায়ু—দুর্ব্বার সমরে।
কে আজি রক্ষিবে, হায়, রাক্ষসভরসা
রাবণিরে ! ঘন বনে, হেরি দূরে যথা
মৃগবরে চলে ব্যাঘ্র গুল্ম-আবরণে,
সুযোগপ্রয়াসী ; কিম্বা নদীগর্ভে যথা
অবগাহকেরে দূরে নিরখিয়া বেগে
যমচক্ররূপী নক্র ধায় তার পানে
অদৃশ্যে, লক্ষ্মণ শূর, বধিতে রাক্ষসে,
সহ মিত্র বিভীষণ, চলিলা সত্বরে।
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি বিদায়ি মায়ারে,
স্বমন্দিরে গেলা চলি ইন্দিরা সুন্দরী।
কাঁদিলা মাধবপ্রিয়া ! উল্লাসে শুষিলা
অশ্রুবিন্দু বসুন্ধরা—শুষে শুক্তি যথা
যতনে, হে কাদম্বিনি, নয়নাম্বু তব,
অমূল্য মুকুতাফল ফলে যার গুণে
ভাতে যবে স্বাতী সতী গগনমণ্ডলে।
প্রবল মায়ার বলে পশিলা নগরে
বীরবর ! সৌমিত্রির পরশে খুলিল
দুয়ার অশনি-নাদে ; কিন্তু কার কানে
পশিল আরাব ? হায় ! রক্ষোরথী যত
মায়ার ছলনে অন্ধ, কেহ না দেখিলা।
দুরন্ত কৃতান্তদূতসম রিপুদ্বয়ে,
কুসুম-রাশিতে অহি পশিল কৌশলে !
সবিস্ময়ে রামানুজ দেখিলা চৌদিকে
চতুরঙ্গ বল দ্বারে ;—মাতঙ্গে নিষাদী,
তুরঙ্গমে সাদীবৃন্দ, মহারথী রথে,
ভূতলে শমনদূত পদাতিক যত—
ভীমাকৃতি ভীমবীর্য্য ; অজেয় সংগ্রামে।
কালানল-সম বিভা উঠিছে আকাশে !
হেরিলা সভয়ে বলী সর্ব্বভুকরূপী
বিরূপাক্ষ মহারক্ষঃ, প্রক্ষ্বেড়নধারী,
সুবর্ণ স্যন্দনারূঢ় ; তালবৃক্ষাকৃতি
দীর্ঘ তালজঙ্ঘা শূর—গদাধর যথা
মুর-অরি ; গজপৃষ্ঠে কালনেমি, বলে
রিপুকুলকাল বলী ; বিশারদ রণে,
রণপ্রিয়, বীরমদে প্রমত্ত সতত
প্রমত্ত ; চিক্ষুর রক্ষঃ যক্ষপতি-সম ;—
আর আর মহাবলী দেবদৈত্যনর-
চিরত্রাস ! ধীরে ধীরে, চলিলা দুজনে ;
নীরবে উত্তর পার্শ্বে হেরিলা সৌমিত্রি
শত শত হেম-হর্ম্ম্য, দেউল, বিপণি,

৪। প্রাক্তন—অদৃষ্ট, কপাল।

৮। অরিন্দম—শত্রুদমনকারী। ১১। আসার—বারিধারা। ২৬। ত্বিষাম্পতি—তেজস্পতি, সূর্য্য। বিভাবসু—অগ্নি। ২৮। বায়ুসখা—অগ্নি। ২৯। রাক্ষসভরসা—রাক্ষসকুলের আশাস্বরূপ। ৩১। গুল্ম-আবরণে—লতারূপ আবরণের মধ্য দিয়া। ৩২। সুযোগপ্রয়াসী—যে সুযোগে চেষ্টা করে। ৩৩। অবগাহক—যে ব্যক্তি নদী পুষ্করিণী প্রভৃতিতে নামিয়া স্নান করে।

১। যমচক্ররূপী—যমের চক্রস্বরূপ ভয়ানক। নক্র—কুম্ভীর। ১৩। অশনি-নাদে—বজ্রধ্বনিতে। ১৯। নিষাদী—হস্ত্যারোহী, মাহুত।

২০। সাদী—অশ্বারূঢ়। ১৪। সর্ব্বভুকরূপী—অগ্নি-সম তেজস্বী। ২৫। বিরূপাক্ষ—একজন রাক্ষসের নাম। প্রক্ষ্বেড়ন—অস্ত্রবিশেষ। ২৬। স্যন্দন—রথ। ২৯। রিপুকুলকাল—রিপুকুলের কাল অর্থাৎ যমস্বরূপ।

উদ্যান, সরসী, উৎস ; অশ্ব অশ্বালয়ে,
গজালয়ে গজবৃন্দ ; স্যন্দন অগণ্য
অগ্নিবর্ণ ; অস্ত্রশালা, চারু নাট্যশালা,
মণ্ডিত রতনে, মরি ! যথা সুরপুরে !—
লঙ্কার বিভব যত কে পারে বর্ণিতে—
দেবলোভ, দৈত্যকুল-মাৎসর্য্য ? কে পারে
গণিতে সাগরে রত্ন, নক্ষত্র আকাশে ?
নগর মাঝারে শূর হেরিলা কৌতুকে
রক্ষোরাজরাজগৃহ। ভাতে সারি সারি,
কাঞ্চনহীরকস্তম্ভ ; গগন পরশে
গৃহচূড়, হেমকূটশৃঙ্গাবলী যথা
বিভাময়ী। হস্তিদন্ত স্বর্ণকান্তি সহ
শোভিছে গবাক্ষে, দ্বারে, চক্ষুঃ বিনোদিয়া,
তুষাররাশিতে শোভে প্রভাতে যেমতি
সৌরকর। সবিস্ময়ে চাহি মহাযশাঃ
সৌমিত্রি, শূরেন্দ্র মিত্র বিভীষণ পানে,
কহিলা,—"অগ্রজ তব ধন্য রাজকুলে,
রক্ষোবর, মহিমার অর্ণব জগতে।
এ হেন বিভব, আহা, কার ভবতলে ?"
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি উত্তরিলা বলী
বিভীষণ,—"যা কহিলে সত্য শূরমণি !
এ হেন বিভব, হায়, কার ভবতলে ?
কিন্তু চিরস্থায়ী কিছু নহে এ সংসারে।
এক যায় আর আসে, জগতের রীতি,—
সাগরতরঙ্গ যথা। চল ত্বরা করি,
রথীবর সাধ কাজ বধি মেঘনাদে ;
অমরতা লভ, দেব, যশঃসুধা-পানে।"
সত্বরে চলিলা দোঁহে, মায়ার প্রসাদে
অদৃশ্য। রাক্ষসবধূ, মৃগাক্ষিগঞ্জিনী,
দেখিলা লক্ষ্মণ বলী সরোবরকূলে,
সুবর্ণ-কলসি কাঁখে, মধুর অধরে
সুহাসি! কমল ফুল ফোটে জলাশয়ে
প্রভাতে। কোথাও রথী বাহিরিছে বেগে
ভীমকায় ; পদাতিক, আয়সী-আবৃত,
ত্যজি ফুলশয্যা ; কেহ শৃঙ্গ নিনাদিছে
ভৈরবে নিবারি নিদ্রা ; সাজাইছে বাজী
বাজীপাল ; গর্জ্জি গজ সাপটে প্রমদে
মুদ্গর ; শোভিছে পট্ট আবরণ পিঠে,
ঝালরে মুকুতাপাঁতি ; তুলিছে যতনে
সারথি বিবিধ অস্ত্র স্বর্ণধ্বজ রথে।
বাজিছে মন্দিরবৃন্দে প্রভাতী বাজনা,
হায় রে, সুমনোহর, বঙ্গগৃহে যথা
দেবদোলোৎসব বাদ্য, দেবদল যবে,
আবির্ভাবি ভবতলে, পূজেন রমেশে!
অবচয়ি ফুলচয়, চলিছে মালিনী
কোথাও, আমোদি পথ ফুল-পরিমলে
উজলি চৌদিক রূপে, ফুলকুলসখী
উষা যথা! কোথাও বা দধি দুগ্ধ ভারে
লইয়া, ধাইছে ভারী;—ক্রমশঃ বাড়িছে
কল্লোল, জাগিছে পুরে পুরবাসী যত।
কেহ কহে,—"চল, ওহে উঠি গে প্রাচীরে।
না পাইব স্থান যদি না যাই সকালে
হেরিতে অদ্ভুত যুদ্ধ। জুড়াইব আঁখি
দেখি আজি যুবরাজে সমর-সাজনে,
আর বীরশ্রেষ্ঠ সবে।" কেহ উত্তরিছে
প্রগল্ভে,—"কি কাজ, কহ, প্রাচীর উপরে ?
মুহূর্ত্তে নাশিবে রামে অনুজ লক্ষ্মণে
যুবরাজ, তাঁর শরে কে স্থির জগতে ?
দহিবে বিপক্ষদলে, শুষ্ক তৃণে যথা
দহে বহ্নি, রিপুদমী! প্রচণ্ড আঘাতে
দণ্ডি তাত বিভীষণে, বাঁধিবে অধমে।
রাজপ্রসাদের হেতু অবশ্য আসিবে
রণজয়ী সভাতলে ; চল সভাতলে।"
কত যে শুনিলা বলী, কত যে দেখিলা,
কি আর কহিবে কবি ? হাসি মনে মনে,
দেবাকৃতি, দেববীর্য্য, দেব-অস্ত্রধারী
চলিলা যশস্বী, সঙ্গে বিভীষণ রথী;—
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগার শোভিল অদূরে।
কুশাসনে ইন্দ্রজিত পূজে ইষ্টদেবে
নিভৃতে ; কৌষিক বস্ত্র, কৌষিক উত্তরী,
চন্দনের ফোঁটা ভালে, ফুলমালা গলে।

১। উৎস—প্রস্রবণ, নির্ঝর।
৬। দেবলোভ—দেবতাদিগের লোভজনক অর্থাৎ যাহা দেখিয়া দেবতাদিগেরও লোভ জন্মে। মাৎসর্য্য—অন্যের সৌভাগ্যে দ্বেষ। এস্থলে অহঙ্কার মাত্র। ১৪। তুষার—হিম, বরফ। ১৫। সৌরকর—সূর্য্যকিরণ। ২৮। মৃগাক্ষিগঞ্জিনী—সুন্দরীকুল-গঞ্জনাকারিণী, অর্থাৎ যাহার সৌন্দর্য্যসন্দর্শনে সুন্দরীকুল লজ্জিত হয়। ৩৪। আয়সী—লৌহময় কবচ।

৩। বাজীপাল—অশ্বপালক অর্থাৎ সহিস। ৪। পট্ট-আবরণ—পটবস্ত্র নির্ম্মিত আচ্ছাদন, অর্থাৎ গদি। ১১। অবচয়ি—অবচয়ন করিয়া, তুলিয়া। ১৩। উজলি—উজ্জ্বল করিয়া। ২২। প্রগল্ভে—অহঙ্কারে।

পুড়ে ধূপদানে ধূপ ; জ্বলিছে চৌদিকে
পূত ঘৃতরসে দীপ ; পুষ্প রাশি রাশি,
গণ্ডারের শৃঙ্গে গড়া কোষা কোষী, ভরা
হে জাহ্নবি, তব জলে, কলুষনাশিনী
তুমি ! পাশে হেম-ঘণ্টা, উপহার নানা,
হেম-পাত্রে ; রুদ্ধ দ্বার ;—বসেছে একাকী
রথীন্দ্র, নিমগ্ন তপে চন্দ্রচূড় যেন—
যোগীন্দ্র—কৈলাস গিরি, তব উচ্চ চূড়ে !
যথা ক্ষুধাতুর ব্যাঘ্র পশে গোষ্ঠগৃহে
যমদূত, ভীমবাহু লক্ষ্মণ পশিলা
মায়াবলে দেবালয়ে। ঝনঝনিল অসি
পিধানে, ধ্বনিল বাজি তূণীর-ফলকে,
কাঁপিল মন্দির ঘন বীরপদভরে।
চমকি মুদিত আঁখি মেলিলা রাবণি।
দেখিলা সম্মুখে বলী দেবাকৃতি রথী—
তেজস্বী মধ্যাহ্নে যথা দেব অংশুমালী !
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি শূর, কৃতাঞ্জলিপুটে,
কহিলা, "হে বিভাবসু, শুভ ক্ষণে আজি
পূজিল তোমারে দাস, তেঁই, প্রভু, তুমি
পবিত্রিলা লঙ্কাপুরী ও পদ অর্পণে।
কিন্তু কি কারণে, কহ, তেজস্বি, আইলা
রক্ষঃকুলরিপু নর লক্ষ্মণের রূপে
প্রসাদিতে এ অধীনে ? এ কি লীলা তব,
প্রভাময় ?" পুনঃ বলী নমিলা ভূতলে।
উত্তরিলা বীরদর্পে রৌদ্র দাশরথি —
নহি বিভাবসু আমি, দেখ নিরখিয়া,
[illegible]বণি। লক্ষ্মণ নাম, জন্ম রঘুকুলে।
[illegible]হারিতে, বীরসিংহ, তোমায় সংগ্রামে
[illegible]াগমন হেথা মম ; দেহ রণ মোরে
[illegible]বিলম্বে।" যথা পথে সহসা হেরিলে
ঊর্দ্ধফণা ফণীশ্বরে, ত্রাসে হীনগতি
[illegible]থিক, চাহিলা বলী লক্ষ্মণের পানে।
ভয় হইল আজি ভয়শূন্য হিয়া !
চণ্ড উত্তাপে পিণ্ড, হায় রে, গলিল !
[illegible]াসিল মিহিরে রাহু, সহসা আঁধারি

২। পূত—মন্ত্রদ্বারা পবিত্র। ৪। কলুষ-[illegible]শিনী—পাপনাশিনী। ৫। উপহার—উপকরণ, [illegible]র সামগ্রী। ১২। বাজি—বাণ। ২৩। প্রসা-[illegible]তে—প্রসাদ অর্থাৎ অনুগ্রহ করিতে। ২৫। রৌদ্র—[illegible]নক। ৩১। ঊর্দ্ধফণা—উদ্যতফণা অর্থাৎ ফণা-[illegible]রী।

৩৪। পিণ্ড—লৌহপিণ্ড। ৩৫। মিহির—সূর্য্য।

তেজঃপুঞ্জ। অম্বুনাথে নিদাঘ শুষিল।
পশিল কৌশলে কলি নলের শরীরে।
বিস্ময়ে কহিলা শূর, "সত্য যদি তুমি
রামানুজ, কহ, রথি, কি ছলে পশিলা
রক্ষোরাজপুরে আজি ? রক্ষঃ শত শত,
যক্ষপতিত্রাস বলে, ভীম অস্ত্রপাণি,
রক্ষিছে নগর-দ্বার ; শৃঙ্গধরসম
এ পুর-প্রাচীর উচ্চ ; প্রাচীর উপরে
ভ্রমিছে অযুত যোধ চক্রাবলীরূপে ;—
কোন্ মায়াবলে, বলি, ভুলালে এ সবে ?
মানবকুলসম্ভব, দেবকুলোদ্ভবে
কে আছে রথী এ বিশ্বে, বিমুখয়ে রণে
একাকী এ রক্ষোবৃন্দে ? এ প্রপঞ্চে তবে
কেন বঞ্চাইছ দাসে, কহ তা দাসেরে,
সর্ব্বভুক্ ? কি কৌতুক এ তব, কৌতুকি ?
নহে নিরাকার দেব, সৌমিত্রি ; কেমনে
এ মন্দিরে পশিবে সে ? এখনও দেখ
রুদ্ধ দ্বার। বর, প্রভু, দেহ এ কিঙ্করে
নিঃশঙ্কা করিব লঙ্কা বধিয়া রাঘবে
আজি, খেদাইব দূরে কিষ্কিন্ধ্যা-অধিপে,
বাঁধি আনি রাজপদে দিব বিভীষণে
রাজদ্রোহী। ওই শুন, নাদিছে চৌদিকে
শৃঙ্গ শৃঙ্গনাদিগ্রাম ! বিলম্বিলে আমি,
ভগ্নোদ্যম রক্ষঃ-চমূ, বিদাও আমারে।"
উত্তরিলা দেবাকৃতি সৌমিত্রি কেশরী,—
"কৃতান্ত আমি রে তোর, দুরন্ত রাবণি !
মাটি কাটি দংশে সর্প আয়ুহীন জনে।
মদে মত্ত সদা তুই ; দেব-বলে বলী,
তবু অবহেলা, মূঢ়, করিস্ সতত
দেবকুলে। এত দিনে মজিলি দুর্ম্মতি ;
দেবাদেশে রণে আমি আহ্বানি রে তোরে !"
এতেক কহিয়া বলী উলঙ্গিলা অসি
ভৈরবে। ঝলসি আঁখি কালানল-তেজে,

১। অম্বুনাথ—জলপতি, সমুদ্র। নিদাঘ—গ্রীষ্মোত্তাপ। ১৪। বঞ্চাইছ—বঞ্চনা করিতেছ। ১৫। সর্ব্বভুক্—সর্ব্বসংহারক, অর্থাৎ অগ্নি। ২০। কিষ্কিন্ধ্যা-অধিপ—কিষ্কিন্ধ্যার রাজা, অর্থাৎ সুগ্রীব। ২২। রাজদ্রোহী—রাজ-অনিষ্টকারী। ২৩। শৃঙ্গনাদিগ্রাম—শৃঙ্গ-বাদকসমূহ। ২৪। ভগ্নোদ্যম—ভগ্নোৎসাহ, হতাশ। রক্ষঃ-চমূ—রাক্ষস সেনা। বিদাও—বিদায় কর।

৩২। উলঙ্গিলা—উলঙ্গ করিলা অর্থাৎ খাপ হইতে বাহির করিলা।

তাড়িল কৃপাণবর, শক্রকরে যথা
ইরম্মদময় বজ্র। কহিলা রাবণি,—
"সত্য যদি রামানুজ তুমি, ভীমবাহু
লক্ষ্মণ; সংগ্রাম-সাধ অবশ্য মিটাব
মহাহবে আমি তব, বিরত কি কভু
রণরঙ্গে ইন্দ্রজিৎ? আতিথেয় সেবা,
তিষ্ঠি, লহ, শূরশ্রেষ্ঠ, প্রথমে এ ধামে—
রক্ষোরিপু তুমি, তবু অতিথি হে এবে।
সাজি বীরসাজে আমি। নিরস্ত্র যে অরি,
নহে রথীকুলপ্রথা আঘাতিতে তারে।
এ বিধি, হে বীরবর, অবিদিত নহে,
ক্ষত্র তুমি, তব কাছে;—কি আর কহিব?"
জলদ-প্রতিম স্বনে কহিলা সৌমিত্রি,—
"আনায় মাঝারে বাঘে পাইলে কি কভু
ছাড়ে রে কিরাত তারে? বধিব এখনি,
অবোধ, তেমতি তোরে! জন্ম রক্ষঃকুলে
তোর, ক্ষত্রধর্ম্ম, পাপি, কি হেতু পালিব
তোর সঙ্গে? মারি অরি, পারি যে কৌশলে!"
কহিলা বাসবজেতা, (অভিমন্যু যথা
হেরি সপ্ত শূরে শূর তপ্তলৌহাকৃতি
রোষে!) "ক্ষত্রকুলগ্লানি, শত ধিক্ তোরে,
লক্ষ্মণ! নির্লজ্জ তুই। ক্ষত্রিয় সমাজে—
রোধিবে শ্রবণপথ ঘৃণায় শুনিলে
নাম তোর রথীবৃন্দ! তস্কর যেমতি,
পশিলি এ গৃহে তুই; তস্কর-সদৃশ
শাস্তিয়া নিরস্ত তোরে করিব এখনি!
পশে যদি কাকোদর গরুড়ের নীড়ে,
ফিরি কি সে যায় কভু আপন বিবরে,
পামর? কে তোরে হেথা আনিল দুর্ম্মতি?"
চক্ষের নিমিষে কোষা তুলি ভীমবাহু
নিক্ষেপিলা ঘোর নাদে লক্ষ্মণের শিরে।
পড়িলা ভূতলে বলী ভীম প্রহরণে,
পড়ে তরুরাজ যথা প্রভঞ্জনবলে
মড়মড়ে! দেব-অস্ত্র বাজিল ঝন্‌ঝনি,
কাঁপিল দেউল যেন ঘোর ভূকম্পনে!

বহিল রুধির-ধারা! ধরিলা সত্বরে
দেব-অসি ইন্দ্রজিৎ;—নারিল তুলিতে
তাহায়। কার্ম্মুক ধরি কর্ষিলা; কর্ষিলা
সৌমিত্রির হাতে ধনু! সাপটিলা কোপে
ফলক; বিফল বল সে কাজ সাধনে!
যথা শুণ্ডধর টানে শুণ্ডে জড়াইয়া
শৃঙ্গধরশৃঙ্গে বৃথা, টানিলা তূণীরে
শূরেন্দ্র! মায়ার মায়া কে বুঝে জগতে!
চাহিলা দুয়ার-পানে অভিমানে মানী।
সচকিতে বীরবর দেখিলা সম্মুখে
ভীমতম শূল হস্তে, ধূমকেতুসম
খুল্লতাত বিভীষণে—বিভীষণ রণে!
"এত ক্ষণে"—অরিন্দম কহিলা বিষাদে—
"জানিনু কেমনে আসি লক্ষ্মণ পশিল
রক্ষঃপুরে! হায়, তাত, উচিত কি তব
এ কাজ, নিকষা সতী তোমার জননী,
সহোদর রক্ষঃশ্রেষ্ঠ? শূলীশম্ভুনিভ
কুম্ভকর্ণ? ভ্রাতৃপুত্র বাসববিজয়ী?
নিজগৃহপথ, তাত, দেখাও তস্করে?
চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে?
কিন্তু নাহি গঞ্জি তোমা, গুরু জন তুমি
পিতৃতুল্য। ছাড় দ্বার, যাব অস্ত্রাগারে,
পাঠাইব রামানুজে শমন-ভবনে,
লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব আহবে।"
উত্তরিলা বিভীষণ; "বৃথা এ সাধনা,
ধীমান্! রাঘবদাস আমি; কি প্রকারে
তাঁহার বিপক্ষ কাজ করিব, রাখিতে
অনুরোধ?" উত্তরিলা কাতরে রাবণি;—
"হে পিতৃব্য, তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে!
রাঘবের দাস তুমি? কেমনে ও মুখে
আনিলে এ কথা, তাত, কহ তা দাসেরে!
স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে;
পড়ি কি ভূতলে শশী যান গড়াগড়ি

১। কৃপাণবর—তরবারিশ্রেষ্ঠ। শক্রকরে—ইন্দ্রহস্তে। ৫। মহাহবে—মহাযুদ্ধে। ১৩। জলদপ্রতিম স্বনে—মেঘগর্জ্জনসদৃশ স্বরে। ১৪। আনায়—জাল। ২০। সপ্ত শূরে—সাতজন বীরে। ২৩। রোধিবে—রোধ করিবে, অর্থাৎ ঢাকিবে।

২৬। শাস্তিয়া—শাস্তি দিয়া। ২৭। কাকোদর—সর্প। ৩২। ভীম প্রহরণে—ভীম আঘাতে।

৩। কার্ম্মুক—ধনুঃ। ৫। ফলক—ঢাল। ৬। শুণ্ডধর—হস্তী। ১২। খুল্লতাত—কনিষ্ঠ তাত, অর্থাৎ খুড়া। ১৭। শূলীশম্ভুনিভ—শূলাস্ত্রধারী মহাদেব সদৃশ। ১৮। বাসববিজয়ী—ইন্দ্রজিৎ।

২১। গঞ্জি—গঞ্জনা করি অর্থাৎ তিরস্কার করি। ২৪। ভঞ্জিব—ঘুচাইব। আহবে—সংগ্রামে। ২৫। সাধনা—প্রার্থনা, ইচ্ছা। ২৯। ইচ্ছি—ইচ্ছা করি। ৩২। বিধু—চন্দ্র। বিধি—বিধাতা। স্থাণু—মহাদেব।

ধূলায়? হে রক্ষোরথি, ভুলিলে কেমনে
কে তুমি? জনম তব কোন্ মহাকুলে?
কে বা সে অধম রাম? স্বচ্ছ সরোবরে
করে কেলি রাজহংস পঙ্কজ-কাননে;
যায় কি সে কভু, প্রভু, পঙ্কিল সলিলে,
শৈবালদলের ধাম? মৃগেন্দ্র কেশরী,
কবে, হে বীরকেশরি, সম্ভাষে শৃগালে
মিত্রভাবে? অজ্ঞ দাস, বিজ্ঞতম তুমি,
অবিদিত নহে কিছু তোমার চরণে।
ক্ষুদ্রমতি নর, শূর, লক্ষ্মণ; নহিলে
অস্ত্রহীন যোধে কি সে সম্বোধে সংগ্রামে?
কহ, মহারথি, এ কি মহারথী প্রথা?
নাহি শিশু লঙ্কাপুরে, শুনি না হাসিবে
এ কথা। ছাড়হ পথ; আসিব ফিরিয়া
এখনি। দেখিব আজি, কোন্ দেববলে,
বিমুখে সমরে মোরে সৌমিত্রি কুমতি।
দেব-দৈত্য-নর-রণে, স্বচক্ষে দেখেছ,
রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, পরাক্রম দাসের! কি দেখি
ডরিবে এ দাস হেন দুর্ব্বল মানবে?
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রগল্‌ভে পশিল
দম্ভী; আজ্ঞা কর দাসে, শাস্তি নরাধমে।
তব জন্মপুরে, তাত, পদার্পণ করে
বনবাসী! হে বিধাতঃ, নন্দন-কাননে
ভ্রমে দুরাচার দৈত্য? প্রফুল্ল কমলে
কীটবাস? কহ তাত, সহিব কেমনে
হেন অপমান আমি,—ভ্রাতৃ-পুত্র তব?
তুমিও, হে রক্ষোমণি, সহিছ কেমনে?"

মহামন্ত্র-বলে যথা নম্রশিরঃ ফণী,
মলিনবদন লাজে, উত্তরিলা রথী
রাবণ-অনুজ, লক্ষি রাবণ-আত্মজে;
"নহি দোষী আমি, বৎস; বৃথা ভৎর্স মোরে
তুমি! নিজ কর্ম্ম-দোষে, হায়, মজাইলা
এ কনক-লঙ্কা রাজা, মজিলা আপনি!
বিরত সতত পাপে দেবকুল; এবে
পাপপূর্ণ লঙ্কাপুরী; প্রলয়ে যেমতি
বসুধা, ডুবিছে লঙ্কা এ কালসলিলে!
রাঘবের পদাশ্রয়ে রক্ষার্থে আশ্রয়ী
তেঁই আমি! পরদোষে কে চাহে মজিতে?"

রুষিলা বাসবত্রাস! গম্ভীরে যেমতি
নিশীথে অম্বরে মন্দ্রে জীমূতেন্দ্র কোপি,
কহিলা বীরেন্দ্র বলী,—"ধর্ম্মপথগামী
হে রাক্ষসরাজানুজ, বিখ্যাত জগতে
তুমি;—কোন্ ধর্ম্ম মতে, কহ দাসে, শুনি,
জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি,—এ সকলে দিলা
জলাঞ্জলি? শাস্ত্রে বলে, গুণবান্ যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পরঃ পরঃ সদা।
এ শিক্ষা, হে রক্ষোবর, কোথায় শিখিলে?
কিন্তু বৃথা গঞ্জি তোমা! হেন সহবাসে,
হে পিতৃব্য, বর্ব্বরতা কেন না শিখিবে?
গতি যার নীচ সহ, নীচ সে দুর্ম্মতি।"

হেথায় চেতন পাই মায়ার যতনে
সৌমিত্রি, হুঙ্কারে ধনুঃ টঙ্কারিলা বলী।
সন্ধানি বিন্ধিলা শূর খরতর শরে
অরিন্দম ইন্দ্রজিতে, তারকারি যথা
মহেষাস শরজালে বিঁধেন তারকে।
হায় রে, রুধির-ধারা (ভূধর-শরীরে
বহে বরিষার কালে জলস্রোতঃ যথা,)
বহিল, তিতিয়া বস্ত্র, তিতিয়া মেদিনী!
অধীর ব্যথায় রথী, সাপটি সত্বরে
শঙ্খ, ঘণ্টা, উপহারপাত্র ছিল যত
যজ্ঞাগারে, একে একে নিক্ষেপিলা কোপে;
যথা অভিমন্যু রথী, নিরস্ত্র সমরে
সপ্তরথী অস্ত্রবলে, কভু বা হানিলা
রথচূড়, রথচক্র; কভু ভগ্ন অসি,
ছিন্ন চর্ম্ম, ভিন্ন বর্ম্ম, যা পাইলা হাতে—
কিন্তু মায়াময়ী মায়া, বাহু-প্রসারণে,
ফেলাইলা দূরে সবে, জননী যেমতি
খেদান মশকবৃন্দে সুপ্ত সুতহতে
করপদ্ম-সঞ্চালনে! সরোষে রাবণি
ধাইলা লক্ষ্মণ পানে গর্জ্জি ভীম নাদে,
প্রহারকে হেরি যথা সম্মুখে কেশরী!
মায়ার মায়ায় বলী হেরিলা চৌদিকে
ভীষণ মহিষারূঢ় ভীম দণ্ডধরে;
শূল হস্তে শূলপাণি; শঙ্খ, চক্র, গদা

৭। সম্ভাষে—সম্ভাষণ করে। ৮। অজ্ঞ—নির্ব্বোধ। ২১। দম্ভী—অহঙ্কারী। শাস্তি—শাস্তি দিই। ৩০। রাবণ-আত্মজে—রাবণপুত্রে, মেঘনাদে। ৩১। ভৎর্স—ভৎর্সনা কর। ৩৭। আশ্রয়ী—যে আশ্রয় অর্থাৎ শরণ লয়।

২। নিশীথ—অর্দ্ধরাত্র। অম্বরে—আকাশে। মন্দ্রে—গভীর শব্দ করে। জীমূতেন্দ্র—মেঘরাজ। কোপি—কোপ করিয়া। ১১। সহবাস—সংসর্গ অর্থাৎ সঙ্গে থাকা।
১২। বর্ব্বরতা—মূর্খতা। ১৬। সন্ধানি—সন্ধান করিয়া।

চতুর্ভুজে চতুর্ভুজ ; হেরিলা সভয়ে
দেবকুলরথীবৃন্দে সুদিব্য বিমানে।
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি দাঁড়াইলা বলী
নিষ্ফল, হায় রে মরি, কলাধর যথা
রাহুগ্রাসে ; কিম্বা সিংহ আনায় মাঝারে।
ত্যজি ধনুঃ নিষ্কোষিলা অসি মহাতেজাঃ
রামানুজ ; ঝলসিলা ফলক-আলোকে
নয়ন। হায় রে, অন্ধ অরিন্দম বলী
ইন্দ্রজিৎ, খড়্গ ঘাতে পড়িলা ভূতলে
শোণিতার্দ্র। থরথরি কাঁপিলা বসুধা ;
গর্জ্জিলা উথলি সিন্ধু। ভৈরব আরবে
সহসা পূরিল বিশ্ব। ত্রিদিবে, পাতালে,
মর্ত্ত্যে, মরামর জীব প্রমাদ গণিলা
আতঙ্কে। যথায় বসি হৈম সিংহাসনে
সভায় কর্ব্বুরপতি, সহসা পড়িল
কনক-মুকুট খসি, রথচূড় যথা
রিপুরথী কাটি যবে পাড়ে রথতলে।
সশঙ্ক লঙ্কেশ শূর স্মরিলা শঙ্করে।
প্রমীলার বামেতর নয়ন নাচিল।
আত্মবিস্মৃতিতে হায়, অকস্মাৎ সতী
মুছিলা সিন্দুরবিন্দু সুন্দর ললাটে।
মূর্চ্ছিলা রাক্ষসেন্দ্রাণী মন্দোদরী দেবী
আচম্বিতে। মাতৃকোলে নিদ্রায় কাঁদিল
শিশুকুল আর্ত্তনাদে, কাঁদিল যেমতি
ব্রজে, ব্রজকুলশিশু, যবে শ্যামমণি,
আঁধারি সে ব্রজপুর, গেলা মধুপুরে।
অন্যায় সমরে পড়ি, অসুরারি-রিপু,
রাক্ষসকুল-ভরসা, পরুষ বচনে
কহিলা লক্ষ্মণ শূরে,—"বীরকুলগ্লানি,
সুমিত্রানন্দন, তুই! শত ধিক্ তোরে!
রাবণনন্দন আমি, না ডরি শমনে!
কিন্তু তোর অস্ত্রাঘাতে মরিনু যে আজি,
পামর, এ চিরদুঃখ রহিল রে মনে।
দৈত্যকুলদল ইন্দ্রে দমিনু সংগ্রামে
মরিতে কি তোর হাতে? কি পাপে বিধাতা
দিলেন এ তাপ দাসে, বুঝিব কেমনে?
আর কি কহিব তোরে? এ বারতা যবে
পাইবেন রক্ষোনাথ, কে রক্ষিবে তোরে
নরাধম? জলধির অতল সলিলে
ডুবিস্ যদিও তুই, পশিবে সে দেশে
রাজরোষ—বাড়বাগ্নিরাশিসম তেজে।
দাবাগ্নিসদৃশ তোরে দগ্ধিবে কাননে
সে রোষ, কাননে যদি পশিস্, কুমতি!
নারিবে রজনী, মূঢ়, আবরিতে তোরে।
দানব, মানব, দেব, কার সাধ্য হেন
ত্রাণিবে, সৌমিত্রি, তোরে, রাবণ রুষিলে?
কে বা এ কলঙ্ক তোর ভঞ্জিবে জগতে,
কলঙ্কি?" এতেক কহি, বিষাদে সুমতি
মাতৃপিতৃপাদপদ্ম স্মরিলা অন্তিমে।
অধীর হইল বীর ভাবি প্রমীলারে
চিরানন্দ। লোহ সহ মিশি অশ্রুধারা,
অনর্গল বহি, হায়, আর্দ্রিল মহীরে।
লঙ্কার পঙ্কজ-রবি গেলা অস্তাচলে।
নির্ব্বাণ পাবক যথা, কিম্বা ত্বিষাম্পতি
শান্তরশ্মি, মহাবল রহিলা ভূতলে।
কহিলা রাবণানুজ সজলনয়নে;—
"সুপট্ট-শয়নশায়ী তুমি, ভীমবাহু,
সদা, কি বিরাগে এবে পড়ি হে ভূতলে?
কি কহিবে রক্ষোরাজ হেরিলে তোমারে
এ শয্যায়? মন্দোদরী রক্ষঃকুলেন্দ্রাণী?
শরদিন্দুনিভাননা প্রমীলা সুন্দরী?
সুরবালা-গ্লানি রূপে দিতিসুতা যত
কিঙ্করী? নিকষা সতী—বৃদ্ধা পিতামহী?
কি কহিবে রক্ষঃকুল, চূড়ামণি তুমি
সে কুলের? উঠ, বৎস! খুল্লতাত আমি
ডাকি তোমা—বিভীষণ; কেন না শুনিছ,
প্রাণাধিক? উঠ, বৎস, খুলিব এখনি
তব অনুরোধে দ্বার! যাও অস্ত্রালয়ে,
লঙ্কার কলঙ্ক আজি ঘুচাও আহবে।
হে কর্ব্বুরকুলগর্ব্ব মধ্যাহ্নে কি কভু
যান চলি অস্তাচলে দেব অংশুমালী,
জগতনয়নানন্দ? তবে কেন তুমি
এ বেশে, যশস্বি, আজি পড়ি হে ভূতলে?
নাদে শৃঙ্গনাদী, শুন, আহ্বানি তোমারে

৪। নিষ্ফল—চন্দ্রপক্ষে কলারহিত, মেঘনাদ পক্ষে তেজোহীন।
১১। বামেতর—বাম হইতে ইতর বা ভিন্ন, অর্থাৎ দক্ষিণ। ২২। মূর্চ্ছিলা—মূর্চ্ছান্বিত হইলা। ২৮। পরুষ—কর্কশ। ৩৭। বারতা—বার্ত্তা, খবর।

৯। ত্রাণিবে—ত্রাণ অর্থাৎ রক্ষা করিবে।
১২। অন্তিমে—চরমে, শেষাবস্থায়, মৃত্যুকালে। ২১। বিরাগ—দুঃখ। ২৪। শরদিন্দুনিভাননা—শরচ্চন্দ্রসদৃশমুখী। ৩৪। অংশুমালী—অংশু, কিরণ যাহার মালাস্বরূপ, অর্থাৎ সূর্য্য।

গর্জ্জে গজরাজ, অশ্ব হেষিছে ভৈরবে ;
সাজে রক্ষঃ-অনীকিনী, উগ্রচণ্ডা রণে।
নগর-দুয়ারে অরি, উঠ, অরিন্দম।
এ বিপুল কুলমান রাখ এ সময়ে।"
এইরূপে বিলাপিলা বিভীষণ বলী
শোকে। মিত্রশোকে শোকী সৌমিত্রি কেশরী
কহিলা,—"সম্বর খেদ, রক্ষঃ-চূড়ামণি।
কি ফল এ বৃথা খেদে? বিধির বিধানে
বধিনু এ যোধে আমি, অপরাধ নহে
তোমার। যাইব চল যথায় শিবিরে
চিন্তাকুল চিন্তামণি দাসের বিহনে।
বাজিছে মঙ্গলবাদ্য শুন কান দিয়া
ত্রিদশ-আলয়ে, শূর।" শুনিলা সুরথী
ত্রিদিব-বাদিত্র-ধ্বনি—স্বপনে যেমনি
মনোহর। বাহিরিলা আশুগতি দোঁহে,
শার্দ্দূলী অবর্ত্তমানে, নাশি শিশু যথা
নিষাদ, পবনবেগে ধায় ঊর্দ্ধশ্বাসে
প্রাণ লয়ে, পাছে ভীমা আক্রমে সহসা,
হেরি গতজীব, শিশু, বিবশা বিষাদে।
কিম্বা যথা দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা রথী,
মারি সুপ্ত পঞ্চ শিশু পাণ্ডবশিবিরে
নিশীথে, বাহিরি, গেলা মনোরথগতি,
হরষে তরাসে ব্যগ্র, দুর্য্যোধন যথা
ভগ্ন-উরু কুরুরাজ কুরুক্ষেত্ররণে।
মায়ার প্রসাদে দোঁহে অদৃশ্য, চলিলা
যথায় শিবিরে শূর মৈথিলীবিলাসী।

প্রণমি চরণাম্বুজে, সৌমিত্রি কেশরী
নিবেদিলা করপুটে,—"ও পদ-প্রসাদে,
রঘুবংশ-অবতংস, জয়ী রক্ষোরণে
এ কিঙ্কর। গতজীব মেঘনাদ বলী
শক্রজিৎ।" চুম্বি শিরঃ, আলিঙ্গি আদরে
অনুজে, কহিলা প্রভু সজল নয়নে,—
"লভিনু সীতায় আজি তব বাহুবলে,
হে বাহুবলেন্দ্র! ধন্য বীরকুলে তুমি।
সুমিত্রা জননী ধন্য! রঘুকুলনিধি
ধন্য পিতা দশরথ, জন্মদাতা তব!
ধন্য আমি তবাগ্রজ! ধন্য জন্মভূমি
অযোধ্যা! এ যশঃ তব ঘোষিবে জগতে
চিরকাল। পূজ কিন্তু বলদাতা দেবে,
প্রিয়তম! নিজবলে দুর্ব্বল সতত
মানব; সু-ফল ফলে দেবের প্রসাদে!"
মহামিত্র বিভীষণে সম্ভাষি সুস্বরে
কহিলা বৈদেহীনাথ,—"শুভক্ষণে, সখে,
পাইনু তোমায় আমি এ রাক্ষসপুরে।
রাঘবকুলমঙ্গল তুমি রক্ষোবেশে।
কিনিলে রাঘবকুলে আজি নিজগুণে,
গুণমণি! গ্রহরাজ দিননাথ যথা
মিত্রকুলরাজ তুমি, কহিনু তোমারে।
চল সবে, পূজি তাঁরে, শুভঙ্করী যিনি
শঙ্করী।" কুসুমাসার বৃষ্টিলা আকাশে
মহানন্দে দেববৃন্দ: উল্লাসে নাদিল,
"জয় সীতাপতি জয়!" কটক চৌদিকে,—
আতঙ্কে কনক-লঙ্কা জাগিলা সে রবে।

২। অনীকিনী—সেনা।
৭। সম্বর—পরিত্যাগ কর। ৮। বিধান—নিয়ম, আজ্ঞা। ১৬। শার্দ্দূলী—ব্যাঘ্রী। অবর্ত্তমানে—অনুপস্থিতিকালে। ১৭। নিষাদ—ব্যাধ ১৮। আক্রমে—আক্রমণ করে। ১৯। বিবশা—অধীরা।

৩। অবতংস—অলঙ্কার। ৪। গতজীব—গতপ্রাণ অর্থাৎ মৃত। ২৪। শঙ্করী—মঙ্গল-দায়িনী, অর্থাৎ ভবানী, দুর্গা। কুসুমাসার—পুষ্পবৃষ্টি। ২৬। কটক—সৈন্য।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে বধো নাম ষষ্ঠঃ সর্গঃ।

সপ্তম সর্গ

উদিলা আদিত্য এবে উদয়-অচলে,
পদ্মপর্ণে সুপ্ত দেব পদ্মযোনি যেন,
উন্মীলি নয়নপদ্ম সুপ্রসন্ন ভাবে,
চাহিলা মহীর পানে। উল্লাসে হাসিলা
কুসুমকুন্তলা মহী, মুক্তামালা গলে।
উৎসবে মঙ্গলবাদ্য উথলে যেমতি
দেবালয়ে, উথলিল সুস্বরলহরী
নিকুঞ্জে। বিমল জলে শোভিল নলিনী;
স্থলে সমপ্রেমাকাঙ্ক্ষী হেম সূর্য্যমুখী।
নিশার শিশিরে যথা অবগাহে দেহ
কুসুম, প্রমীলা সতী, সুবাসিত জলে
স্নানি পীনপয়োধরা, বিনাইলা বেণী।
শোভিল মুকুতাপাঁতি সে চিকণ কেশে,
চন্দ্রমার রেখা যথা ঘনাবলী মাঝে
শরদে। রতনময় কঙ্কণ লইলা
ভূষিতে মৃণালভুজ সুমৃণালভুজা;—
বেদনিল বাহু, আহা, দৃঢ় বাঁধে যেন,
কঙ্কণ! কোমল কণ্ঠে স্বর্ণকণ্ঠমালা
ব্যথিত কোমল কণ্ঠ! সম্ভাষি বিস্ময়ে,
বসন্তসৌরভা সখী বাসন্তীরে, সতী
কহিলা,—"কেন লো, সই না পারি পরিতে
অলঙ্কার? লঙ্কাপুরে কেন বা শুনিছি
রোদন-নিনাদ দূরে, হাহাকার ধ্বনি?
বামেতর আঁখি মোর নাচিছে সতত;
কাঁদিয়া উঠিছে প্রাণ। না জানি, স্বজনি,
হায় লো, না জানি আজি পড়ি কি বিপদে?
যজ্ঞাগারে প্রাণনাথ, যাও তাঁর কাছে,
বাসন্তি! নিবার যেন না যান সমরে
এ কুদিনে বীরমণি। কহিও তাঁরে,
অনুরোধে দাসী তাঁর ধরি পা দুখানি!"

নীরবিলা বীণাবাণী, উত্তরিলা সখী
বাসন্তী, "বাড়িছে ক্রমে, শুন কাণ দিয়া,
আর্ত্তনাদ, সুবদনে। কেমনে কহিব
কেন কাঁদে পুরবাসী? চল আশু ...
দেবের মন্দিরে যথা দেবী মন্দোদরী
পূজিছেন আশুতোষে। মত্ত রণমদে,
রথ, রথী, গজ, অশ্ব চলে রাজপথে;
কেমনে যাইব আমি যজ্ঞাগারে, যথা
সাজিছেন রণবেশে সদা রণজয়ী
কান্ত তব, সীমন্তিনি?" চলিলা দুজনে
চন্দ্রচূড়ালয়ে, যথা রক্ষঃকুলেশ্বরী
আরাধেন চন্দ্রচূড়ে রক্ষিতে নন্দনে—
বৃথা! ব্যগ্রচিত্ত দোঁহে চলিলা সত্বরে।
বিরসবদন এবে কৈলাস-সদনে
গিরিশ। বিষাদে ঘন নিশ্বাসে ধূর্জ্জটি,
হৈমবতী পানে চাহি, কহিলা, "হে দেবি,
পূর্ণ মনোরথ তব; হত রথীপতি
ইন্দ্রজিৎ কাল রণে। যজ্ঞাগারে বলী
সৌমিত্রি নাশিল তারে মায়ার কৌশলে!
পরম ভকত মম রক্ষঃকুলনিধি,
বিধুমুখি! তার দুঃখে সদা দুঃখী আমি।
এই যে ত্রিশূল, সতি, হেরিছ এ করে,
ইহার আঘাত হতে গুরুতর বাজে
পুত্রশোক! চিরস্থায়ী, হায়, সে বেদনা,—
সর্ব্বহর কাল তাহে না পারে হরিতে!
কি করে রাবণ, সতি, শুনি হত রণে
পুত্রবর? অকস্মাৎ করিবে, যদ্যপি
নাহি রক্ষি রক্ষে আমি রুদ্রতেজোদানে।
তুষিনু বাসবে, সাধ্বি, তব অনুরোধে;
দেহ অনুমতি এবে তুমি দশাননে।"
উত্তরিলা কাত্যায়নী, "যাহা ইচ্ছা কর,
ত্রিপুরারি! বাসবের পূরিবে বাসনা,
ছিল ভিক্ষা তব পদে, সফল তা এবে।
দাসীর ভকত, প্রভু, দাশরথি রথী;

২। পদ্মপর্ণ—পদ্মপত্র। পদ্মযোনি—ব্রহ্মা।
৯। স্থলে সমপ্রেমাকাঙ্ক্ষী—ভূমিতে তুল্যপ্রেমাকাঙ্ক্ষী, অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ে নলিনী জলে যেরূপ প্রফুল্লিতা হয়, সূর্য্যমুখীও স্থলে তদ্রূপ। সূর্য্যমুখী—পুষ্প বিশেষ, এই পুষ্প দিবাভাগে বিকসিত থাকে, রাত্রিকালে নিমীলিত হয়, এজন্য সূর্য্যের প্রতি সূর্য্যমুখীর নলিনীর সহিত সমপ্রেম বর্ণিত হইয়াছে। ১২ স্নানি—স্নান করিয়া।
[illegible]। [illegible]—[illegible]বোধ করে।

১। বীণাবাণী—বীণার ন্যায় সুমধুরভাষিণী; এ স্থলে বীণাবাণী—প্রমীলা।
১০। সীমন্তিনি—সুন্দরি।
১৫। ধূর্জ্জটি—শিব।
২৫। সর্ব্বহর—সর্ব্বনাশক। কাল—সময়।

এ কথাটি, বিশ্বনাথ, থাকে যেন মনে।
আর কি কহিবে দাসী ও পদরাজীবে?"
হাসিয়া স্মরিলা শূলী বীরভদ্র শূরে।
ভীষণ-মুরতি রথী প্রণমিলে পদে
সাষ্টাঙ্গে, কহিলা হর,—"গতজীব রণে
আজি ইন্দ্রজিৎ, বৎস! পশি যজ্ঞাগারে,
নাশিল সৌমিত্রি তারে উমার প্রসাদে।
ভয়াকুল দূতকুল এ বারতা দিতে
রক্ষোনাথে। বিশেষতঃ, কি কৌশলে বলী
সৌমিত্রি নাশিলা রণে দুর্ম্মদ রাক্ষসে,
নাহি জানে রক্ষোদূত। দেব ভিন্ন, রথি,
কার সাধ্য দেবমায়া বুঝে এ জগতে?
কনক-লঙ্কায় শীঘ্র যাও, ভীমবাহু,
রক্ষোদূতবেশে তুমি; ভর, রুদ্রতেজে,
নিকষানন্দনে আজি আমার আদেশে।"
চলিলা আকাশপথে বীরভদ্র বলী
ভীমাকৃতি; ব্যোমচর নমিলা চৌদিকে
সভয়ে; সৌন্দর্য্যতেজে হীনতেজাঃ রবি,
সুধাংশু নিরংশু যথা সে রবির তেজে।
ভয়ঙ্করী শূলছায়া পড়িল ভূতলে।
গম্ভীর নিনাদে নাদি অম্বুরাশিপতি
পূজিলা ভৈরবদূতে। উতরিলা রথী
রক্ষঃপুরে; পদচাপে থর থর থরি
কাঁপিল কনক-লঙ্কা, বৃক্ষশাখা যথা
পক্ষীন্দ্র গরুড় বৃক্ষে পড়ে উড়ি যবে।
পশি যজ্ঞাগারে শূর দেখিলা ভূতলে
বীরেন্দ্রে! প্রফুল্ল, হায়, কিংশুক যেমতি
ভূপতিত বনমাঝে প্রভঞ্জন-বলে।
সজল নয়নে বলী হেরিলা কুমারে।
ব্যথিল অমর-হিয়া মর-দুঃখ হেরি।
কনক-আসনে যথা দশানন রথী,
রক্ষঃকুলচূড়ামণি, উতরিলা তথা
দূতবেশে বীরভদ্র, ভস্মরাশি মাঝে
গুপ্ত বিভাবসু সম তেজোহীন এবে।
প্রণামের ছলে বলী আশীষি রাক্ষসে,
দাঁড়াইলা করপুটে, অশ্রুময় আঁখি,
সম্মুখে। বিস্ময়ে রাজা সুধিলা, "কি হেতু,
হে দূত, রসনা তব বিরত সাধিতে
স্বকর্ম্ম? মানব রায়, নহ ভৃত্য তুমি
রাঘবের, তবে কেন, হে সন্দেশ-বহ,
মলিন বদন তব? দেবদৈত্যজয়ী
লঙ্কার পঙ্কজরবি সাজিছে সমরে
আজি, অমঙ্গল বার্ত্তা কি মোরে কহিবে?
মরিল রাঘব যদি ভীষণ অশনি-
সম প্রহরণে রণে, কহ সে বারতা,
প্রসাদি তোমারে আমি।" ধীরে উত্তরিলা
ছদ্মবেশী; "হায়, দেব, কেমনে নিবেদি
অমঙ্গল বার্ত্তা পদে, ক্ষুদ্র প্রাণী আমি?
অভয় প্রদান অগ্রে, হে কর্ব্বুরপতি,
কর দাসে!" ব্যগ্রচিত্তে উত্তরিলা বলী,
"কি ভয় তোমার, দূত? কহ ত্বরা করি,—
শুভাশুভ ঘটে ভবে বিধির বিধানে।—
দানিনু অভয়, ত্বরা কহ বার্ত্তা মোরে!"
বিরূপাক্ষচর বলী রক্ষোদূতবেশী,
কহিলা;—"হে রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, হত রণে আজি
কর্ব্বুর-কুলের গর্ব্ব মেঘনাদ রথী!"
যথা যবে ঘোর বনে নিষাদ বিঁধিলে
মৃগেন্দ্রে নখর শরে, গর্জ্জি ভীম নাদে,
পড়ে মহীতলে হরি, পড়িলা ভূপতি
সভায়! সচিববৃন্দ, হাহাকার রবে,
বেড়িল চৌদিকে শূরে; কেহ বা আনিল
সুশীতল বারি পাত্রে, বিউনিল কেহ।
রুদ্রতেজে বীরভদ্র আশু চেতনিলা
রক্ষোবরে। অগ্নিকণা পরশে যেমতি
বারুদ, উঠিয়া বলী, আদেশিলা দূতে—
"কহ, দূত! কে বধিল চিররণজয়ী
ইন্দ্রজিতে আজি রণে? কহ শীঘ্র করি।"
উত্তরিলা ছদ্মবেশী; "ছদ্মবেশে পশি
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে সৌমিত্রি কেশরী,
রাজেন্দ্র, অন্যায় যুদ্ধে বধিল কুমতি,
বীরেন্দ্রে! প্রফুল্ল, হায়, কিংশুক যেমনি
ভূপতিত বনমাঝে প্রভঞ্জন-বলে,
মন্দিরে দেখিনু শূরে। বীরশ্রেষ্ঠ তুমি,
রক্ষোনাথ, বীরকর্ম্মে ভুল শোক আজি।
রক্ষঃকুলাঙ্গনা, দেব, আর্দ্রিবে মহীরে

২। পদরাজীবে—পাদপদ্মে। ৩। শূলী—শূলাস্ত্রধারী অর্থাৎ মহাদেব। ৫। হর—শিব।
৩০। মর—যাহাদের মৃত্যু আছে, অর্থাৎ মনুষ্যাদি।
৩৬। করপুটে—করযোড়ে।

২। সন্দেশ-বহ—বার্ত্তাবহ অর্থাৎ দূত।
১৪। ভবে—সংসারে।
১৬। বিরূপাক্ষচর—শিবদূত।
২১। হরি—সিংহ।
২৪। বিউনিল—বিউনি করিল, অর্থাৎ বাতাস করিল। বিউনি—পাখা।

চক্ষুঃজলে। পুত্রহানী শত্রু যে দুর্ম্মতি,
ভীম প্রহরণে তারে সংহারি সংগ্রামে,
তোষ তুমি, মহেষ্বাস, পৌর জনগণে।"
আচম্বিতে দেবদূত অদৃশ্য হইলা,
স্বর্গীয় সৌরভে সভা পূরিল চৌদিকে।
দেখিলা রাক্ষসনাথ দীর্ঘজটাবলী,
ভীষণ ত্রিশূল-ছায়া। কৃতাঞ্জলিপুটে
প্রণমি, কহিলা শৈব,—"এত দিনে, প্রভু,
ভাগ্যহীন ভৃত্যে এবে পড়িল কি মনে
তোমার? এ মায়া, হায়, কেমনে বুঝিব
মূঢ় আমি, মায়াময়? কিন্তু অগ্রে পালি
আজ্ঞা তব, হে সর্ব্বজ্ঞ; পরে নিবেদিব
যা কিছু আছে এ মনে ও রাজীব পদে।"
সরোষে—তেজস্বী আজি মহারুদ্রতেজে—
কহিলা রাক্ষসশ্রেষ্ঠ,—"এ কনক-পুরে,
ধনুর্দ্ধর আছ যত, সাজ শীঘ্র করি
চতুরঙ্গে। রণরঙ্গে ভুলিব এ জ্বালা—
এ বিষম জ্বালা যদি পারি রে ভুলিতে!"
উথলিল সভাতলে দুন্দুভির ধ্বনি,
শৃঙ্গনিনাদক যেন, প্রলয়ের কালে,
বাজাইলা শৃঙ্গবরে গম্ভীর নিনাদে!
যথা সে ভৈরব রবে কৈলাস-শিখরে
সাজে আশু ভূতকুল, সাজিল চৌদিকে
রাক্ষস; টলিল লঙ্কা বীরপদভরে!
বাহিরিল অগ্নিবর্ণ রথগ্রাম বেগে
স্বর্ণধ্বজ; ধূম্রবর্ণ বারণ, আস্ফালি
ভীষণ মুদ্গর শুণ্ডে; বাহিরিল হেষে
তুরঙ্গম, চতুরঙ্গে আইলা গর্জ্জিয়া
চামর, অমর-ত্রাস; রথীবৃন্দ সহ
উদগ্র, সমরে উগ্র; গজবৃন্দ মাঝে
বাস্কল, জীমূতবৃন্দ মাঝারে যেমতি
জীমূতবাহন বজ্রী ভীম বজ্র করে!
বাহিরিল হুহুঙ্কারি অসিলোমা বলী
অশ্বপতি; বিড়ালাক্ষ পদাতিকদলে,
মহাভয়ঙ্কর রক্ষঃ, দুর্ম্মদ সমরে!
আইল পতাকীদল, উড়িল পতাকা,
ধূমকেতুরাশি যেন উদিল সহসা
আকাশে! রাক্ষসবাদ্য বাজিল চৌদিকে।
যথা দেবতেজে জন্মি দানবনাশিনী
চণ্ডী, দেব অস্ত্রে সতী সাজিলা উল্লাসে
অট্টহাসি, লঙ্কাধামে সাজিলা ভৈরবী
রক্ষঃকুল-অনীকিনী—উগ্রচণ্ডা রণে।
গজরাজতেজঃ ভুজে; অশ্বগতি পদে;
স্বর্ণরথ শিরঃচূড়া; অঞ্চল পতাকা
রত্নময়; ভেরী, তূরী, দুন্দুভি, দামামা
আদি বাদ্য সিংহনাদ! শেল, শক্তি, জাটি,
তোমর, ভোমর, শূল, মুষল, মুদ্গর,
পট্টিশ, নারাচ, কৌন্ত—শোভে দন্তরূপে!
জনমিল নয়নাগ্নি সাঁজোয়ার তেজে!
থর থর থরে মহী কাঁপিলা সঘনে;
কল্লোলিলা উথলিয়া সভয়ে জলধি;
অধীর ভূধরব্রজ,—ভীমার গর্জ্জনে,—
পুনঃ যেন জন্মি চণ্ডী নিনাদিলা রোষে!
চমকি শিবিরে শূর রবিকুলরবি
কহিলা সম্ভাষি মিত্র বিভীষণে;—"দেখ,
হে সখে কাঁপিছে লঙ্কা মুহুর্মুহুঃ এবে
ঘোর ভূকম্পনে যেন! ধূমপুঞ্জ উড়ি
আবরিছে দিননাথে ঘন ঘন রূপে;
উজলিছে নভঃস্থল ভয়ঙ্করী বিভা,
কালাগ্নিসম্ভবা যেন! শুন, কান দিয়া,
কল্লোল, জলধি যেন উথলিছে দূরে
লয়িতে প্রলয়ে বিশ্ব!" কহিলা—সত্রাসে
পাণ্ডুগণ্ডদেশ—রক্ষঃ, মিত্রচূড়ামণি,
"কি আর কহিব, দেব? কাঁপিছে এ পুরী
রক্ষোবীরপদভরে, নহে ভূকম্পনে!
কালাগ্নিসম্ভবা বিভা নহে যা দেখিছ
গগনে, বৈদেহীনাথ; স্বর্ণবর্ম্ম-আভা
অস্ত্রাদির তেজঃ সহ মিশি উজলিছে

১। পুত্রহানী—পুত্রহন্তা, অর্থাৎ যে পুত্রকে হনন করে।

৮। শৈব—শিবভক্ত।

২৮। তুরঙ্গম—অশ্ব। ২৯। চামর—রাক্ষসবিশেষ।

৩০। উদগ্র—একজন রক্ষঃ।

৬-৭। রক্ষঃকুল-অনীকিনী, গজরাজতেজঃ ভুজে ইত্যাদি দ্বারা দানবদলনী চণ্ডীর সমতা প্রাপ্ত হইয়াছে, যথা, রাক্ষসসেনার সহিত গজরাজ ছিল, কিন্তু চণ্ডী স্বীয় হস্ত দ্বারাই হস্তীর কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন। অশ্বগতি পদে ইত্যাদি স্থলেও পূর্ব্বের ন্যায় উপমা-উপমেয়ভাব কল্পনা করিয়া লইতে হইবেক।

১৬। ভূধর-ব্রজ—পর্ব্বতসমূহ। ২৩। লয়িতে—লয় করিতে। ২৭। ভয়ে বিভীষণের গণ্ডদেশ অর্থাৎ গাল পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছে। ৩১। বর্ম্ম—সাঁজোয়া।

দশ দিশ। রোধিছে যে কোলাহল, বলি,
শ্রবণকুহর এবে, নহে সিন্ধুধ্বনি ;
গরজে রাক্ষসচমূ, মাতি বীরমদে।
আকুল পুত্রেন্দ্রশোকে, সাজিছে সুরথী
লঙ্কেশ। কেমনে, কহ রক্ষিবে লক্ষ্মণে,
আর যত বীরে, বীর, এ ঘোর সঙ্কটে ?”
সুস্বরে কহিলা প্রভু,—“যাও ত্বরা করি,
মিত্রবর, আন হেথা আহ্বানি সত্বরে
সৈন্যাধ্যক্ষদলে তুমি। দেবাশ্রিত সদা,
এ দাস ; দেবতাকুল রক্ষিবে দাসেরে।”
শৃঙ্গ ধরি রক্ষোবর নাদিলা ভৈরবে।
আইলা কিষ্কিন্ধ্যানাথ গজপতিগতি
রণবিশারদ শূর অঙ্গদ ; আইলা
নল, নীল দেবাকৃতি ; প্রভঞ্জনসম
ভীমপরাক্রম হনু ; জাম্বুবান বলী ;
বীরকুলর্ষভ বীর শরভ ; গবাক্ষ
রক্তাক্ষ, রাক্ষসত্রাস ; আর নেতা যত।
সম্ভাষি বীরেন্দ্রদলে যথাবিধি বলী
রাঘব, কহিলা প্রভু ; “পুত্রশোকে আজি
বিকল রাক্ষসপতি সাজিছে সত্বরে
সহ রক্ষঃ-অনীকিনী ; সঘনে টলিছে
বীরপদভরে লঙ্কা। তোমরা সকলে
ত্রিভুবনজয়ী রণে ; সাজ ত্বরা করি ;
রাখ গো রাঘবে আজি এ ঘোর বিপদে।
স্ববন্ধুবান্ধবহীন বনবাসী আমি
ভাগ্যদোষে ; তোমরা হে রামের ভরসা,
বিক্রম, প্রতাপ, রণে। একমাত্র রথী
জীবে লঙ্কাপুরে এবে ; বধ আজি তারে,
বীরবৃন্দ। তোমাদেরি প্রসাদে বাঁধিনু
সিন্ধু ; শূলীশম্ভুনিভ কুম্ভকর্ণ শূরে
বধিনু তুমুল যুদ্ধে ; নাশিল সৌমিত্রি
দেবদৈত্যনরত্রাস ভীম মেঘনাদে।
কুল, মান, প্রাণ, মোর রাখ হে উদ্ধারি,
রঘুবন্ধু, রঘুবধূ বদ্ধা কারাগারে
রক্ষঃ-ছলে। স্নেহপণে কিনিয়াছ রামে

তোমরা ; বাঁধ হে আজি কৃতজ্ঞতা-পাশে
রঘুবংশে, দাক্ষিণাত্য, দাক্ষিণ্য প্রকাশি।”
নীরবিলা রঘুনাথ সজল নয়নে।
বারিদপ্রতিম স্বনে স্বনি উত্তরিলা
সুগ্রীব ; “মরিব, নহে মারিব রাবণে,
এ প্রতিজ্ঞা, শূরশ্রেষ্ঠ, তব পদতলে।
ভুঞ্জি রাজ্যসুখ, নাথ, তোমার প্রসাদে ;—
ধনমানদাতা তুমি ; কৃতজ্ঞতা-পাশে
চির বাঁধা, এ অধীন, ও পদপঙ্কজে !
আর কি কহিব, শূর ? মম সঙ্গীদলে
নাহি বীর, তব কর্ম্ম সাধিতে যে ডরে
কৃতান্তে। সাজুক রক্ষঃ, যুঝিব আমরা
অভয়ে।” গর্জ্জিলা রোষে সৈন্যাধ্যক্ষ যত,
গর্জ্জিল বিকট ঠাট জয়রাম নাদে !
সে ভৈরব রবে রুষি, রক্ষঃ-অনীকিনী
নিনাদিলা বীরমদে, নিনাদেন যথা
দানবদলনী দুর্গা, দানবনিনাদে—
পূরিল কনক-লঙ্কা গম্ভীর নির্ঘোষে।
কমল-আসনে যথা বসেন কমলা,
রক্ষঃকুলরাজলক্ষ্মী, পশিল সে স্থলে
আরাব ; চমকি সতী উঠিলা সত্বরে।
দেখিলা পদ্মাক্ষী, রক্ষঃ সাজিছে চৌদিকে
ক্রোধান্ধ ; রাক্ষসধ্বজ উড়িছে আকাশে,
জীবকুল-কুলক্ষণ। বাজিছে গম্ভীরে
রক্ষোবাদ্য। শূন্যপথে চলিলা ইন্দিরা—
শরদিন্দুনিভাননা—বৈজয়ন্ত ধামে।
বাজিছে বিবিধ বাদ্য ত্রিদশ-আলয়ে ;
নাচিছে অপ্সরাবৃন্দ ; গাইছে সুতানে
কিন্নর ; সুবর্ণাসনে দেবদেবীদলে
দেবরাজ, বামে শচী সুচারুহাসিনী ;
অনন্ত বাসন্তানিল বহিছে সুস্বনে ;
বর্ষিছে মন্দারপুঞ্জ গন্ধর্ব্ব চৌদিকে।
পশিলা কেশব-প্রিয়া দেবসভাতলে।
প্রণমি কহিলা ইন্দ্র, “দেহ পদধূলি,
জননি ; নিঃশঙ্ক দাস তোমার প্রসাদে—
গতজীব রণে আজি দুরন্ত রাবণি।
ভুঞ্জিব স্বর্গের সুখ নিরাপদে এবে।

৩। রাক্ষসচমূ—রাক্ষসসেনা। ১২। কিষ্কিন্ধ্যানাথ—কিষ্কিন্ধ্যাপতি অর্থাৎ সুগ্রীব।
১৬। বীরকুলর্ষভ—বীরকুলশ্রেষ্ঠ। ১৭। রক্তাক্ষ—রক্তবর্ণ চক্ষুঃ। নেতা—নায়ক অর্থাৎ যাহারা প্রধান। ২১। বীরবৃন্দ—বীরসমূহ। ৩০। শূলী-শম্ভু-নিভ—শূলাস্ত্রধারী মহাদেবসদৃশ। ৩৫। স্নেহপণ—স্নেহরূপ মূল্য।

২। দাক্ষিণ্য—দয়া। ৭। ভুঞ্জি—ভোগ করি।
১৪। ঠাট—সৈন্য। ২৪। জীবকুল-কুলক্ষণ—প্রাণিবর্গের কুলক্ষণস্বরূপ। ২৬। শরদিন্দুনিভাননা—শরচ্চন্দ্রসদৃশমুখী। বৈজয়ন্ত—ইন্দ্রপুরী। ২৯। কিন্নর—স্বর্গীয় গায়ক। ৩২। বর্ষিছে—বর্ষণ করিতেছে। মন্দারপুঞ্জ—মন্দারপুষ্পসমূহ।

কৃপাদৃষ্টি যার প্রতি [illegible], কৃপাময়ি,
তুমি, কি অভাব তা[illegible] হাসি উত্তরিলা
রত্নাকর-রত্নোত্তমা ইন্দিরা সুন্দরী,—
"ভূতলে [illegible]তিত এবে, দৈত্যকুলরিপু,
রিপু তব, [illegible] সাজে রক্ষোবলদলে
লঙ্কেশ, আকুল [illegible] প্রতিবিধানিতে
পুত্রবধ! লক্ষ রক্ষঃ সাজে তার সনে।
দিতে এ বারতা, দেব, আইনু এ দেশে।
সাধিল তোমার কর্ম্ম সৌমিত্রি সুমতি;
রক্ষ তারে, আদিতেয়! উপকারী জনে,
মহৎ যে প্রাণ পণে উদ্ধারে বিপদে!
আর কি কহিব, শক্র? অবিদিত নহে
রক্ষঃকুলপরাক্রম। দেখ চিন্তা করি,
কি উপায়ে, শচীকান্ত, রাখিবে রাঘবে।"
উত্তরিলা দেবপতি,—"স্বর্গের উত্তরে,
দেখ চেয়ে, জগদম্বে, অম্বর প্রদেশে;—
সুসজ্জ অমরদল। বাহিরায় যদি
রণ-আশে মহেষাস রক্ষঃকুলপতি,
সমরিব তার সঙ্গে রঙ্গে, মায়াময়ি।—
না ডরি রাবণে, মাতঃ, রাবণি বিহনে।"
বাসবীয় চমূ রমা দেখিলা চমকি
স্বর্গের উত্তর ভাগে। যত দূর চলে
দেবদৃষ্টি, দৃষ্টিদানে হেরিলা সুন্দরী
রথ, গজ, অশ্ব, সাদী, নিষাদী, সুরথী,
পদাতিক যমজয়ী, বিজয়ী সমরে।
গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, দেব, কালাগ্নি-সদৃশ
তেজে; শিখীধ্বজরথে স্কন্দ তারকারি
সেনানী, বিচিত্র রথে চিত্ররথ রথী।
জ্বলিছে অম্বর যথা বন দাবানলে;
ধূমপুঞ্জ সম তাহে শোভে গজরাজী;
শিখারূপে শূলগ্রাম ভাতিছে ঝলসি
নয়ন! চপলা যেন অচলা, শোভিছে
পতাকা; রবিপরিধি জিনি তেজোগুণে,
ঝকঝকে চর্ম্ম; বর্ম্ম ঝলে ঝলঝলে।
সুধিলা মাধবপ্রিয়া;—"কহ দেবনিধি
আদিতেয়, কোথা এবে প্রভঞ্জন-আদি
দিক্‌পাল? ত্রিদিবসৈন্য শূন্য কেন হেরি
এ বিরহে?" উত্তরিলা শচীকান্ত বলী;
"নিজ নিজ রাজ্য আজি রক্ষিতে দিক্‌পালে
আদেশিনু, জগদম্বে। দেবরক্ষোরণে,
(দুর্জ্জয় উভয় কুল) কে জানে কি ঘটে?—
হয় ত মজিবে মহী, প্রলয়ে যেমতি,
আজি; এ বিপুল সৃষ্টি যাবে রসাতলে।"
আশীষিয়া সুকেশিনী কেশববাসনা
দেবেশে, লঙ্কায় মাতা সত্বরে ফিরিলা
সুবর্ণ ঘনবাহনে; পশি স্বমন্দিরে,
বিষাদে কমলাসনে বসিলা কমলা,—
আলো করি দশ দিশ রূপের কিরণে,
বিরসবদন, মরি, রক্ষঃকুলদুখে!
রণমদে মত্ত, সাজে রক্ষঃকুলপতি;—
হেমকূট-হেমশৃঙ্গ-সমোজ্জ্বল তেজে
চৌদিকে রথীন্দ্রদল! বাজিছে অদূরে
রণবাদ্য; রক্ষোধ্বজ উড়িছে আকাশে,
অসংখ্য রাক্ষসবৃন্দ নাদিছে হুঙ্কারে।
হেন কালে সভাতলে উতরিলা রাণী
মন্দোদরী, শিশুশূন্য নীড় হেরি যথা
আকুলা কপোতী, হায়! ধাইছে পশ্চাতে
সখীদল। রাজপদে পড়িলা মহিষী।
যতনে সতীরে তুলি, কহিলা বিষাদে
রক্ষোরাজ, "বাম এবে, রক্ষঃ-কুলেন্দ্রাণি,
আমা দোঁহা প্রতি বিধি! তবে যে বাঁচিছি
এখনও, সে কেবল প্রতিবিধিৎসিতে
মৃত্যু তার! যাও ফিরি শূন্য ঘরে তুমি;—
রণক্ষেত্রযাত্রী আমি, কেন রোধ মোরে?
বিলাপের কাল, দেবি, চিরকাল পাব!
বৃথা রাজ্যসুখে, সতি, জলাঞ্জলি দিয়া,
বিরলে বসিয়া দোঁহে স্মরিব তাহারে
অহরহঃ। যাও ফিরি; কেন নিবাইবে
এ রোষাগ্নি অশ্রুনীরে, রাণি মন্দোদরি?
বনসুশোভন শাল ভূপতিত আজি;
চূর্ণ তুঙ্গতম শৃঙ্গ গিরিবরশিরে;
গগনরতন শশী চিররাহুগ্রাসে।"
ধরাধরি করি সখী লইলা দেবীরে
অবরোধে। ক্রোধভরে বাহিরি, ভৈরবে
কহিলা রাক্ষসনাথ, সম্বোধি রাক্ষসে;—

৩। রত্নাকর—সমুদ্র। ইন্দিরা—লক্ষ্মী।
৬। প্রতিবিধানিতে—প্রতিবিধান করিতে।
১২। শক্র—ইন্দ্র। ১৬। জগদম্বে—জগন্মাতঃ। অম্বর—আকাশ। ১৯। সমরিব—সমর করিব। ২১। বাসবীয়—বাসব অর্থাৎ ইন্দ্র সম্বন্ধীয়। চমূ—সেনা। রমা—লক্ষ্মী। ৩১। শিখা—জ্বালা। ৩৪। চর্ম্ম—ঢাল।

২১। নীড়—পক্ষীর বাসা। ৩১। অবরোধ—অন্তঃপুর।

"দেব-দৈত্য-নর-রণে যার পরাক্রমে
জয়ী রক্ষঃ-অনীকিনী; যার শরজালে
কাতর দেবেন্দ্র সহ দেবকুল-রথী;
অতল পাতালে নাগ, নর নরলোকে;—
হত সে বীরেশ আজি অন্যায় সমরে,
বীরবৃন্দ! চোরবেশে পশি দেবালয়ে,
সৌমিত্রি বধিল পুত্রে, নিরস্ত্র সে যবে
নিভৃতে! প্রবাসে যথা মনো দুঃখে মরে
প্রবাসী, আসন্নকালে না হেরি সম্মুখে
স্নেহপাত্র তার যত—পিতা, মাতা, ভ্রাতা,
দয়িতা—মরিল আজি স্বর্ণ-লঙ্কাপুরে,
স্বর্ণলঙ্কা-অলঙ্কার! বহুকালাবধি
পালিয়াছি পুত্রসম তোমা সবে আমি;—
জিজ্ঞাসহ ভূমণ্ডলে, কোন্ বংশখ্যাতি
রক্ষোবংশখ্যাতিসম? কিন্তু দেব নরে
পরাভবি, কীর্ত্তিবৃক্ষ রোপিনু জগতে
বৃথা! নিদারুণ বিধি, এত দিনে এবে
বামতম মম প্রতি; তেঁই শুখাইল
জলপূর্ণ আলবাল অকাল নিদাঘে!
কিন্তু না বিলাপি আমি। কি ফল বিলাপে?
আর কি পাইব তারে? অশ্রুবারিধারা,
হায় রে, দ্রবে কি কভু কৃতান্তের হিয়া
কঠিন? সমরে এবে পশি বিনাশিব
অধর্ম্মী সৌমিত্রি মূঢ়ে, কপট-সমরী;—
বৃথা যদি যত্ন আজি, আর না ফিরিব—
পদার্পণ আর নাহি করিব এ পুরে
এ জন্মে! প্রতিজ্ঞা মম এই, রক্ষোরথি!
দেবদৈত্যনরত্রাস তোমরা সমরে;
বিশ্বজয়ী; স্মরি তারে, চল রণস্থলে;—
মেঘনাদ হত রণে, এ বারতা শুনি,
কে চাহে বাঁচিতে আজি এ কর্ব্বুরকুলে,
কর্ব্বুরকুলের গর্ব্ব মেঘনাদ বলী!"
নীরবিলা মহেষ্বাস নিশ্বাসি বিষাদে।
ক্ষোভে রোষে রক্ষঃসৈন্য নাদিলা নির্ঘোষে,
তিতিয়া মহীরে, মরি, নয়ন-আসারে।

শুনি সে ভীষণ স্বন নাদিলা গম্ভীরে
রঘুসৈন্য। ত্রিদিবেন্দ্র নাদিলা ত্রিদিবে!
রুষিলা বৈদেহীনাথ, সৌমিত্রি কেশরী,
সুগ্রীব, অঙ্গদ, হনূ, নেতৃনিধি যত,
রক্ষোযম; নল, নীল, শরভ সুমতি;—
গর্জ্জিল বিকট ঠাট জয় রাম নাদে!
মন্দ্রিলা জীমূতবৃন্দ আবরি অম্বরে;
ইরম্মদে ধাঁধি বিশ্ব, গর্জ্জিল অশনি;
চামুণ্ডার হাসি রাশি সদৃশ হাসিল
সৌদামিনী যবে দেবী হাসি বিনাশিলা
দুর্ম্মদ দানবদলে, মত্ত রণমদে।
ডুবিল তিমিরপুঞ্জে তিমির-বিনাশী
দিনমণি; বায়ুদল বহিলা চৌদিকে
বৈশ্বানরশ্বাসরূপে; জ্বলিল কাননে
দাবাগ্নি; প্লাবন নাদি গ্রাসিল সহসা
পুরী, পল্লী; ভূকম্পনে পড়িল ভূতলে
অট্টালিকা, তরুরাজী; জীবন ত্যজিল
উচ্চ কাঁদি জীবকুল, প্রলয়ে যেমতি!—
মহাভয়ে ভীতা মহী কাঁদিয়া চলিলা
বৈকুণ্ঠে। কনকাসনে বিরাজেন যথা
মাধব, প্রণমি সাধ্বী আরাধিলা দেবে;—
"বারে বারে অধীনীরে, দয়াসিন্ধু তুমি,
হে রমেশ, তরাইলা বহু মূর্ত্তি ধরি;—
কূর্ম্মপৃষ্ঠে তিষ্ঠাইলা দাসীরে প্রলয়ে
কূর্ম্মরূপে, বিরাজিনু দশনশিখরে
আমি, (শশাঙ্কের দেহে কলঙ্কের রেখা-
সদৃশী) বরাহমূর্ত্তি ধরিলা যে কালে,
দীনবন্ধু! নরসিংহবেশে বিনাশিয়া
হিরণ্যকশিপু দৈত্যে, জুড়ালে দাসীরে!
খর্ব্বিলা বলির গর্ব্ব খর্ব্বাকারছলে,
বামন! বাঁচিনু প্রভু, তোমার প্রসাদে!
আর কি কহিব, নাথ? পদাশ্রিতা দাসী।
তেঁই পাদপদ্মতলে এ বিপত্তিকালে।"

২। শরজাল—বাণসমূহ। ৪। নাগ—সর্প। ৮। নিভৃত—নির্জ্জন স্থান। ৯। আসন্নকালে—মৃত্যুসময়ে। ১১। দয়িতা—স্ত্রী। ১৮। বামতম—অত্যন্ত বাম। ১৯। আলবাল—বৃক্ষের চতুর্দ্দিকে জল রক্ষার্থে যে গোলাকার বাঁধ। অকাল—অসময়। নিদাঘ—গ্রীষ্ম। ২৪। কপট-সমরী—কূটযুদ্ধকারী। ৩৫। তিতিয়া—ভিজিয়া। নয়ন-আসারে—নয়নাশ্রুধারায়।

১। স্বন—শব্দ।
৪। নেতৃনিধি—নেতৃশ্রেষ্ঠ।
৭। মন্দ্রিলা—মন্দ্র অর্থাৎ গম্ভীর ধ্বনি করিলা। জীমূতবৃন্দ—মেঘসমূহ।
৮। ইরম্মদ—বজ্রাগ্নি।
১০। সৌদামিনী—বিদ্যুৎ। ১২। তিমিরপুঞ্জ—অন্ধকাররাশি। তিমির-বিনাশী—অন্ধকারনাশক। ১৫। প্লাবন—জলপ্লাবন অর্থাৎ বন্যা। ২৪। কূর্ম্ম—কচ্ছপ। ২৫। দশনশিখরে—দন্তের অগ্রভাগে।

হাসি সুমধুর স্বরে সুধিলা মুরারি,
"কি হেতু কাতরা আজি, কহ জগন্মাতঃ
বসুধে ? আয়াসে আজি কে, বৎসে, তোমারে ?"
উত্তরিলা কাঁদি মহী ; "কি না তুমি জান,
সর্ব্বজ্ঞ ? লঙ্কার পানে দেখ, প্রভু, চাহি।
রণে মত্ত রক্ষোরাজ ; রণে মত্ত বলী
রাঘবেন্দ্র ; রণে মত্ত ত্রিদিবেন্দ্র রথী !
মদকল করিত্রয় আয়াসে দাসীরে।
দেবাকৃতি রথীপতি সৌমিত্রি কেশরী
বধিলা সংগ্রামে আজি ভীম মেঘনাদে ;
আকুল বিষম শোকে রক্ষঃকুলনিধি
করিলা প্রতিজ্ঞা, রণে মারিবে লক্ষ্মণে ;
করিলা প্রতিজ্ঞা ইন্দ্র রক্ষিতে তাহারে
বীরদর্পে ;—অবিলম্বে, হায়, আরম্ভিবে
কাল রণ, পীতাম্বর, স্বর্ণলঙ্কাপুরে
দেব, রক্ষঃ, নর রোষে। কেমনে সহিব
এ ঘোর যাতনা, নাথ, কহ তা আমারে ?"
চাহিলা রমেশ হাসি স্বর্ণলঙ্কা পানে।
দেখিলা রাক্ষসবল বাহিরেছে দলে
অসংখ্য, প্রতিঘ-অন্ধ, চতুঃস্কন্ধরূপী।
চলিছে প্রতাপ আগে জগৎ কাঁপায়ে ;
পশ্চাতে শবদ চলে শ্রবণ বধিরি ;
চলিছে পরাগ পরে দৃষ্টিপথ রোধি
ঘন ঘনাকাররূপে। টলিছে সঘনে
স্বর্ণলঙ্কা ! বহির্ভাগে দেখিলা শ্রীপতি
রঘুসৈন্য ; ঊর্ম্মিকুল সিন্ধুমুখে যথা
চির-অরি প্রভঞ্জন দেখা দিলে দূরে।
দেখিলা পুণ্ডরীকাক্ষ, দেবদল বেগে
ধাইছে লঙ্কার পানে, পক্ষিরাজ যথা
গরুড় হেরিয়া দূরে সদা-ভক্ষ্য ফণী,
হুঙ্কারে ! পূরিছে বিশ্ব গম্ভীর নির্ঘোষে !
পালাইছে যোগীকুল যোগ যাগ ছাড়ি ;
কোলে করি শিশুকুলে কাঁদিছে জননী,
ভয়াকুলা ; জীবব্রজ ধাইছে চৌদিকে
ছন্নমতি ! ক্ষণকাল চিন্তি চিন্তামণি
(যোগীন্দ্র-মানস-হংস) কহিলা মহীরে ;—
"বিষম বিপদ, সতি, উপস্থিত দেখি
তব পক্ষে ! বিরূপাক্ষ, রুদ্রতেজোদানে,
তেজস্বী করিলা আজি রক্ষঃকুলরাজে।
না হেরি উপায় কিছু ; যাহ তাঁর কাছে,
মেদিনি !" পদারবিন্দে কাঁদি উত্তরিলা
বসুন্ধরা ; "হায়, প্রভু, দুরন্ত সংহারী
ত্রিশূলী ; সতত রত নিধনসাধনে ;
নিরন্তর তমোগুণে পূর্ণ ত্রিপুরারি।
কাল-সর্প-সাথ, সৌরি, সদা দন্ধাইতে,
উগরি বিষাগ্নি, জীবে ! দয়াসিন্ধু তুমি,
বিশ্বম্ভর ; বিশ্বভার তুমি না বহিলে,
কে আর বহিবে, কহ ? বাঁচাও দাসীরে,
হে শ্রীপতি, এ মিনতি ও রাঙা চরণে !"
উত্তরিলা হাসি বিভু, "যাও নিজ স্থলে,
বসুধে ; সাধিব কার্য্য তোমার, সম্বরি
দেববীর্য্য। না পারিবে রক্ষিতে লক্ষ্মণে
দেবেন্দ্র, রাক্ষসদুঃখে দুঃখী উমাপতি।"
মহানন্দে বসুন্ধরা গেলা নিজ স্থলে
কহিলা গরুড়ে প্রভু, "উড়ি নভোদেশে,
গরুত্মান্ দেবতেজঃ হর আজি রণে,
হরে অম্বুরাশি যথা তিমিরারি রবি,
কিম্বা তুমি, বৈনতেয়, হরিলা যেমতি
অমৃত। নিস্তেজ দেবে আমার আদেশে।"
বিস্তারি বিশাল পক্ষ, উড়িলা আকাশে
পক্ষিরাজ ; মহাছায়া পড়িল ভূতলে,
আঁধারি অযুত বন, গিরি, নদ, নদী।
যথা গৃহমাঝে বহ্নি জ্বলিলে উত্তেজে,
গবাক্ষ-দুয়ার-পথে বাহিরায় বেগে
শিখাপুঞ্জ, বাহিরিল চারি দ্বার দিয়া
রাক্ষস, নিনাদি রোষে ; গর্জ্জিল চৌদিকে
রঘুসৈন্য ; দেববৃন্দ পশিলা সমরে।
আইলা মাতঙ্গবর ঐরাবত, মাতি
রণরঙ্গে ; পৃষ্ঠদেশে দম্ভোলিনিক্ষেপী
সহস্রাক্ষ, দীপ্যমান মেরুশৃঙ্গ যথা
রবিকরে, কিম্বা ভানু মধ্যাহ্নে ; আইলা
শিখিধ্বজ রথে রথী স্কন্দ তারকারি
সেনানী ; বিচিত্র রথে চিত্ররথ রথী ;
কিন্নর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, বিবিধ বাহনে !
আতঙ্কে শুনিলা লঙ্কা স্বর্গীয় বাজনা ;
কাঁপিল চমকি দেশ অমর-নিনাদে !

৩। আয়াসে—আয়াস অর্থাৎ ক্লেশ দেয়। ৮। মদকল—মদমত্ত। ২০। প্রতিঘ-অন্ধ—রাগান্ধ। ২৩। পরাগ—ধুলি। ২৬। ঊর্ম্মিকুল—ঢেউসমূহ।

৪। নিধন—মারণ, নাশ। ১১। বৈনতেয়—বিনতানন্দন গরুড়। ৩১। সহস্রাক্ষ—সহস্রচক্ষুঃ অর্থাৎ ইন্দ্র।

৩২। ভানু—সূর্য্য।

৩৫। বাহন—যে বহন করে, অর্থাৎ অশ্ব ইত্যাদি।

সাষ্টাঙ্গে প্রণমি ইন্দ্রে কহিলা নৃমণি ;—
"দেবকুলদাস দাস, দেবকুলপতি !
কত যে করিনু পুণ্য পূর্ব্বজন্মে আমি,
কি আর কহিব তার ? তেঁই সে লভিনু
পদাশ্রয় আজি তব এ বিপত্তি-কালে,
বজ্রপাণি ! তেঁই আজি চরণ-পরশে
পবিত্রিলা ভূমণ্ডল ত্রিদিবনিবাসী !"
উত্তরিলা স্বরীশ্বর সম্ভাষি রাঘবে,—
"দেবকুলপ্রিয় তুমি, রঘুকুলমণি !
উঠি দেবরথে, রথি, নাশ বাহুবলে
রাক্ষস অধর্ম্মাচারী । নিজ কর্ম্মদোষে
মজে রক্ষঃকুলনিধি ; কে রক্ষিবে তারে ?
লভিনু অমৃত যথা মথি জলদলে,
লণ্ডভণ্ড লঙ্কা আজি, দণ্ডি নিশাচরে,
সাধ্বী মৈথিলিরে, শূর, অর্পিবে তোমারে
দেবকুল ! কত কাল অতল সলিলে
বসিবেন আর রমা, আঁধারি জগতে ?"
বাজিল তুমুল রণ দেবরক্ষোনরে ।
অম্বুরাশি সম কম্বু ঘোষিল চৌদিকে
অযুত ; টঙ্কারি ধনুঃ ধনুর্দ্ধর বলী
রোধিল শ্রবণপথ । গগন ছাইয়া
উড়িল কলম্বকুল, ইরম্মদতেজে
ভেদি বর্ম্ম, চর্ম্ম, দেহ, বহিল প্লাবনে
শোণিত । পড়িল রক্ষোনরকুলরথী ;
পড়িল কুঞ্জরপুঞ্জ, নিকুঞ্জে যেমতি
পত্র প্রভঞ্জনবলে ; পড়িল নিনাদি
বাজীরাজী ; রণভূমি পূরিল ভৈরবে !
আক্রমিলা সুরবৃন্দে চতুরঙ্গ বলে
চামর—অমরত্রাস । চিত্ররথ রথী
সৌরতেজঃ রথে শূর পশিলা সংগ্রামে,
বারণারি সিংহ যথা হেরি সে বারণে ।
আহ্বানিল ভীম রবে সুগ্রীবে উদগ্র
রথীশ্বর ; রথচক্র ঘুরিল ঘর্ঘরে
শতজলস্রোতোনাদে । চালাইলা বেগে
বাস্কল মাতঙ্গযূথে, যূথনাথ যথা
দুর্ব্বার, হেরিয়া দূরে অঙ্গদে ; রুষিলা
যুবরাজ, রোষে যথা সিংহশিশু হেরি
মৃগদলে ; অসিলোমা, তীক্ষ্ণ অসি করে,
বাজীরাজী সহ ক্রোধে বেড়িল শরভে
বীরর্ষভ । বিড়ালাক্ষ (বিরূপাক্ষ যথা
সর্ব্বনাশী) হনু সহ আরম্ভিলা কোপে
সংগ্রাম । পশিলা রণে দিব্য রথে রথী
রাঘব, দ্বিতীয়, আহা, সুরীশ্বর যথা
বজ্রধর ! শিখিধ্বজ স্কন্দ তারকারি,
সুন্দর লক্ষ্মণ শূরে দেখিলা বিস্ময়ে
নিজপ্রতিমূর্ত্তি মর্ত্ত্যে । উড়িল চৌদিকে
ঘনরূপে রেণুরাশি ; টলটল টলে
টলিলা কনক-লঙ্কা ; গর্জ্জিলা জলধি ।
সৃজিলা অপূর্ব্ব ব্যূহ শচীকান্ত বলী ।
বাহিরিলা রক্ষোরাজ পুষ্পক-আরোহী ;
ঘর্ঘরিল রথচক্র নির্ঘোষে, উগরি
বিস্ফুলিঙ্গ ; তুরঙ্গম হেষিল উল্লাসে ।
রতনসম্ভবা বিভা, নয়ন ধাঁধিয়া,
ধায় অগ্রে, উষা যথা, একচক্র রথে
উদেন আদিত্য যবে উদয়-অচলে !
নাদিল গম্ভীরে রক্ষঃ হেরি রক্ষোনাথে ।
সম্ভাষি সারথিবরে, কহিলা সুরথী,—
"নাহি যুঝে নর আজি, হে সূত, একাকী,
দেখ চেয়ে ! ধূমপুঞ্জে অগ্নিরাশি যথা,
শোভে অসুরারিদল রঘুসৈন্য মাঝে ।
আইলা লঙ্কায় ইন্দ্র শুনি হত রণে
ইন্দ্রজিত !" স্মরি পুত্রে রক্ষঃকুলনিধি,
সরোষে গর্জ্জিয়া রাজা কহিলা গম্ভীরে
"চালাও, হে সূত, রথ যথা বজ্রপাণি
বাসব ।" চলিল রথ মনোরথগতি ।
পালাইল রঘুসৈন্য, পালায় যেমনি
মদকল করিরাজে হেরি, ঊর্দ্ধশ্বাসে
বনবাসী । কিম্বা যথা ভীমাকৃতি ঘন,
বজ্র-অগ্নিপূর্ণ, যবে উড়ে বায়ুপথে
ঘোর নাদে, পশুপক্ষী পলায় চৌদিকে
আতঙ্কে ! টঙ্কারি ধনুঃ, তীক্ষ্ণতর শরে
মুহূর্ত্তে ভেদিলা ব্যূহ বীরেন্দ্র-কেশরী,
সহজে প্লাবন যথা ভাঙে তীরাঘাতে
বালিবন্ধ ! কিম্বা যথা ব্যাঘ্র নিশাকালে
গোষ্ঠবৃতি ! অগ্রসরি শিখিধ্বজ রথে
শিঞ্জিনী আকর্ষি রোষে তারকারি বলী
রোধিলা সে রথগতি । কৃতাঞ্জলিপুটে

---

১৯ । কম্বু—শঙ্খ, শাঁক । ২২ । কলম্বকুল—বাণসমূহ । ২৫ । কুঞ্জরপুঞ্জ—হস্তিসমূহ । ৩০ । সৌরতেজঃ—সূর্য্যতুল্য দীপ্তিশালী ।

১ । বীরর্ষভ—বীরশ্রেষ্ঠ । ১৩ । বিস্ফুলিঙ্গ—অগ্নিকণা । ১৯ । হে সূত—হে সারথি । ৩৪ । প্লাবন—বন্যা । ৩৫ । বালিবন্ধ—বালির বাঁধ । ৩৬ । গোষ্ঠবৃতি—গোয়ালের বেড়া । ৩৭ । শিঞ্জিনী—ধনুকের ছিলা ।

নমি শূরে লঙ্কেশ্বর কহিলা গম্ভীরে,—
"শঙ্করী শঙ্করে, দেব, পূজে দিবানিশি
কিঙ্কর। লঙ্কায় তবে বৈরিদল মাঝে
কেন আজি হেরি তোমা? নরাধম রামে
হেন আনুকূল্য দান কর কি কারণে,
কুমার? রথীন্দ্র তুমি; অন্যায় সমরে
মারিল নন্দনে মোর লক্ষ্মণ; মারিব
কপটসমরী মূঢ়ে; দেহ পথ ছাড়ি।"
কহিলা পার্ব্বতীপুত্র,—"রক্ষিব লক্ষ্মণে,
রক্ষোরাজ, আজি আমি দেবরাজাদেশে।
বাহুবলে, বাহুবল, বিমুখ আমারে,
নতুবা এ মনোরথ নারিবে পূর্ণিতে।"
সরোষে, তেজস্বী আজি মহারুদ্রতেজে,
হুঙ্কারি হানিল অস্ত্র রক্ষঃকুলনিধি
অগ্নিসম, শরজালে কাতরিয়া রণে
শক্তিধরে। বিজয়ারে সম্ভাষি অভয়া
কহিলা,—"দেখ্ লো, সখি, চাহি লঙ্কাপানে,
তীক্ষ্ন শরে রক্ষেশ্বর বিঁধিছে কুমারে
নির্দ্দয়! আকাশে দেখ্, পক্ষীন্দ্র হরিছে—
দেবতেজঃ; যা লো তুই সৌদামিনীগতি,
নিবার কুমারে, সই। বিদরিছে হিয়া
আমার, লো সহচরি, হেরি রক্তধারা
বাছার কোমল দেহে। ভকত-বৎসল
সদানন্দ; পুত্রাধিক স্নেহেন ভকতে;
তেঁই সে রাবণ এবে দুর্ব্বার সমরে,
স্বজনি!" চলিলা আশু সৌর কররূপে
নীলাম্বরপথে দূতী। সম্বোধি কুমারে,
বিধুমুখী, কর্ণমূলে কহিলা,—"সংবর
অস্ত্র তব, শক্তিধর শক্তির আদেশে।
মহারুদ্রতেজে আজি পূর্ণ লঙ্কাপতি।"
ফিরাইল রথ হাসি স্কন্দ তারকারি
মহাশূর। সিংহনাদে কটক কাটিয়া
অসংখ্য, রাক্ষসনাথ ধাইলা সত্বরে
ঐরাবত-পৃষ্ঠে যথা দেব বজ্রপাণি।
বেড়িল গন্ধর্ব্ব নর শত প্রসরণে
রক্ষেন্দ্রে; হুঙ্কারি শূর নিরস্তিলা সবে
নিমিষে, কালাগ্নি যথা ভস্মে বনরাজী।
পালাইলা বীরদল জলাঞ্জলি দিয়া
লজ্জায়! আইলা রোষে দৈত্যকুল-অরি
হেরি পার্থে কর্ণ যথা কুরুক্ষেত্ররণে।
ভীষণ তোমর রক্ষঃ হানিলা হুঙ্কারি
ঐরাবতশিরঃ লক্ষি। অর্দ্ধপথে তাহে
শর বৃষ্টি স্বরীশ্বর কাটিলা সত্বরে।
কহিলা কর্ব্বুরপতি গর্ব্বে সুরনাথে;—
"যার ভয়ে বৈজয়ন্তে, শচীকান্ত বলি,
চির কম্পবান্ তুমি, হত সে রাবণি,
তোমার কৌশলে, আজি কপট সংগ্রামে।
তেঁই বুঝি আসিয়াছ লঙ্কাপুরে তুমি,
নির্লজ্জ! অবধ্য তুমি, অমর; নইলে
দমনে শমন যথা, দমিতাম তোমা
মুহূর্ত্তে! নারিবে তুমি রক্ষিতে লক্ষ্মণে,
এ মম প্রতিজ্ঞা, দেব!" ভীম গদা ধরি,
লম্ফ দিয়া রথীশ্বর পড়িল ভূতলে,
সঘনে কাঁপিলা মহী পদযুগভরে,
উরুদেশে কোষে অসি বাজিল ঝন্‌ঝনি!
হুঙ্কারি কুলিশী রোষে ধরিলা কুলিশে,
অমনি হরিল তেজঃ গরুড়; নারিলা
নাড়িতে দম্ভোলি দেব দম্ভোলিনিক্ষেপী!
প্রহারিলা ভীম গদা গজরাজশিরে
রক্ষোরাজ, প্রভঞ্জন যেমতি, উপাড়ি
অভ্রভেদী মহীরুহ, হানে গিরিশিরে
ঝড়ে! ভীমাঘাতে হস্তী নিরস্ত, পড়িলা
হাঁটু গাড়ি। হাসি রক্ষঃ উঠিলা স্বরথে।
যোগাইলা মুহূর্ত্তেকে মাতলি সারথি
সুরথ; ছাড়িলা পথ দিতিসুতরিপু
অভিমানে। হাতে ধনুঃ, ঘোর সিংহনাদে
দিব্য রথে দাশরথি পশিলা সংগ্রামে।
কহিলা রাক্ষসপতি;—"না চাহি তোমারে
আজি, হে বৈদেহীনাথ। এ ভবমণ্ডলে
আর এক দিন তুমি জীব নিরাপদে!
কোথা সে অনুজ তব কপটসমরী
পামর? মারিব তারে; যাও ফিরি তুমি
শিবিরে, রাঘবশ্রেষ্ঠ!" নাদিলা ভৈরবে
মহেষ্বাস, দূরে শূর হেরি রামানুজে।

৬। কুমার—কার্ত্তিকেয়। ১৫। কাতরিয়া—কাতর করিয়া। ১৬। শক্তিধর—কার্ত্তিকেয়। ২৪। স্নেহেন—স্নেহ করেন। ২৭। নীলাম্বরপথ—আকাশ-পথ। ৩২। কটক—সৈন্য। ৩৫। প্রসরণ—প্রতিসর, বেষ্টন। ৩৬। নিরস্তিলা—নিরস্ত করিলা।

৩। পার্থ—পৃথাপুত্র অর্জ্জুন। ১৮। কোষ—তরবারির খাপ। ১৯। কুলিশী—বজ্রী, ইন্দ্র। ২১। দম্ভোলি—বজ্র। ২৪। মহীরুহ—বৃক্ষ। ২৭। মাতলি—ইন্দ্রের সারথি। ৩৩। জীব—জীবিত থাক।

বৃষপালে সিংহ যথা, নাশিছে রাক্ষসে
সুরেন্দ্র; কভু বা রথে কভু বা ভূতলে।
চলিল পুষ্পক বেগে ঘর্ঘরি নির্ঘোষে;
অগ্নিচক্র-সম চক্র বর্ষিল চৌদিকে
অগ্নিরাশি; ধূমকেতু-সদৃশ শোভিল
রথচূড়ে রাজকেতু। যথা হেরি দূরে
কপোত, বিস্তারি পাখা, ধায় বাজপতি
অম্বরে; চলিলা রক্ষঃ, হেরি রণভূমে
পুত্রহা সৌমিত্রি শূরে; ধাইলা চৌদিকে
হুহুঙ্কারে দেব নর রক্ষিতে শূরেশে।
ধাইলা রাক্ষসবৃন্দ হেরি রক্ষোনাথে।
বিড়ালাক্ষ রক্ষঃশূরে বিমুখি সংগ্রামে,
আইলা অঞ্জনাপুত্র,—প্রভঞ্জনসম
ভীমপরাক্রম হনু, গর্জ্জি ভীম নাদে।
যথা প্রভঞ্জনবলে উড়ে তুলারাশি
চৌদিকে; রাক্ষসবৃন্দ পালাইলা রড়ে
হেরি যমাকৃতি বীরে। রুষি লঙ্কাপতি
চোক্ চোক্ শরে শূর অস্থিরিলা শূরে।
অধীর হইলা হনু, ভূধর যেমতি
ভূকম্পনে! পিতৃপদ স্মরিলা বিপদে
বীরেন্দ্র, আনন্দে বায়ু নিজ বল দিলা
নন্দনে, মিহির যথা নিজ করদানে
ভূষেণ কুমুদবাঞ্ছা সুধাংশুনিধিরে।
কিন্তু মহারুদ্রতেজে তেজস্বী সুরথী
নৈকষেয়, নিবারিলা পবনতনয়ে;—
ভঙ্গ দিয়া রণরঙ্গে পালাইলা হনু।
আইলা কিষ্কিন্ধ্যাপতি বিনাশি সংগ্রামে
উদগ্রে বিগ্রহপ্রিয়। হাসিয়া কহিলা
লঙ্কানাথ,—"রাজ্যভোগ ত্যজি কি কুক্ষণে,
বর্ব্বর, আইলি তুই এ কনকপুরে?
ভ্রাতৃবধূ তারা তোর তারাকারা রূপে;
তারে ছাড়ি কেন হেথা রথীকুল মাঝে
তুই, রে কিষ্কিন্ধ্যানাথ? ছাড়িনু, যা চলি
স্বদেশে! বিধবাদশা কেন ঘটাইবি
আবার তাহার, মূঢ়? দেবর কে আছে
আর তার?" ভীম রবে উত্তরিলা বলী
সুগ্রীব—"অধর্ম্মাচারী কে আছে জগতে
তোর সম, রক্ষোরাজ? পরদারালোভে
সবংশে মজিলি, দুষ্ট! রক্ষঃকুলকালি
তুই, রক্ষঃ! মৃত্যু তোর আজি মোর হাতে।
উদ্ধারিব মিত্রবধূ বধি আজি তোরে।"
এতেক কহিয়া বলী গর্জ্জি নিক্ষেপিলা
গিরিশৃঙ্গ। অনম্বর আঁধারি ধাইল
শিখর; সুতীক্ষ্ণ শরে কাটিলা সুরথী
রক্ষোরাজ, খান খান করি সে শিখরে।
টঙ্কারি কোদণ্ড পুনঃ রক্ষঃ-চূড়ামণি,
তীক্ষ্ণতম শরে শূর বিঁধিলা সুগ্রীবে
হুঙ্কারে। বিষমাঘাতে ব্যথিত সুমতি,
পালাইলা; পালাইলা সত্রাসে চৌদিকে
রঘুসৈন্য, (জল যথা জাঙাল ভাঙিলে
কোলাহলে); দেবদল, তেজোহীন এবে,
পালাইলা নর সহ, ধূম সহ যথা
যায় উড়ি অগ্নিকণা বহিলে প্রবলে
পবন। সম্মুখে রক্ষঃ হেরিলা লক্ষ্মণে
দেবাকৃতি! বীরমদে দুর্ম্মদ সমরে
রাবণ, নাদিলা বলী হুহুঙ্কার রবে;—
নাদিলা সৌমিত্রি শূর নির্ভয় হৃদয়ে,
নাদে যথা মত্ত করী মত্তকরিনাদে!
দেবদত্ত ধনুঃ ধন্বী টঙ্কারিলা রোষে।
"এত ক্ষণে, রে লক্ষ্মণ,"—কহিলা সরোষে
রাবণ, "এ রণক্ষেত্রে পাইনু কি তোরে,
নরাধম? কোথায় এবে দেব বজ্রপাণি?
শিখিধ্বজ শক্তিধর? রঘুকুলমণি?
ভ্রাতা তোর? কোথা রাজা সুগ্রীব? কে তোরে
রক্ষিবে পামর, আজি? এ আসন্ন কালে
সুমিত্রা জননী তোর, কলত্র ঊর্ম্মিলা,
ভাব, দোঁহে! মাংস তোর মাংসাহারী জীবে
দিব এবে; রক্তস্রোতঃ শুষিবে ধরণী!
কুক্ষণে সাগর পার হইলি, দুর্ম্মতি,
পশিলি রাক্ষসালয়ে চোরবেশ ধরি,
হরিলি রাক্ষসরত্ন—অমূল জগতে।"
গর্জ্জিলা ভৈরবে রাজা বসাইয়া চাপে
অগ্নিশিখাসম শর, ভীম সিংহনাদে
উত্তরিলা ভীমনাদী সৌমিত্রি কেশরী;—
"ক্ষত্রকুলে জন্ম মম, রক্ষঃকুলপতি,

৯। পুত্রহা—পুত্রহন্তা অর্থাৎ যে পুত্রকে মারে।
১৩। অঞ্জনাপুত্র—হনুমান্। ১৮। অস্থিরিলা—অস্থির করিলা।
১৯। ভূধর—যে পৃথিবীকে ধারণ করে অর্থাৎ পর্ব্বত। ২২। মিহির—সূর্য্য।

১। পরদারালোভে—পরস্ত্রীলোভে।
৬। অনম্বর—আকাশ।
২১। মত্ত করী—মত্ত হস্তী। ২৯। কলত্র—স্ত্রী।
৩৫। চাপ—ধনুঃ।

নাহি ডরি যমে আমি ; কেন ডরাইব
তোমায় ? আকুল তুমি পুত্রশোকে আজি,
যথা সাধ্য কর, রথি ; আশু নিবারিব
শোক তব, প্রেরি তোমা, পুত্রবর যথা !"
বাজিল তুমুল রণ ; চাহিলা বিস্ময়ে
দেব নর দোঁহা পানে ; কাটিলা সৌমিত্রি
শরজাল মুহুর্মুহুঃ হুহুঙ্কার রবে।
সবিস্ময়ে রক্ষোরাজ কহিলা, "বাখানি
বীরপণা তোর আমি, সৌমিত্রি কেশরি !
শক্তিধরাধিক শক্তি ধরিস্ সুরথি,
তুই ; কিন্তু নাহি রক্ষা আজি মোর হাতে !"
স্মরি পুত্রবরে শূর, হানিলা সরোষে
মহাশক্তি। বজ্রনাদে উঠিলা গর্জ্জিয়া,
উজ্জলি অম্বরদেশে সৌদামিনীরূপে,
ভীষণরিপুনাশিনী ! কাঁপিলা সভয়ে
দেব, নর ! ভীমাঘাতে পড়িলা ভূতলে
লক্ষ্মণ,-নক্ষত্র যথা ; বাজিল ঝনঝনি
দেব-অস্ত্র, রক্তস্রোতে আভাহীন এবে।
সপন্নগ গিরি সম পড়িলা সুমতি।
গহন কাননে যথা বিঁধি মৃগবরে
কিরাত অব্যর্থ শরে, ধায় দ্রুতগতি
তার পানে ; রথ ত্যজি রক্ষোরাজ বলী
ধাইলা ধরিতে শবে ! উঠিল চৌদিকে
আর্ত্তনাদ ! হাহাকারে দেবনররথী
বেড়িলা সৌমিত্রি শূরে। কৈলাসসদনে
শঙ্করের পদতলে কহিলা শঙ্করী,—
"মারিল লক্ষ্মণে, প্রভু, রক্ষঃকুলপতি
সংগ্রামে ! ধূলায় পড়ি যায় গড়াগড়ি
সুমিত্রানন্দন এবে ! তুষিলা রাক্ষসে,
ভকত-বৎসল তুমি ; লাঘবিলা [illegible]
বাসবের বীরগর্ব্ব ; কিন্তু ভিক্ষা [illegible],
বিরূপাক্ষ, রক্ষ, নাথ, লক্ষ্মণের দেহে !"
হাসিয়া কহিলা শূলী বীরভদ্র শূরে—
"নিবার লঙ্কেশে, বীর !" মনোরথ-গতি,
রাবণের কর্ণমূলে কহিলা গম্ভীরে
বীরভদ্র ; "যাও ফিরি স্বর্ণলঙ্কাধামে
রক্ষোরাজ ! হত রিপু, কি কাজ সমরে ?"
স্বপ্নসম দেবদূত অদৃশ্য হইলা।
সিংহনাদে শূরসিংহ আরোহিলা রথে ;
বাজিল রাক্ষস-বাদ্য, নাদিল গম্ভীরে
রাক্ষস ; পশিলা পুরে রক্ষঃ-অনীকিনী—
রণবিজয়িনী ভীমা, চামুণ্ডা যেমতি
রক্তবীজে নাশি দেবী, তাণ্ডবি উল্লাসে,
অট্টহাসি রক্তাধরে, ফিরিলা নিনাদি,
রক্তস্রোতে আর্দ্রদেহ ! দেবদল মিলি
স্তুতিলা সতীরে যথা, আনন্দে বন্দিলা
বন্দীবৃন্দ রক্ষঃসেনা বিজয়সংগীতে।
হেথা পরাভূত যুদ্ধে, মহা-অভিমানে
সুরদলে সুরপতি গেলা সুরপুরে।

১৯। সপন্নগ—সসর্প। ২৩। শব—মৃতদেহ।

৫। লাঘবিলা—লাঘব করিলা অর্থাৎ কমাইলা।
১৮। তাণ্ডবি—তাণ্ডব অর্থাৎ নৃত্য করিয়া।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে শক্তিনির্ভেদো নাম সপ্তমঃ সর্গঃ।

অষ্টম সর্গ

রাজকাজ সাধি যথা, বিরাম-মন্দিরে,
প্রবেশি, রাজেন্দ্র খুলি রাখেন যতনে
কিরীট ; রাখিলা খুলি অস্তাচলচূড়ে
দিনান্তে শিরের রত্ন তমোহা মিহিরে
দিনদেব ; তারাদলে আইলা রজনী ;
আইলা রজনীকান্ত শান্ত সুধানিধি।
শত শত অগ্নিরাশি জ্বলিল চৌদিকে
রণক্ষেত্রে। ভূপতিত যথায় সুরথী
সৌমিত্রি, বৈদেহীনাথ ভূপতিত তথা
নীরবে! নয়নজল, অবিরল বহি,
ভ্রাতৃলোহ সহ মিশি, তিতিছে মহীরে,
গিরিদেহে বহি যথা, মিশ্রিত গৈরিকে,
পড়ে তলে প্রস্রবণ। শূন্যমনাঃ খেদে
রঘুসৈন্য ;—বিভীষণ বিভীষণ রণে,
কুমুদ, অঙ্গদ, হনু, নল, নীল বলী,
শরভ, সুমালী, বীরকেশরী সুবাহু,
সুগ্রীব, বিষণ্ণ সবে প্রভুর বিষাদে।
চেতন পাইয়া নাথ কহিল কাতরে ;—
"রাজ্য ত্যজি, বনবাসে নিবাসিনু যবে,
লক্ষ্মণ, কুটীরদ্বারে, আইলে যামিনী,
ধনুঃ করে, হে সুরথি, জাগিতে সতত
রক্ষিতে আমায় তুমি ; আজি রক্ষঃপুরে—
আজি এই রক্ষঃপুরে অরি মাঝে আমি,
বিপদ্‌-সলিলে মগ্ন ; তবুও ভুলিয়া
আমায়, হে মহাবাহু, লভিছ ভূতলে
বিরাম ? রাখিবে আজি কে, কহ, আমারে ?
উঠ, বলি! কবে তুমি বিরত পালিতে
ভ্রাতৃ-আজ্ঞা ? তবে যদি মম ভাগ্যদোষে—
চিরভাগ্যহীন আমি—ত্যজিলা আমারে,
প্রাণাধিক, কহ, শুনি, কোন্‌ অপরাধে
অপরাধী তব কাছে অভাগী জানকী ?
দেবর লক্ষ্মণে স্মরি রক্ষঃকারাগারে
কাঁদিছে সে দিবানিশি! কেমনে ভুলিলে—
হে ভাই, কেমনে তুমি ভুলিলে হে আজি
মাতৃসম নিত্য যারে সেবিতে আদরে!
হে রাঘবকুলচূড়া, তব কুলবধূ,
রাখে বাঁধি পৌলস্তেয় ? না শাস্তি সংগ্রামে
হেন দুষ্টমতি চোরে, উচিত কি তব
এ শয়ন—বীরবীর্য্যে সর্ব্বভুক্‌ সম
দুর্ব্বার সংগ্রামে তুমি ? উঠ, ভীমবাহু,
রঘুকুলজয়কেতু! অসহায় আমি
তোমা বিনা, যথা রথী শূন্যচক্র রথে!
তোমার শয়নে হনু বলহীন, বলি,
গুণহীন ধনুঃ যথা ; বিলাপে বিষাদে
অঙ্গদ ; বিষণ্ণ মিতা সুগ্রীব সুমতি,
অধীর কর্ব্বুরোত্তম বিভীষণ রথী,
ব্যাকুল এ বলীদল! উঠ, ত্বরা করি,
জুড়াও, নয়ন, ভাই, নয়ন উন্মীলি!
"কিন্তু ক্লান্ত যদি তুমি এ দুরন্ত রণে,
ধনুর্দ্ধর, চল ফিরি যাই বনবাসে।
নাহি কাজ, প্রিয়তম, সীতায় উদ্ধারি,—
অভাগিনী! নাহি কাজ বিনাশি রাক্ষসে।
তনয়-বৎসলা যথা সুমিত্রা জননী
কাঁদেন সরযূতীরে, কেমনে দেখাব
এ মুখ, লক্ষ্মণ, আমি, তুমি না ফিরিলে
সঙ্গে মোর ? কি কহিব, সুধিবেন যবে
মাতা, 'কোথা, রামভদ্র, নয়নের মণি
আমার, অনুজ তোর ?' কি বলে বুঝাব
ঊর্ম্মিলা বধূরে আমি, পুরবাসী জনে ?
উঠ, বৎস! আজি কেন বিমুখ হে তুমি
সে ভ্রাতার অনুরোধে, যার প্রেমবশে,
রাজ্যভোগ ত্যজি তুমি পশিলা কাননে।
সমদুঃখে সদা তুমি কাঁদিতে হেরিলে
অশ্রুময় এ নয়ন ; মুছিতে যতনে
অশ্রুধারা ; তিতি এবে নয়নের জলে
আমি, তবু নাহি তুমি চাহ মোর পানে,

১। বিরাম-মন্দিরে—বিশ্রামগৃহে। ৪। তমোহা—অন্ধকারনাশক। মিহির—সূর্য্য।
১২। গৈরিক—ধাতুবিশেষ। ১৩। প্রস্রবণ—ঝরণা।

২। পৌলস্তেয়—পুলস্ত্যনন্দন রাবণ। ৪। সর্ব্বভুক্‌ সম—অগ্নিতুল্য। দুর্ব্বার—যাহাকে দুঃখে নিবারণ করা যায়। ৯। বিলাপে—বিলাপ করে। ১১। কর্ব্বুরোত্তম—রাক্ষসশ্রেষ্ঠ। ১৩। উন্মীলি—উন্মীলন করিয়া অর্থাৎ প্রকাশিয়া, চাহিয়া। ১৭। অভাগিনী—ইহা সীতার বিশেষণ। রামের সীতাকে অভাগিনী বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, সীতার নিমিত্তই লক্ষ্মণের এতাদৃশী দুরবস্থা ঘটিয়াছে।

প্রাণাধিক ? হে লক্ষ্মণ, এ আচার কভু
(ভ্রাতৃবৎসল তুমি বিদিত জগতে।)
সাজে কি তোমারে, ভাই, চিরানন্দ তুমি
আমার! আজন্ম আমি ধর্ম্মে লক্ষ্য করি,
পূজিনু দেবতাকুলে,—দিলা কি দেবতা
এই ফল ? হে রজনি, দয়াময়ী তুমি;
শিশির-আসারে নিত্য সরস কুসুমে,
নিদাঘার্ত্ত; প্রাণদান দেহ এ প্রসূনে!
সুধানিধি তুমি, দেব সুধাংশু; বিতর
জীবনদায়িনী সুধা, বাঁচাও লক্ষ্মণে—
বাঁচাও, করুণাময়, ভিখারী রাঘবে।"
এইরূপে বিলাপিলা রক্ষঃকুলরিপু
রণক্ষেত্রে, কোলে করি প্রিয়তমানুজে;
উথলিলা বীরবৃন্দ বিষাদে চৌদিকে,
মহীরুহব্যূহ যথা উচ্ছ্বাসে নিশীথে,
বহে যবে সমীরণ গহন বিপিনে।
নিরানন্দ শৈলসুতা কৈলাস-আলয়ে
রঘুনন্দনের দুঃখে; উৎসঙ্গ-প্রদেশে,
ধূর্জ্জটির পাদপদ্মে পড়িছে সঘনে
অশ্রুবারি, শতদলে শিশির যেমতি
প্রত্যূষে! সুধিলা প্রভু, "কি হেতু সুন্দরি,
কাতরা তুমি হে আজি, কহ তা আমারে ?"
"কি না তুমি জান, দেব ?" উত্তরিলা দেবী
গৌরী; "লক্ষ্মণের শোকে, স্বর্ণলঙ্কাপুরে,
আক্ষেপিছে রামচন্দ্র, শুন, সকরুণে।
অধীর হৃদয় মম রামের বিলাপে!
কে আর, হে বিশ্বনাথ, পূজিবে দাসীরে
এ বিশ্বে ? বিষম লজ্জা দিলে, নাথ, আজি
আমায়; ডুবালে নাম কলঙ্কসলিলে।
তপোভঙ্গ দোষে দাসী দোষী তব পদে,
তাপসেন্দ্র; সেঁই বুঝি, দণ্ডিলা এরূপে ?
কুক্ষণে আইলা ইন্দ্র আমার নিকটে!
কুক্ষণে মৈথিলীপতি পূজিল আমারে!"
নীরবিলা মহাদেবী কাঁদি অভিমানে।
হাসি উত্তরিলা শম্ভু, "এ অল্প বিষয়ে,
কেন নিরানন্দ তুমি, নগেন্দ্রনন্দিনি ?
মায়া সহ; সশরীরে, আমার প্রসাদে,
প্রবেশিবে প্রেতদেশে দাশরথি রথী।
পিতা রাজা দশরথ দিবে তারে কয়ে
কি উপায়ে ভাই তার জীবন লভিবে,
আবার; এ নিরানন্দ ত্যজ চন্দ্রাননে!
দেহ এ ত্রিশূল মম মায়ায়, সুন্দরি।
তমোময় যমদেশে অগ্নিস্তম্ভ সম
জ্বলি উজ্জ্বলিবে দেশ; পূজিবে ইহারে
প্রেতকুল; রাজদণ্ডে প্রজাকুল যথা।"
কৈলাস-সদনে দুর্গা স্মরিলা মায়ারে।
অবিলম্বে কুহকিনী আসি প্রণমিলা
অম্বিকায়; মৃদুস্বরে কহিলা পার্ব্বতী;—
"যাও তুমি লঙ্কাধামে, বিশ্ববিমোহিনি।
কাঁদিছে মৈথিলীপতি, সৌমিত্রির শোকে
আকুল; সম্বোধি তারে সুমধুর ভাষে,
লহ সঙ্গে প্রেতপুরে; দশরথ পিতা
আদেশিবে কি উপায়ে লভিবে সুমতি
সৌমিত্রি জীবন পুনঃ, আর যোধ যত,
হত এ নশ্বর রণে। ধর পদ্মকরে
ত্রিশূলীর শূল, সতি! অগ্নিস্তম্ভ সম
তমোময় যমদেশে জ্বলি উজ্জ্বলিবে
অস্ত্রবর।" প্রণমিয়া উমায় চলিলা
মায়া। ছায়াপথে ছায়া পালাইলা দূরে
রূপের ছটায় যেন মলিন! হাসিল
তারাবলী—মণিকুল সৌরকরে যথা।
পশ্চাতে খমুখে রাখি আলোকের রেখা,
সিন্ধুনীরে তরী যথা, চলিলা রূপসী
লঙ্কা পানে। কত ক্ষণে উত্তরিলা দেবী
যথায় সসৈন্যে ক্ষুণ্ণ রঘুকুলমণি।
পূরিল কনক-লঙ্কা স্বর্গীয়-সৌরভে।
রাঘবের কর্ণমূলে কহিলা জননী,—
"মুছ অশ্রুবারিধারা, দাশরথি রথি,
বাঁচিবে প্রাণের ভাই; সিন্ধুতীর্থ-জলে
করি স্নান, শীঘ্র তুমি চল মোর সাথে
যমালয়ে; সশরীরে পশিবে, সুমতি,

৭। সরস—সরস করিয়া থাক। ৮। এ প্রসূনে—লক্ষ্মণরূপ পুষ্পে। ৯। বিতর—বিতরণ অর্থাৎ দান কর। ১৫। নিশীথ—অর্দ্ধরাত্র। ১৭ শৈলসুতা—গিরিবালা। ১৮। উৎসঙ্গ-প্রদেশে—ক্রোড়দেশে অর্থাৎ কোলে। ১৯। ধূর্জ্জটি—মহাদেব। সঘনে—ক্রমাগত, নিরন্তর, ঘন ঘন।

২৫। আক্ষেপিছে—আক্ষেপ করিতেছে।

২। কৃতান্তনগরে—যমপুরে। ৪। প্রেতদেশ—মৃতব্যক্তিদিগের স্থান, অর্থাৎ যমালয়। ২৩। তমোময়।—অন্ধকারময়।

২৮। খমুখে—আকাশমুখে অর্থাৎ আকাশে।

২৯। সিন্ধুনীরে—সমুদ্রজলে। তরী—নৌকা।

তুমি প্রেতপুরে আজি শিবের প্রসাদে।
পিতা দশরথ তব দিবেন কহিয়া
কি উপায়ে সুলক্ষণ লক্ষ্মণ লভিবে
জীবন। হে ভীমবাহু, চল শীঘ্র করি।
সৃজিব সুড়ঙ্গপথ; নির্ভয়ে, সুরথি,
পশ তাহে; যাব আমি পথ দেখাইয়া,
তবাগ্রে। সুগ্রীব-আদি নেতৃপতি যত,
কহ সবে, রক্ষা তারা করুক লক্ষ্মণে।"
সবিস্ময়ে রাঘবেন্দ্র সাবধানি যত
নেতৃনাথে, সিন্ধুতীরে চলিলা সুমতি—
মহাতীর্থে। অবগাহি পূত স্রোতে দেহ
মহাভাগ, তুষি দেব-পিতৃলোক-আদি
তর্পণে, শিবির-দ্বারে উতরিলা ত্বরা
একাকী। উজ্জ্বল এবে দেখিলা নৃমণি
দেবতেজঃপুঞ্জে গৃহ। কৃতাঞ্জলিপুটে,
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া রথী পূজিলা দেবীরে।
ভূষিয়া ভীষণ তনু সুবীর ভূষণে
বীরেশ, সুড়ঙ্গপথে পশিলা সাহসে—
কি ভয় তাহার, দেব সুপ্রসন্ন যারে?
চলিলা রাঘবশ্রেষ্ঠ, তিমির কানন-
পথে পথী চলে যথা, যবে নিশাভাগে
সুধাংশুর অংশু পশি হাসে সে কাননে।
আগে আগে মায়াদেবী চলিলা নীরবে।
কত ক্ষণে রঘুবর শুনিলা চমকি
কল্লোল,সহস্র শত সাগর উথলি
রোষে কল্লোলিছে যেন। দেখিলা সভয়ে
অদূরে ভীষণ পুরী, চিরনিশাবৃত।
বহিছে পরিখারূপে বৈতরণী নদী
বজ্রনাদে; রহি রহি উথলিছে বেগে
তরঙ্গ, উথলে যথা তপ্ত পাত্রে পয়ঃ
উচ্ছাসিয়া ধূমপুঞ্জ, ত্রস্ত অগ্নিতেজে।
নাহি শোভে দিনমণি সে আকাশদেশে;
কিম্বা চন্দ্র, কিম্বা তারা; ঘন ঘনাবলী,
উগরি পাবকরাশি, ভ্রমে শূন্যপথে
বাতগর্ভ, গর্জ্জি উচ্চে, প্রলয়ে যেমতি
পিনাকী, পিনাকে ইষু বসাইয়া রোষে।
সবিস্ময়ে রঘুনাথ নদীর উপরে
হেরিলা অদ্ভুত সেতু, অগ্নিময় কভু,
কভু ঘন ধূমাবৃত, সুন্দর কভু বা
সুবর্ণে নির্ম্মিত যেন। ধাইছে সতত
সে সেতুর পানে প্রাণী লক্ষ লক্ষ কোটি—
হাহাকার নাদে কেহ; কেহ বা উল্লাসে।
সুধিলা বৈদেহীনাথ,—"কহ কৃপাময়ি,
কেন নানা বেশ সেতু ধরিছে সতত?
কেন বা অগণ্য প্রাণী (অগ্নিশিখা হেরি
পতঙ্গের কুল যথা) ধায় সেতু পানে?"
উত্তরিলা মায়াদেবী,—"কামরূপী সেতু,
সীতানাথ; পাপী-পক্ষে অগ্নিময় তেজে,
ধূমাবৃত; কিন্তু যবে আসে পুণ্য-প্রাণী,
প্রশস্ত, সুন্দর, স্বর্গে স্বর্ণপথ যথা।
ওই যে অগণ্য আত্মা দেখিছ, নৃমণি,
ত্যজি দেহ ভবধামে, আসিছে সকলে
প্রেতপুরে, কর্ম্মফল ভুঞ্জিতে এ দেশে।
ধর্ম্মপথগামী যারা যায় সেতুপথে
উত্তর, পশ্চিম, পূর্ব্বদ্বারে; পাপী যারা
সাঁতারিয়া নদী পার হয় দিবানিশি
মহাক্লেশে; যমদূত পীড়য়ে পুলিনে,
জলে জলে পাপ-প্রাণ তপ্ত তৈলে যেন।
চল মোর সাথে তুমি; হেরিবে সত্বরে
নরচক্ষুঃ কভু নাহি হেরিয়াছে যাহা।"
ধীরে ধীরে রঘুবর চলিলা পশ্চাতে,
সুবর্ণ-দেউটি সম অগ্রে কুহকিনী
উজ্জ্বলি বিকট দেশ। সেতুর নিকটে
সভয়ে হেরিলা রাম বিরাট-মূরতি
যমদূত দণ্ডপাণি। গর্জ্জি বজ্রনাদে
সুধিল কৃতান্তচর; "কে তুমি? কি বলে,
সশরীরে, হে সাহসি, পশিলা এ দেশে
আত্মময়? কহ ত্বরা, নতুবা নাশিব
দণ্ডাঘাতে মুহূর্ত্তেকে।" হাসি মায়াদেবী
শিবের ত্রিশূল মাত্র দেখাইলা দূতে।
নতভাবে নমি দূত কহিল সতীরে;—
"কি সাধ্য আমার, সাধ্বি, রোধি আমি গতি
তোমার? আপনি সেতু স্বর্ণময় দেখ
উল্লাসে আকাশ যথা উষার মিলনে।"
বৈতরণী নদী পার হইলা উভয়ে।
লৌহময় পুরীদ্বার দেখিলা সম্মুখে

১৭। তনু—শরীর। ২৫। কল্লোল—কল-কল শব্দ।
২৮। পরিখা—গড়খাই। ৩০। পয়ঃ—দুগ্ধ। ৩৪। পাবক-রাশি—অগ্নিরাশি। ৩৬। পিনাকী—মহাদেব।
পিনাক—শিবধনুঃ। ইষু—বাণ।

১। কামরূপী—স্বেচ্ছারূপী অর্থাৎ যখন যেমন ইচ্ছা সেইরূপ রূপ যে ধারণ করিতে পারে।
১১। পীড়য়ে—পীড়া দেয়। পুলিনে—তীরে।

রঘুপতি ; চক্রাকৃতি অগ্নি রাশি রাশি
ঘোরে অবিরাম-গতি চৌদিক উজলি।
আগ্নেয় অক্ষরে লেখা দেখিলা নৃমণি
ভীষণ তোরণ-মুখে ;—"এই পথ দিয়া
যায় পাপী দুঃখদেশে চির দুঃখ-ভোগে ;—
হে প্রবেশি, ত্যজি স্পৃহা, প্রবেশ এ দেশে।"
অগ্নিবর্ণদ্বার দ্বারে দেখিলা সুরথী
জ্বর-রোগ। কভু শীতে কাঁপে ক্ষীণ তনু
থর থরি ; ঘোর দাহে কভু বা দহিছে,
বাড়বাগ্নিতেজে যথা জলদলপতি।
পিত্ত, শ্লেষ্মা, বায়ু, বলে কভু আক্রমিছে
অপহরি জ্ঞান তার। সে রোগের পাশে
বিশাল-উদর বসে উদরপরতা ;—
অজীর্ণ ভোজন-দ্রব্য উগরি দুর্ম্মতি
পুনঃ পুনঃ, দুই হস্তে তুলিয়া গিলিছে
সুখাদ্য। তাহার পাশে প্রমত্তত্ব হাসে
ঢুলু ঢুলু ঢুলু আঁখি। নাচিছে, গাইছে
কভু, বিবাদিছে কভু, কাঁদিছে কভু বা
সদা জ্ঞানশূন্য মূঢ়, জ্ঞানহর সদা।
তার পাশে দুষ্ট কাম, বিগলিত-দেহ
শব যথা, তবু পাপী রত গো সুরতে—
দহে হিয়া অহরহঃ কামানলতাপে।
তার পাশে বসি যক্ষ্মা শোণিত উগরে,
কাশি কাশি দিবানিশি ; হাঁপায় হাঁপানি—
মহাপীড়া! বিসূচিকা, গতজ্যোতিঃ আঁখি ;
মুখ-মল-দ্বারে বহে লোহের লহরী
শুভ্রজলরয়রূপে। তৃষারূপে রিপু
আক্রমিছে মুহুর্মুহুঃ ; অন্ত্রগ্রহ মাঝে
ভয়ঙ্কর যমচর গ্রহিছে প্রবলে
ক্ষীণ অঙ্গ, যথা ব্যাঘ্র, নাশি জীব বনে,
রহিয়া রহিয়া পড়ি কামড়ায় তারে
কৌতুকে। অদূরে বসে সে রোগের পাশে
উন্মত্ততা,—উগ্র কভু, আহুতি পাইলে
উগ্র অগ্নিশিখা যথা। কভু হীনবলা।
বিবিধ ভূষণে কভু ভূষিত ; কভু বা
উলঙ্গ, সমর-রঙ্গে হরপ্রিয়া যথা
কালী। কভু গায় গীত করতালি দিয়া
উন্মদা ; কভু বা কাঁদে ; কভু হাসিরাশি
বিকট অধরে ; কভু কাটে নিজ গলা
তীক্ষ্ণ অস্ত্রে ; গিলে বিষ ; ডুবে জলাশয়ে,
গলে দড়ি! কভু, ধিক! হাব ভাব-আদি
বিভ্রমবিলাসে বামা আহ্বানে কামীরে
কামাতুরা। মল, মূত্র, না বিচারি কিছু,
অন্ন সহ মাখি, হায়, খায় অনায়াসে!
কভু বা শৃঙ্খলাবদ্ধা, কভু ধীরা যথা
স্রোতোহীন প্রবাহিণী—পবন বিহনে।
আর আর রোগ যত কে পারে বর্ণিতে ?
দেখিলা রাঘব রথী অগ্নিবর্ণ রথে
(বসন শোণিতে আর্দ্র, খর অসি করে,)
রণে। রথমুখে বসে ক্রোধ সূতবেশে।
নরমুণ্ডমালা গলে, নরদেহরাশি
সম্মুখে। দেখিলা হত্যা, ভীম খড়্গপাণি ;
ঊর্দ্ধবাহু সদা, হায়, নিধনসাধনে!
বৃক্ষশাখে গলে রজ্জু দুলিছে নীরবে
আত্মহত্যা, লোলজিহ্ব, উন্মীলিত আঁখি
ভয়ঙ্কর। রাঘবেন্দ্রে সম্ভাষি সুভাবে
কহিলেন মায়াদেবী ;—"এই যে দেখিছ,
বিকট শমনদূত যত, রঘুরথি,
নানা বেশে এ সকলে ভ্রমে ভূমণ্ডলে
অবিশ্রাম, ঘোর বনে কিরাত যেমতি
মৃগয়ার্থে। পশ তুমি কৃতান্তনগরে,
সীতাকান্ত ; দেখাইব আজি হে তোমারে
কি দশায় আত্মকুল জীবে আত্মদেশে।
দক্ষিণ দুয়ার এই ; চৌরাশী নরক-
কুণ্ড আছে এই দেশে। চল ত্বরা করি।"

৩। আগ্নেয়—অগ্নিময়। ৪। তোরণ—গেট। ৬। স্পৃহা—ইচ্ছা, লোভ। ১১। শ্লেষ্মা—কফ। ১৩। বিশাল-উদর—লম্বোদর। ১৪। অজীর্ণ—অপাক। ১৪-১৫। অজীর্ণ ভোজন-দ্রব্য ইত্যাদির তাৎপর্য্য এই যে, ঔদরিক ব্যক্তির ভোজন-লালসা অধিক হয়, সুতরাং সে উপাদেয় সামগ্রীর ভক্ষণ-স্পৃহায় পূর্ব্বভক্ষিত অপাক দ্রব্যজাত উদ্‌গীরণপূর্ব্বক উদর শূন্য করে। ১৬। প্রমত্তত্ব—প্রমত্ততা। নৃত্য, গীত, ক্রন্দন, জ্ঞানহরণ প্রভৃতি ক্রিয়া প্রমত্ততার স্বাভাবিক লক্ষণ। ২৩। যক্ষ্মা—যক্ষ্মাকাস। ২৫। বিসূচিকা—ওলাউঠা, উদরপীড়া। ২৭। শুভ্রজলরয়রূপে—শুভ্রজলবেগরূপে। অর্থাৎ ওলাউঠা রোগে সর্ব্বশরীরের শোণিত জলরূপে পরিণত হইয়া মুখ ও মলদ্বার দিয়া বহির্গত হইতে থাকে। আর পিপাসা, আকর্ষণী প্রভৃতি ক্রিয়া উক্ত রোগের প্রধান লক্ষণ।

১। অন্ত্রগ্রহ—আকর্ষণী, খল্লীকায়, খেঁচাবোধ। ১১। প্রবাহিণী—নদী। ২২। খর—তীক্ষ্ণ। ২৩। সূতবেশে—সারথিবেশে। ২৬। নিধনসাধনে—নাশ-সম্পাদনে, অর্থাৎ মারণে। ৩৬। জীবে—জীবিত থাকে।

পশিলা কৃতান্তপুরে সীতাকান্ত বলী,
দাবদগ্ধ বনে, মরি, ঋতুরাজ যেন
বসন্ত; অমৃত কিম্বা জীবশূন্য দেহে!
অন্ধকারময় পুরী, উঠিছে চৌদিকে
আর্ত্তনাদ; ভূকম্পনে কাঁপিছে সঘনে
জল, স্থল; মেঘাবলী উগরিছে রোষে
কালাগ্নি; দুর্গন্ধময় সমীর বহিছে,
লক্ষ লক্ষ শব যেন পুড়িছে শ্মশানে।
কত ক্ষণে রঘুশ্রেষ্ঠ দেখিলা সম্মুখে
মহাহ্রদ; জলরূপে বহিছে কল্লোলে
কালাগ্নি! ভাসিছে তাহে কোটি কোটি প্রাণী
ছটফটি হাহাকারে! "হায় রে, বিধাতঃ
নির্দ্দয়, সৃজিলি কি রে আমা সবাকারে
এই হেতু? হা দারুণ, কেন না মরিনু
জঠর-অনলে মোরা মায়ের উদরে?
কোথা তুমি, দিনমণি? তুমি, নিশাপতি
সুধাংশু? আর কি কভু জুড়াইব আঁখি
হেরি তোমা দোঁহে, দেব? কোথা সুত, দারা,
আত্মবর্গ? কোথা, হায়, অর্থ যার হেতু
বিবিধ কুপথে রত ছিনু রে সতত—
করিনু কুকর্ম্ম, ধর্ম্মে দিয়া জলাঞ্জলি?"
এইরূপে পাপী-প্রাণ বিলাপে সে হ্রদে
মুহুর্মুহুঃ। শূন্যদেশে অমনি উত্তরে
শূন্যদেশভবা বাণী ভৈরব নিনাদে,—
"বৃথা কেন, মূঢ়মতি, নিন্দিস্ বিধিরে
তোরা? স্বকরম-ফল ভুঞ্জিস্ এ দেশে।
পাপের ছলনে ধর্ম্মে ভুলিলি কি হেতু?
সুবিধি বিধির বিধি বিদিত জগতে।"
নীরবিলে দৈববাণী, ভীষণ-মূরতি
যমদূত হানে দণ্ড মস্তক-প্রদেশে;
কাটে কৃমি; বজ্রনখা, মাংসাহারী পাখী
উড়ি পড়ি ছায়াদেহে ছিঁড়ে নাড়ী-ভুঁড়ি
হুহুঙ্কারে। আর্ত্তনাদে পূরে দেশ পাপী।
কহিলা বিষাদে মায়া রাঘবে সম্ভাষি,—
"রৌরব এ হ্রদ নাম, শুন, রঘুমণি,
অগ্নিময়! পরধন হরে যে দুর্ম্মতি,
তার চিরবাস হেথা; বিচারী যদ্যপি
অবিচারে রত, সেও পড়ে এই হ্রদে।
আর আর প্রাণী যত, মহাপাপে পাপী।
[illegible] বাসক হেথা, সদা কীট কাটে।
সহে [illegible] অগ্নি কহিনু তোমারে,
জলে যাহে প্রেতকুল এ ঘোর নরকে,
রঘুবর; অগ্নিরূপে বিধিরোষ হেথা
জলে নিত্য। চল, রথি, চল, দেখাইব
কুম্ভীপাকে; তপ্ত তৈলে যমদূত ভাজে
পাপীবৃন্দে যে নরকে; ওই শুন, বলি,
অদূরে ক্রন্দনধ্বনি! মায়াবলে আমি
রোধিয়াছি নাসাপথ তোমার, নহিলে
নারিতে তিষ্ঠিতে হেথা, রঘুশ্রেষ্ঠ রথি!
কিম্বা চল যাই, যথা অন্ধতম কূপে
কাঁদিছে আত্মহা পাপী হাহাকার রবে
চিরবন্দী!" করপুটে কহিলা নৃপতি,
"ক্ষম, ক্ষেমঙ্করি, দাসে। মরিব এখনি
পরদুঃখে, আর যদি দেখি দুঃখ আমি
এইরূপ! হায়, মাতঃ, এ ভবমণ্ডলে
স্বেচ্ছায় কে গ্রহে জন্ম, এই দশা যদি
পরে? অসহায় নর; কলুষকুহকে
পারে কি গো নিবারিতে?" উত্তরিলা মায়া,—
"নাহি বিষ, মহেষ্বাস, এ বিপুল ভবে,
না দমে ঔষধ যারে। তবে যদি কেহ
অবহেলে সে ঔষধে, কে বাঁচায় তারে?
কর্ম্মক্ষেত্রে পাপ সহ রণে যে সুমতি,
দেবকুল অনুকূল তার প্রতি সদা;—
অভেদ্য কবচে ধর্ম্ম আবরেণ তারে;
এ সকল দণ্ডস্থল দেখিতে যদ্যপি,
হে রথি, বিরত তুমি, চল এই পথে।"
কত দূরে সীতাকান্ত পশিলা কান্তারে—
নীরব, অসীম, দীর্ঘ; নাহি ডাকে পাখী,
নাহি বহে সমীরণ সে ভীষণ বনে,
না ফোটে কুসুমাবলী—বনসুশোভিনী।

২। দাবদগ্ধ—দাবানলদগ্ধ। ৭। দুর্গন্ধময়—দুর্গন্ধপূর্ণ। সমীর—সমীরণ, পবন, বায়ু। দারা—স্ত্রী। ২৪। শূন্যদেশভবা বাণী—আকাশবাণী অর্থাৎ দৈববাণী। ২৮। সুবিধি—সুনিয়ম। বিধির—বিধাতার। বিধি—নিয়ম। ৩১। কৃমি—কীট, পোকা। ৩৩। পূরে—পূর্ণ করে।

১৫। আত্মহা—আত্মঘাতী।

১৬। চিরবন্দী—চিরবন্দীস্বরূপ। আত্মঘাতীদিগকে চিরবন্দী বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, তাহাদের উক্ত কূপনামক নরক হইতে নিষ্কৃতি পাইবার কখনও সম্ভাবনা নাই। ২১। কলুষকুহকে—পাপকুহকে। ২৫। অবহেলে—অবহেলা করে। ২৬। রণে—রণ করে। ২৮। আবরেন—আবরণ করেন, ঢাকেন। অর্থাৎ ধর্ম্ম তাহাকে রক্ষা করেন। ৩১। কান্তার—দুর্গম

স্থানে স্থানে পত্রপুঞ্জে ছেদি প্রবেশিছে
রশ্মি, তেজোহীন কিন্তু, রোগীহাস্য যথা।
লক্ষ লক্ষ লক্ষ প্রাণী সহসা বেড়িল
সবিস্ময়ে রঘুনাথে, মধুভাণ্ডে যথা
মক্ষিক। শুধিল কেহ সকরুণ স্বরে,
"কে তুমি, শরীরি? কহ, কি গুণে আইলা
এ স্থলে? দেব কি নর, কহ শীঘ্র করি।
কহ কথা; আমা সবে তোষ, গুণনিধি,
বাক্য-সুধা বরিষণে। যে দিন হরিল
পাপপ্রাণ যমদূত, সে দিন অবধি
রসনাজনিত ধ্বনি বঞ্চিত আমরা।
জুড়াল নয়ন হেরি অঙ্গ তব, রথি,
বরাঙ্গ, এ কর্ণদ্বয়ে জুড়াও বচনে!"
উত্তরিলা রক্ষোরিপু, "রঘুকুলোদ্ভব
এ দাস, হে প্রেতকুল; দশরথ রথী
পিতা, পাটেশ্বরী দেবী কৌশল্যা জননী;
রাম নাম ধরে দাস; হায়, বনবাসী
ভাগ্য-দোষে! ত্রিশূলীর আদেশে ভেটিব
পিতায়, তেঁই গো আজি এ কৃতান্তপুরে।"
উত্তরিলা প্রেত এক, "জানি আমি তোমা,
শূরেন্দ্র; তোমার শরে শরীর ত্যজিনু
পঞ্চবটীবনে আমি!" দেখিলা নৃমণি
চমকি মারীচ রক্ষে—দেহহীন এবে!
জিজ্ঞাসিলা রামচন্দ্র, "কি পাপে আইলা
এ ভীষণ বনে, রক্ষঃ, কহ তা আমারে?"
"এ শাস্তির হেতু হায়, পৌলস্ত্য দুর্ম্মতি,
রঘুরাজ!" উত্তরিলা শূন্যদেহ প্রাণী,
"সাধিতে তাহার কার্য্য বঞ্চিনু তোমারে,
তেঁই এ দুর্গতি মম!" আইল দূষণ
সহ খর (খর যথা তীক্ষ্ণতর অসি
সমরে, সজীব যবে,) হেরি রঘুনাথে,
রোষে, অভিমানে দোঁহে চলি গেলা দূরে,
বিষদন্তহীন অহি হেরিলে নকুলে
বিষাদে লুকায় যথা! সহসা পূরিল
ভৈরব আরবে বন, পালাইল রড়ে
ভূতকুল, শুষ্ক পত্র উড়ি যায় যথা
বহিলে প্রবল ঝড়। কহিলা সুবেশে
মায়া, "এই প্রেতকুল, শুন রঘুমণি,
নানা কুণ্ডে করে বাস; কভু কভু আসি
ভ্রমে এ বিলাপবনে, বিলাপি নীরবে।
ওই দেখ যমদূত খেদাইছে রোষে
নিজ নিজ স্থানে সবে!" দেখিলা বৈদেহী-
হৃদয়কমলরবি, ভূত পালে পালে,
পশ্চাতে ভীষণ মূর্ত্তি যমদূত; বেগে
ধাইছে নিনাদি ভূত, মৃগপাল যথা
ধায় বেগে ক্ষুধাতুর সিংহের তাড়নে
ঊর্দ্ধশ্বাস! মায়া সহ চলিলা বিষাদে
দয়াসিন্ধু রামচন্দ্র সজল নয়নে।
কত ক্ষণে আর্ত্তনাদ শুনিলা সুরথী
শিহরি! দেখিলা দূরে লক্ষ লক্ষ নারী,
আভাহীন, দিবাভাগে শশিকলা যথা
আকাশে! কেহ বা ছিঁড়ি দীর্ঘকেশাবলী,
কহিছে, "চিকণি তোরে বাঁধিতাম সদা,
বাঁধিতে কামীর মনঃ, ধর্ম্মকর্ম্ম ভুলি,
উন্মদা যৌবনমদে!" কেহ বিদরিছে
নখে বক্ষঃ, কহি, "হায়, হীরামুক্তা ফলে
বিফলে কাটানু দিন সাজাইয়া তোরে;
কি ফল ফলিল পরে!" কোন নারী খেদে
কুড়িছে নয়নদ্বয় (নির্দ্দয় শকুনি
মৃতজীব-আঁখি যথা) কহিয়া, "অঞ্জনে
রঞ্জি তোরে, পাপচক্ষুঃ, হানিতাম হাসি
চৌদিকে কটাক্ষশর; সুদর্পণে হেরি
বিভা তোর, ঘৃণিতাম কুরঙ্গনয়নে।
গরিমার পুরস্কার এই কি রে শেষে?"

১—২। রোগীহাস্যের সহিত কিরণাবলীর উপমা দিবার মর্ম্ম এই যে, যেমন পীড়িত ব্যক্তির হাস্যে কোন রস বা শক্তি নাই, সেইরূপ কিরণজালের পত্রমধ্য দিয়া প্রবেশ করাতে কেবল আলোকমাত্র আছে, কিন্তু তাহাতে কোন তেজঃ নাই।

৮। তোষ—তুষ্ট কর। ১১। রসনাজনিত ধ্বনি—রসনোচ্চারিত শব্দ, অর্থাৎ মানববাক্য। ১৮। ভেটিব—সাক্ষাৎ করিব। ২৬। পৌলস্ত্য—পুলস্ত্যনন্দন রাবণ।

৩০। খর—খরনামক রাক্ষস।

১। অহি—সর্প। নকুল—নেউল। খর দূষণের বিষদন্তহীন সর্পের সহিত তুলনা দিবার তাৎপর্য্য এই যে, যেমন সর্পের বিষ-দাঁত ভাঙ্গিলে আর বল থাকে না, সেইরূপ খর দূষণ রামের নিকট পরাজিত হওয়া অবধি পরাক্রমশূন্য হইয়াছে।

২৭। কুড়িছে—উপড়াইতেছে, অর্থাৎ তুলিয়া ফেলিতেছে। ২৮। অঞ্জন—কাজল। ৩১। ঘৃণিতাম—ঘৃণা করিতাম। ৩২। গরিমার—গৌরবের। কেশাবলী প্রভৃতির চিকণ বন্ধনাদির দ্বারা কামিগণের মনোহরণাদিপূর্ব্বক নানা সুখভোগ বর্ণনানন্তর "গরিমার

চলি গেলা বামাদল কাঁদিয়া কাঁদিয়া।—
পশ্চাতে কৃতান্তদূতী, কুন্তল-প্রদেশে
স্বনিছে ভীষণ সর্প; নখ অসি সম;
রক্তাক্ত অধর ওষ্ঠ; ঝুলিছে সঘনে
কদাকার স্তনযুগ ঝুলি নাভিতলে;
নাসাপথে অগ্নিশিখা জ্বলি বাহিরিছে
ধকধকি; নয়নাগ্নি মিশিছে তা সহ।
সম্ভাষি রাঘবে মায়া কহিলা, "এই যে
নারীকুল, রঘুমণি, দেখিলে সম্মুখে,
বেশভূষাসক্তা সবে ছিল মহীতলে।
সুসজ্জিত সতত দুষ্টা, বসন্তে যেমতি
বনস্থলী, কামী-মনঃ মজাতে বিভ্রমে
কামাতুরা। এবে কোথা সে রূপমাধুরী,
সে যৌবনধন, হায়?" অমনি বাজিল
প্রতিধ্বনি, "এবে কোথা সে রূপমাধুরী,
সে যৌবনধন, হায়!" কাঁদি ঘোর রোলে
চলি গেলা বামাকুল যে যার নরকে।
আবার কহিলা মায়া;—"পুনঃ দেখ চেয়ে
সম্মুখে, হে রক্ষোরিপু," দেখিলা নৃমণি
আর এক বামাদল সম্মোহন রূপে!
পরিমলময় ফুলে মণ্ডিত কবরী,
কামাগ্নির তেজোরাশি কুরঙ্গ-নয়নে,
মিষ্টতর সুধা-রস মধুর অধরে!
দেবরাজ-কম্বু-সম মণ্ডিত রতনে
গ্রীবাদেশ; সূক্ষ্ম স্বর্ণ-সূতার কাঁচলি
আচ্ছাদন-ছলে ঢাকে কেবল দেখাতে
কুচ-রুচি, কাম-ক্ষুধা বাড়ায়ে হৃদয়ে
কামীর। সুক্ষীণ কটি; নীল পট্টবাসে,
(সূক্ষ্ম অতি) গুরু উরু যেন ঘৃণা করি
আবরণ, রম্ভা-কান্তি দেখায় কৌতুকে,
উলঙ্গ বরাঙ্গ যথা মানসের জলে
অপ্সরীর, জল-কেলি করে তারা যবে।
বাজিছে নূপুর পায়ে, নিতম্বে মেখলা;
মুরজের রঙ্গে, বীণা, রবাব, মন্দিরা,
আনন্দে স্বরঙ্গ সবে মন্দে মিলাইছে।
সঙ্গীত-তরঙ্গে রঙ্গে ভাসিছে অঙ্গনা।
রূপস পুরুষদল আর এক পাশে
বাহিরিলা মৃদু হাসি; সুন্দর যেমতি
কৃত্তিকা-বল্লভ দেব কার্ত্তিকেয় বলী,
কিম্বা রতি, মনমথ, মনোরথ ভব।
হেরি সে পুরুষ-দলে কামমদে মাতি
কপটে কটাক্ষ-শর হানিলা রমণী,—
কঙ্কণ বাজিল হাতে শিঞ্জিনীর বোলে।
তপ্ত শ্বাসে উড়ি রজঃ কুসুমের দামে
ধূলারূপে জ্ঞান-রবি আশু আবরিল।
হারিল পুরুষ রণে; হেন রণে কোথা
জিনিতে পুরুষদলে আছে হে শকতি?
বিহঙ্গ বিহঙ্গী যথা প্রেমরঙ্গে মজি
করে কেলি যথা তথা—রসিক নাগরে,
ধরি পশে বন-মাঝে রসিকা নাগরী—
কি মানসে, নয়ন তা কহিল নয়নে!
সহসা পূরিল বন হাহাকার রবে!
বিস্ময়ে দেখিলা রাম করি জড়াজড়ি
গড়াইছে ভূমিতলে নাগর নাগরী
কামড়ি আঁচড়ি, মারি হস্ত, পদাঘাতে।
ছিঁড়ি চুল, কুড়ি আঁখি, নাক মুখ চিরি
বজ্রনখে। রক্তস্রোতে তিতিলা ধরণী।

পুরস্কার" ইত্যাদি বর্ণনার তাৎপর্য্য এই যে, কেশাবলী প্রভৃতি দ্বারা স্বর্গতুল্য সুখভোগ করিয়াছি, অবশেষে কি সে সুখভোগ নরকভোগরূপে পরিণত হইল।

৪। রক্তাক্ত—রক্তবিজড়িত। ২৪। কম্বু—শঙ্খ। কবিরা সচরাচর শঙ্খের সহিত গ্রীবা অর্থাৎ ঘাড়ের তুলনা দিয়া থাকেন। ২৫—২৭। সূক্ষ্ম স্বর্ণ-সূতার কাঁচলি—স্তনাবরণ, স্তনকে আচ্ছাদন না করিয়া বরং তাহার রুচি অর্থাৎ কান্তির বৃদ্ধি করতঃ কামিগণের কামানল উদ্দীপ্ত করে। ২৮—৩২। এই স্ত্রীলোকদিগের পরিধান-বসন নীলবর্ণ এবং এত পাতলা যে, তদ্দারা উরুদেশের আবরণ দূরে থাকুক, বরং তন্মধ্য দিয়া আপন কান্তি সকল এমন প্রকাশ করিতেছে যে, যেমন বস্ত্রহীনা অপ্সরীদলের কান্তি তাহাদের জলকেলিকালে প্রকাশ পায়।

৮। কিম্বা হে রতিদেবি, এই সকল পুরুষ তোমার মনোরথ মন্মথের তুল্য সুন্দর। ১—১২। পুরুষকুল-দর্শনে এই সকল দুর্বৃত্তা নারীগণের কামরিপু প্রবল হওয়াতে তাহাদের শ্বাসবায়ু উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, এবং তাহাদের কণ্ঠস্থিত কুসুমমালার রজঃ অর্থাৎ কুসুমধূলি উড়াইয়া ইত্যাদি। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, এই স্ত্রীলোকেরা কামে বিবশা হইল। পুরুষদলও তাহাদের হাব ভাব ও লাবণ্য দর্শনে একেবারে বিমোহিত হইয়া পড়িল।

১৬—১৯। বিহঙ্গ বিহঙ্গী যথা, এ স্থলে নারী ও পুরুষদলের বিহঙ্গ বিহঙ্গীর সহিত তুলনা দিবার তাৎপর্য্য এই যে, রতিকালে তাহাদের যেমন স্থানাস্থান ও সময়াসময়ের বিবেচনা থাকে না, নারী ও পুরুষগণেরও এ স্থলে সেই দশা ঘটিয়া উঠিল।

ঘুরিল উভয়ে ঘোরে, ঘুরিল যেমতি
কীচকের সহ ভীম নারী-বেশ ধরি
বিরাটে। উতরি তথা যমদূত যত
লৌহের মুদগর মারি আশু তাড়াইলা
দুই দলে। মৃদুভাবে কহিলা সুন্দরী
মায়া রঘুকুলানন্দ রাঘবনন্দনে ;—
"জীবনে কামের দাস, শুন, বাছা, ছিল
পুরুষ ; কামের দাসী রমণী-মণ্ডলী।
কাম-ক্ষুধা পূরাইল দোঁহে অবিরামে
বিসর্জ্জি ধর্ম্মেরে, হায়, অধর্ম্মের জলে,
বর্জ্জি লজ্জা ;—দণ্ড এবে এই যমপুরে।
ছলে যথা মরীচিকা তৃষাতুর জনে,
মরু-ভূমে ; স্বর্ণকান্তি মাকাল যেমতি
মোহে ক্ষুধাতুর-প্রাণে ; সেই দশা ঘটে
এ সঙ্গমে ; মনোরথ বৃথা দুই দলে।
আর কি কহিব, বাছা, বুঝি দেখ তুমি।
এ দুর্ভোগ, হে সুভগ, ভোগে বহু পাপী
মর-ভূমে নরকাগ্রে ; বিধির এ বিধি—
যৌবনে অন্যায় ব্যয়ে বয়েসে কাঙ্গালী।
অনির্ব্বেয় কামানল পোড়ায় হৃদয়ে ;
অনির্ব্বেয় বিধি-রোষ কালানল-রূপে
দহে দেহ, মহাবাহু, কহিনু তোমারে—
এ পাপী-দলের এই পুরস্কার শেষে !"—
মায়ার চরণে নমি কহিলা নৃমণি,
"কত যে অদ্ভুত কাণ্ড দেখিনু এ পুরে,
তোমার প্রসাদে, মাতঃ, কে পারে বর্ণিতে ?
কিন্তু কোথা রাজ-ঋষি ? লইব মাগিয়া
কিশোর লক্ষ্মণে ভিক্ষা তাঁহার চরণে—
সহ দাসে সে সুধাসে, এ মম মিনতি।"
হাসিয়া কহিলা মায়া, "অসীম এ পুরী,
রাঘব, কিঞ্চিৎ মাত্র দেখানু তোমারে,
দ্বাদশ বৎসর যদি নিরন্তর ভ্রমি
কৃতান্ত-নগরে, শূর, আমা দোঁহে, তবু
না হেরিব সর্ব্বভাগ। পূর্ব্বদ্বারে সুখে
পতিসহ করে বাস পতিপরায়ণা
সাধ্বীকুল, স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, অতুল এ পুরী
সে ভাগে ; সুরম্য হর্ম্ম্য সুকানন মাঝে,
সুসরসী সুকোমলে পরিপূর্ণ সদা,
বাসন্ত সমীর চির বহিছে সুস্বনে,
গাইছে সুপিকপুঞ্জ সদা পঞ্চস্বরে।
আপনি বাজিছে বীণা, আপনি বাজিছে
মুরজ, মন্দিরা, বাঁশী, মধু সপ্তস্বরা।
দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, উৎসে উথলিছে সদা
চৌদিকে, অমৃতফল ফলিছে কাননে ;
প্রদানেন পরমান্ন আপনি অন্নদা,
চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, যা কিছু যে চাহে
অমনি পায় সে তারে, কামধুকে যথা
কামলতা, মহোল্লাস, সত্ত ফলবতী।
নাহি কাজ যাই তথা ; উত্তর দুয়ারে
চল, বলি, ক্ষণকাল ভ্রম সে সুদেশে।
অবিলম্বে পিতৃ-পদ হেরিবে, নৃমণি !"
উত্তরাভিমুখে দোঁহে চলিলা সত্বরে।
দেখিলা বৈদেহীনাথ গিরি শত শত
বন্ধ্য, দগ্ধ, আহা, যেন দেবরোষানলে !
তুঙ্গশৃঙ্গশিরে কেহ ধরে রাশি রাশি
তুষার ; কেহ বা গর্জ্জি উগরিছে মুহুঃ
অগ্নি দ্রবি শিলাকুলে অগ্নিময় স্রোতে,
আবরি গগন ভস্মে, পূরি কোলাহলে
চৌদিক ! দেখিলা প্রভু মরুক্ষেত্র শত

১০—১৪। মরু-ভূমে মরীচিকা কেবল তৃষার উৎপাদক মাত্র, কিন্তু তৃষার নিবারণে সে শক্তি-হীনা। মাকাল ফলেরও অবিকল সেই ধর্ম্ম, এ স্থলে স্ত্রীদল ও সুদৃশ্য পুরুষদল বিধাতার দণ্ড-বিধানানুসারে উভয়ে উভয়ের মনোরথ সফল করিতে অক্ষম, তন্নিমিত্তই উপরি উক্ত বিবাদ। প্রথম দর্শনে উভয়ের মনে যে অনুরাগ জন্মে, সে অনুরাগ বৃথা হইয়া মহা ক্রোধরূপ ধারণ করে। ১৫—২১। এই অসাধারণ বর্ণনা নীতিশূন্য নহে, প্রথমতঃ পাঠক-গণের মধ্যে ইহা অশ্লীল বোধ হইতে পারে, ফলতঃ ইহা তাহা নহে। কবি এ কুপাপের যে দণ্ড এ স্থলে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা কোন মতেই এতদপেক্ষা সুকৌশলে প্রকাশ করা যায় না। এই নীতিগর্ভ উপদেশ বাক্যটি বোধ হয়, সকলেরই অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইবেক, (যৌবনে অন্যায় ব্যয়ে বয়েসে কাঙ্গালী) এই বর্ণনাটি নূতন সঙ্কলিত।

১। কিশোর—বালক।

১১। সুসরসী—সুসরোবর। ১২। বাসন্ত সমীর—বসন্তানিল। ১৬। উৎস—কুয়াশা। ১৮। প্রদানেন—প্রদান করেন। ১৯। চর্ব্ব্য—যে বস্তু চর্ব্বণ করিয়া খাইতে হয়। চোষ্য—যে বস্তু চুষিয়া খাইতে হয়। লেহ্য—যে বস্তু চাটিয়া খাইতে হয়। পেয়—যে বস্তু পান করিতে হয়। ২০। কামধুক—স্বর্গ। কাম—ইচ্ছা, অভিলাষ। দুক্—দোহনকর্ত্তা অর্থাৎ যেখানে মনোরথ পূর্ণ করন। ২১। বন্ধ্য—ফলশূন্য, বাঁজা। ২১। তুষার—হিম ; বরফ।
৩০। দ্রবি—দ্রব করিয়া অর্থাৎ গলাইয়া।

অসীম, উত্তপ্ত বায়ু বহি নিরবধি
তাড়াইছে বালিবৃন্দে ঊর্ম্মিদলে যেন।
দেখিলা তড়াগ বলী, সাগর-সদৃশ
অকূল; কোথায় ঝড়ে হুঙ্কারি উথলে
তরঙ্গ পর্ব্বতাকৃতি; কোথায় পচিছে
গতিহীন জলরাশি; করে কেলি তাহে
ভীষণ-মূরতি ভেক, চীৎকারি গম্ভীরে।
ভাসে মহোরগবৃন্দ, অশেষশরীরী
শেষ যথা; হলাহল জ্বলে কোন স্থলে;
সাগর-মন্থনকালে সাগরে যেমতি।
এ সকল দেশে পাপী ভ্রমে, হাহারবে
বিলাপি! দংশিছে সর্প, বৃশ্চিক কামড়ে,
ভীষণদশন কীট! আগুন ভূতলে,
শূন্যদেশে ঘোর শীত! হায় রে, কে কবে
লভয়ে বিরাম ক্ষণ এ উত্তর দ্বারে!
দ্রুতগতি মায়া সহ চলিলা সুরথী।
নিকটয়ে তট যবে, যতনে কাণ্ডারী
দিয়া পাড়ী জলারণ্যে, আশু ভেটে তারে
কুসুমবনজনিত পরিমলসখা
সমীর; জুড়ায় কাণ শুনি বহুদিনে
পিককুল-কলরব, জনরব সহ;—
ভাসে সে কাণ্ডারী এবে আনন্দ-সলিলে।
সেইরূপে রঘুবর শুনিলা অদূরে
বাদ্যধ্বনি! চারিদিকে হেরিলা সুমতি
সবিস্ময়ে স্বর্ণসৌধ, সুকাননরাজী
কনক-প্রসূন-পূর্ণ;—সুদীর্ঘ সরসী,
নবকুবলয়ধাম! কহিলা সুস্বরে
মায়া, "এই দ্বারে, বীর, সম্মুখসংগ্রামে
পড়ি, চিরসুখ ভুঞ্জে মহারথী যত।
অশেষ, হে মহাভাগ, সম্ভোগ এ ভাগে
সুখের! কানন-পথে চল ভীমবাহু,
দেখিবে যশস্বী জনে, সঞ্জীবনী পুরী
যা সবার যশে পূর্ণ, নিকুঞ্জ যেমতি
সৌরভে। এ পুণ্যভূমে বিধাতার হাসি
চন্দ্র-সূর্য্য-তারারূপে দীপে, অহরহঃ
উজ্জ্বলে।" কৌতুকে রথী চলিলা সত্বরে,
অগ্রে শূলহস্তে মায়া। কতক্ষণে বলী
দেখিলা সম্মুখে ক্ষেত্র—রণভূমিরূপে।
কোন স্থলে শূলকুল শালবন যথা
বিশাল; কোথায় হেষে তুরঙ্গমরাজী
মণ্ডিত রণভূষণে; কোথায় গরজে
গজেন্দ্র! খেলিছে চর্ম্মী অসি চর্ম্ম ধরি;
কোথায় যুঝিছে মল্ল ক্ষিতি টলমলি;
উড়িছে পতাকাচয় রণানন্দে যেন।
কুসুম-আসনে বসি স্বর্ণবীণা করে,
কোথায় গাইছে কবি, মোহি শ্রোতাকুলে,
বীরকুলসংকীর্ত্তনে। মাতি সে সঙ্গীতে,
হুঙ্কারিছে বীরদল; বর্ষিছে চৌদিকে,
না জানি কে, পারিজাত ফুল রাশি রাশি,
সুসৌরভে পূরি দেশ। নাচিছে অপ্সরা;
গাইছে কিন্নরকুল, ত্রিদিবে যেমতি।
কহিলা রাঘবে মায়া "সত্যযুগ-রণে
সম্মুখসমরে হত রথীশ্বর যত,
দেখ এই ক্ষেত্রে আজি, ক্ষত্রচূড়ামণি!
কাঞ্চনশরীর যথা হেমকূট, দেখ
নিশুম্ভে; কিরীট-আভা উঠিছে গগনে—
মহাবীর্য্যবান্ রথী। দেবতেজোদ্ভবা
চণ্ডী ঘোরতর রণে নাশিলা শূরেশে।
দেখ শুম্ভে, শূলীশুম্ভনিভ পরাক্রমে;
ভীষণ মহিষাসুরে, তুরঙ্গমদমী;
ত্রিপুরারি-অরি শূর সুরথী ত্রিপুরে;—
বৃত্র-আদি দৈত্য যত, বিখ্যাত জগতে।
সুন্দ উপসুন্দ দেখ আনন্দে ভাসিছে
ভ্রাতৃপ্রেমনীরে পুনঃ।" সুধিলা সুমতি
রাঘব, "কেন না হেরি, কহ দয়াময়ি,
কুম্ভকর্ণ, অতিকায়, নরান্তক (রণে
নরান্তক), ইন্দ্রজিৎ আদি রক্ষঃ-শূরে?"
উত্তরিলা কুহকিনী, "অন্ত্যেষ্টি ব্যতীত,
নাহি গতি এ নগরে, হে বৈদেহীপতি।
নগর বাহিরে দেশ, ভ্রমে তথা প্রাণী,
যত দিন প্রেতক্রিয়া না সাধে বান্ধবে
যতনে;—বিধির বিধি কহিনু তোমারে।

২। ঊর্ম্মিদলে—তরঙ্গসমূহে। ৩। তড়াগ—সরোবর। ৬। কেলি—ক্রীড়া। ৭। ভেক—ভেক। ৮। মহোরগবৃন্দ—মহাসর্পসমূহ। অশেষশরীরী—দীর্ঘ দেহবিশিষ্ট। ৯। শেষ—শেষনামক সর্প। অনন্ত নাগ। স্বর্ণসৌধ—স্বর্ণ অট্টালিকা। ২৬। কনক-প্রসূন-পূর্ণ—স্বর্ণকুসুম-পরিপূর্ণ। সরসী—সরোবর।

২। রণভূমি—যুদ্ধক্ষেত্র। ৮। পতাকাচয়—পতাকাসমূহ। ১১। বীরকুলসংকীর্ত্তন—বীরকুলের যশোগান। ২৫। ত্রিপুরারি-অরি—শিবশত্রু। ৩০—৩১। প্রথম নরান্তক একজন রাক্ষসের নাম। দ্বিতীয় নরান্তক—নরকুলের অন্তকারী অর্থাৎ যম। ৩২। অন্ত্যেষ্টি—ঊর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া অর্থাৎ শ্রাদ্ধাদি।

চেয়ে দেখ, বীরবর, আসিছে এদিকে
সুবীর ; অদৃশ্যভাবে থাকিব, নৃমণি,
তব সঙ্গে ; মিষ্টালাপ কর রঙ্গে, তুমি।"
এতেক কহিয়া মাতা অদৃশ্য হইলা।
সবিস্ময়ে রঘুবর দেখিলা বীরেশে
তেজস্বী ; কিরীটচূড়ে খেলে সৌদামিনী,
ঝল ঝলে মহাকায়ে, নয়ন ঝলসি,
আভরণ। করে শূল, গজপতিগতি।
অগ্রসরি শূরেশ্বর সম্ভাষি রামেরে,
সুধিলা, "কি হেতু হেথা সশরীরে আজি,
রঘুকুলচূড়ামণি ? অন্যায় সমরে
সংহারিলে মোরে তুমি তুষিতে সুগ্রীবে ;
কিন্তু দূর কর ভয় ; এ কৃতান্তপুরে
নাহি জানি ক্রোধ মোরা, জিতেন্দ্রিয় সবে।
মানবজীবনস্রোতঃ পৃথিবী-মণ্ডলে,
পঙ্কিল, বিমল রয়ে বহে সে এ দেশে।
আমি বালি।" সলজ্জায় চিনিলা নৃমণি
রথীন্দ্র কিষ্কিন্ধ্যানাথে। কহিলা হাসিয়া
বালি, "চল মোর সাথে, দাশরথি রথি!
ওই যে উদ্যান, দেব, দেখিছ অদূরে
সুবর্ণ-কুসুমময়, বিহারেন সদা
ও বনে জটায়ু রথী, পিতৃসখা তব।
পরম পিরীতি রথী পাইবেন হেরি
তোমায়! জীবনদান দিলা মহামতি
ধর্মকর্ম্মে—সতী নারী রাখিতে বিপদে ;
অসীম গৌরব তেঁই। চল ত্বরা করি।"
জিজ্ঞাসিলা রক্ষোরিপু, "কহ, কৃপা করি,
হে সুরথি, সমসুখী এদেশে কি তোমা
সকলে ?" "খনির গর্ভে" উত্তরিলা বালি,
"জনমে সহস্র মণি, রাঘব ; কিরূপে
নহে সমতুল সবে, কহিনু তোমারে ;—
তবু আভাহীন কেবা, কহ, রঘুমণি ?"
এইরূপে মিষ্টালাপে চলিলা দুজনে।
রম্য বনে, বহে যথা পীযুষসলিলা
নদী সদা কলকলে, দেখিলা নৃমণি,
জটায়ু গরুড়পুত্রে, দেবাকৃতি রথী ;
দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত, বিবিধ রতনে
খচিত আসনাসীন। উথলে চৌদিকে
বীণাধ্বনি। পদ্মপর্ণবর্ণ বিভারাশি
উজ্জ্বলে সে বনরাজী, চন্দ্রাতপে ভেদি
সৌরকরপুঞ্জ যথা উৎসব আলয়ে।
চিরপরিমলময় সমীর বহিছে
বাসন্ত। আদরে বীর কহিলা রাঘবে,—
"জুড়ালে নয়ন আজি, নরকুলমণি
মিত্রপুত্রে। ধন্য তুমি। ধরিলা তোমারে
শুভক্ষণে গর্ভে, শুভ, তোমার জননী।
ধন্য দশরথ সখা, জন্মদাতা তব।
দেবকুলপ্রিয় তুমি, তেঁই সে আইলে
সশরীরে এ নগরে। কহ, বৎস, শুনি,
রণ-বার্ত্তা। পড়েছে কি সমরে দুর্মতি
রাবণ ?" প্রণমি প্রভু কহিলা সুস্বরে,—
"ও পদ-প্রসাদে, তাত, তুমুল সংগ্রামে,
বিনাশিনু বহু রক্ষে ; রক্ষঃকুলপতি
রাবণ একাকী বীর এবে রক্ষঃপুরে।
তার শরে হতজীব লক্ষ্মণ সুমতি
অনুজ ; আইলা দাস এ দুর্গম দেশে,
শিবের আদেশে আজি। কহ, কৃপা করি,
কহ দাসে, কোথা পিতা, সখা তব, রথি ?"
কহিলা জটায়ু বলী, "পশ্চিম দুয়ারে
বিরাজেন রাজ-ঋষি রাজ-ঋষিদলে।
নাহি মানা মোর প্রতি ভ্রমিতে সে দেশে ;
যাইব তোমার সঙ্গে, চল, রিপুদমি!"
বহুবিধ রম্য দেশ দেখিলা সুমতি,
বহু স্বর্ণ-অট্টালিকা ; দেবাকৃতি বহু
রথী ; সরোবরকূলে, কুসুমকাননে,
কেলিছে হরষে প্রাণী, মধুকালে যথা
গুঞ্জরে ভ্রমরকুল সুনিকুঞ্জবনে ;
কিম্বা নিশাভাগে যথা খদ্যোত, উজলি
দশ দিশ। দ্রুতগতি চলিলা দুজনে।
লক্ষ লক্ষ লক্ষ প্রাণী বেড়িল রাঘবে।
কহিলা জটায়ু বলী, "রঘুকুলোদ্ভব
এ সুরথী। স্বশরীরে শিবের আদেশে,
আইলা এ প্রেতপুরে, দরশন-হেতু
পিতৃপদ ; আশীর্ব্বাদি যাহ সবে চলি
নিজস্থানে, প্রাণীদল।" গেলা চলি সবে
আশীর্ব্বাদি। মহানন্দে চলিলা দুজনে।

১৬। বিমল রয়ে—নির্ম্মল বেগে।

২১। বিহারেন—বিহার করেন। ৩৪। পীযুষসলিলা—অমৃতজলা। ৩৮। আসনাসীন—আসনোপবিষ্ট।

১। চন্দ্রাতপ—চাঁদোয়া। ২৩। রিপুদমি—শত্রু-দমনকারি।

২৪। রম্যদেশ—মনোহর স্থান।

২৭। কেলিছে—কেলি করিতেছে। মধুকালে—বসন্তকালে।

কোথায় হেমাঙ্গগিরি উঠিছে আকাশে
বৃক্ষচূড়, জটাচূড় যথা জটাধারী
কপর্দ্দী। বহিছে কলে প্রবাহিণী ঝরি!
হীরা, মণি, মুক্তাফল ফলে স্বচ্ছ জলে।
কোথায় বা নীচদেশে শোভিছে কুসুমে।
শ্যামভূমি; তাহে সরঃ, খচিত কমলে।
নিরন্তর পিকবর কুহরিছে বনে।
বিনতানন্দনাত্মজ কহিলা সম্ভাষি
রাঘবে, "পশ্চিম দ্বার দেখ, রঘুমণি!
হিরণ্ময়; এ সুদেশে হীরক-নির্ম্মিত
গৃহাবলী। দেখ চেয়ে, স্বর্ণবৃক্ষমূলে,
মরকতপত্রছত্র দীর্ঘ শিরোপরি,
কনক-আসনে বসি দিলীপ নৃমণি,
সঙ্গে সুদক্ষিণা সাধ্বী। পূজ ভক্তিভাবে
বংশের নিদান তব। বসেন এ দেশে
অগণ্য রাজর্ষিগণ;—ইক্ষ্বাকু, মান্ধাতা,
নহুষ প্রভৃতি সবে বিখ্যাত জগতে।
অগ্রসরি পিতামহে পূজ, মহাবাহু!"
অগ্রসরি রথীশ্বর সাষ্টাঙ্গে নমিলা
দম্পতীর পদতলে; সুধিলা আশীষি
দিলীপ "কে তুমি? কহ, কেমনে আইলা
সশরীরে প্রেতদেশে, দেবাকৃতি রথি?
তব চন্দ্রানন হেরি আনন্দসলিলে
ভাসিল হৃদয় মম!" কহিলা সুস্বরে
সুদক্ষিণা, "হে সুভগ, কহ ত্বরা করি,
কে তুমি? বিদেশে যথা স্বদেশীয় জনে
হেরিলে জুড়ায় আঁখি, তেমনি জুড়াল,
আঁখি মম, হেরি তোমা। কোন্ সাধ্বী নারী
শুভক্ষণে গর্ভে তোমা ধরিল, সুমতি!
দেবকুলোদ্ভব যদি, দেবাকৃতি, তুমি,
কেন বন্দ আমা দোঁহে? দেব যদি নহ,
কোন্ কুল উজ্জ্বলিলা নরদেবরূপে?"
উত্তরিলা দাশরথি কৃতাঞ্জলিপুটে,—
"ভুবনবিখ্যাত পুত্র রঘুনামে তব,
রাজর্ষি, ভুবন বিমি জিনিলা স্ববলে
দিগ্বিজয়ী, অজ নামে তাঁর জনমিলা
তনয়—বসুধাপাল; বরিলা অজেরে
ইন্দুমতী; তাঁর গর্ভে জনম লভিলা
দশরথ মহামতি; তাঁর পাটেশ্বরী
কৌশল্যা; দাসের জন্ম তাঁহার উদরে।
সুমিত্রা-জননী-পুত্র লক্ষ্মণ কেশরী,
শত্রুঘ্ন—শত্রুঘ্ন রণে। কৈকেয়ী জননী
ভরত ভ্রাতারে, প্রভু, ধরিলা গরভে।"
উত্তরিলা রাজ-ঋষি, "রামচন্দ্র তুমি,
ইক্ষ্বাকু-কুলশেখর, আশীষি তোমারে।
নিত্য নিত্য কীর্ত্তি তব ঘোষিবে জগতে,
যত দিন চন্দ্র সূর্য্য উদয়ে আকাশে,
কীর্ত্তিমান্! বংশ মম উজ্জ্বল ভূতলে
তব গুণে, গুণিশ্রেষ্ঠ! ওই যে দেখিছ
স্বর্ণগিরি, তার কাছে বিখ্যাত এ পুরে,
অক্ষয় নামেতে বট বৈতরণীতটে।
বৃক্ষমূলে পিতা তব পূজেন সতত
ধর্ম্মরাজে তব হেতু; যাও, মহাবাহু,
রঘুকুল-অলঙ্কার, তাঁহার সমীপে।
কাতর তোমার দুঃখে দশরথ রথী।"
বন্দি চরণারবিন্দ আনন্দে নৃমণি,
বিদায়ি জটায়ু শূরে, চলিলা একাকী
(অন্তরীক্ষে সঙ্গে মায়া) স্বর্ণগিরি দেশে
সুরম্য অক্ষয় বৃক্ষে হেরিলা সুরথী
বৈতরণী নদীতীরে পীযূষসলিলা
এ ভূমে; সুবর্ণ-শাখা, মরকত পাতা,
ফল, হায় ফলছটা কে পারে বর্ণিতে?
দেবারাধ্য তরুরাজ, মুক্তিপ্রদায়ী।
হেরি দূরে পুত্রবরে রাজর্ষি, প্রসরি
বাহুযুগ, (বক্ষঃস্থল আর্দ্র অশ্রুজলে)
কহিলা, "আইলি কি রে এ দুর্গম দেশে
এত দিনে, প্রাণাধিক, দেবের প্রসাদে,
জুড়াতে এ চক্ষুঃদ্বয়? পাইনু কি আজি
তোরে হারাধন মোর? হায় রে, কত যে
সহিনু বিহনে তোর, কহিব কেমনে,
রামভদ্র? লৌহ যথা গলে অগ্নিতেজে,
তোর শোকে দেহত্যাগ করিনু অকালে।
মুদিনু নয়ন, হায়, হৃদয়জ্বলনে।
নিদারুণ বিধি, বৎস, মম কর্ম্মদোষে
লিখিলা আয়াস, মরি, তোর ও কপালে,

৩। কপর্দ্দী—শিব। কল—মধুরাস্ফুট শব্দ।

৬। সরঃ—সরোবর। ৮। বিনতানন্দনাত্মজ—গরুড়পুত্র অর্থাৎ জটায়ু। ১৪। সুদক্ষিণা—দিলীপের স্ত্রী। ১৫। নিদান—আদিকারণ, মূল। ১৮। অগ্রসরি—অগ্রসর হইয়া। ৩১। বন্দ—বন্দনা কর।

৫। শত্রুঘ্ন—শত্রুনাশক। ২১। অন্তরীক্ষে—আকাশে। দেবারাধ্য—দেবতাদিগের আরাধনীয়। ২৭। প্রসরি—বিস্তার করিয়া, অর্থাৎ বাড়াইয়া। ৩৮। আয়াস—ক্লেশ, দুঃখ।

ধর্ম্মপথগামী তুই! তেঁই সে ঘটিল
এ ঘটনা; তেঁই হায়, দলিল কৈকেয়ী
জীবনকাননশোভা আশালতা মম
মত্ত মাতঙ্গিনীরূপে।" বিলাপিলা বলী
দশরথ; দাশরথি কাঁদিলা নীরবে।
কহিলা রাঘবশ্রেষ্ঠ, "অকূল সাগরে
ভাসে দাস, তাত, এবে; কে তারে রক্ষিবে
এ বিপদে? এ নগরে বিদিত যদ্যপি
ঘটে যা ভবমণ্ডলে, তবে ও চরণে
অবিদিত নহে, কেন আইল এ দেশে
কিঙ্কর! অকালে, হায়, ঘোরতর রণে,
হত প্রিয়ানুজ আজি! না পাইলে তারে,
আর না ফিরিব যথা শোভে দিনমণি,
চন্দ্র, তারা! আজ্ঞা দেহ, এখনি মরিব,
হে তাত, চরণতলে! না পারি ধরিতে
তাহার বিরহে প্রাণ!" কাঁদিলা নৃমণি
পিতৃপদে; পুত্রদুঃখে কাতর, কহিলা
দশরথ,—"জানি আমি, কি কারণে তুমি
আইলা এ পুরে, পুত্র। সদা আমি পূজি
ধর্ম্মরাজে, জলাঞ্জলি দিয়া সুখভোগে,
তোমার মঙ্গল হেতু। পাইবে লক্ষ্মণে,
সুলক্ষণ! প্রাণ তার এখনও দেহে
বদ্ধ, ভগ্ন কারাগারে বদ্ধ বন্দী যথা।
সুগন্ধমাদন গিরি, তার শৃঙ্গদেশে
ফলে মহৌষধ, বৎস, বিশল্যকরণী,
হেমলতা; আনি তাহা বাঁচাও অনুজে।
আপনি প্রসন্নভাবে যমরাজ আজি
দিলা এ উপায় কহি। অনুচর তব
আশুগতিপুত্র হনূ, আশুগতিগতি;
প্রেষ তারে; মুহূর্ত্তেকে আনিবে ঔষধে,
ভীমপরাক্রম বলী প্রভঞ্জন সম।
নাশিবে সমরে তুমি বিষম সংগ্রামে
রাবণে; সবংশে নষ্ট হবে দুষ্টমতি
তব শরে; রঘুকুললক্ষ্মী পুত্রবধূ
রঘুগৃহ পুনঃ মাতা ফিরি উজ্জ্বলিবে;—
কিন্তু সুখভোগ ভাগ্যে নাহি, বৎস, তব!
পুড়ি ধূপদানে, হায়, গন্ধরস যথা
সুগন্ধে আমোদে দেশ, বহুক্লেশ সহি,
পূরিবে ভারতভূমি, যশস্বি, সুযশে!
মম পাপহেতু বিধি দণ্ডিলা তোমারে;—
স্বপাপে মরিনু আমি তোমার বিচ্ছেদে॥
"অর্দ্ধগত নিশামাত্র এবে ভূমণ্ডলে।
দেববলে বলী তুমি, যাও শীঘ্র ফিরি
লঙ্কাধামে; প্রেষ ত্বরা বীর হনূমানে;
আনি মহৌষধ, বৎস, বাঁচাও অনুজে;—
রজনী থাকিতে যেন আনে সে ঔষধে।"
আশীষিলা দশরথ দাশরথি শূরে;
পিতৃ-পদধূলি পুত্র লইবার আশে,
অর্পিলা চরণপদ্মে করপদ্ম;—বৃথা!
নারিলা স্পর্শিতে পদ! কহিলা সুস্বরে
রঘুজ-অজ-অঙ্গজ দশরথাঙ্গজে;—
"নহে ভূতপূর্ব্ব দেহ এবে যা দেখিছ,
প্রাণাধিক! ছায়া মাত্র! কেমনে ছুঁইবে
এ ছায়া, শরীরী তুমি? দর্পণে যেমতি
প্রতিবিম্ব, কিম্বা জলে, এ শরীর মম।—
অবিলম্বে, প্রিয়তম, যাও লঙ্কাধামে।"
প্রণমি বিস্ময়ে পদে চলিলা সুমতি,
সঙ্গে মায়া। কত ক্ষণে উত্তরিলা বলী
যথায় পতিত ক্ষেত্রে লক্ষ্মণ সুরথী;
চারি দিকে বীরবৃন্দ নিদ্রাহীন শোকে।

২১। আশুগতিপুত্র—পবনপুত্র। আশুগতিগতি—পবনগতি, অর্থাৎ পবনের ন্যায় দ্রুতগামী।

১। প্রেষ—প্রেরণ কর, পাঠাও।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে প্রেতপুরী নাম অষ্টমঃ সর্গঃ।

নবম সর্গ

প্রভাতিল বিভাবরী ; জয় রাম নাদে
নাদিল বিকট ঠাট লঙ্কার চৌদিকে।
কনক-আসন ত্যজি, বিষাদে ভূতলে
বসেন যথায়, হায়, রক্ষোদলপতি
রাবণ ; ভীষণ স্বন স্বনিল সে স্থলে
সাগরকল্লোলসম। বিস্ময়ে সুরথী
সম্ভাষিলা সারণে লক্ষি,—"কহ ত্বরা করি,
হে সচিবশ্রেষ্ঠ বুধ, কি হেতু নিনাদে
বৈরিবৃন্দ, নিশাভাগে নিরানন্দ শোকে ?
কহ শীঘ্র। প্রাণদান পাইল কি পুনঃ
কপট-সমরী মূঢ় সৌমিত্রি ? কে জানে—
অনুকূল দেবকুল তাই বা করিল।
অবিরামগতি স্রোতে বাঁধিল কৌশলে
যে রাম ; ভাসিল শিলা যার মায়াতেজে
জলমুখে ; বাঁচিল যে দুইবার মরি
সমরে, অসাধ্য তার কি আছে জগতে ?
কহ শুনি, মন্ত্রিবর, কি ঘটিল এবে ?"
কর পুটি মন্ত্রিবর উত্তরিলা খেদে ;—
"কে বুঝে দেবের মায়া এ মায়াসংসারে,
রাজেন্দ্র ? গন্ধমাদন, শৈলকুলপতি
দেবাত্মা, আপনি আসি গত নিশাকালে,
মহৌষধ-দানে প্রভু, বাঁচাইলা পুনঃ
লক্ষ্মণে ; তেঁই সে সৈন্য নাদিছে উল্লাসে।
হিমান্তে দ্বিগুণতেজঃ ভুজঙ্গ যেমতি,
গরজে সৌমিত্রি শূর—মত্ত বীরমদে ;
গরজে সুগ্রীব সহ দাক্ষিণাত্য যত,
যথা করিযূথ নাথ, শুনি যূথনাদে।"
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি কহিলা সুরথী
লঙ্কেশ,—বিধির বিধি কে পারে খণ্ডাতে ?
বিমুখি অমর নরে, সম্মুখ-সমরে
বধিনু যে রিপু আমি, বাঁচিল সে পুনঃ
দৈববলে ? হে সারণ, মম ভাগ্যদোষে,
ভুলিলা স্বধর্ম আজি কৃতান্ত আপনি।
গ্রাসিলে কুরঙ্গে সিংহ ছাড়ে কি হে কভু
তাহায় ? কি কাজ কিন্তু এ বৃথা বিলাপে ?
বুঝিনু নিশ্চয় আমি, ডুবিল তিমিরে
কর্বুর-গৌরব-রবি। মরিল সংগ্রামে
শূলীশম্ভুসম ভাই কুম্ভকর্ণ মম,
কুমার বাসবজয়ী, দ্বিতীয় জগতে
শক্তিধর। প্রাণ আমি ধরি কোন্ সাধে ?
আর কি এ দেহে ফিরি পাব ভবতলে ?—
যাও তুমি, হে সারণ, যথায় সুরথী
রাঘব ;—কহিও শূরে,—'রক্ষঃকুলনিধি
রাবণ, হে মহাবাহু, এই ভিক্ষা মাগে
তব কাছে,—তিষ্ঠ তুমি সসৈন্যে এ দেশে
সপ্ত দিন, বৈরিভাব পরিহরি, রথি।
পুত্রের সৎক্রিয়া রাজা ইচ্ছেন সাধিতে
যথাবিধি। বীরধর্ম্ম পাল রঘুপতি।—
বিপক্ষ সুবীরে বীর সম্মানে সতত।
তব বাহুবলে, বলি, বীরশূন্য এবে
বীরযোনি স্বর্ণলঙ্কা। ধন্য বীরকুলে
তুমি। শুভ ক্ষণে ধনু ধরিলা, নৃমণি।
অনুকূল তব প্রতি শুভদাতা বিধি ;
দৈববশে রক্ষঃপতি পতিত বিপদে ;
পরমনোরথ আজি পূরাও, সুরথি।'
যাও শীঘ্র, মন্ত্রিবর ; রামের শিবিরে।"
বন্দি রক্ষঃকুল- ইন্দ্রে, সঙ্গীদল সহ,
চলিলা সচিবশ্রেষ্ঠ। অমনি খুলিল
ভীষণ নিনাদে দ্বার দ্বারপাল যত।
ধীরে ধীরে রক্ষোমন্ত্রী চলিলা বিষাদে
চির-কোলাহলময় পয়োনিধিতীরে।
শিবিরে বসেন প্রভু রঘুকুলমণি,
আনন্দসাগরে মগ্ন ; সম্মুখে সৌমিত্রি

১। প্রভাতিল—প্রভাত হইল। বিভাবরী—রাত্রি। ৭। লক্ষি—লক্ষ্য করিয়া। ৮। সচিবশ্রেষ্ঠ—মন্ত্রি-প্রধান। বুধ—পণ্ডিত। ১৮। কর পুটি—করযোড় করিয়া। ২১। দেবাত্মা—দেবতা যাহার আত্মা, অর্থাৎ অধিষ্ঠাত্রী। ২৪। হিমান্তে—শীতাবসানে, অর্থাৎ গ্রীষ্মে। ২৭। করিযূথ—হস্তী। যূথ—হস্ত্যাদির দল। ৩০। অমর—যাহাদিগের মৃত্যু নাই, অর্থাৎ দেবতাদি। নর—যাহাদিগের মৃত্যু আছে অর্থাৎ মনুষ্যাদি।

২। গ্রাসিলে—গ্রাস করিলে। কুরঙ্গ—মৃগ। ৫। কর্বুর-গৌরব-রবি—রাক্ষসকুলের গৌরবস্বরূপ সূর্য্য। ৬। শূলীশম্ভুসম—শূলধারী মহাদেবসদৃশ। ৭। কুমার—পুত্র অর্থাৎ মেঘনাদ ; বাসবজয়ী—ইন্দ্রজয়ী। ৮। শক্তিধর—কার্ত্তিকেয়। ১৪। পরিহরি—পরিহার, অর্থাৎ ত্যাগ করিয়া। ১৫। সৎক্রিয়া—সৎকার অর্থাৎ দাহাদি। ১৭। বিপক্ষ ইত্যাদি—বীরপুরুষেরা বীর বিপক্ষ হইলেও তাহার সম্মান করিয়া থাকেন। ২১। পয়োনিধি—সমুদ্র।

রথীশ্বর, যথা তরু হিমানীবিহনে
নবরস ; পূর্ণশশী সুহাস আকাশে
পূর্ণিমায় ; কিম্বা পদ্ম, নিশা-অবসানে,
প্রফুল্ল। দক্ষিণে রক্ষঃ বিভীষণ-বলী
মিত্র, আর নেতৃ যত—দুর্দ্ধর্ষ সংগ্রামে,—
দেবেন্দ্রে বেড়িয়া যেন দেবকুল-রথী।
কহিল সংক্ষেপে বার্ত্তা বার্ত্তাবহ ত্বরা ;—
"রক্ষঃকুলমন্ত্রী, দেব, বিখ্যাত জগতে,
সারণ, শিবিরদ্বারে সঙ্গিদল সহ ;—
কি আজ্ঞা তোমার, দাসে কহ নরমণি।"
আদেশিলা রঘুবর, "আন ত্বরা করি,
বার্ত্তাবহ, মন্ত্রিবরে সাদরে এ স্থলে।
কে না জানে, দূতকুল অবধ্য সমরে ?"
প্রবেশি শিবিরে তবে সারণ কহিলা—
(বন্দি রাজপদযুগ) "রক্ষঃকুলনিধি
রাবণ, হে মহাবাহু, এই ভিক্ষা মাগে
তব কাছে,—'তিষ্ঠ তুমি সসৈন্যে এ দেশে
সপ্ত দিন, বৈরিভাব পরিহরি, রথি।
পুত্রের সৎক্রিয়া রাজা ইচ্ছেন সাধিতে
যথাবিধি বীরধর্ম্ম পাল, রঘুপতি।—
বিপক্ষ সুবীরে বীর সম্মানে সতত।
তব বাহুবলে, বলি, বীরশূন্য এবে
বীরযোনি স্বর্ণলঙ্কা। ধন্য বীরকুলে
তুমি! শুভ ক্ষণে ধনুঃ ধরিলা, নৃমণি ;
অনুকূল তব প্রতি শুভদাতা বিধি ;
দৈববশে রক্ষঃপতি পতিত বিপদে ;—
পরমনোরথ আজি পুরাও, সুরথি।"
উত্তরিলা রঘুনাথ,—"পরমারি মম,
হে সারণ, প্রভু তব ; তবু তাঁর দুঃখে
পরম দুঃখিত আমি কহিনু তোমারে!
রাহুগ্রাসে হেরি সূর্য্যে কার না বিদরে
হৃদয় ? যে তরুরাজ জলে তাঁর তেজে
অরণ্যে, মলিনমুখ সেও হে সে কালে!
বিপদে অপর পর সম মম কাছে,
মন্ত্রিবর! যাও ফিরি স্বর্ণলঙ্কাধামে
তুমি, না ধরিব অস্ত্র সপ্ত দিন আমি
সসৈন্যে। কহিও, বুধ, রক্ষঃকুলনাথে,
ধর্ম্মকর্ম্মে রত জনে কভু না প্রহারে
ধার্ম্মিক!" এতেক কহি নীরবিলা বলী।

নম্রভাবে রক্ষোমন্ত্রী কহিলা উত্তরি ;—
"নরকুলোত্তম তুমি, রঘুকুলমণি ;
বিদ্যা, বুদ্ধি, বাহুবলে অতুল জগতে!
উচিত এ কর্ম্ম তব, শুন, মহামতি!
অনুচিত কর্ম্ম কভু করে কি সুজনে ?
যথা রক্ষোদলপতি নৈকষেয় বলী ;
নরদলপতি তুমি, রাঘব! কুক্ষণে—
ক্ষম এ আক্ষেপ, রথি, মিনতি ও পদে!—
কুক্ষণে ভেটিলে দোঁহা দোঁহে রিপুভাবে!
বিধির নির্ব্বন্ধ কিন্তু কে পারে খণ্ডাতে ?
যে বিধি, হে মহাবাহু, সৃজিলা পবনে
সিন্ধু-অরি ; মৃগ-ইন্দ্রে গজ-ইন্দ্র রিপু ;
খগেন্দ্রে নাগেন্দ্রবৈরী ; তাঁর মায়াছলে
রাঘব রাবণ-অরি—দোষিব কাহারে ?"
প্রসাদ পাইয়া দূত চলিলা সত্বরে
যথায় রাক্ষসনাথ বসেন নীরবে,
তিতিয়া বসন, মরি নয়ন-আসারে,
শোকার্ত্ত। হেথায় আজ্ঞা দিলা নরপতি
নেতাবৃন্দে ; রণসজ্জা ত্যজি কুতূহলে,
বিরাম লভিলা সবে যে যার শিবিরে।
যথায় অশোকবনে বসেন বৈদেহী,—
অতল জলধিতলে, হায় রে, যেমতি
বিহরে কমলা সতী, আইলা সরমা—
রক্ষঃকুলরাজলক্ষ্মী রক্ষোবধূবেশে।
বন্দি চরণারবিন্দ বসিলা ললনা
পদতলে। মধুস্বরে সুধিলা মৈথিলী,—
"কহ মোরে, বিধুমুখি, কেন হাহাকারে
এ দুদিন পুরবাসী ? শুনিনু সভয়ে
রণনাদ সারাদিন কালি রণভূমে ;
কাঁপিল সঘনে বন, ভূকম্পনে যেন,
দুর বীরপদভরে, দেখিনু আকাশে
অগ্নিশিখাময় শর ; দিবা-অবসানে,
জয়-নাদে রক্ষঃসৈন্য পশিল নগরে,
বাজিল রাক্ষসবাদ্য গম্ভীর নিক্কণে!
কে জিনিল ? কে হারিল ? কহ ত্বরা করি,
সরমে! আকুল মনঃ, হায় লো, না মানে
প্রবোধ! না জানি হেতু জিজ্ঞাসি কাহারে ?
না পাই উত্তর যদি সুধি চেড়ীদলে।
বিকটা ত্রিজটা, সখি, লোহিতলোচনা,

১২। বার্ত্তাবহ—যে সংবাদ বহন করে অর্থাৎ দূত।
২৩। বীরযোনি—বীরপ্রসবিনী, অর্থাৎ যেখানে অনেক বীর আছে। ৩৮। প্রহারে—প্রহার করে।

১৩। খগেন্দ্র—পক্ষিরাজ, গরুড়।
১৭। আসারে—বারিধারায়।
২৭। হাহাকারে—হাহাকার করে।

…রে খরসান অসি, চামুণ্ডারূপিণী,
…ইল কাটিতে মোরে গত নিশাকালে,
ক্রোধে অন্ধা। আর চেড়ী রোধিল তাহারে;
…াচিল এ পোড়াপ্রাণ তেঁই, সুকেশিনি!
এখনও কাঁপে হিয়া স্মরিলে দুষ্টারে!"
কহিলা সরমা সতী "সুমধুর ভাষে;—
'তব ভাগ্যে, ভাগ্যবতি, হতজীব রণে
ইন্দ্রজিত। তেঁই লঙ্কা বিলাপে এরূপে
দিবানিশি। এত দিনে গতবল, দেখি,
কর্ব্বুর-ঈশ্বর বলী। কাঁদে মন্দোদরী;
রক্ষঃকুলনারীকুল আকুল বিষাদে;
নিরানন্দ রক্ষোরথী। তব পুণ্যবলে,
পদ্মাক্ষি, দেবর তব লক্ষ্মণ সুরথী
দেবের অসাধ্য কর্ম্ম সাধিলা সংগ্রামে,—
বধিলা বাসবজিতে—অজেয় জগতে!"
উত্তরিলা প্রিয়ম্বদা,—সুবচনী তুমি
মম পক্ষে রক্ষোবধূ, সদা লো এ পুরে।
ধন্য বীর-ইন্দ্র-কুলে সৌমিত্রি কেশরী।
শুভ ক্ষণে হেন পুত্রে সুমিত্রা শাশুড়ী
ধরিলা সুগর্ভে, সই। এত দিনে বুঝি
কারাগারদ্বার মম খুলিলা বিধাতা
কৃপায়। একাকী এবে রাবণ দুর্ম্মতি
মহারথী লঙ্কাধামে। দেখিব কি ঘটে,—
দেখিব আর কি দুঃখ আছে এ কপালে?
কিন্তু শুন কাণ দিয়া। ক্রমশঃ বাড়িছে
হাহাকার-ধ্বনি, সখি।"—কহিলা সরমা
সুবচনী,—"কর্ব্বুরেন্দ্র রাঘবেন্দ্র সহ
করি সন্ধি, সিন্ধুতীরে লইছে তনয়ে
প্রেতক্রিয়াহেতু, সতি! সপ্ত দিবা নিশি
না ধরিবে অস্ত্র কেহ এ রাক্ষসদেশে
বৈরিভাবে—এ প্রতিজ্ঞা করিলা নৃমণি
রাবণের অনুরোধে;—দয়াসিন্ধু, দেবি,
রাঘবেন্দ্র। দৈত্যবালা প্রমীলা সুন্দরী—
বিদরে হৃদয়, সাধ্বি, স্মরিলে সে কথা!—
প্রমীলা সুন্দরী ত্যজি দেহ দাহস্থলে,
পতির উদ্দেশে সতী, পতিপরায়ণা,
যাবে স্বর্গপুরে আজি! হরকোপানলে,
হে দেবি, কন্দর্প যবে মরিলা পুড়িয়া,
মরিলা কি রতি সতী প্রাণনাথে লয়ে?"
কাঁদিলা রাক্ষসবধূ তিতি অশ্রুনীরে
শোকাকুলা। তরুতলে মূর্ত্তিমতী দয়া
সীতারূপে, পরদুঃখে কাতর সতত,
কহিলা সজলআঁখি, সম্ভাষি সখীরে;—
"কুক্ষণে জনম মম, সরমা রাক্ষসি!
সুখের প্রদীপ, সখি, নিবাই লো সদা
প্রবেশি যে গৃহে, হায়, অমঙ্গলারূপী
আমি। পোড়া ভাগ্যে এই লিখিলা বিধাতা।
নরোত্তম পতি মম, দেখ, বনবাসী।
বনবাসী, সুলক্ষণে, দেবর সুমতি
লক্ষ্মণ। ত্যজিলা প্রাণ পুত্রশোকে, সখি,
শ্বশুর। অযোধ্যাপুরী আঁধার লো এবে,
শূন্য রাজসিংহাসন। মরিলা জটায়ু,
বিকট বিপক্ষপক্ষে ভীমভুজবলে,
রক্ষিতে দাসীর মান। হাদে দেখ হেথা,—
মরিল বাসবজিৎ অভাগীর দোষে,
আর রক্ষোরথী যত, কে পারে গণিতে?
মরিবে দানববালা অতুলা এ ভবে
সৌন্দর্য্যে। বসন্তারম্ভে, হায় লো, শুখাল
হেন ফুল!"—"দোষ তব"—সুধিলা সরমা,
মুছিয়া নয়নজল—"কহ কি, রূপসি?
কে ছিঁড়ি আনিল হেথা এ স্বর্ণব্রততী,
বঞ্চিয়া রসালরাজে? কে আনিল তুলি
রাঘবমানসপদ্ম এ রাক্ষসদেশে?
নিজ কর্ম্মদোষে মজে লঙ্কা-অধিপতি!
আর কি কহিবে দাসী?" কাঁদিলা সরমা
শোকে! রক্ষঃকুলশোকে সে অশোক-বনে
কাঁদিলা রাঘববাঞ্ছা—দুঃখী পর-দুঃখে।
খুলিল পশ্চিম দ্বার অশনি-নিনাদে।
বাহিরিল লক্ষ রক্ষঃ স্বর্ণদণ্ড করে,
কৌষিক পতাকা তাহে উড়িছে আকাশে।
রাজপথ-পার্শ্বদ্বয়ে চলে সারি সারি
নীরবে পতাকিকুল। সর্ব্বাগ্রে দুন্দুভি
করিপৃষ্ঠে পূরে দেশ গম্ভীর আরবে।
পদব্রজে পদাতিক কাতারে কাতারে;
বাজীরাজী সহ গজ; রথীবৃন্দ রথে
মৃদুগতি, বাজে বাদ্য সকরুণ ক্বণে।
যত দূর চলে দৃষ্টি, চলে সিন্ধুমুখে
নিরানন্দে রক্ষোদল। ঝক ঝক ঝকে
স্বর্ণ-বর্ম্ম ধাঁধি আঁখি। রবিকরতেজে
শোভে হৈমধ্বজদণ্ড; শিরোমণি শিরে;
অসিকোষ সারসনে; দীর্ঘ শূল হাতে;—
বিগলিত অশ্রুধারা, হায় রে, নয়নে।

৩৩। ক্বণে—শব্দে।
৩৮। অসিকোষ—খাপ।
সারসেন—কোমরবন্ধ।

বাহিরিল বীরাঙ্গনা (প্রমীলার দাসী)
পরাক্রমে ভীমা-সমা, রূপে বিদ্যাধরী,
রণবেশে ;—কৃষ্ণ-হয়ে নৃমুণ্ডমালিনী,—
মলিন বদন, মরি, শশিকলাভাবে
নিশা যথা । অবিরল ঝরে অশ্রুধারা,
তিতি বস্ত্র, তিতি অশ্ব, তিতি বসুধারে ।
উচ্ছ্বাসিছে কোন বামা ; কেহ বা কাঁদিছে
নীরবে ; চাহিছে কেহ রঘুসৈন্য পানে
অগ্নিময় আঁখি রোষে, বাঘিনী যেমনি
(জালাবৃত) ব্যাধবর্গে হেরিয়া অদূরে ।
হায় রে, কোথা সে হাসি—সৌদামিনী-ছটা !
কোথা সে কটাক্ষশর, কামের সমরে
সর্ব্বভেদী ? চেড়ীবৃন্দ মাঝারে বড়বা,
শূন্যপৃষ্ঠ, শোভাশূন্য, কুসুম বিহনে
বৃন্ত যথা ! ঢুলাইছে চামর চৌদিকে
কিঙ্করী ; চলিছে সঙ্গে বামাব্রজ কাঁদি
পদব্রজে ; কোলাহল উঠিছে গগনে ।
প্রমীলার বীরবেশ শোভে ঝলঝলে
বড়বার পৃষ্ঠে,—অসি, চর্ম্ম, তূণ, ধনুঃ,
কিরীট, মণ্ডিত, মরি, অমূল্য রতনে !
সারসন মণিময় ; কবচ খচিত
সুবর্ণে,—মলিন দোঁহে । সারসন স্মরি,
হায় রে, সে সরু কটি ! কবচ ভাবিয়া
সে সু-উচ্চ কুচযুগে—গিরিশৃঙ্গসম !
ছড়াইছে খই, কড়ী, স্বর্ণমুদ্রা আদি
অর্থ, দাসী ; সকরুণে গাইছে গায়কী ;
পেশল-উরস হানি কাঁদিছে রাক্ষসী !
বাহিরিল মৃদুগতি রথবৃন্দ মাঝে
রথবর, ঘনবর্ণ, বিজলীর ছটা
চক্রে ; ইন্দ্রচাপরূপী ধ্বজ চূড়দেশে ;—
কিন্তু কান্তিশূন্য আজি, শূন্য কান্তি যথা
প্রতিমাপঞ্জর, মরি, প্রতিমা বিহনে
বিসর্জ্জন-অন্তে ।—কাঁদে ঘোর কোলাহলে
রক্ষোরথী, ক্ষণ বক্ষঃ হানি মহাক্ষেপে
হতজ্ঞান । রথমধ্যে শোভে ভীম ধনুঃ,
তূণীর, ফলক, খড়্গ, শঙ্খ, চক্র, গদা-
আদি অস্ত্র ; সুকবচ ; সৌরকর-রাশি-
সদৃশ কিরীট ; আর বীরভূষা যত ।
সকরুণ গীতে গীতী গাইছে কাঁদিয়া
রক্ষোদুঃখ । স্বর্ণমুদ্রা ছড়াইছে কেহ,
ছড়ায় কুসুম যথা লড়ি ঘোর ঝড়ে
তরু । সুবাসিত জল ঢালে জলবহ,
দমি উচ্চগামী রেণু, বিরত সহিতে
পদভর । চলে রথ সিন্ধুতীরমুখে ।
সুবর্ণ শিবিকাসনে, আবৃত কুসুমে,
বসেন শবের পাশে প্রমীলা সুন্দরী,—
মর্ত্তে রতি মৃত কাম সহ সহগামী ।
ললাটে সিন্দূর-বিন্দু, গলে ফুলমালা,
কঙ্কণ মৃণালভুজে ; বিবিধ ভূষণে
ভূষিতা রাক্ষসবধূ । ঢুলাইছে কাঁদি,
চামরিণী সুচামর ; কাঁদি ছড়াইছে
ফুলরাশি বামাবৃন্দ । আকুল বিষাদে,
রক্ষঃকুল-নারীকুল কাঁদে হাহারবে ।
হায় রে, কোথা সে জ্যোতিঃ ভাতিত যে সদা
মুখচন্দ্রে ? কোথা মরি, সে সুচারু হাসি,
মধুর অধরে নিত্য শোভিত যে, যথা
দিনকর-কররাশি তোর বিম্বাধরে,
পঙ্কজিনি ? মৌনব্রতে ব্রতী বিধুমুখী—
পতির উদ্দেশে প্রাণ ও বরাঙ্গ ছাড়ি
গেছে যেন যথা পতি বিরাজেন এবে ।
শুখাইলে তরুরাজ, শুখায় রে লতা ।
স্বয়ম্বরা বধূ ধনী । কাতারে কাতারে,
চলে রক্ষোরথী সাথে, কোষশূন্য অসি
করে, রবিকর তাহে ঝলে ঝলঝলে-
কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা নয়ন ঝলসে ।
উচ্চে উচ্চারয়ে বেদ বেদজ্ঞ চৌদিকে ;
বহে হবির্ব্বহ হোত্রী মহামন্ত্র জপি ;

---

৩ । কৃষ্ণ-হয়ে—কৃষ্ণবর্ণ অশ্বে ।

৭ । উচ্ছ্বাসিছে—উচ্ছ্বাস, অর্থাৎ নিশ্বাস ছাড়িতেছে ।

১৫ । বৃন্ত—বোঁটা ।

১৬ । বামাব্রজ—স্ত্রীসমূহ ।

২৭ । পেশল—কোমল । উরস—বক্ষঃস্থল । হানি—আঘাত করিয়া ।

৩২ । প্রতিমাপঞ্জর—দুর্গাদি প্রতিমার ঠাট অর্থাৎ কাটাম । দ্বিতীয় প্রতিমা—দুর্গাদির প্রতিমূর্ত্তি ।
৩৩ । বিসর্জ্জন—জলাশয়ে ক্ষেপণ, অর্থাৎ ভাসান ।

৩ । ফলক—ঢাল ।

৪ । সৌরকর—সূর্য্য কিরণ ।

৬ । গীতী—গায়ক । ৯ । জলবহ—যে জল বহন করে, অর্থাৎ ভারী, ভিস্তি । ১২ । শিবিকা—পালকী বিশেষ, অর্থাৎ চৌপালা । ১৮ । চামরিণী—চামর-ধারিণী, অর্থাৎ যাহারা চামর ঢুলায় । ২১ । ভাতিত—ভাতি অর্থাৎ দীপ্তি পাইত । ৩৪ । হবির্ব্বহ—অগ্নি । হোত্রী—হোমকর্ত্তা ।

বিবিধ ভূষণ, বস্ত্র, চন্দন, কস্তুরী,
কেশর, কুঙ্কুম, পুষ্প বহে রক্ষোবধূ,
স্বর্ণপাত্রে; স্বর্ণকুম্ভে পূত অম্ভোরাশি
গাঙ্গের। সুবর্ণদীপ দীপে চারি দিকে।
বাজে ঢাক, বাজে ঢোল, কাড়া কড়কড়ে;
বাজে করতাল, বাজে মৃদঙ্গ, ভুঝকী;
বাজিছে ঝাঁঝরী, শঙ্খ; দেয় হুলাহুলি
সধবা রাক্ষসনারী, আর্দ্র অশ্রুনীরে—
হায় রে, মঙ্গলধ্বনি অমঙ্গল দিনে!

বাহিরিলা পদব্রজে রক্ষঃকুলরাজা
রাবণ;—বিশদবস্ত্র, বিশদ উত্তরী,
ধুতুরার মালা যেন ধূর্জ্জটির গলে,—
চারি দিকে মন্ত্রিদল দূরে নতভাবে।
নীরব কর্ব্বুরপতি, অশ্রুপূর্ণ আঁখি,
নীরব সচিববৃন্দ, অধিকারী যত
রক্ষঃশ্রেষ্ঠ। বাহিরিল কাঁদিয়া পশ্চাতে
রক্ষোপুরবাসী রক্ষঃ—আবাল, বনিতা,
বৃদ্ধ; শূন্য করি পুরী, আঁধার রে এবে
গোকুলভবন যথা শ্যামের বিহনে!
ধীরে ধীরে সিন্ধুমুখে তিতি অশ্রুনীরে,
চলে সবে, পূরি দেশ বিষাদ-নিনাদে!

কহিলা অঙ্গদে প্রভু সুমধুর স্বরে—
"দশ শত রথী সঙ্গে যাও, মহাবলি
যুবরাজ, রক্ষঃসহ মিত্রভাবে তুমি,
সিন্ধুতীরে! সাবধানে যাও, হে সুরথি!
আকুল পরাণ মম রক্ষঃকুলশোকে।
এ বিপদে পরাপর নাহি ভাবি মনে,
কুমার! লক্ষ্মণ-শূরে হেরি পাছে রোষে,
পূর্ব্বকথা স্মরি মনে কর্ব্বুরাধিপতি,
যাও তুমি, যুবরাজ! রাজচূড়ামণি,
পিতা তব বিমুখিলা সমরে রাক্ষসে,
শিষ্টাচারে, শিষ্টাচার, তোষ তুমি তারে।"

দশ শত রথী সাথে চলিলা সুরথী
অঙ্গদ সাগরমুখে। আইলা আকাশে
দেবকুল;—ঐরাবতে দেবকুলপতি,
সঙ্গে বরাঙ্গনা শচী অনন্তযৌবনা,
শিখীধ্বজে শিখীধ্বজ স্কন্দ তারকারি
সেনানী; চিত্রিত রথে চিত্ররথ রথী,
মৃগে বায়ুকুলরাজ; ভীষণ মহিষে
কৃতান্ত; পুষ্পকে যক্ষ, অলকার পতি;—
আইলা রজনীকান্ত শান্ত সুধানিধি,
মলিন তপনতেজে; আইলা সুহাসী
অশ্বিনীকুমারযুগ, আর দেব যত।
আইলা সুরসুন্দরী, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা,
কিন্নর, কিন্নরী। রবে বাজিল অম্বরে
দিব্য বাদ্য। দেব-ঋষি আইলা কৌতুকে,
আর আর প্রাণী যত ত্রিদিবনিবাসী।

উতরি সাগরতীরে, রচিলা সত্বরে
যথাবিধি চিতা রক্ষঃ; বহিল বাহকে
সুগন্ধ চন্দনকাষ্ঠ, ঘৃত ভারে ভারে।
মন্দাকিনী-পূতজলে ধুইয়া যতনে
শবে, সুকৌষিক বস্ত্র পরাই, থুইল
দাহস্থানে রক্ষোদল; পড়িলা গম্ভীরে
মন্ত্র রক্ষঃ-পুরোহিত। অবগাহি দেহ
মহাতীর্থে সাধ্বী সতী প্রমীলা সুন্দরী
খুলি রত্ন-আভরণ বিতরিলা সবে।
প্রণমিয়া গুরুজনে মধুরভাষিণী,
সম্ভাষি মধুরভাষে দৈত্যবালাদলে,
কহিলা;—"লো সহচরি; এত দিনে আজি
ফুরাইল জীবলীলা জীবলীলাস্থলে
আমার। ফিরিয়া সবে যাও দৈত্যদেশে!
কহিও পিতার পদে এ সব বারতা,
বাসন্তি! মায়েরে মোর"—হায় রে বহিল
সহসা নয়নজল! নীরবিলা সতী;—
কাঁদিল দানববালা হাহাকার রবে!

মুহূর্ত্তে সংবরি শোক, কহিলা সুন্দরী,
"কহিও মায়েরে মোর, এ দাসীর ভালে
লিখিলা বিধাতা যাহা, তাই লো ঘটিল
এত দিনে! যাঁর হাতে সঁপিলা দাসীরে
পিতা মাতা, চলিনু লো আজি তাঁর সাথে;—
পতি বিনা অবলার কি গতি জগতে?
আর কি কহিব, সখি? ভুল না লো তারে—
প্রমীলার এই ভিক্ষা তোমা সবা কাছে!"

৩। পূত—পবিত্র। ৪। গাঙ্গের—গঙ্গাসম্বন্ধীয়।
১১। বিশদবস্ত্র—শুভ্র পরিধেয় বস্ত্র।
২৭। পরাপর—আপন পর।
৩২। হে শিষ্টাচার—হে ভদ্র।
৩৭। স্কন্দ—কার্ত্তিকেয়।

১। সেনানী—সেনাপতি। চিত্রিত—নানা বর্ণিত। ৫। তপনতেজে—সূর্য্যতেজে।
৮। অম্বরে—আকাশে।
৯। দিব্য—স্বর্গীয়।
১৯। বিতরিলা—বিতরণ অর্থাৎ দান করিল।
২৩। জীবলীলাস্থলে—জীবনের লীলার স্থলে, অর্থাৎ সংসারে।

চিতায় আরোহি সতী (ফুলাসনে যেন !)
বসিলা আনন্দমতি পতি-পদতলে ;
প্রফুল্ল কুসুমদাম কবরী-প্রদেশে।
বাজিল রাক্ষসবাদ্য ; উচ্চে উচ্চারিল
বেদ বেদী ; রক্ষোনারী দিল হুলাহুলি ;
সে রবের সহ মিশি উঠিল আকাশে
হাহারব ! পুষ্পবৃষ্টি হইল চৌদিকে !
বিবিধ ভূষণ, বস্ত্র, চন্দন, কস্তুরী,
কেশর, কুঙ্কুম-আদি দিলা রক্ষোবালা
যথাবিধি ; পশুকুলে নাশি তীক্ষ্ণ শরে
ঘৃতাক্ত করিয়া রক্ষঃ যতনে থুইল
চারি দিকে, যথা মহানবমীর দিনে,
শাক্ত ভক্ত-গৃহে, শক্তি, তব পীঠতলে !
অগ্রসরি রক্ষোরাজ কহিলা কাতরে ;
"ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে !—
স'পি রাজ্যভার, পুত্র, তোমায়, করিব
মহাযাত্রা ! কিন্তু বিধি—বুঝিব কেমনে
তাঁর লীলা ? ভাঁড়াইলা সে সুখ আমারে !
ছিল আশা, রক্ষঃকুল-রাজ-সিংহাসনে
জুড়াইব আঁখি, বৎস, দেখিয়া তোমারে,
বামে রক্ষঃকুললক্ষ্মী রক্ষোরাণীরূপে
পুত্রবধূ ! বৃথা আশা ! পূর্ব্বজন্মফলে
হেরি তোমা দোঁহে আজি এ কাল-আসনে !
কর্ব্বুর-গৌরব-রবি চির রাহুগ্রাসে !
সেবিনু শিবেরে আমি বহু যত্ন করি,
লভিতে কি এই ফল ? কেমনে ফিরিব,—
হায় রে, কে কবে মোরে, ফিরিব কেমনে
শূন্য লঙ্কাধামে আর ? কি সান্ত্বনাছলে
সান্ত্বনিব মায়ে তব, কে কবে আমারে ?
'কোথা পুত্র, পুত্রবধূ আমার ?' সুধিবে
যবে রাণী মন্দোদরী,—'কি সুখে আইলে
রাখি দোঁহে সিন্ধুতীরে, রক্ষঃকুলপতি ?'—
কি কয়ে বুঝাব তারে ? হায় রে, কি কয়ে ?
হা পুত্র ! হা বীরশ্রেষ্ঠ ! চিরজয়ী রণে।

হা মাতঃ রাক্ষসলক্ষ্মি ! কি পাপে লিখিলা
এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে ?"
অধীর হইলা শূলী কৈলাস-আলয়ে !
লড়িল মস্তকে জটা ; ভীষণ গর্জ্জনে
গর্জ্জিল ভুজঙ্গবৃন্দ ; ধক ধক ধকে
জ্বলিল অনল ভালে ; ভৈরব কল্লোলে
কল্লোলিলা ত্রিপথগা, বরিষায় যথা
বেগবতী স্রোতস্বতী পর্ব্বতকন্দরে !
কাঁপিল কৈলাসগিরি থর থর থরে !
কাঁপিল আতঙ্কে বিশ্ব ; সভয়ে অভয়া
কৃতাঞ্জলিপুটে সাধ্বী কহিলা মহেশে ;—
"কি হেতু সরোষ, প্রভু, কহ, তা দাসীরে ?
মরিল সমরে রক্ষঃ বিধির বিধানে ;
নহে দোষী রঘুরথী ! তবে যদি নাশ
অবিচারে তারে, নাথ, কর ভস্ম আগে
আমায় !" চরণযুগ ধরিলা জননী।
সাদরে সতীরে তুলি কহিলা ধূর্জ্জটি ;—
"বিদরে হৃদয় মম, নগরাজবালে,
রক্ষোদুঃখে ! জান তুমি কত ভালবাসি
নৈকষেয় শূরে আমি ! তব অনুরোধে,
ক্ষমিব, হে ক্ষেমঙ্করি, শ্রীরাম লক্ষ্মণে।"
আদেশিলা অগ্নিদেবে বিষাদে ত্রিশূলী—
"পবিত্রি, হে সর্ব্বশুচি, তোমার পরশে,
আন শীঘ্র এ সুধামে রাক্ষসদম্পতী।"
ইরম্মদরূপে অগ্নি ধাইলা ভূতলে !
সহসা জ্বলিল চিতা ! সচকিতে সবে
দেখিলা আগ্নেয় রথ ; সুবর্ণ-আসনে
সে রথে আসীন বীর বাসববিজয়ী
দিব্যমূর্ত্তি। বামভাগে প্রমীলা রূপসী,
অনন্ত যৌবনকান্তি শোভে তনুদেশে ;
চিরসুখহাসিরাশি মধুর অধরে !

১। আরোহি—আরোহণ করিয়া।
৩। কুসুমদাম—ফুলমালা। কবরী—কেশপাশ।
৫। বেদী—বেদজ্ঞ।
১৩। শাক্ত—শক্তি-উপাসক। শক্তি—দুর্গা।
১৫। অন্তিমে—শেষাবস্থায় অর্থাৎ মরণকালে।
১৮। মহাযাত্রা—মরণযাত্রা।
৩০। সান্ত্বনিব—সান্ত্বনা করিব।

২। দারুণ—কঠিন, নিষ্ঠুর।
৩। শূলী—মহাদেব।
৫। ভুজঙ্গবৃন্দ—সর্পসমূহ।
৬। অনল—অগ্নি।
৭। ত্রিপথগা—ত্রিপথগামিনী অর্থাৎ গঙ্গা।
৮। স্রোতস্বতী—নদী।
১০। আতঙ্কে—ভয়ে।
২৩। সর্ব্বশুচি—সকলকে যে পবিত্র করে অর্থাৎ অগ্নি।
২৫। ইরম্মদরূপে—বজ্রাগ্নিরূপে।
৩০। তনুদেশে—শরীরে।

উঠিল গগনপথে রথবর বেগে ;
বরষিলা পুষ্পাসার দেবকুল মিলি,
পূরিল বিপুল বিশ্ব আনন্দ-নিনাদে।
দুগ্ধধারে নিবাইল উজ্জ্বল পাবকে
রাক্ষস। পরম যত্নে কুড়াইয়া সবে
ভস্ম, অম্বুরাশিতলে বিসর্জ্জিলা তাহে।
ধৌত করি দাহস্থল জাহ্নবীর জলে
লক্ষ রক্ষঃশিল্পী আশু নির্ম্মিল মিলিয়া

২। পুষ্পাসার—পুষ্পবৃষ্টি।

স্বর্ণ-পাটিকেলে মঠ চিতার উপরে ;—
ভেদি অভ্র, মঠচূড়া উঠিল আকাশে।
করি স্নান সিন্ধুনীরে, রক্ষোদল এবে
ফিরিলা লঙ্কার পানে, আর্দ্র অশ্রুনীরে—
বিসর্জ্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে।
সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে॥

১। পাটিকেল—ইট। মঠ—মন্দির।

৫। বিসর্জ্জি—বিসর্জ্জন করিয়া। প্রতিমা—দুর্গাদির প্রতিমূর্ত্তি।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে সংক্রিয়া নাম নবমঃ সর্গঃ।

গ্রন্থ সমাপ্ত।

—পরিচয়—

রচনা কাল—১২৬৭ সাল

প্রকাশ কাল—

প্রথম সংস্করণ ১২৬৮ সাল—৭০ পৃঃ

২য় সংস্করণ—১২৭৩ সাল—৭৬ পৃঃ

৩য় সংস্করণ—১২৭৫ সাল।

কবির পরিকল্পনা—

"It is my intention, God willing, to finish this poem in XXI Books. But I must print the XI already finished...... "Born an age too soon"—a time will come when these works of mine will fill the pockets of printers, book-sellers, painters *et hoc genus omne* and now I am obliged to "shell out."......

"I have dedicated the work to our good friend the Vidyasagar. He is a splendid fellow! I assure you. I look upon him in many respects as the first man among us......"

—রাজনারায়ণ বসুর নিকট
মধুসূদনের পত্রাবলী হইতে।

মঙ্গলাচরণ

বঙ্গকুলচূড়

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয়ের

চিরস্মরণীয় নাম

এই অভিনব কাব্যশিরে শিরোমণিরূপে

স্থাপিত করিয়া,

কাব্যকার

ইহা

উক্ত মহানুভবের নিকট

যথোচিত সম্মানের সহিত

উৎসর্গ করিল

ইতি।

১২৬৮ সাল। ১৬ই ফাল্গুন।

বীরাঙ্গনা কাব্য

প্রথম সর্গ

দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা

[শকুন্তলা, বিশ্বামিত্রের ঔরসে ও মেনকানাম্নী অপ্সরার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া জনকজননী কর্তৃক শৈশবাবস্থায় পরিত্যক্ত হওয়াতে, কণ্বমুনি তাঁহাকে প্রতিপালন করেন। একদা মুনিবরের অনুপস্থিতিতে রাজা দুষ্মন্ত মৃগয়া-প্রসঙ্গে তাঁহার আশ্রমে প্রবেশ করিলে, শকুন্তলা রাজ-অতিথির যথাবিধি সৎকার সম্পন্ন করিয়াছিলেন। রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলার অসাধারণ রূপলাবণ্যে বিমোহিত হইয়া এবং তিনি যে ক্ষত্রকুলোদ্ভবা, এই কথা শুনিয়া, তাঁহার প্রতি প্রেমাসক্ত হন। পরে রাজা তাঁহাকে গুপ্তভাবে গান্ধর্ব্ববিধানে পরিণয় করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। রাজা দুষ্মন্ত, রাজ্যে গমনানন্তর শকুন্তলার কোনও তত্ত্বাবধান না করাতে, শকুন্তলা রাজসমীপে এই নিম্নলিখিত পত্রিকাখানা প্রেরণ করিয়াছিলেন।]

বননিবাসিনী দাসী নমে রাজপদে,
রাজেন্দ্র! যদিও তুমি ভুলিয়াছ তারে,
ভুলিতে তোমারে কভু পারে কি অভাগী?

হায়, আশামদে মত্ত আমি পাগলিনী।
উড়ি যদি ধূলারাশি, হে নাথ! আকাশে;
পবন-স্বনন যদি শুনি দূর বনে,
অমনি চমকি ভাবি,—মদকল করী
বিবিধ রতন অঙ্গে, পশিছে আশ্রমে,
পদাতিক, বাজীরাজী, সুরথ, সারথি,
কিঙ্কর কিঙ্করী সহ! আশার ছলনে
প্রিয়ম্বদা, অনসূয়া, ডাকি সখীদ্বয়ে,
কহি,—'হাদে দেখ্, সই, এত দিনে আজি
বরিলা লো প্রাণেশ্বর এ তাঁর দাসীরে!
ওই দেখ্, ধূলারাশি উঠিছে গগনে!
ওই শোন্ কোলাহল! পুরবাসী যত
আসিছে লইতে মোরে নাথের আদেশে।'

নীরবে ধরিয়া গলা কাঁদে প্রিয়ম্বদা,
কাঁদে অনসূয়া সই বিলাপি বিষাদে!

দ্রুতগতি ধাই আমি সে নিকুঞ্জ বনে,
যথায়, হে মহীনাথ, পূজিনু প্রথমে
পদযুগ; চারিদিকে চাহি ব্যগ্রভাবে।
দেখি প্রফুল্লিত ফুল, মুকুলিত লতা;
শুনি কোকিলের গীত, অলির গুঞ্জন,
স্রোতোনাদ; মরমরে পাতাকুল নাচি;
কুহরে কপোত, সুখে বৃক্ষশাখে বসি,
প্রেমালাপে কপোতীর মুখে মুখ দিয়া।
সুধি গঞ্জি ফুলপুঞ্জে,—'রে নিকুঞ্জশোভা,
কি সাধে হাসিস্ তোরা? কেন সমীরণে
বিতরিস্ আজি হেথা পরিমল-সুধা?'
কহি পিকে,—'কেন তুমি, পিককুল-পতি,
এ স্বরলহরী আজি বরিষ এ বনে?

৭। মদকল—মত্ততার জন্য মধুর শব্দকারী।

৬। প্রফুল্লিত—বিকশিত, প্রফুল্ল বিশেষণপদ, সুতরাং প্রফুল্লিত পদটি সাধন করা অসঙ্গত হইয়াছে।

৮। মরমরে—মর্ম্মর শব্দ করে।

কে করে আনন্দধ্বনি নিরানন্দকালে ?
মদনের দাস মধু ; মধুর অধীনে
তুমি ; সে মদন মোহে যাঁর রূপ-গুণে,
কি সুখে গাও হে তুমি তাঁহার বিরহে ?'
অলির গুঞ্জর শুনি ভাবি—মৃদুস্বরে
কাঁদিছেন বনদেবী দুঃখিনীর দুঃখে।
শুনি স্রোতোনাদ ভাবি—গম্ভীর নিনাদে
নিন্দিছেন বনদেব তোমায়, নৃমণি,—
কাঁপি ভয়ে—পাছে তিনি শাপ দেন রোষে।
কহি পত্রে, 'শোন্, পত্র ;—সরস দেখিলে
তোরে, সমীরণ আসি নাচে তোরে ল'য়ে
প্রেমামোদে ; কিন্তু যবে শুকাইস্ কালে
তুই, ঘৃণা করি তোরে তাড়ায় সে দূরে ;—
তেমতি দাসীরে কি রে ত্যজিল নৃপতি ?'

মুদি পোড়া আঁখি বসি রসালের তলে ;
ভ্রান্তিমদে মাতি ভাবি, পাইব সত্বরে
পাদপদ্ম। কাঁপে হিয়া দুরু দুরু করি
শুনি যদি পদশব্দ। উল্লাসে উন্মীলি
নয়ন, বিষাদে কাঁদি হেরি কুরঙ্গীরে।
গালি দিয়া দূর তারে করি করাঘাতে।
ডাকি উচ্চে অলিরাজে ; কহি,—ফুলসখে
শিলীমুখ। আসি তুমি আক্রম গুঞ্জরি
এ পোড়া অধর পুনঃ। রক্ষিতে দাসীরে
সহসা দিবেন দেখা পুরু-কুল-নিধি।'
কিন্তু বৃথা ডাকি, কান্ত। কি লোভে ধাইবে
আর মধুলোভী অলি এ মুখ নিরখি,—
শুকাইলে ফুল, কবে কে আদরে তারে ?

কাঁদিয়া প্রবেশি, প্রভু, সে লতামণ্ডপে,
যথায়—ভাবিয়া দেখ, পড়ে যদি মনে,
নরেন্দ্র ; যথায় বসি, প্রেমকুতূহলে,
লিখিল কমলদলে গীতিকা অভাগী ;—
যথায় সহসা তুমি প্রবেশি, জুড়ালে
বিষম বিরহজ্বালা। পদ্মপর্ণ নিয়া
কত যে কি লিখি নিত্য, কব তা কেমনে ?
কভু প্রভঞ্জনে কহি কৃতাঞ্জলি-পুটে ;—
উড়ায়ে লেখন মোর, বায়ুকুলরাজা,

ফেল রাজপদ-তলে, যথা রাজালয়ে
বিরাজেন রাজাসনে রাজকুলমণি।'
সম্বোধি কুরঙ্গে কভু কহি শুন্যমনে ;—
'মনোরথ গতি তোরে দিয়াছেন বিধি,
কুরঙ্গ ; লেখন লয়ে, যা চলি সত্বরে
যথায় জীবিতনাথ। হায়, মরি আমি
বিরহে। শৈশবে তোরে পালিনু যতনে ;
বাঁচা রে এ পোড়া প্রাণ আজি কৃপা করি।'

আর যে কি কই কারে, কি কাজ কহিয়া,
নরেশ্বর ? ভাবি দেখ, পড়ে যদি মনে,
অনসূয়া প্রিয়ম্বদা সখীদ্বয় বিনা,
নাহি জন জানে, হায়, এ বিজন বনে
অভাগীর দুঃখ-কথা। এ দুজন যদি
আসে কাছে, মুছি আঁখি অমনি ; কেন না,
বিবশা দেখিলে মোরে রোষে ঋষিবালা,
নিন্দে তোমা, হে নরেন্দ্র, মন্দ কথা কয়ে।—
বজ্রসম অপবাদ বাজে পোড়া বুকে।
ফাটি অন্তরিত রাগে—বাক্য নাহি ফোটে।

আর আর স্থল যত—কাঁদিয়া কাঁদিয়া
ভ্রমি সে সকল স্থলে। যে তরুর মূলে
গান্ধর্ব্ব-বিবাহচ্ছলে ছলিলে দাসীরে,
যে নিকুঞ্জে ফুলসজ্জা সাজাইয়া সাধে
সেবিল চরণ দাসী কানন-বাসরে,—
কি ভাব উদয় মনে, দেখ মনে ভাবি,
ধীমান্, যখন পশি সে নিকুঞ্জ-ধামে।—
হে বিধাতঃ। এই কি রে ছিল তোর মনে ?
এই কি রে ফলে ফল প্রেমতরু-শাখে ?

এইরূপে ভ্রমি নিত্য আমি অনাথিনী,
প্রাণনাথ। ভাগ্যে বৃদ্ধা গৌতমী তাপসী
পিতৃষসা,—মনঃ তাঁর রত তপজপে ;
তা না হ'লে, সর্ব্বনাশ অবশ্য হইত
এত দিনে। নাহি সাধ বাঁধিতে কবরী
ফুলরত্নে আর, দেব। মলিন বাকলে
আবরি মলিন দেহ ; নাহি অন্নে রুচি ;

২। মধু—বসন্ত।
৩। মোহে—(অকর্ম্মক ক্রিয়া) মুগ্ধ হয়।
২২। শিলীমুখ—ভ্রমর।
২৪। পুরুকুলনিধি—পুরুবংশীয় রাজা দুষ্মন্ত।
৩১। গীতিকা—গান, ছন্দোবদ্ধ লিপি।

১৫। ঋষিবালা—ঋষিকন্যাদ্বয় অর্থাৎ অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা।
১৮। অন্তরিত—অন্তরে জাত, মনোগত।
২৩। কানন-বাসর (রূপক কর্ম্মধারয় সমাস) কবি দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার মিলনস্থান বনানীকেই বিবাহ-রাত্রির শয়নগৃহ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

না জানি কি কহি কারে, হায়, শূন্যমনে।
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, পড়ি ভূমিতলে,
হারাই সতত জ্ঞান ; চেতন পাইয়া
মিলি যবে আঁখি, দেখি তোমায় সম্মুখে।
অমনি পসারি বাহু ধাই ধরিবারে
পদযুগ ; না পাইয়া কাঁদি হাহারবে।
কে কবে, কি পাপে সহি হেন বিড়ম্বনা।
কি পাপে পীড়েন বিধি, সুধিব তা কারে?

দয়া করি কভু যদি বিরামদায়িনী
নিদ্রা, সুকোমল কোলে, দেন স্থান মোরে,
কত যে স্বপনে দেখি, কব তা কেমনে?
স্বর্ণ-রত্ন-সংঘটিত দেখি অট্টালিকা ;
দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত দুয়ারে দুয়ারী
দ্বিরদ ; সুবর্ণাসন দেখি স্থানে স্থানে ;
ফুলশয্যা ; বিদ্যাধরী-সঙ্গিনী কিঙ্করী ;
কেহ গায়, কেহ নাচে, যোগায় আনিয়া
বিবিধ ভূষণ কেহ ; কেহ উপাদেয়
রাজভোগ। দেখি মুক্তা মণি রাশি রাশি,
অলকা-সদনে যেন! শুনি বীণা-ধ্বনি ;
গন্ধামোদে মাতে মনঃ, নন্দন-কাননে—
(শুনেছি এ কথা, নাথ, তাত কণ্বমুখে)
নন্দন-কাননান্তরে বসন্তে যেমনি।
তোমায়, নৃমণি, দেখি স্বর্ণ-সিংহাসনে।
শিরোপরি রাজছত্র ; রাজদণ্ড হাতে,
মণ্ডিত অমূল-রত্নে ; সসাগরা ধরা,
রাজকর করে, নত রাজীব-চরণে।
কত যে জাগিয়া কাঁদি কব তা কাহারে?

জানে দাসী, হে নরেন্দ্র, দেবেন্দ্র-সদৃশ
ঐশ্বর্য্য, মহিমা তব ; অতুল জগতে
কুল, মান ধনে তুমি, রাজকুলপতি।
কিন্তু নাহি লোভে দাসী বিভব, সেবিবে
দাসীভাবে পা দুখানি—এই লোভ মনে,—
এই চির-আশা, নাথ, এ পোড়া হৃদয়ে।
বননিবাসিনী আমি, বাকল-বসনা,
ফলমূলাহারী নিত্য, নিত্য কুশাসনে
শয়ন ; কি কাজ, প্রভু, রাজসুখ-ভোগে?
আকাশে করেন কেলি লয়ে কলাধরে
রোহিণী ; কুমুদী তাঁরে পূজে মর্ত্ত্যতলে।
কিঙ্করী করিয়া মোরে রাখ রাজপদে।

চির-অভাগিনী আমি। জনক জননী
ত্যজিলা শৈশবে মোরে, না জানি, কি পাপে?
পরান্নে বাঁচিল প্রাণ—পরের পালনে।
এ নব যৌবনে এবে ত্যজিলা কি তুমি,
প্রাণপতি? কোন্ দোষে, কহ, কান্ত, শুনি,
দাসী শকুন্তলা দোষী ও চরণ-যুগে?

এ মনে যে সুখপাখী ছিল বাসা বাঁধি,
কেন ব্যাধবেশে আসি বধিলে তাহারে,
নরাধিপ? শুনিয়াছি রথিশ্রেষ্ঠ তুমি,
বিখ্যাত ভারতক্ষেত্রে ভীমবাহুবলে ;
কি যশঃ লভিলা, কহ, যশস্বি, বিনাশি—
অবলা-কুলের বালা আমি—সুখ মম?

আসিবেন তাত কণ্ব ফিরি যবে বনে ;
কি কব তাঁহারে, নাথ, কহ, তা দাসীরে?
নিন্দে অনসূয়া যবে মন্দ কথা কয়ে,
অপবাদে প্রিয়ম্বদা তোমায়,—কি ব'লে
বুঝাবে এ দোঁহে দাসী, কহ তা দাসীরে?
কহ, কি বলিয়া, দেব, হায়, বুঝাইব
এ পোড়া পরাণ আমি—এ মিনতি পদে।

বনচর চর, নাথ! না জানি কিরূপে
প্রবেশিবে রাজপুরে, রাজ-সভাতলে?
কিন্তু মজ্জমান জন, শুনিয়াছি, ধরে
তৃণে, আর কিছু যদি না পায় সম্মুখে।
জীবনের আশা, হায়, কে ত্যজে সহজে!

১৩। দ্বিরদ—দুইটি দাঁত যাহার, হস্তী।
১৯। অলকা-সদনে—কুবেরের পুরীতে।
২০। নন্দন-কাননে—মনের আনন্দদায়ক বিলাসোপবনে। ২২। নন্দন—ইন্দ্রের স্বনামখ্যাত উপবন। ২৪। শিরোপরি—সন্ধি ব্যাকরণদুষ্ট হইয়াছে, শিরঃ—উপরি এই দুই শব্দে "শির-উপরি" সন্ধি হয়। ২৫। অমূল—অমূল্য।

৬। কলাধরে—চন্দ্রে। ৭। রোহিণী—দক্ষ-প্রজাপতির কন্যা, চন্দ্রপত্নী। ২০। সুখ—[বিনাশ ক্রিয়ার কর্ম্মপদ] ২৩—২৪। নিন্দে ও অপবাদে ক্রিয়া দুইটিতে বর্ত্তমান কালের বিভক্তি থাকিলেও ভবিষ্যৎ-কালের অর্থ ব্যবহৃত হইয়াছে। ২৭। পরাণ—"পরাণে" সঙ্গত প্রয়োগ হইত। ২৮। চর—দূত, এখানে পত্রবাহক।

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে শকুন্তলাপত্রিকা নাম প্রথম সর্গ।

দ্বিতীয় সর্গ

সোমের প্রতি তারা

[যৎকালে সোমদেব—অর্থাৎ চন্দ্র—বিদ্যাধ্যয়ন করণাভিলাষে দেবগুরু বৃহস্পতির আশ্রমে বাস করেন, গুরুপত্নী তারাদেবী তাঁহার অসামান্য সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে বিমোহিতা হইয়া তাঁহার প্রতি প্রেমাসক্তা হন। সোমদেব, পাঠ সমাপনান্তে গুরু-দক্ষিণা দিয়া বিদায় হইবার বাসনা প্রকাশ করিলে, তারাদেবী আপন মনের ভাব আর প্রচ্ছন্নভাবে রাখিতে পারিলেন না; ও সতীত্বধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া সোমদেবকে এই নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখেন। সোমদেব যে এতাদৃশী পত্রিকাপাঠে কি করিয়াছিলেন, এস্থলে তাহার পরিচয় দিবার কোন প্রয়োজন নাই। পুরাণজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই তাহা অবগত আছেন।]

কি বলিয়া সম্বোধিবে, হে সুধাংশুনিধি,
তোমারে অভাগী তারা? গুরুপত্নী আমি
তোমার, পুরুষরত্ন; কিন্তু ভাগ্যদোষে,
ইচ্ছা করে দাসী হয়ে সেবি পা দুখানি!—

কি লজ্জা! কেমনে তুই, রে পোড়া লেখনি,
লিখিলি এ পাপকথা,—হায় রে, কেমনে?
কিন্তু বৃথা গঞ্জি তোরে! হস্তদাসী সদা
তুই; মনোদাস হস্ত; সে মনঃ পুড়িলে
কেন না পুড়িবি তুই? বজ্রাগ্নি যগুপি
দহে তরুশিরঃ, মরে পদাশ্রিত লতা!

হে স্মৃতি, কুকর্ম্মে রত দুর্ম্মতি যেমতি
নিবায় প্রদীপ, আজি চাহে নিবাইতে
তোমায় পাপিনী তারা! দেহ ভিক্ষা, ভুলি
কে সে মনঃ-চোর মোর, হায়, কেবা আমি!—
ভুলি ভূতপূর্ব্ব কথা,—ভুলি ভবিষ্যতে!

এসো তবে, প্রাণসখে; দিনু জলাঞ্জলি
কুলমানে তব জন্যে,—ধর্ম্ম, লজ্জা, ভয়ে!
কুলের পিঞ্জর ভাঙ্গি, কুল-বিহঙ্গিনী
উড়িল পবনপথে, ধর আসি তারে,
তারানাথ!—তারানাথ? কে তোমারে দিল
এ নাম, হে গুণনিধি, কহ তা তারারে!

এ পোড়া মনের কথা জানিল কি ছলে
নামদাতা? ভেবেছিনু, নিশাকালে যথা
মুদিত কমল-দলে থাকে গুপ্তভাবে
সৌরভ, এ প্রেম, বঁধু, আছিল হৃদয়ে
অন্তরিত; কিন্তু—ধিক্, বৃথা চিন্তা, তোরে!
কে পারে লুকাতে কবে জ্বলন্ত পাবকে?
এস তবে, প্রাণসখে, তারানাথ তুমি;
জুড়াও তারার জ্বালা! নিজ রাজ্য ত্যজি,
ভ্রমে কি বিদেশে রাজা, রাজকাজ ভুলি?
সদর্পে কন্দর্প নামে মীনধ্বজ রথী,
পঞ্চ-খর-শর তূণে, পুষ্পধনুঃ হাতে,
আক্রমিছে পরাক্রমি অসহায় পুরী;—
কে তারে রক্ষিবে, সখে, তুমি না রক্ষিলে?

যে দিন—কুদিন তারা বলিবে কেমনে
সে দিনে, হে গুণমণি, যে দিন হেরিল
আঁখি তব চন্দ্রমুখ,—অতুল জগতে!—
যে দিন প্রথমে তুমি এ শান্ত আশ্রমে
প্রবেশিলা, নিশাকান্ত, সহসা ফুটিল
নবকুমুদিনীসম এ পরাণ মম
উল্লাসে,—ভাসিল যেন আনন্দ সলিলে।
এ পোড়া বদন মুহুঃ হেরিনু দর্পণে;

২০। তারানাথ—চন্দ্র ও বৃহস্পতিপত্নী তারার নায়ক এই উভয় অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

৫। ধিক্ বৃথা চিন্তা, তোরে—হে বৃথা চিন্তা, তোরে ধিক্। ১২। পরাক্রমি—[অসমাপিকা ক্রিয়া] পরাক্রম প্রকাশ করিয়া।

বিনাইনু যত্নে বেণী ; তুলি ফুলরাজি,
(বন-রত্ন) রত্নরূপে পরিনু কুন্তলে !
চির পরিধান মম বাকল ; ঘৃণিনু
তাহায় ! চাহিনু, কাঁদি বন-দেবী-পদে,
দুকূল, কাঁচলি, সিঁথি, কঙ্কণ, কিঙ্কিণী,
কুণ্ডল, মুকুতাহার, কাঞ্চী কটিদেশে !
ফেলিনু চন্দন দূরে, স্মরি মৃগমদে !
হায় রে, অবোধ আমি ! নারিনু বুঝিতে
সহসা এ সাধ কেন জনমিল মনে ?
কিন্তু বুঝি এবে, বিধু ! পাইলে মধুরে,
সোহাগে বিবিধ সাজে সাজে বনরাজী !—
তারার যৌবন বন-ঋতুরাজ তুমি !

বিদ্যালাভ-হেতু যবে বসিতে, সুমতি,
গুরুপদে ; গৃহকর্ম্ম ভুলি পাপীয়সী
আমি অন্তরালে বসি শুনিতাম সুখে
ও মধুর স্বর, সখে, চির-মধু-মাখা !
কি ছার নিগম, তন্ত্র, পুরাণের কথা ?
কি ছার মুরজ, বীণা, মুরলী, তুম্বকী ?
বর্ষ বাক্যসুধা তুমি, নাচিবে পুলকে
তারা, মেঘনাদে মাতি ময়ূরী যেমতি !

গুরুর আদেশে যবে গাভীবৃন্দ লয়ে,
দূর বনে, সুরমণি, ভ্রমিতে একাকী
বহু দিন ; অহরহঃ বিরহ-দহনে,
কত যে কাঁদিত তারা, কব তা কাহারে—
অবিরল অশ্রুজল মুছি লজ্জাভয়ে !

গুরুপত্নী বলি যবে প্রণমিতে পদে,
সুধানিধি, মুদি আঁখি, ভাবিতাম মনে,
মানিনী যুবতী আমি, তুমি প্রাণপতি,
মান-ভঙ্গ-আশে নত দাসীর চরণে !
আশীর্ব্বাদ-ছলে মনে নমিতাম আমি !

গুরুর প্রসাদ অন্নে সদা ছিলা রত,
তারাকান্ত ; ভোজনান্তে আচমন-হেতু
যোগাইতে জল যবে গুরুর আদেশে
বহির্দ্বারে, কত যে কি রাখিতাম পাতে
চুরি করি আনি আমি, পড়ে কি হে মনে ?

হরীতকী-স্থলে, সখে ! পাইতে কি কভু
তাম্বুল শয়নধামে ? কুশাসন-তলে,
হে বিধু, সুরভি ফুল কভু কি দেখিতে ?
হায় রে, কাঁদিত প্রাণ হেরি তৃণাসনে ;
কোমল কমল-নিন্দা ও বরাঙ্গ তব,
তেঁই, ইন্দু, ফুলশয্যা পাতিত দুঃখিনী !
কত যে উঠিত সাধ, পাড়িতাম যবে
শয়ন এ পোড়া মনে, পার কি বুঝিতে ?
পূজাহেতু ফুলজাল তুলিবারে যবে
প্রবেশিতে ফুলবনে, পাইতে চৌদিকে
তোলা ফুল ! হাসি তুমি কহিতে, সুমতি,
"দয়াময়ী বনদেবী ফুল অবচয়ি,
রেখেছেন নিবারিতে পরিশ্রম মম !"
কিন্তু সত্য কথা এবে কহি, গুণনিধি ;—
নিশিতে ত্যজিয়া শয্যা পশিত কাননে
এ কিঙ্করী ; ফুলরাশি তুলি চারিদিকে
রাখিত তোমার জন্যে ! নীর-বিন্দু যত
দেখিতে কুসুমদলে, হে সুধাংশু-নিধি,
অভাগীর অশ্রুবিন্দু—কহিনু তোমারে !
কত যে কহিত তারা—হায়, পাগলিনী !—
প্রতি ফুলে, কেমনে তা আনিব এ মুখে ?
কহিত সে চম্পকেরে—"বর্ণ তোর হেরি,
রে ফুল, সাদরে তোরে তুলিবেন যবে
ও কর-কমলে, সখা, কহিস্ তাঁহারে,—
'এ বর বরণ মম কালি অভিমানে
হেরি যে বর বরণ, হে রোহিণীপতি,
কালি সে বর বরণ তোমার বিরহে !'"
কহিত সে কদম্বেরে,—না পারি কহিতে
কি যে সে কহিত তারে, হে সোম, শরমে !—
রসের সাগর তুমি, ভাবি দেখ মনে !

শুনি লোকমুখে, সখে চন্দ্রলোকে তুমি
ধর মৃগশিশু কোলে, কত মৃগশিশু
ধরেছি যে কোলে আমি কাঁদিয়া বিরলে,
কি আর কহিব তার ? শুনিলে হাসিবে,
হে সুহাসি ! নাহি জ্ঞান ; না জানি কি লিখি !

ফাটিত এ পোড়া প্রাণ হেরি তারাদলে !
ডাকিতাম মেঘদলে চির আবরিতে
রোহিণীর স্বর্ণকান্তি ! ভ্রান্তিমদে মাতি,

৫। দুকূল—সূক্ষ্মবস্ত্র।

৭। মৃগমদে—কস্তূরীকে।

১০। মধুরে—মধুকে, বসন্তকে।

১৮। মুরজ—মৃদঙ্গ। মুরলী—বংশী। তুম্বকী—অলাবু ও লৌহতারবিনির্ম্মিত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। সম্ভবতঃ সেতার, তানপুরা বা একতারা।

৫। কোমল কমল-নিন্দা—কোমল পদ্মের নিন্দা-বিধায়ক অর্থাৎ পদ্মের অপেক্ষাও কোমল।

১২। অবচয়ি—চয়ন করিয়া।

পত্নী বলিয়া তারে গঞ্জিতাম রোষে !
প্রফুল্ল-কুমুদে হ্রদে হেরি নিশাযোগে
ছলি ছিঁড়িতাম রাগে ;—আঁধার কুটীরে
পশিতাম বেগে হেরি সরসীর পাশে
তোমায় ! ভূতলে পড়ি, তিতি অশ্রুজলে,
কহিতাম অভিমানে,—'হে দারুণ বিধি,
নাহি কি যৌবন মোর,—রূপের মাধুরী ?
তবে কেন,—' কিন্তু বৃথা স্মরি পূর্ব্বকথা !
নবেদিব, দেবশ্রেষ্ঠ, দিন দেহ যবে !

তুষেছ গুরুর মনঃ সুদক্ষিণা-দানে ;
গুরুপত্নী চাহে ভিক্ষা,—দেহ ভিক্ষা তারে !
দেহ ভিক্ষা—ছায়ারূপে থাকি তব সাথে
দিবা নিশি ! দিবা নিশি সেবি দাসী-ভাবে
ও পদ-যুগল, নাথ—হা ধিক, কি পাপে,
হায় রে, কি পাপে, বিধি, এ তাপ লিখিলি
এ ভালে ? জনম মম মহা ঋষিকুলে,
তবু চণ্ডালিনী আমি ? ফলিল কি তবে
পরিমলাকর কুলে, হায়, হলাহল ?
কোকিলের নীড়ে কি রে রাখিলি গোপনে
কাকশিশু ? কর্ম্মনাশা—পাপ-প্রবাহিণী !—
কেমনে পড়িল বহি জাহ্নবীর জলে ?

ক্ষম, সখে !—পোষা পাখী, পিঞ্জর খুলিলে,
চাহে পুনঃ পশিবারে পূর্ব্ব-কারাগারে !
এস তুমি ; এস শীঘ্র ! যাব কুঞ্জ-বনে,
তুমি, হে বিহঙ্গরাজ, তুমি সঙ্গে নিলে !
দেহ পদাশ্রয় আসি,—প্রেম-উদাসিনী
আমি ! যথা যাও যাব ; করিব যা কর ;—
বিকাইব কায় মনঃ তব রাঙা পায়ে !

কলঙ্কী শশাঙ্ক, তোমা বলে সর্ব্ব জনে ।
কর আসি কলঙ্কিনী কিঙ্করী তারারে,
তারানাথ ! নাহি কাজ বৃথা কুলমানে ।
এস, হে তারার বাঞ্ছা ! পোড়ে বিরহিণী,
পোড়ে যথা বনস্থলী ঘোর দাবানলে !
চকোরী সেবিলে তোমা দেহ সুধা তারে,
সুধাময় ; কোন্ দোষে দোষী তব পদে
অভাগিনী ? কুমুদিনী কোন্ তপোবলে
পায় তোমা নিত্য, কহ ? আরম্ভি সম্বরে
সে তপঃ, আহার নিদ্রা ত্যজি একাসনে !
কিন্তু যদি থাকে দয়া, এস শীঘ্র করি !
এ নব যৌবন, বিধু, অর্পিব গোপনে
তোমায়, গোপনে যথা অর্পেন আনিয়া
সিন্ধুপদে মন্দাকিনী স্বর্ণ, হীরা, মণি !

আর কি লিখিবে দাসী ? সুপণ্ডিত তুমি,
ক্ষম ভ্রম ; ক্ষম দোষ ! কেমনে পড়িব
কি কহিল পোড়া মনঃ, হায়, কি লিখিল
লেখনী ? আইস, নাথ, এ মিনতি পদে !

লিখিনু লেখন বসি একাকিনী বনে,
কাঁপি ভয়ে—কাঁদি খেদে—মরিয়া শরমে !
লয়ে ফুলবৃন্ত, কান্ত, নয়ন-কাজলে
লিখিনু ! ক্ষমিও দোষ, দয়াসিন্ধু তুমি !
আইলে দাসীর পাশে, বুঝিব ক্ষমিলে
দোষ তার, তারানাথ ! কি আর কহিব ?
জীবন মরণ মম আজি তব হাতে !

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে তারাপত্রিকা নাম দ্বিতীয় সর্গ ।

তৃতীয় সর্গ

দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণী

[বিদর্ভাধিপতি ভীষ্মকরাজপুত্রী রুক্মিণীদেবীকে পৌরাণিক ইতিবৃত্তে স্বয়ং লক্ষ্মী-অবতার বলিয়া
। করিয়া থাকেন। সুতরাং তিনি আজন্ম বিষ্ণুপরায়ণা ছিলেন। যৌবনাবস্থায় তাঁহার ভ্রাতা
। রুক্ম চেদীশ্বর শিশুপালের সহিত তাঁহার পরিণয়ার্থে উদ্যোগী হইলে, রুক্মিণীদেবী নিম্নলিখিত
াখানি দ্বারকায় বিষ্ণু-অবতার দ্বারকানাথের সমীপে প্রেরণ করেন। রুক্মিণী-হরণবৃত্তান্ত এস্থলে
করা বাহুল্য।]

।নি নিত্য ঋষিমুখে, হৃষীকেশ তুমি,
ন্দ্র, অবতীর্ণ অবনীমণ্ডলে
ত ধরার ভার দণ্ডি পাপি-জনে,
পদাশ্রয়, নমি ও রাজীবপদে,
।—ভীষ্মক-পুত্রী, চিরদাসী তব ;—
হে তারক, তারে এ বিপত্তি-কালে।

কমনে মনের কথা কহিব চরণে,
। কুলের বালা আমি, যদুমণি ?
াহসে বাঁধি বুক, দিব জলাঞ্জলি
ভয়ে ? মুদে আঁখি, হে দেব, শরমে ;
ারে আঙুল-কুল ধরিতে লেখনী ;
। হিয়া থরথরে! না জানি কি করি ;
।নি কাহারে কহি এ দুঃখকাহিনী!
ুমি, দয়াসিন্ধু! হায়, তোমা বিনা
গতি অভাগীর আর এ সংসারে!

নিশার স্বপনে হেরি পুরুষ-রতনে,
মনঃ অভাগিনী সঁপিয়াছে তারে ;
সাক্ষী করি বরি দেবনরোত্তমে
বে! নারী দাসী, নারে উচ্চারিতে
তাঁর, স্বামী তিনি ; কিন্তু কহি, শুন,
ুখে পঞ্চমুখ জপেন সতত
ম,—জগৎকর্ণে সুধার লহরী!

ক যে তিনি ? জন্ম তাঁর কোন্ মহাকুলে ?
ান কর, প্রভু, কহিব সংক্ষেপে ;
। কুসুমরাশি, মালিনী যেমতি
গাঁথে মালা, ঋষিমুখ-বাক্যচয় আজি
গাঁথিব গাথায়, নাথ, দেহ পদ-ছায়া।

গৃহিলা পুরুষোত্তম জন্ম কারাগারে।—
রাজদ্বেষে পিতা মাতা ছিলা বন্দিভাবে,
দীনবন্ধু, তেঁই জন্ম নাথের কুস্থলে!
খনিগর্ভে ফলে মণি ; মুক্তা শুক্তিধামে!
হাসিলা উল্লাসে পৃথ্বী সে শুভ নিশীথে
শত শরদের শশি-সদৃশী শোভিল
বিভা! গন্ধামোদে মাতি স্বনিলা সুস্বনে
সমীরণ ; নদ নদী কলকলকলে
সিন্ধুপদে সুসংবাদ দিলে দ্রুতগতি ;
কল্লোলিলা জলপতি গম্ভীর নিনাদে!
নাচিল অপ্সরা স্বর্গে ; মর্ত্ত্যে নর নারী।
সঙ্গীত-তরঙ্গ রঙ্গে বহিল চৌদিকে!
বৃষ্টিলা কুসুম দেব ; পাইল দরিদ্র
রতন ; জীবন পুনঃ জীবশূন্য জন!
পূরিল অখিল বিশ্ব জয় জয় রবে।

জন্মান্তে জনমদাতা, ঘোর নিশাযোগে,
গোপরাজ-গৃহে লয়ে রাখিলা নন্দনে
মহাযত্নে। মহারত্নে পাইলে যেমতি
আনন্দ সলিলে ভাসে দরিদ্র, ভাসিলা
গোকুলে গোপ-দম্পতী আনন্দ-সলিলে!

আদরে পালিলা বালে গোপ-কুল-রাণী
পুত্রভাবে। বাল্যকালে বাল্য-খেলা যত

৬। শুক্তিধামে—ঝিণুকের শরীরে।
২৩। বালে—বালককে।

খেলিলা রাখাল-রাজ, কে পারে বর্ণিতে ?
কে কবে, কি ছলে শিশু নাশিলা মায়াবী
পূতনারে ? কাল নাগ কালীয়, কি দেখি,
লইল আশ্রয় নমি পাদ-পদ্ম-তলে ?
কে কবে, বাসব যবে রুষি, বরষিলা
জলাসার, কি কৌশলে গোবর্দ্ধনে তুলি
রক্ষিলা গোকুল, দেব, প্রলয়-প্লাবনে ?
আর আর কীর্ত্তি যত বিদিত জগতে ?

যৌবনে করিলা কেলি গোপীদলে লয়ে
রসরাজ ; মজাইলা গোপ-বধূ-ব্রজ
বাজায়ে বাঁশরী, নাচি তমালের তলে !
বিহারিলা গোষ্ঠে প্রভু, যমুনা-পুলিনে !

এইরূপে কত কাল কাটাইলা সুখে
গোপধামে গুণনিধি ; পরে বিনাশিয়া
পিতৃ-অরি অরিন্দম, দূর সিন্ধু-তীরে
স্থাপিলা সুন্দরী পুরী। আর কব কত ?
দেখ চিন্তি, চিন্তামণি, চেন যদি তারে !

না পার চিনিতে যদি, দেহ আজ্ঞা তবে,
পীতাম্বর, দেখি যদি পারে কে বর্ণিতে
সে রূপ-মাধুরী দাসী। চিত্রপটে যেন,
চিত্রিত সে মূর্ত্তি চির, হায়, এ হৃদয়ে !
নবীন-নীরদ-বর্ণ ; শিখিপুচ্ছ শিরে ;
ত্রিভঙ্গ ; সুগল-দেশে বর-গুঞ্জমালা ;
মধুর অধরে বাঁশী ; বাস পীত ধড়া ;
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ-চিহ্ন রাজীবচরণে—
যোগীন্দ্র-মানস পদ্ম ! মোক্ষ-ধাম ভবে !

যত বার হেরি, দেব, আকাশমণ্ডলে ;
ঘনবরে, শক্র-ধনুঃ চূড়ারূপে শিরে ;
তড়িৎ সুধড়া অঙ্গে ;—পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া,
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি, আমি পূজি ভক্তিভাবে !
ভ্রান্তিমদে মাতি কহি,—'প্রাণকান্ত মম
আসিছেন শূন্যপথে তুষিতে দাসীরে।'
উড়ে যদি চাতকিনী, গঞ্জি তারে রাগে !
নাচিলে ময়ূরী, তারে মারি, যদুমণি !

মন্দ্রে যদি ঘনবর, ভাবি, আঁখি মুদি,
গোপ-কুল-বালা আমি ; বেণুর সুরবে
ডাকিছেন সখা মোরে যমুনা পুলিনে।
কহি শিখীবরে,—'ধন্য তুই পক্ষীকুলে,
শিখণ্ডি ! শিখণ্ড তোর মণ্ডে শিরঃ যার,
পূজেন চরণ তাঁর আপনি ধূর্জ্জটি !'—
আর পরিচয় কত দিব পদযুগে ?

শুন এবে দুঃখ-কথা। হৃদয়-মন্দিরে
স্থাপি সে সুশ্যাম মূর্ত্তি, সন্ন্যাসিনী যথা
পূজিতাম আমি নাথে। এবে ভাগ্য-দোষে
চেদীশ্বর নরপাল শিশুপাল নামে,
(শুনি জনরব) না কি আসিছেন হেথা
বরবেশে বরিবারে, হায়, অভাগীরে।

কি লজ্জা ! ভাবিয়া দেখ, হে দ্বারকাপতি !
কেমনে অধর্ম্ম-কর্ম্ম করিবে রুক্মিণী ?
স্বেচ্ছায় দিয়েছে দাসী, হায়, এক জনে
কায় মনঃ ; অন্য জনে—ক্ষম, গুণনিধি !—
উড়ে প্রাণ, পোড়া কথা পড়ে যবে মনে !
কি পাপে লিখিলা বিধি এ যাতনা ভালে ?

আইস গরুড়-ধ্বজে, পাঞ্চজন্য নাদি,
গদাধর ! রূপ গুণ থাকিত যদ্যপি
এ দাসীর,—কহিতাম, 'আইস মুরারি,
আইস ; বাহন তব বৈনতেয় যথা
হরিল অমৃতরস পশি চন্দ্রলোকে,
হর অভাগীরে তুমি প্রবেশি এ দেশে !'
কিন্তু নাহি রূপ গুণ ; কোন্ মুখ দিয়া
অমৃতের সহ দিব আপন তুলনা !
দীন আমি ; দীনবন্ধু তুমি, যদুপতি ;
দেহ লয়ে রুক্মিণীরে সে পুরুষোত্তমে,
যার দাসী করি বিধি সৃজিলা তাহারে !

রুক্ম নামে সহোদর,—দুরন্ত সে অতি ;
বড় প্রিয় পাত্র তার চেদীশ্বর বলী ;
শরমে মায়ের পদে নারি নিবেদিতে
এ পোড়া মনের কথা ! চন্দ্রকলা সখী,
তার গলা ধরি, দেব, কান্দি দিবানিশি ;—

৩। কাল নাগ—যম সদৃশ অর্থাৎ ভীষণ সর্প।
৬। জলাসার—জলধারা, বৃষ্টিধারা।
১৫। পিতৃ-অরি—পিতা বসুদেবের শত্রু কংস।
১৬। সুন্দরী পুরী—দ্বারকানাম্নী শোভাময়ী নগরী।
২৩। গুঞ্জমালা—গুঞ্জাফল [কুঁচ] রচিত মালা।
২৪। পীত ধড়া—পীত-বসন। ২৫। ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ—ধ্বজ, বজ্র ও অঙ্কুশ চিহ্ন, বিষ্ণুর চরণের চিহ্ন।

৫। শিখণ্ডি (সম্বোধনে)—শিখণ্ডী, ময়ূর। শিখণ্ড—ময়ূরপুচ্ছ। মণ্ডে—মণ্ডিত করে।
২১। পাঞ্চজন্য—বিষ্ণুর শঙ্খ।
২৪। বৈনতেয়—বিনতানন্দন, গরুড়।

নীরবে দুজনে কাঁদি সভয়ে বিরলে।
লইনু শরণ আজি ও রাজীব-পদে ;—
বিঘ্ন-বিনাশন তুমি, ত্রাণ বিঘ্নে মোরে।

কি ছলে ভুলাই মনঃ কেমনে যে ধরি,
ধৈরয, শুনিবে যদি, কহিব, শ্রীপতি।

বহে প্রবাহিণী এক রাজ-বন-মাঝে ;
'যমুনা' বলিয়া তারে সম্বোধি আদরে,
গুণনিধি। কূলে তার কত যে রোপেছি
তমাল, কদম্ব—তুমি হাসিবে শুনিলে।
পুষিয়াছি সারী শুক, ময়ূর ময়ূরী
কুঞ্জবনে ; অলিকুল গুঞ্জরে সতত ;
কুহরে কোকিল ডালে ; ফোটে ফুলরাজি।
কিন্তু শোভাহীন বন প্রভুর বিহনে !
কহ কুঞ্জবিহারীরে, হে দ্বারকাপতি,
আসিতে সে কুঞ্জবনে বেণু বাজাইয়া।
কিম্বা মোরে লয়ে দেব, দেহ তাঁর পদে।

আছে বহু গাভী গোষ্ঠে ; নিজ কর দিয়া
সেবে দাসী তা সবারে। কহ হে রাখালে
আসিতে সে গোষ্ঠগৃহে, কহ, যদুমণি।
যতনে চিকণি নিত্য গাঁথি ফুলমালা।
যতনে কুড়ায়ে রাখি, যদি পাই পড়ি
শিখিপুচ্ছ ভূমিতলে ;—কত যে কি করি,
হায়, পাগলিনী আমি ! কি কাজ কহিয়া ?

আসি উদ্ধারহ মোরে ধনুর্দ্ধর তুমি,
মুরারি ! নাশিলা কংসে শুনিয়াছে দাসী,
কংসজিত ; মধুনামে দৈত্য-কুল-রথী,
বধিলা, মধুসূদন হেলায় তাহারে !
কে বর্ণিবে গুণ তব, গুণনিধি তুমি !
কালরূপে শিশুপাল আসিছে সত্বরে—
আইস তাহার অগ্রে। প্রবেশি এ দেশে,
হর মোরে। হরে লয়ে দেহ তাঁর পদে,
হরিলা এ মনঃ যিনি নিশার স্বপনে।

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে রুক্মিণীপত্রিকা নাম তৃতীয় সর্গ।

চতুর্থ সর্গ

দশরথের প্রতি কৈকেয়ী

[কোন সময়ে রাজর্ষি দশরথ কেকয়ী দেবীর নিকট এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে, তিনি তাঁহার গর্ভজাত-পুত্র ভরতকে যুবরাজপদে অভিষিক্ত করিবেন। কালক্রমে রাজা স্বসত্য বিস্মৃত হইয়া কৌশল্যানন্দন রামচন্দ্রকে সে পদপ্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ করাতে, কেকয়ী দেবী মন্থরা-নাম্নী দাসীর মুখে এ সংবাদ পাইয়া, নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি রাজসমীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন।]

এ কি কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে,
রঘুরাজ ? কিন্তু দাসী নীচকুলোদ্ভবা,
সত্য মিথ্যা জ্ঞান তার কভু না সম্ভবে।
কহ তুমি ;—কেন আজ পুরবাসী যত
আনন্দ-সলিলে মগ্ন ? ছড়াইছে কেহ
ফুলরাশি রাজপথে ; কেহ বা গাঁথিছে

মুকুল কুসুম ফল পল্লবের মালা
সাজাইতে গৃহদ্বার—মহোৎসবে যেন ?
কেন বা উড়িছে ধ্বজ প্রতি গৃহচূড়ে ?
কেন পদাতিক, হয়, গজ, রথ, রথী
বাহিরিছে রণবেশে ? কেন বা বাজিছে
রণবাদ্য ? কেন আজি পুরনারী-ব্রজ

৩। বিঘ্নে—(অপাদান কারক)

৬। পুরনারী-ব্রজ—পুরনারীগণ।

মুহুর্মুহুঃ হুলাহুলি দিতেছে চৌদিকে ?
কেন বা নাচিছে নট, গাইছে, গায়কী ?
কেন এত বীণা-ধ্বনি ? কহ, দেব, শুনি,
কৃপা করি কহ মোরে—কোন্ ব্রতে ব্রতী
আজি রঘু-কুল-শ্রেষ্ঠ ? কহ, হে নৃমণি,
কাহার কুশল-হেতু কৌশল্যা মহিষী
বিতরেন ধনজাল ? কেন দেবালয়ে
বাজিছে ঝাঁঝরি, শঙ্খ, ঘণ্টা, ঘটারোলে ?
কেন রঘু-পুরোহিত রত স্বস্ত্যয়নে ?
নিরন্তর জনস্রোতঃ কেন বা বহিছে
এ নগর-অভিমুখে ? রঘু-কুল-বধূ
বিবিধ ভূষণে আজি কি হেতু সাজিছে—
কোন্ রঙ্গে ? অকালে কি আরম্ভিলা, প্রভু,
যজ্ঞ ? কি মঙ্গলোৎসব আজি তব পুরে ?
কোন্ রিপু হত রণে, রঘু-কুল-রথি ?
জন্মিল কি পুত্র আর ? কাহার বিবাহ
দিবে আজি ? আইবড় আছে কি হে গৃহে
দুহিতা ? কৌতুক বড় বাড়িতেছে মনে !
কহ, শুনি, হে রাজন্ ; এ বয়সে পুনঃ
পাইলা কি ভাগ্য-বলে—ভাগ্যবান্ তুমি
চিরকাল !—পাইলা কি পুনঃ এ বয়েসে—
রসময়ী নারী-ধনে কহ, রাজ-ঋষি ?

হা ধিক্ ! কি কবে দাসী—গুরুজন তুমি !
নতুবা কেকয়ী, দেব, মুক্তকণ্ঠে আজি
কহিত,—'অসত্যবাদী রঘু-কুল-পতি,
নির্লজ্জ ! প্রতিজ্ঞা তিনি ভাঙ্গেন সহজে !
ধর্ম্ম-শব্দ মুখে—গতি অধর্ম্মের পথে !'

অযথার্থ কথা যদি বাহিরায় মুখে
কেকয়ীর, মাথা তার কাট তুমি আসি,
নররাজ ; কিংবা দিয়া চুণ-কালি গালে
খেদাও গহন-বনে ! যথার্থ যদ্যপি
অপবাদ, তবে কহ, কেমনে ভুঞ্জিবে
এ কলঙ্ক ? লোক-মাঝে কেমনে দেখাবে
ও মুখ, রাঘবপতি, দেখ ভাবি মনে !

না পড়ি ঢলিয়া আর নিতম্বের ভরে !
নহে গুরু উরু-দ্বয়, বর্ত্তুল কদলী-
সদৃশ ! সে কটি, হায়, কর-পদ্মে ধরি
যাহায়, নিন্দিতে তুমি সিংহে প্রেমাদরে
আর নহে সরু, দেব ! নম্র-শিরঃ এবে
উচ্চ কুচ ! সুধা-হীন অধর ! লইল
লুটিয়া কুটিল কাল, যৌবন-ভাণ্ডারে
আছিল রতন যত ; হরিল কাননে
নিদাঘ কুসুম-কান্তি, নীরসি কুসুমে !

কিন্তু পূর্ব্বকথা এবে স্মর, নরমণি !—
সেবিনু চরণ যবে তরুণ-যৌবনে,
কি সত্য করিলা, প্রভু, ধর্ম্মে সাক্ষী করি,
মোর কাছে ? কাম-মদে মাতি যদি তুমি
বৃথা আশা দিয়া মোরে ছলিলা, তা কহ ;—
নীরবে এ দুঃখ আমি সহিব তা হলে !
কামীর কুরীতি এই শুনেছি জগতে,
অবলার মনঃ চুরি করে সে সতত
কৌশলে, নির্ভয়ে ধর্ম্মে দিয়া জলাঞ্জলি ;—
প্রবঞ্চনা-রূপ ভস্ম মাখে মধুরসে !
এ কুপথে পথী কি হে সূর্য্য-বংশ-পতি ?
তুমি ও কলঙ্ক-রেখা লেখ সুললাটে,
(শশাঙ্ক-সদৃশ) এবে, দেব দিনমণি !

ধর্ম্মশীল বলি, দেব, বাখানে তোমারে
দেব নর,—জিতেন্দ্রিয় নিত্য সত্যপ্রিয় !
তবে কেন, কহ মোরে, তবে কেন শুনি,
যুবরাজ-পদে আজি অভিষেক কর
কৌশল্যা-নন্দন রামে ? কোথা পুত্র তব
ভরত,—ভারত-রত্ন, রঘু-চূড়ামণি ?
পড়ে কি হে মনে এবে পূর্ব্বকথা যত ?
কি দোষে কেকয়ী দাসী দোষী তব পদে
কোন্ অপরাধে পুত্র, কহ, অপরাধী ?

তিন রাণী তব, রাজা ! এ তিনের মাঝে
কি ত্রুটি সেবিতে পদ করিল কেকয়ী
কোন্ কালে ? পুত্র তব চারি, নরমণি !
গুণশীলোত্তম রাম, কহ, কোন্ গুণে ?
কি কুহকে, কহ, শুনি, কৌশল্যা মহিষী
ভুলাইল মনঃ তব ? কি বিশিষ্ট গুণ
দেখি রামচন্দ্রে, দেব, ধর্ম্ম নষ্ট কর,
অভীষ্ট পূর্ণিতে তার, রঘুশ্রেষ্ঠ তুমি ?

কিন্তু বাক্যব্যয় আর কেন অকারণে ?—
যাহা ইচ্ছা কর, দেব ; কার সাধ্য রোধে,
তোমায় ? নরেন্দ্র তুমি ! কে পারে ফিরাতে
প্রবাহে ? বিতংসে কেবা বাঁধে কেশরীরে ?

---

২ । গায়কী—গায়িকা (মধুসূদনের প্রয়োগ) ।
৮ । ঝাঁঝরি—কাঁসর-জাতীয় বাদ্য-বিশেষ ।
১৫ । পথী—কবি এখানে পথী শব্দ পথিক অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন । ৩৮ । বিতংসে—পক্ষিবন্ধন রজ্জুদ্বারা ।

চলিল ত্যজিয়া আজি তব পাপ-পুরী
ভিখারিণী-বেশে দাসী। দেশ-দেশান্তরে
ফিরিব; যেখানে যাব, কহিব সেখানে
'পরম অধর্ম্মাচারী রঘু-কুল-পতি!'
গম্ভীরে অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী,
এ মোর দুঃখের কথা, কব সর্ব্বজনে।
পথিকে, গৃহস্থে, রাজে, কাঙালে, তাপসে,—
যেখানে যাহারে পাব, কব তার কাছে,
'পরম অধর্ম্মাচারী রঘু-কুল-পতি!'
পুষি সারী শুক, দোঁহে শিখাব যতনে
এ মোর দুঃখের কথা, দিবস রজনী।
শিখিলে এ কথা, তবে দিব দোঁহে ছাড়ি
অরণ্যে। গাইবে তারা বসি বৃক্ষ-শাখে,
'পরম অধর্ম্মাচারী রঘু-কুল-পতি!'
শিখি পক্ষিমুখে গীত গাবে প্রতিধ্বনি—
'পরম অধর্ম্মাচারী রঘু-কুল-পতি!'
লিখিব গাছের ছালে, নিবিড় কাননে,
'পরম অধর্ম্মাচারী রঘু-কুল-পতি!'
খোদিব এ কথা আমি তুঙ্গ শৃঙ্গ-দেহে।
রচি গাথা শিখাইব পল্লী-বাল-দলে।
করতালি দিয়া তারা গাইবে নাচিয়া—
'পরম অধর্ম্মাচারী রঘু-কুল পতি!'

থাকে যদি ধর্ম্ম, তুমি অবশ্য ভুঞ্জিবে
এ কর্ম্মের প্রতিফল। দিয়া আশা মোরে,
নিরাশ করিলে আজি; দেখিব নয়নে
তব আশা-বৃক্ষে ফলে কি ফল, নৃমণি।
বাড়ালে যাহার মান, থাক তার সাথে
গৃহে তুমি। রামদেশে কৌশল্যা মহিষী,—
(এত যে বয়েস, তবু লজ্জাহীন তুমি!)
যুবরাজ পুত্র রাম; জনক-নন্দিনী
সীতা প্রিয়তমা বধূ;—এ সবারে লয়ে
কর ঘর, নরবর, যাই চলি আমি!

পিতৃ-মাতৃ হীন পুত্রে পালিবেন পিতা—
মাতামহালয়ে পাবে আশ্রয় বাছনি।
দিব্য দিয়া মানা তারে করিব খাইতে
তব অন্ন; প্রবেশিতে তব পাপ-পুরে।

চিরি বক্ষঃ মনোদুঃখে লিখিনু শোণিতে
লেখন। না থাকে যদি পাপ এ শরীরে;
পতি-পদ-গতা যদি পতিব্রতা দাসী;
বিচার করুন ধর্ম্ম ধর্ম্ম-রীতি-মতে।

১১। পিতৃ-মাতৃ-হীন পুত্র—ভরতকে, পিতা মাতা বর্ত্তমান থাকিতেও দুর্ভাগ্য ভরত মাতৃ-পিতৃ হীনের তুল্য।

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে কেকয়ীপত্রিকা নাম চতুর্থ সর্গ।

৭

পঞ্চম সর্গ

লক্ষ্মণের প্রতি শূর্পণখা

[যৎকালে রামচন্দ্র পঞ্চবটীবনে বাস করেন, লঙ্কাধিপতি রাবণের ভগিনী শূর্পণখা রামানুজের মোহন-রূপে মুগ্ধা হইয়া, তাঁহাকে এই নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি লিখিয়াছিলেন। কবিগুরু বাল্মীকি রাজেন্দ্র রাবণের পরিবারবর্গকে প্রায়ই বীভৎস রস দিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু এ স্থলে সে রসের লেশমাত্রও নাই। অতএব পাঠকবর্গ সেই বাল্মীকিবর্ণিতা বিকটা শূর্পণখাকে স্মরণপথ হইতে দূরীকৃতা করিবেন।]

কে তুমি,—বিজন বনে ভ্রম হে একাকী,
বিভূতি-ভূষিত-অঙ্গ? কি কৌতুকে, কহ,
বৈশ্বানর, লুকাইছ ভস্মের মাঝারে?
মেঘের আড়ালে যেন পূর্ণশশী আজি?

ফাটে বুক জটাজুট হেরি তব শিরে,
মঞ্জুকেশি! স্বর্ণশয্যা ত্যজি জাগি আমি
বিরাগে, যখন ভাবি, নিত্য নিশাযোগে
শয়ন, বরাঙ্গ তব, হায় রে, ভূতলে!
উপাদেয় রাজ-ভোগ যোগাইলে দাসী,
কাঁদি ফিরাইয়া মুখ, পড়ে যবে মনে
তোমার আহার নিত্য ফল-মূল, বলি!
সুবর্ণ-মন্দিরে পশি নিরানন্দ-গতি,
কেন না—নিবাস তব বঞ্জুল মঞ্জুলে!

হে সুন্দর, শীঘ্র আসি কহ মোরে শুনি,—
কোন্ দুঃখে ভব-সুখে বিমুখ হইলা
এ নব যৌবনে তুমি? কোন্ অভিমানে
রাজবেশ ত্যজিলা হে উদাসীর বেশে?
হেমাঙ্গ মৈনাক-সম, হে তেজস্বি, কহ,
কার ভয়ে ভ্রম তুমি এ বন-সাগরে
একাকী, আবরি তেজঃ, ক্ষীণ, ক্ষুণ্ণ খেদে?

তোমার মনের কথা কহ আসি মোরে!—
যদি পরাভূত তুমি রিপুর বিক্রমে,
কহ শীঘ্র; দিব সেনা ভব-বিজয়িনী,
রথ, গজ, অশ্ব, রথী—অতুল জগতে!
বৈজয়ন্ত-ধামে নিত্য শচীকান্ত বলী
ত্রস্ত অস্ত্র ভয়ে যার, হেন ভীম রথী
যুঝিবে তোমার হেতু—আমি আদেশিলে!
চন্দ্রলোকে, সূর্য্যলোকে,—যে লোকে ত্রিলোকে
লুকাইবে অরি তব, বাঁধি আনি তারে
দিব তব পদে শূর। চামুণ্ডা আপনি,
(ইচ্ছা যদি কর তুমি) দাসীর সাধনে,
(কুলদেবী তিনি, দেব,) ভীমখণ্ডা হাতে,
ধাইবেন হুহুঙ্কারে নাচিতে সংগ্রামে—
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস!—যদি অর্থ চাহ,
কহ শীঘ্র;—অলকার ভাণ্ডার খুলিব
তুষিতে তোমার মনঃ; নতুবা কুহকে
শুষি রত্নাকরে, লুটি দিব রত্ন-জালে!
মণিযোনি খনি যত, দিব হে তোমারে!

প্রেম-উদাসীন যদি তুমি গুণমণি,
কহ, কোন্ যুবতীর—(আহা, ভাগ্যবতী
রামাকুলে সে রমণী!)—কহ শীঘ্র করি,—
কোন্ যুবতীর নব যৌবনের মধু
বাঞ্ছা তব? অনিমিষে রূপ তার ধরি,
(কামরূপা, আমি, নাথ,) সেবিব তোমারে!
আনি পারিজাত ফুল, নিত্য সাজাইব
শয্যা তব! সঙ্গে মোর সহস্র সঙ্গিনী,
নৃত্য গীত রঙ্গে রত। অপ্সরা, কিন্নরী,

৬। মঞ্জুকেশি—[সম্বোধনপদ] যাহার মনোহর কেশ। ১৩। বঞ্জুল মঞ্জুলে—অশোক বা বেতসবৃক্ষ-রচিত নিকুঞ্জে।

৭। ভীমখণ্ডা—ভীষণ খাঁড়া।
১৩। মণিযোনি—মণির উৎপত্তি স্থল।
১৯। কামরূপা। [বহুব্রীহি সমাস] কাম—ইচ্ছা। রূপ—মায়াবলে স্বেচ্ছানুরূপ আকৃতিধারণে সমর্থ।

হ্যাধরী,—ইন্দ্রাণীর কিঙ্করী যেমতি,
মতি আমারে সেবে দশ শত দাসী।
র্ণ-নির্ম্মিত গৃহে আমার বসতি—
ক্তাময় মাঝ তার; সোপান খচিত
রকতে; স্তম্ভে হীরা; পদ্মরাগ মণি;
ঝাকে দ্বিরদ-রদ, রতন কপাটে।
কল স্বরলহরী উথলে চৌদিকে
বা নিশি; গায় পাখী সুমধুর স্বরে;
মধুরতর স্বরে গায় বীণাবাণী
যাকুল! শত শত কুসুম-কাননে
টি পরিমল, বায়ু অনুক্ষণ বহে!
থলে উৎস; চলে জল কলকল কলে!

কিন্তু বৃথা এ বর্ণনা। এস, গুণনিধি,
দখ আসি,—এ মিনতি দাসীর ও পদে!
হায়, মনঃ, প্রাণ আমি স'পিব তোমারে!
ভুঞ্জ আসি রাজ-ভোগ দাসীর আলয়ে;
নহে কহ, প্রাণেশ্বর! অম্লান বদনে
এ বেশ-ভূষণ ত্যজি, উদাসিনী-বেশে
সাজি, পূজি, উদাসীন, পাদ-পদ্ম তব।
রতন-কাঁচলি খুলি, ফেলি তারে দূরে,
আবরি বাকলে স্তন; ঘুচাইয়া বেণী,
মণ্ডি জটাজুটে শিরঃ; ভুলি রত্নরাজী,
বিপিন-জনিত ফুলে বাঁধি হে কবরী!
মুছিয়া চন্দন, লেপি ভস্ম কলেবরে।
পরি রুদ্রাক্ষের মালা, মুক্তামালা ছিঁড়ি
গলদেশে! প্রেম-মন্ত্র দিও কর্ণ-মূলে;
গুরুর দক্ষিণা-রূপে প্রেম-গুরুপদে
দিব এ যৌবন-ধন প্রেম-কুতূহলে!
প্রেমাধীনা নারীকুল ডরে কি হে দিতে
জলাঞ্জলি, মঞ্জুকেশি, কুল, মান, ধনে
প্রেমলাভ-লোভে কভু?—বিরলে লিখিয়া
লেখন, রাখিনু, সখে, এই তরুতলে।
নিত্য তোমা হেরি হেথা; নিত্য ভ্রম তুমি
এই স্থলে। দেখ চেয়ে; ওই যে শোভিছে
শমী,—লতাবৃতা, মরি, ঘোমটায় যেন,
লজ্জাবতী!—দাঁড়াইয়া উহার আড়ালে,
গতিহীনা লজ্জাভয়ে, কত যে চেয়েছি
তব পানে, নরবর—হায়! সূর্য্যমুখী
চাহে যথা স্থির-আঁখি সে সূর্য্যের পানে!—

কি আর কহিব তার? যতক্ষণ তুমি
থাকিতে বসিয়া, নাথ; থাকিত দাঁড়ায়ে
প্রেমের নিগড়ে বদ্ধা এ তোমার দাসী!
গেলে তুমি শূন্যাসনে বসিতাম কাঁদি!
হায় রে, লইয়া ধূলা, সে স্থল হইতে
যথায় রাখিতে পদ, মাখিতাম ভালে,
হব্য-ভস্ম তপস্বিনী মাখে ভালে যথা!
কিন্তু বৃথা কহি কথা! পড়িও নৃমণি,
পড়িও এ লিপিখানি, এ মিনতি পদে!
যদি ও হৃদয়ে দয়া উদয়ে, যাইও
গোদাবরী-পূর্ব্বকূলে; বসিব সেখানে
মুদ্রিত কুমুদীরূপে আজি সায়ংকালে;
তুমিও দাসীরে আসি শশধর বেশে!
লয়ে তরী সহচরী থাকিবেক তীরে;
সহজে হইবে পার। নিবিড় সে পা—
কানন, বিজনদেশ। এস, গুণনিধি,
দেখিব প্রেমের স্বপ্ন জাগি হে দুজনে!

যদি আজ্ঞা দেহ, এবে পরিচয় দিব
সংক্ষেপে। বিখ্যাত, নাথ, লঙ্কা, রক্ষঃপুরী
স্বর্ণময়ী, রাজা তথা রাজ-কুল-পতি
রাবণ; ভগিনী তাঁর দাসী; লোকমুখে
যদি না শুনিয়া থাক, নাম শূর্পণখা।
কত যে বয়েস তার; কি রূপ বিধাতা
দিয়াছেন, আশু আসি দেখ, নরমণি!
আইস মলয়-রূপে; গন্ধহীন যদি
এ কুসুম, ফিরে তবে যাইও তখনি!
আইস ভ্রমররূপে, না যোগায় যদি
মধু এ যৌবন-ফুল, যাইও উড়িয়া
গুঞ্জরি বিরাগ রাগে! কি আর কহিব?
মলয় ভ্রমর, দেব, আসি সাধে দোঁহে
বৃন্তাসনে মালতীরে! এস, সখে, তুমি;—
এই নিবেদন করে শূর্পণখা পদে।

শুন নিবেদন পুনঃ। এত দূর লিখি
লেখন, সখীর মুখে শুনিনু হরষে,
রাজরথী দশরথ অযোধ্যাধিপতি,

৪। মাঝ—মেঝে। ৭। স্ফুকল—মধুরাস্ফুট। ৩৫। শমী—শাঁইগাছ। [এই শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ] সংস্কৃত ভাষায় অনেক স্থলে লজ্জা কথিত হইয়া থাকে।

৪। হব্যভস্ম—হোমার্থ বস্তুর পবিত্র ভস্ম। ২৫। মলয়—স্বনামখ্যাত চন্দনাদ্রি। কিন্তু কবি এখানে মলয় শব্দ মলয়ানিল [বসন্তকালীন সুখস্পর্শ বায়ু] অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন।

২১। বিরাগ রাগে—অনুরাগ বা বিরক্তিজাত ক্রোধে।

পুত্র তুমি, হে কন্দর্প-গর্ব্ব-খর্ব্ব-কারি,
তাঁহার ; অগ্রজ সহ পশিয়াছ বনে
পিতৃ-সত্য-রক্ষা-হেতু। কি আশ্চর্য্য! মরি,—
বালাই লইয়া তব, মরি, রঘুমণি,
দয়ার সাগর তুমি! তা না হ'লে কভু
রাজ্য-ভোগ ত্যজিতে কি ভ্রাতৃ-প্রেম-বশে?
দয়ার সাগর তুমি। কর দয়া মোরে,
প্রেম-ভিখারিণী আমি তোমার চরণে!
চল শীঘ্র যাই দোঁহে স্বর্ণ-লঙ্কাধামে।
সম পাত্রে মানি তোমা, পরম আদরে,
অর্পিবেন শুভক্ষণে রক্ষঃ-কুল-পতি
দাসীরে কমল-পদে। কিনিয়া, নৃমণি,
অযোধ্যা-সদৃশ রাজ্য শতেক যৌতুকে,
হবে রাজা ; দাসী ভাবে সেবিবে এ দাসী!
এস শীঘ্র, প্রাণেশ্বর ; আর কথা যত
নিবেদিব পাদ-পদ্মে বসিয়া বিরলে।
ক্ষম অশ্রু-চিহ্ন পত্রে ; আনন্দে বহিছে
অশ্রু-ধারা! লিখেছে কি বিধাতা এ ভালে
হেন সুখ, প্রাণসখে? আসি ত্বরা করি,
প্রশ্নের উত্তর, নাথ, দেহ এ দাসীরে।

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে শূর্পণখাপত্রিকা নাম পঞ্চম সর্গ।

ষষ্ঠ সর্গ

অর্জ্জুনের প্রতি দ্রৌপদী

[যৎকালে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পাশক্রীড়ায় পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হইয়া বনে বাস করেন, বীরবর অর্জ্জুন বৈরনির্য্যাতনের নিমিত্ত অস্ত্রশিক্ষার্থ সুরপুরে গমন করিয়াছিলেন। পার্থের বিরহে কাতরা হইয়া, দ্রৌপদী দেবী তাঁহাকে নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি এক ঋষিপুত্রের সহযোগে প্রেরণ করিয়াছিলেন।]

হে ত্রিদশালয়-বাসি, পড়ে কভু মনে
এ পাপ-সংসার আর? কেন বা পড়িবে?
কি অভাব তব, কান্ত, বৈজয়ন্ত-ধামে?

দেব-ভোগ-ভোগী তুমি, দেব-সভা-মাঝে
আসীন দেবেন্দ্রাসনে! সতত আদরে
সেবে তোমা সুরবালা,—পীনপয়োধরা
ঘৃতাচী ; সু-উরু রম্ভা ; নিত্য-প্রভাময়ী
স্বয়ংপ্রভা ; মিশ্রকেশী—সুকেশিনী ধনী!
উর্ব্বশী—কলঙ্ক-হীনা শশিকলা দিবে!
নিবিড়-নিতম্বী সহ সহ চিত্রলেখা
চারুনেত্রা ; সুমধ্যমা তিলোত্তমা বামা ;
সুলোচনা সুলোচনা ; কেহ গায় সুখে ;
কেহ নাচে—দিব্য বীণা বাজে দিব্য তালে ;
মন্দার-মণ্ডিত বেণী দোলে পৃষ্ঠদেশে,
কস্তুরী কেশর ফুল আনে কেহ সাধে!
কেহ বা অধর-মধু যোগায় বিরলে,
সুমৃণাল ভুজে তোমা বাঁধি, গুণনিধি!
রসিক নাগর তুমি ; নিত্য রসবতী
সুরবালা ;—শত ফুল প্রফুল্ল যে বনে,
কি সুখে বঞ্চিত, সখে, শিলীমুখ তথা?

নন্দন-কাননে তুমি আনন্দে, সুমতি,
ভ্রম নিত্য! শুনিয়াছি ঋতুরাজ না কি
সাজান সে বনরাজি বিরাজি সে বনে
নিরন্তর ; নিরন্তর গায় পাখী শাখে ;
না শুকায় ফুলকুল ; মণি মুক্তা হীরা
স্বর্ণ মরকতে বাঁধা সরোরোধঃ যত!
মন্দ মন্দ সমীরণ বহে দিবা নিশি

১০। সম—যোগ্য।

১১। দিবে—স্বর্গে। ২১। সুমধ্যমা—সুন্দর-কটিবিশিষ্টা [বহুব্রীহি সমাস।]

১১। মন্দার-মণ্ডিত—মন্দার নামক দেবতরু-বিশেষের পুষ্পে ভূষিত। ১২। কেশর—বকুলফুল।

গন্ধামোদে পূরি দেশ। কিন্তু এ বর্ণনে
কি কাজ ? শুনেছে দাসী কর্ণে মাত্র যাহা,
নিত্য স্বনয়নে তুমি দেখ তা, নৃমণি!
সশরীরে স্বর্গভোগ! কার ভাগ্য হেন
তোমা বিনা, ভাগ্যধর, এ ভব-মণ্ডলে ?
ধন্য নর-কুলে তুমি! ধন্য পুণ্য তব!

পড়িলে এ সব কথা মনে, শূরমণি,
কেমনে ভাবিব, হায়, কহ তা আমারে,
অভাগী দাসীর কথা পড়ে তব মনে ?
তবে যদি নিজগুণে, গুণনিধি তুমি,
ভুলিয়া না থাক তারে'—আশীর্ব্বাদ কর,
নমে পদে, ধনঞ্জয়, দ্রুপদ-নন্দিনী—
কৃতাঞ্জলি-পুটে দাসী নমে তব পদে।

হায়, নাথ, বৃথা জন্ম নারীকুলে মম!
কেন যে লিখিলা বিধি এ পোড়া কপালে
হেন তাপ; কোন্ পাপে দণ্ডিলা দাসীরে
এরূপে, কে কবে মোরে ? সুধিব কাহারে ?
রবি-পরায়ণা, মরি, সরোজিনী ধনী,
তবু নিত্য সমীরণ কহে তার কাণে,
প্রেমের রহস্য কথা! অবিরল লুটে
পরিমল! শিলীমুখ, গুঞ্জরি সতত,
(কি লজ্জা!) অধর মধু পান করে সুখে।
সৃজিলা কমলে যিনি, সৃজিলা দাসীরে
সেই নিদারুণ বিধি! কারে নিন্দি, কহ,
অরিন্দম ? কিন্তু কহি ধর্ম্মে সাক্ষী মানি,
শুন তুমি, প্রাণকান্ত! রবির বিরহে,
নলিনী মলিনী যথা মুদিত বিষাদে;
মুদিত এ পোড়া প্রাণ তোমার বিহনে।
সাধে যদি শত অলি গুঞ্জরিয়া পদে;
সহস্র মিনতি যদি করে কর্ণ-মূলে
সমীরণ, ফোটে কি হে কভু পঙ্কজিনী,
কনক-উদয়াচলে না হেরি মিহিরে,
কিরীটি ? আঁধার বিশ্ব এ পোড়া নয়নে,
হায় রে, আঁধার নাথ, তোমার বিরহে,—
জীবশূন্য, রবশূন্য, মহারণ্য যেন!
আর কি কহিব, দেব, ও রাজীব-পদে ?
পাঞ্চালীর চির-বাঞ্ছা, পাঞ্চালীর পতি
ধনঞ্জয়! এই জানি, এই মানি মনে।
যা ইচ্ছা করুন্ ধর্ম্ম, পাপ করি যদি

ভালবাসি নৃমণিরে,—যা ইচ্ছা, নৃমণি ?
হেন সুখ ভুঞ্জি, দুঃখ কে ডরে ভুঞ্জিতে ?

যজ্ঞানলে জনমিল দাসী যাজ্ঞসেনী,
জান তুমি, মহাযশা। তরুণ যৌবনে
রূপ-গুণ-যশে তব, হায় রে, বিবশা,
বরিনু তোমায় মনে। সখীদলে লয়ে
কত যে খেলিনু খেলা, কহিব কেমনে ?
বৈদেহীর সুকাহিনী শুনি লোকমুখে
শিবের মন্দিরে পশি পুষ্পাঞ্জলি দিয়া,
পুজিতাম শিবধনুঃ! কহিতাম সাধে,—
'ঋষি-বেশে স্বপ্ন আশু দেখাও জনকে
(জানি কামরূপ তুমি!) দিতে এ দাসীরে
সে পুরুষোত্তমে, যিনি দুই খণ্ড করি,
হে কোদণ্ড, ভাঙ্গিবেন তোমায় স্ববলে!
তা হ'লে পাইব নাথে, বলি-শ্রেষ্ঠ তিনি!'

শুনি বৈদর্ভীর কথা, ধরিতাম ফাঁদে
রাজহংসে; দিয়া তারে আহার, পরায়ে
সুবর্ণ-ঘুংঘুর পায়ে, কহিতাম কাণে,—
'যমুনার তীরে পুরী বিখ্যাত জগতে
হস্তিনা;—তথায় তুমি, রাজহংসপতি,
যাও শীঘ্র শূন্য পথে, হেরিবে সে পুরে
নরোত্তমে; তাঁর পদে কহিও, 'দ্রৌপদী
তোমার বিরহে মরে দ্রুপদ-নগরে'
এই কথা কয়ে তারে দিতাম ছাড়িয়া।
হেরিলে গগনে মেঘে, কহিতাম নমি;—
'বাহন যাঁহার তুমি, মেঘ-কুল-পতি,
পুত্র-বধূ তাঁর আমি; বহ তুলি মোরে,
বহ যথা বারি-ধারা, নাথের চরণে!
জল দানে চাতকীরে তোষ দাতা তুমি,
তোমার বিরহে, হায়, তৃষাতুরা যথা
সে চাতকী, তৃষাতুরা আমি, ঘনমণি!
মোর সে বারিদ-পদে দেহ মোরে লয়ে!'

আর কি শুনিবে, নাথ ? উঠিল যৎকালে
জনরব,—'জতুগৃহে দহি মাতৃ-সহ
ত্যজিলা অকালে দেহ পঞ্চপাণ্ডু রথী'—
কত যে কাঁদিনু আমি, কব তা কাহারে ?
কাঁদিনু—বিধবা যেন হইনু যৌবনে।
প্রার্থিনু রতিরে পূজি,—'হর-কোপানলে,

৭। শূরমণি—বীরশ্রেষ্ঠ।

১৬। বৈদর্ভী—বিদর্ভরাজ-তনয়া, দময়ন্তী।

২৬—২৭। বাহন যাঁহার···তাঁর আমি—মেঘ কুলপতি যে ইন্দ্রের বাহন, আমি তাঁহার পুত্রবধূ।

হে সখি; পুড়িলা যবে প্রাণ-পতি তব,
কত যে সহিলা দুঃখ, তাই স্মরি মনে,
বাঁচাও মদনে মোর,—এই ভিক্ষা মাগি!'

পরে স্বয়ম্বরোৎসব। আঁধার দেখিনু
চৌদিক, পশিনু যবে রাজসভা-মাঝে।
সাধিনু মাটীরে ফাটি হইতে দুখানি!
দাঁড়াইয়া লক্ষ্য-তলে কহিনু 'খসিয়া
পড় তুমি পোড়া শিরে বজ্রাগ্নি-সদৃশ,
হে লক্ষ্য! জ্বলিয়া আমি মরি তব তাপে,
প্রাণ-পতি জতুগৃহে জ্বলিলা যেমতি!
না চাহি বাঁচিতে আর, বাঁচিব কি সাধে?'

উঠিল সভায় রব,—নারিলা ভেদিতে
এ অলক্ষ্য লক্ষ্যে আজি ক্ষত্ররথী যত'—
জান তুমি, গুণমণি, কি ঘটিল পরে।
ভস্মরাশি-মাঝে গুপ্ত বৈশ্বানর-রূপে
কি কাজ করিলা তুমি, কে না জানে ভবে,
রথীশ্বর? বজ্রনাদে ভেদিল আকাশে
মৎস্য-চক্ষুঃ তীক্ষ্ণ শর! সহসা ভাসিল
আনন্দ-সলিলে প্রাণ; শুনিনু সুবাণী
(স্বপ্নে যেন!) এই তোর পতি, লো পাঞ্চালি!
ফুল-মালা দিয়া গলে, বর নরবরে!'
চাহিনু বরিতে, নাথ, নিবারিলা তুমি
অভাগীর ভাগ্য-দোষে! তা হলে কি তবে
এ বিষম তাপে, হায় মরিত এ দাসী?

কিন্তু বৃথা এ বিলাপ!—হুহুঙ্কারি রোষে,
লক্ষ রাজরথী যবে বেড়িল তোমারে;
অম্বুরাশি-নাদ সম কম্বুরাশি যবে
নাদিল সে স্বয়ম্বরে;—কি কথা কহিয়া
সাহসিলা এ দাসীরে, পড়ে কি হে মনে?
যদি ভুলে থাক, তুমি ভুলিতে কি পারে
দ্রৌপদী? আসন্নকালে সে সুকথাগুলি
জপিয়া মরিব, দেব, মহামন্ত্র-জ্ঞানে!
কহিলে সম্বোধি মোরে সুমধুর-স্বরে;—
'আশারূপে মোর পাশে দাঁড়াও, রূপসি!
দ্বিগুণ বাড়িবে বল চন্দ্রমুখ হেরি,
চন্দ্রমুখি! যতক্ষণ ফণীন্দ্রের দেহে
থাকে প্রাণ, কার সাধ্য হরে শিরোমণি?
আমি পার্থ!'—কম্প, নাথ, লাগিল তিতিতে
অনর্গল অশ্রুজলে এ লিপি! কেন না,—
হায় রে, কেন না আমি মরিনু চরণে
সে দিন!—কি লিখি, হায়, না পাই দেখিতে!
আঁধা, বঁধু, অশ্রুনীরে এ তব কিঙ্করী!—* *

* * এত দূর লিখি কালি, ফেলাইনু দূরে
লেখনী। আকুল প্রাণ উঠিল কাঁদিয়া
স্মরি পূর্ব্ব-কথা যত। বসি তরু-মূলে,
হায় রে, তিতিনু, নাথ, নয়ন-আসারে!
কে মুছিল চক্ষুঃ-জল? কে মুছিবে কহ?
কে আছে এ অভাগীর এ ভব-মণ্ডলে?
ইচ্ছা করে ত্যজি প্রাণ ডুবি জলাশয়ে;
কিম্বা পান করি বিষ; কিন্তু ভাবি যবে,
প্রাণেশ, ত্যজিলে দেহ আর না পাইব
হেরিতে ও পদযুগ—সান্ত্বনি পরাণে,
ভুলি অপমান, লজ্জা, চাহি বাঁচিবারে।
অগ্নিতাপে তপ্ত সোনা গলে হে সোহাগে,
পায় যদি সোহাগায়! কিন্তু কহ, রথি,
কবে ফিরি আসি দেখা দিবে এ কাননে?
কহ ত্রিদিবের বার্ত্তা। কবীশ্বর তুমি,
গাঁথি মধুমাখা গাথা পাঠাও দাসীরে।
ইচ্ছা বড়, গুণমণি, পরিতে অলকে
পারিজাত; যদি তুমি আন সঙ্গে করি,
দ্বিগুণ আদরে ফুল পরিব কুন্তলে!
শুনেছি কামদা না কি দেবেন্দ্রের পুরী;—
এ দাসীর প্রতি যদি থাকে দয়া হৃদে,
ভুলিতে পার হে যদি সুর-বালা-দলে,
এ কামনা কামধুকে কর দয়া করি,
পাও যেন অভাগীরে চরণ-কমলে
ক্ষণ কাল! জুড়াইব নয়ন সুমতি
ও রূপ-মাধুরী হেরি,—ভুলি এ বিচ্ছেদে।
অপ্সরা-বল্লভ তুমি; নর-নারী দাসী;
তা বলে করো না ঘৃণা—এ মিনতি পদে।
স্বর্ণ-অলঙ্কার যারা পরে শিরোদেশে,
কণ্ঠে, হস্তে; পরে না কি রজত চরণে?

কি ভাবে কাটাই কাল এ বিকট বনে
আমরা, কহিব এবে, শুন, গুণনিধি।
ধর্ম্ম-কর্ম্ম-রত সদা ধর্ম্মরাজ-ঋষি;

২১। আধা—অন্ধা। ২২। কামদা—অভীষ্টদাত্রী।
২৫। কামধুক—অভিলষিতদায়িনী গবীর সমীপে। এ ধেনুর নিকটে যে ব্যক্তি যাহা কামনা করে, সে তৎক্ষণাৎ তাহা পায়। কাম—কামনা, ধুক—পূরণ করা।

ধৌম্য পুরোহিত নিত্য তুষেন রাজনে
শাস্ত্রালাপে। মৃগয়ায় রত ভ্রাতা তব
মধ্যম ; অনুজ-দ্বয়, মহা-ভক্তিভাবে,
সেবেন অগ্রজ-দ্বয়ে ; যথা সাধ্য, দাসী
নির্ব্বাহে, হে মহাবাহু, গৃহ-কার্য্য যত ·
কিন্তু ক্ষুণ্ণমনা সবে তোমার বিহনে।
স্মরি তোমা অশ্রুনীরে তিতেন নৃপতি,
আর তিন ভাই তব। স্মরিয়া তোমারে,
আকুল এ পোড়া প্রাণ, হায়, দিবা নিশি।
পাই যদি অবসর, কুটীর তেয়াগি
স্মৃতি-দূতী সহ, নাথ ভ্রমি একাকিনী,
পূর্ব্বের কাহিনী যত শুনি তাঁর মুখে।

পাণ্ডব-কুল-ভরসা, মহেষ্বাস, তুমি।
বিমুখিবে তুমি, সখে, সম্মুখ-সমরে
ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণ শূরে ; নাশিবে কৌরবে।
বসাইবে রাজাসনে পাণ্ডু-কুল-রাজে ;—
এই গীত গায় আশা নিত্য এ আশ্রমে।
এ সঙ্গীত-ধ্বনি, দেব, শুনি জাগরণে।
শুনি স্বপ্নে নিশাভাগে এ সঙ্গীত-ধ্বনি।

কে শিখায় অস্ত্র তোমা, কহ, সুরপুরে,
অস্ত্রী-কুল-গুরু তুমি ? এই সুর-দলে
প্রচণ্ড গাণ্ডীব তুমি টঙ্কারি হুংকারে,
দহিলা খাণ্ডব-রণে ; জিনিলা একাকী
লক্ষরাজে, রথীরাজ, লক্ষ্য-ভেদ-কালে
নিপাতিলা ভূমিতলে বলে ছদ্মবেশী
কিরাতেরে। এ ছলনা, কহ, কি কারণে ?

এস ফিরি, নররত্ন! কে ফেরে বিদেশে
যুবতী পত্নীরে ঘরে রাখি একাকিনী ?
কিন্তু যদি সুরনারী প্রেম-ফাঁদ পাতি
বেঁধে থাকে মনঃ, বঁধু, স্মর ভ্রাতৃ-ত্রয়ে—
তোমার বিরহ-দুঃখে দুঃখী অহরহ।

আর কি অধিক কব ? যদি দয়া থাকে,
আসি দেখ কি দশায় তোমার বিরহে,
কি দশায়, প্রাণেশ্বর, নিবাসি এ দেশে।

পাইয়াছি দৈবে, দেব, এ বিজন বনে
ঋষিপত্নী পুণ্যবতী ; পূর্ব্ব পুণ্য-বলে
স্বেচ্ছাচার পুত্র তাঁর। তেজস্বী সুশিশু
দিবামুখে রবি যেন। বেদ-অধ্যয়নে
সদা রত। দয়া করি বহিবেন তিনি,
মাতৃ-অনুরোধে পত্র, দেবেন্দ্র-সদনে।
যথাবিধি পূজা তাঁর করিও, সুমতি।
লিখিলে উত্তর তিনি আনিবেন হেথা।
কি কহিনু, নরোত্তম ? কি কাজ উত্তরে ?
পত্রবহ সহ ফিরি আইস এ বনে।

৪। ভ্রাতৃত্রয়ে—কবি অনবধানতা বশতঃ এই প্রবন্ধেই ইতিপূর্ব্বে দুইবার ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের কথা লিখিয়া ভ্রাতৃত্রয় লিখিয়াছেন। ১১। স্বেচ্ছাচার—কবি এই কথাটি এখানে প্রচলিত নিন্দাসূচক অর্থে ব্যবহার না করিয়া তপোবলে স্বর্গ-গমনাদি অলৌকিক কার্য্যসম্পাদনে সমর্থ অর্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে দ্রৌপদীপত্রিকা নাম ষষ্ঠ সর্গ।

সপ্তম সর্গ

দুর্য্যোধনের প্রতি ভানুমতী

[ভগদত্ত-পুত্রী ভানুমতী দেবী রাজা দুর্য্যোধনের পত্নী। কুরুশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধন পাণ্ডবকুলের সহিত কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে যাত্রা করিলে, অল্প দিনের মধ্যে রাজমহিষী ভানুমতী তাঁহার নিকট নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি প্রেরণ করিয়াছিলেন।]

অধীর সতত দাসী, যে অবধি তুমি
করি যাত্রা, পশিয়াছ কুরুক্ষেত্র-রণে।
নাহি নিদ্রা; নাহি রুচি, হে নাথ, আহারে।
না পারি দেখিতে চখে খাদ্যদ্রব্য যত।
কভু যাই দেবালয়ে; কভু রাজোদ্যানে;
কভু গৃহ-চূড়ে উঠি দেখি নিরখিয়া
রণ-স্থল। রেণু-রাশি গগন আবরে
ঘন ঘনজালে যেন; জ্বলে শর-রাশি,
বিজলীর ঝলা সম ঝলসি নয়নে।
শুনি দূর সিংহনাদ, দূর শঙ্খ-ধ্বনি,
কাঁপে হিয়া থর থরে! যাই পুনঃ ফিরি।
স্তম্ভের আড়ালে, দেব, দাঁড়ায়ে নীরবে,
শুনি সঞ্জয়ের মুখে যুদ্ধের বারতা,
যথা বসি সভাতলে অন্ধ নরপতি!
কি যে শুনি, নাহি বুঝি—আমি পাগলিনী।

মনের জ্বালায় কভু জলাঞ্জলি দিয়া
লজ্জায়, পড়িয়া কাঁদি শাশুড়ীর পদে,
নয়ন আসারে ধৌত করি পা-দুখানি।
নাহি সরে কথা মুখে, কাঁদি মাত্র খেদে!
নারি সান্ত্বনিতে মোরে, কাঁদেন মহিষী;
কাঁদে কুরু-বধূ যত! কাঁদে উচ্চ-রবে,
মায়ের আঁচল ধরি, কুরু-কুল-শিশু,
তিতি অশ্রুনীরে, হায়, না জানি কি হেতু!
দিবানিশি এই দশা রাজ-অবরোধে।

কুক্ষণে মাতুল তব—ক্ষম দুঃখিনীরে!—
কুক্ষণে মাতুল তব, ক্ষত্র কুল-গ্লানি,
আইল হস্তিনাপুরে! কুক্ষণে শিখিলা
পাপ অক্ষ-বিদ্যা, নাথ, সে পাপীর কাছে!
এ বিপুল কুল, মরি, মজালে দুর্ম্মতি,
কাল-কলিরূপে পশি এ বিপুল-কুলে।

ধর্ম্মশীল কর্ম্মক্ষেত্রে ধর্ম্মরাজ-সম
কে আছে, কহ তা, শুনি? দেখ ভীমসেনে,
ভীম পরাক্রমী শূর, দুর্ব্বার সমরে!
দেব-নর-পূজ্য পার্থ—অব্যর্থ প্রহরী!
কত গুণে গুণী, নাথ, নকুল সুমতি,
সহ শিষ্ট সহদেব, জান না কি তুমি?
মেদিনী-সদনে রমা দ্রুপদ-নন্দিনী!
কার হেতু এ সবারে ত্যজিলা, ভূপতি?
গঙ্গাজল-পূর্ণ ঘটে, হায়, ঠেলি ফেলি,
কেন অবগাহ দেহ কর্ম্মনাশা-জলে?
অবহেলি বিপ্রোত্তমে চণ্ডালে ভকতি?
অম্বু বিম্ব, নীর-বৃন্দ ফুলদূর্ব্বাদলে
নহে মুক্তাফল, দেব, কি আর কহিব?
কি ছলে ভুলিলা তুমি, কে কবে আমারে?

এখনও দেহ ক্ষমা, এই ভিক্ষা মাগি,
ক্ষত্রমণি। ভাবি দেখ,—চিত্রসেন যবে,
কুরুবধূদলে বাঁধি তব সহ রথে,
চলিল গন্ধর্ব্বদেশে, কে রাখিল আসি
কুলমান প্রাণ তব, কুরুকুলমণি?
বিপদে হেরিলে অরি, আনন্দ সলিলে
ভাসে লোক; তুমি যার পরমারি, রাজা,
ভাসিল সে অশ্রুনীরে তোমার বিপদে!
হে কৌরবকুলনাথ, তীক্ষ্ণ শরজালে
চাহ কি বধিতে প্রাণ তাহার সংগ্রামে,
প্রাণ, প্রাণাধিক মান রক্ষিল যে তব,
অসহায় যবে তুমি,—হায়, সিংহ-সম,
আনায় মাঝারে বদ্ধ রিপুর কৌশলে?

—হে দয়া, কি হেতু, মাতঃ, এ পাপ সংসারে
মানব-হৃদয়ে তুমি কর গো বসতি।

কেন গর্ব্বী কর্ণে তুমি কর্ণদান কর,
রাজেন্দ্র ? দেবতাকুলে জিনিল যে রণে ;
তোমা সহ কুরুসৈন্য দলিল একাকী
মৎস্যদেশে, আঁটিবে কি রাধেয় তাহারে ?
হায়, বৃথা আশা, নাথ ! শৃগাল কি কভু
পারে বিমুখিতে, কহ, মৃগেন্দ্র সিংহেরে ?
সূতপুত্র সখা তব ? কি লজ্জা, নৃমণি,
তুমি চন্দ্রবংশচূড় ক্ষত্রবংশপতি ?

জানি আমি, ভীমবাহু ভীষ্ম পিতামহ ;
দেব-নর-ত্রাস বীর্য্যে দ্রোণাচার্য্য গুরু।
স্নেহ-প্রবাহিণী কিন্তু এ দোঁহার বহে
পাণ্ডবসাগরে, কান্ত, কহিনু তোমারে !
যদিও না হয় তাহা ; তবুও কেমনে,
হায় রে, প্রবোধি, নাথ, এ পোড়া হৃদয়ে ?—
উত্তর-গোগৃহ-রণে জিনিল কিরীটী
একাকী এ বীরদ্বয়ে ! সৃজিলা কি, তুমি,
দাবাগ্নির রূপে, বিধি জিষ্ণু ফাল্গুনিরে
এ দাসীর, আশা-বন নাশিতে অকালে ?

শুন, নাথ ; নিদ্রা-আশে মুদি যদি কভু
এ পোড়া নয়ন দুটি ; দেখি মহাভয়ে
রথ-অশ্ব কপিধ্বজ স্যন্দন সম্মুখে !
রথমধ্যে কালরূপী পার্থ ! বাম করে
গাণ্ডীব,—কোদণ্ডোত্তম ! ইরম্মদ-তেজা
মর্ম্মভেদী দেব-অস্ত্র শোভে হে দক্ষিণে।
কাঁপে হিয়া ভাবি শুনি দেবদত্ত-ধ্বনি !
গরজে বায়ুজ ধ্বজে কাল-মেঘ যেন।
ঘর্ঘরে গম্ভীর রবে চক্র, উগরিয়া
কালাগ্নি। কি কব, দেব, কিরীটের আভা ?
আহা, চন্দ্রকলা যেন চন্দ্রচূড়-ভালে !
উজলিয়া দশ দিশ, কুরুসৈন্য-পানে
ধায় রথবর বেগে ; পালায় চৌদিকে
কুরুসৈন্য,—তমঃ-পুঞ্জ রবির দর্শনে
যথা ! কিংবা বিহঙ্গম হেরিলে অদূরে
বজ্রনখ বাজে যথা পালায় কুরঙ্গি
চমকিত ; মিলি আঁখি অমনি কাঁদিয়া !

কি কব ভীমের কথা ? মদকল করী-
সদৃশ উন্মদ দুষ্ট নিধন-সাধনে।
জবাযুগ-সম আঁখি—রক্তবর্ণ সদা ;
মার, মার শব্দ মুখে ; ভীম গদা হাতে,
দণ্ডধর-হাতে, হায়, কালদণ্ড যথা।
শুনেছি লোকের মুখে, দেব-সমাগমে
ধরিলা কুরঙ্গে গর্ভে কুন্তী ঠাকুরাণী।
কিন্তু যদি, দেব পিতা, যমরাজ তবে—
সর্ব্ব-অন্তকারী যিনি ! ব্যাঘ্রী বুঝি দিল
দুগ্ধ দুষ্টে। নর-নারী-স্তন-দুগ্ধ কভু
পালে কি, কহ, হে নাথ, হেন নর-যমে ?

বাড়িতে লাগিল লিপি ; তবুও কহিব
কি কুস্বপ্ন, প্রাণনাথ, গত নিশাকালে
দেখিনু ;—বুঝিয়া দেখ, বিজ্ঞতম তুমি।
আকুল সতত প্রাণ, না পারি বুঝিতে
এ কুহক। গত রাত্রে বসি একাকিনী
শয়ন-মন্দিরে তব—নিরানন্দ এবে—
কাঁদিনু ! সহসা নাথ, পূরিল সৌরভে
দশ দিশ ; পূর্ণ-চন্দ্র-আভা জিনি আভা
উজ্জ্বলিল চারি দিক ; দাসীর সম্মুখে
দাঁড়াইলা দেববালা—অতুলা জগতে।
চমকি চরণ-যুগে নমিনু সভয়ে।
মুছিয়া নয়ন-জল, কহিলা কাতরে,
বিধুমুখী,—'বৃথা খেদ, কুরুকুলবধূ,
কেন তুমি কর আর ? কে পারে খণ্ডাতে
বিধির বাঁধন, হায়, এ ভব-মণ্ডলে ?
ওই দেখ যুদ্ধক্ষেত্র !'—দেখিনু তরাসে,
যত দূর চলে দৃষ্টি, ভীম রণভূমি !
বহিছে শোণিত-স্রোত প্রবাহিণীরূপে ;
পড়িয়াছে গজরাজি, শৈলশৃঙ্গ যেন
চূর্ণ বজ্রে ; হতগতি অশ্ব ; রথাবলী
ভগ্ন ; শত শত শব। কেমনে বর্ণিব
কত যে দেখিনু, নাথ, সে কাল-মশানে !
দেখিনু রথীন্দ্র এক শরশয্যোপরি।

১১। জিষ্ণু ফাল্গুনিরে—জয়শীল অর্জ্জুনকে। ২৩। স্যন্দন—রথ। ২৫। ইরম্মদতেজা—অগ্নিসদৃশ তেজোবিশিষ্ট। ২৭। দেবদত্ত ধ্বনি—অর্জ্জুনের শঙ্খনাদ। ২৮। বায়ুজ—পবনপুত্র হনুমান।

৪। উন্মদ—উন্মাদযুক্ত, বাহ্যজ্ঞানশূন্য। [উৎ—অতিশয়, মদ—মত্ত হওয়া, কর্ত্তৃবাচ্যে অ] ৩৫। কালমশানে—সংহারকারকারী শ্মশানভূমিতে।

আর এক মহারথী পতিত ভূতলে,
কণ্ঠে শূন্যগুণ ধনুঃ ;—দাঁড়ায়ে নিকটে,
আস্ফালিছে অসি অরি-মস্তক ছেদিতে !
আর এক বীরবরে দেখিনু শয়নে
ভূশয্যায় ! রোষে মহী গ্রাসিয়াছে ধরি
রথচক্র ; নাহি বক্ষে কবচ ; আকাশে
আভাহীন ভানুদেব,—মহাশোকে যেন !
অদূরে দেখিনু হ্রদ ; সে হ্রদের তীরে
রাজরথী একজন যান গড়াগড়ি
ভগ্ন-উরু ! কাঁদি উচ্চে, উঠিনু জাগিয়া !
কেন এ কুস্বপ্ন, দেব, দেখাইলা মোরে ?
এস তুমি, প্রাণনাথ, রণ পরিহরি !
পঞ্চখানি গ্রামমাত্র মাগে পঞ্চরথী ।
কি অভাব তব, কহ ? তোষ পঞ্চজনে ;
তোষ অন্ধ বাপ-মায়ে ; তোষ অভাগীরে ;—
রক্ষ কুরুকুল, ওহে কুরুকুলমণি ?

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে ভানুমতীপত্রিকা নাম সপ্তম সর্গ ।

অষ্টম সর্গ

জয়দ্রথের প্রতি দুঃশলা

[অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের কন্যা দুঃশলা দেবী সিন্ধুদেশাধিপতি জয়দ্রথের মহিষী। অভিমন্যুর নিধনানন্তর পার্থ যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তচ্ছ্রবণে দুঃশলা দেবী নিতান্ত ভীতা হইয়া নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি জয়দ্রথের নিকট প্রেরণ করেন ।]

কি যে লিখিয়াছে বিধি এ পোড়া কপালে,
হায়, কে কহিবে মোরে,—জ্ঞানশূন্য আমি !
শুন, নাথ, মনঃ দিয়া—মধ্যাহ্নে বসিনু
অন্ধ পিতৃ-পদতলে, সঞ্জয়ের মুখে
শুনিতে রণের বার্ত্তা । কহিলা সুমতি—
(না জানি পূর্ব্বের কথা ; ছিনু অবরোধে
প্রবোধিতে জননীরে ;) কহিলা সুমতি
সঞ্জয়,—'বেড়িল পুনঃ সপ্ত মহারথী
সুভদ্রানন্দনে, দেব ! কি আশ্চর্য্য, দেখ—
অগ্নিময় দশ দিশ পুনঃ শরানলে !
প্রাণপণে যোঝে যোধ ; হেলায় নিবারে
অস্ত্রজালে শূরসিংহ ! ধন্য শূরকুলে
অভিমন্যু !' নীরবিলা এতেক কহিয়া
সঞ্জয় । নীরবে সবে রাজসভাতলে
সঞ্জয়ের মুখ-পানে রহিলা চাহিয়া ।
'দেখ, কুরুকুলনাথ,'—পুনঃ আরম্ভিলা
দূরদর্শী,—'ভঙ্গ দিয়া রণরঙ্গে পুনঃ
পালাইছে সপ্তরথী ! নাদিছে ভৈরবে
আর্জ্জুনি, পাবক যেন গহন বিপিনে ।
পড়িছে অগণ্য রথী, পদাতিক-ব্রজ ;
গরজি মরিছে গজ বিষম পীড়নে ;
সভয়ে হেসিছে অশ্ব ! হায়, দেখ চেয়ে,
কাঁদিছেন পুত্র তব দ্রোণগুরুপদে !—
মজিল কৌরব আজি আর্জ্জুনির রণে !'
কাঁদিলা আক্ষেপে পিতা ; কাঁদিয়া মুছিনু
অশ্রুধারা । দূরদর্শী আবার কহিলা ;—
'ধাইছে সমরে পুনঃ সপ্ত মহারথী,
কুরুরাজ ! লাগে তালি কর্ণমূলে শুনি
কোদণ্ড টঙ্কার, প্রভু ! বাজিল নির্ঘোষে
ঘোর রণ ! কোন রথী গুণসহ কাটে
ধনুঃ ; কেহ রথচূড়, রথচক্র কেহ ।
কাটিয়া পাড়িলা দ্রোণ ভীম অস্ত্রাঘাতে

---

২ । শূন্যগুণ—ছিলাবিহীন । ৩ । অগ্নি—দ্রুপদ রাজা দ্রোণাচার্য্য কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া দ্রোণের অরি-রূপ যজ্ঞকৃত যজ্ঞোদ্ভব ধৃষ্টদ্যুম্ন নামা পুত্র লাভ করেন । ১৬ । সপ্তমহারথী—দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, কর্ণ, অশ্বত্থামা, ও শকুনি ।

বচ ; মরিল অশ্ব ; মরিল সারথি !
াক্তহস্ত এবে বীর, তবুও যুঝিছে
বকল হস্তী যেন মত্ত রণমদে !'—

নীরবিয়া ক্ষণকাল কহিলা কাতরে
ন: দূরদর্শী ;—'আহা ! চিররাহু-গ্রাসে
পৌরব-কুল-ইন্দু পড়িলা অকালে !
ছায় সমরে, নাথ, গতজীব, দেখ,
র্জ্জুনি ! হুঙ্কারে, শুন, সপ্ত জয়ী রথী,
দিছে কৌরবকুল জয় জয় রবে !
ানন্দে ধর্ম্মরাজ চলিলা শিবিরে !'

হরষে বিষাদে পিতা, শুনি এ বারতা,
দিলা ; কাঁদিনু আমি। সহসা ত্যজিয়া
াসন সঞ্জয় বুধ, কৃতাঞ্জলি পুটে,
হিলা সভয়ে,—'উঠ, কুরুকুলপতি !
র কুলদেবে শীঘ্র জামাতার হেতু !
ই দেখ, কপিধ্বজে ধাইছে ফাল্গুনী
ীর বিষম শোকে ! গরজে গম্ভীরে
স্বর্ণরথচূড়ে। পড়িছে ভূতলে
চর ; ভূচরকুল পালাইছে দূরে।
ঝকে দিব্য বর্ম্ম ; খেলিছে কিরীটে
লা ; কাঁপিছে ধরা থর থর থরে !
ণ্ডু-গণ্ড ত্রাসে কুরু ; পাণ্ডু-গণ্ড ত্রাসে
পনি পাণ্ডব, নাথ, গাণ্ডীবীর কোপে !
ুর্হু: ভীমবাহু টংকারিছে বামে
দণ্ড—ব্রহ্মাণ্ডত্রাস ! শুন কর্ণ দিয়া,
হিছে বীরেশ রোষে ভৈরব নিনাদে ;—
কাথা জয়দ্রথ এবে—রোধিল যে বলে
হমুখ ? শুন, কহি, ক্ষত্ররথী যত ;
মি, হে বসুধা, শুন ; তুমি জলনিধি ;
মি, স্বর্গ, শুন ; তুমি, পাতাল, পাতালে ;
, সূর্য্য, গ্রহ, তারা, জীব এ জগতে
ছ যত, শুন সবে ! না বিনাশি যদি
লি জয়দ্রথে রণে, মরিব আপনি !
গ্নিকুণ্ডে পশি তবে যাব ভূতদেশে,
ধরিব অস্ত্র আর এ ভব-সংসারে !'—

অজ্ঞান হইয়া আমি পিতৃপদতলে
ড়িনু ! যতনে মোরে আনিয়াছে হেথা—
ই অন্তঃপুরে—চেড়ী পিতার আদেশে।
কহ, এ দাসীরে, নাথ ; কহ সত্য করি ;

কি দোষে আবার দোষী জিষ্ণুর সকাশে
তুমি ? পূর্ব্বকথা স্মরি চাহে কি দণ্ডিতে
তোমায় গাণ্ডীবী পুন: ? কোথায় রোধিলে
কোন্ ব্যূহমুখ তুমি, কহ তা আমারে ?
কহ শীঘ্র, নহে, দেব, মরিব তরাসে !
কাঁপিছে এ পোড়া হিয়া থরথর করি !
আঁধার নয়ন, হায়, নয়নের জলে !
নাহি সরে কথা, নাথ, রসশূন্য মুখে !

কাল অজাগর-গ্রাসে পড়িলে কি বাঁচে
প্রাণী ? ক্ষুধাতুর সিংহ ঘোর সিংহনাদে
ধরে যবে বনচরে, কে তারে তাহারে ?
কে কহ, রক্ষিবে তোমা, ফাল্গুনী রুষিলে ?

হে বিধাত:, কি কুক্ষণে, কোন্ পাপদোষে
আনিলে নাথেরে হেথা, এ কাল সমরে
তুমি ? শুনিয়াছি আমি, যে দিন জন্মিলা
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, অমঙ্গল ঘটিল সে দিনে !
নাদিল কাতরে শিবা ; কুক্কুর কাঁদিল
কোলাহলে ; শূন্যমার্গে গর্জ্জিল ভীষণে
শকুনি গৃধিনীপাল ! কহিলা জনকে
বিদুর,—সুমতি তাত ! 'ত্যজ এ নন্দনে,
কুরুরাজ ; কুরুবংশ-ধ্বংসরূপে আজি
অবতীর্ণ তব গৃহে !' না শুনিলা পিতা
সে কথা। ভুলিলা, হায়, মোহের ছলনে।
ফলিল সে ফল এবে, নিশ্চয় ফলিল !
শরশয্যাগত ভীষ্ম, বৃদ্ধ পিতামহ—
পৌরব-পঙ্কজ-রবি চির রাহুগ্রাসে !
বীর্য্যাঙ্কুর অভিমন্যু হতজীব রণে !
কে ফিরে আসিবে বাঁচি এ কাল সমরে ?

এস তুমি, এস নাথ, রণ পরিহরি !
ফেলি দূরে বর্ম্ম, চর্ম্ম, অসি, তূণ, ধনু:,
ত্যজি রথ, পদব্রজে এস মোর পাশে।

১১। জলনিধি—সমুদ্র।

১। জিষ্ণু—অর্জ্জুন। ২। পূর্ব্বকথা—কাম্যবনে দ্রৌপদীসহ পঞ্চপাণ্ডবের অবস্থানকালে, দুর্য্যোধনের মন্ত্রণানুসারে জয়দ্রথ কৌশলে দ্রৌপদীকে হরণ করিয়া পলাইতেছিলেন। দ্রৌপদীর আর্ত্তনাদ শ্রবণে ভীমার্জ্জুন সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে মুক্ত করেন এবং জয়দ্রথকে সমুচিত শাস্তি দেন। মহাভারতের বনপর্ব্ব দ্রষ্টব্য। ৮। রসশূন্য—ভয়ে ও চিন্তায় শুষ্ক। ২৬। পৌরব-পঙ্কজ-রবি—পুরুবংশরূপ পদ্ম-সম্বন্ধীয় সূর্য্য। ২৭। বীর্য্যাঙ্কুর—[illegible]

এস, নিশাযোগে দোঁহে যাইব গোপনে
যথায় সুন্দরী পুরী সিন্ধুনদতীরে
হেরে নিজ প্রতিমূর্ত্তি বিমল সলিলে,
হেরে হাসি সুবদনা সুবদন যথা
দর্পণে। কি কাজ রণে তোমার ? কি দোষে
দোষী তব কাছে, কহ, পঞ্চপাণ্ডু রথী ?
চাহে কি হে অংশ তারা তব রাজ্যধনে ?
তবে যদি কুরুরাজে ভালবাস তুমি,
মম হেতু, প্রাণনাথ, দেখ ভাবি মনে,
সমপ্রেমপাত্র তব কুন্তীপুত্র বলী।
ভ্রাতা মোর কুরুরাজ ; ভ্রাতা পাণ্ডুপতি।
এক জন জন্যে কেন ত্যজ অন্য জনে,
কুটুম্ব উভয় তব ?—আর কি কহিব ?
কি ভেদ হে নদদ্বয়ে জন্ম হিমাদ্রিতে ?

তবে যদি গুণ দোষ ধর, নরমণি ;—
পাপ অক্ষক্রীড়া-ফাঁদ কে পাতিল, কহ ?
কে আনিল সভাতলে (কি লজ্জা !) ধরিয়া
রজস্বলা ভ্রাতৃবধূ ? দেখাইল তাঁরে
উরু ? কাড়ি নিতে তাঁর বসন চাহিল—
উলঙ্গিতে অঙ্গ, মরি, কুলাঙ্গনা তিনি ?
ভ্রাতার সুকীর্ত্তি যত, জান না কি তুমি ?
লিখিতে শরমে, নাথ, না সরে লেখনী।

এস শীঘ্র, প্রাণসখে, রণভূমি ত্যজি।
নিন্দে যদি বীরবৃন্দ তোমায়, হাসিও
স্বমন্দিরে বসি তুমি। কে না জানে, কহ,
মহারথী রথীকুলে সিন্ধু-অধিপতি ?
যুঝেছ অনেক যুদ্ধে ; অনেক বধেছ
রিপু ; কিন্তু এ কৌন্তেয়, হায়, ভবধামে
কে আছে প্রহরী, কহ, ইহার সদৃশ ?
ক্ষত্রকুল-রথী তুমি, তবু নরযোনি ;

কি লাজ তোমার, নাথ, ভঙ্গ যদি দেহ
রণে তুমি হেরি পার্শ্বে, দেবযোনি-জয়ী ?
কি করিলা আখণ্ডল খাণ্ডবদাহনে ?
কি করিলা চিত্রসেন গন্ধর্ব্ব[illegible] ?
কি করিলা লক্ষ রাজা স্বয়[illegible] কালে ?
স্মর, প্রভু ! কি করিলা উত্তর-গোগৃহে
কুরুসৈন্য নেতা যত পার্থের প্রতাপে ?
এ কালাগ্নি কুণ্ডে, কহ, কি সাধে পশিবে ?
কি সাধে ডুবিবে, হায়, এ অতল জলে ?

ভুলে যদি থাক মোরে, ভুল না নন্দনে,
সিন্ধুপতি ;—মণিভদ্রে ভুল না, নৃমণি !
নিশার শিশির যথা পালয়ে মুকুলে
রসদানে ; পিতৃস্নেহ, হায় রে, শৈশবে
শিশুর জীবন, নাথ, কহিনু তোমারে !

জানি আমি কহিতেছে আশা তব কানে—
মায়াবিনী !—'দ্রোণ-গুরু সেনাপতি এবে ;
দেখ কর্ণ ধনুর্দ্ধরে ; অশ্বত্থামা শূরে,
কৃপাচার্য্যে ; দুর্য্যোধনে—ভীম গদাপাণি।
কাহারে ডরাও তুমি, সিন্ধুদেশপতি ?
কে সে পার্থ ? কি সামর্থ্য তাহার নাশিতে
তোমায় ?'—শুন না, নাথ, ও মোহিনী বাণী !
হায়, মরীচিকা আশা ভব-মরুভূমে !
মুদি আঁখি ভাব,—দাসী পড়ি পদতলে ;
পদতলে মণিভদ্র কাঁদিছে নীরবে !

ছদ্মবেশে রাজদ্বারে থাকিব দাঁড়ায়ে
নিশীথে ; থাকিবে সঙ্গে নিপুণিকা সখী,
লয়ে কোলে মণিভদ্রে। এসো ছদ্মবেশে,
না কয়ে কাহারে কিছু ! অবিলম্বে যাব
এ পাপ নগর ত্যজি সিন্ধুরাজালয়ে !
কপোতমিথুন সম যাব উড়ি নীড়ে !—
ঘটুক যা থাকে ভাগ্যে কুরুপাণ্ডুকুলে !

৭। রাজ্যধনে—এখানে কবি সম্বন্ধের বিভক্তি স্থলে অধিকরণের বিভক্তি ব্যবহার করিয়াছেন।
২১। মম হেতু—আমি কুরুরাজ দুর্য্যোধনের সহোদরা বলিয়া।

১১। মণিভদ্রে—পুত্র সুরথে—(কবি-কল্পিত নাম)।

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে দুঃশলাপত্রিকা নাম অষ্টম সর্গ।

নবম সর্গ

শান্তনুর প্রতি জাহ্নবী

[জাহ্নবী দেবীর বিরহে রাজা শান্তনু একান্ত কাতর হইয়া রাজ্যাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক বহু দিবস গঙ্গাতীরে উদাসীনভাবে কালাতিপাত করেন। অষ্টম বসু অবতার দেবব্রত (যিনি মহাভারতীয় ইতিবৃত্তে ভীষ্ম পিতামহ নামে প্রথিত) বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে জাহ্নবী দেবী নিম্নলিখিত পত্রিকাখানির সহিত পুত্র-বরকে রাজসন্নিধানে প্রেরণ করিয়াছিলেন।]

বৃথা তুমি, নরপতি, ভ্রম মম তীরে,—
বৃথা অশ্রুজল তব, অনর্গল বহি,
মম জলদল সহ মিশে দিবানিশি!
ভুল ভূতপূর্ব্ব কথা, ভুলে লোক যথা
স্বপ্ন—নিদ্রা-অবসানে! এ চিরবিচ্ছেদে
এই হে ঔষধ মাত্র, কহিনু তোমারে!

হর-শির-নিবাসিনী হরপ্রিয়া আমি
জাহ্নবী। তবে যে কেন নরনারীরূপে
কাটাইনু এত কাল তোমার আলয়ে,
কহি, শুন। ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ সরোষে
ভূতলে জন্মিতে শাপ দিলা বসুদলে
যে দিন, পড়িল তারা কাঁদি মোর পদে,
করিয়া মিনতি স্তুতি নিস্কৃতির আশে।
দিনু বর—'মানবিনী ভাবে ভবতলে
ধরিব এ গর্ভে আমি তোমা সবাকারে।'

বরিনু তোমারে সাধে নরবর তুমি,
কৌরব! ঔরসে তব ধরিনু উদরে
অষ্ট শিশু—অষ্ট বসু তারা, নরমণি!
ফুটিল এক মৃণালে অষ্ট শিশু সরোরুহ!
কত যে পুণ্য হে তব, দেখ ভাবি মনে!

সপ্ত জন ত্যজি দেহ গেছে স্বর্গধামে।
অষ্টম নন্দনে আজি পাঠাই নিকটে;
দেবনররূপী রত্নে গ্রহ যত্নে তুমি,
রাজন্! জাহ্নবীপুত্র দেবব্রত বলী
উজ্জ্বলিবে বংশ তব, চন্দ্রবংশপতি;—
শোভিবে ভারত-ভালে শিরোমণিরূপে,
যথা আদিপিতা তব চন্দ্রচূড়-চূড়ে।

পালিয়াছি পুত্রবরে আদরে, নৃমণি,
তব হেতু। নিরখিয়া চন্দ্রমুখ, ভুল
এ বিচ্ছেদ-দুঃখ তুমি। অখিল জগতে,
নাহি হেন গুণী আর, কহিনু তোমারে!
মহাচল-কুল-পতি হিমাচল যথা;
নদপতি সিন্ধুনদ; বন-কুলপতি
খাণ্ডব; রথীন্দ্রপতি দেবব্রত রথী—
বশিষ্ঠের শিষ্যশ্রেষ্ঠ! আর কব কত?
আপনি বাগ্দেবী, দেব, রসনা-আসনে
আসীনা; হৃদয়ে দয়া, কমলে কমলা;
যমসম বল ভুজে! গহন বিপিনে
যথা সর্ব্বভুক বহ্নি, দুর্ব্বার সমরে!
তব পুণ্যবৃক্ষ-ফল এই, নরপতি!
স্নেহের সরসে পদ্ম! আশার আকাশে
পূর্ণশশী! যত দিন ছিনু তব গৃহে,
পাইনু পরম প্রীতি! কৃতজ্ঞতাপাশে
বেঁধেছ আমারে তুমি; অভিজ্ঞানরূপে
দিতেছি এ রত্ন আমি, গ্রহ, শান্তমতি!

পত্নীভাবে আর তুমি ভেবো না আমারে।
অসীম মহিমা তব; কুল মান ধনে

৯। বসুদলে—ভব, ধ্রুব, সোম প্রভৃতি অষ্ট বসুকে। ১০। সাধে—ইচ্ছায়। ১১। সরোরুহ—

১৯। হৃদয়ে দয়া, কমলে কমলা—যেরূপ পদ্মে লক্ষ্মীদেবীর অবস্থিতি, তদ্রূপ ভীষ্মের হৃদয়ে দয়ার বাস। ২০। অভিজ্ঞানরূপে—স্মরণের উদ্বোধনস্বরূপ; স্মৃতি-

নরকুলেশ্বর তুমি এ বিশ্বমণ্ডলে।
তরুণ যৌবন তব,—যাও ফিরি দেশে ;—
কাতরা বিরহে তব হস্তিনা নগরী।

যাও ফিরি, নরবর, আন গৃহে বরি
বরাঙ্গী রাজেন্দ্রবালে ; কর রাজ্য সুখে।
পাল প্রজা ; দম রিপু ; দণ্ড পাপাচারে—
এই হে সুরাজনীতি ;—বাড়াও সতত
সতের আদর সাধি সৎক্রিয়া যতনে।
বরিও এ পুত্রবরে যুবরাজ-পদে
কালে। মহাযশা পুত্র হবে তব সম,
যশস্বি ; প্রদীপ যথা জ্বলে সমতেজে
সে প্রদীপ সহ, যার তেজে সে তেজস্বী।

কি কাজ অধিক কয়ে ? পূর্ব্বকথা ভুলি,
করি ধৌত ভক্তিরসে কামগত মনঃ,
প্রণম সাষ্টাঙ্গে, রাজা ! শৈলেন্দ্রনন্দিনী
রুদ্রেন্দ্রগৃহিণী গঙ্গা আশীষে তোমারে !
যত দিন ভবধামে রহে এ প্রবাহ,
ঘোষিবে তোমার যশ, গুণ, ভবধামে !
কহিবে ভারতজন,—ধন্য ক্ষত্রকুলে
শান্তনু, তনয় যাঁর দেবব্রত রথী !

লয়ে সঙ্গে পুত্রধনে যাও রঙ্গে চলি
হস্তিনায়, হস্তিগতি ; অন্তরীক্ষে থাকি
তব পুরে,—ভব সুখে হইব হে সুখী,
তনয়ের বিধুমুখ হেরি দিবানিশি।

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে জাহ্নবীপত্রিকা নাম নবম সর্গ।

দশম সর্গ

পুরুরবার প্রতি উর্ব্বশী

[চন্দ্রবংশীয় রাজা পুরুরবা কোন সময়ে কেশী নামক দৈত্যের হস্ত হইতে উর্ব্বশীকে উদ্ধার করেন। উর্ব্বশী রাজার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া তাঁহাকে এই নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি লিখিয়াছিলেন। পাঠকবর্গ কবি কালিদাসপ্রণীত বিক্রমোর্ব্বশী নামক নাটক পাঠ করিলে, ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।]

স্বর্গচ্যুত আজি, রাজা, তব হেতু আমি !—
গত রাত্রে অভিনিনু দেব-নাট্যশালে
লক্ষ্মীস্বয়ম্বর নাম নাটক ; বারুণী
সাজিল মেনকা ; আমি অম্ভোজা ইন্দিরা।
কহিলা বারুণী,—'দেখ নিরখি চৌদিকে,
বিধুমুখি ! দেবদল এই সভাতলে ;
বসিয়া কেশব ওই ! কহ মোরে, শুনি,
কার প্রতি ধায় মনঃ ?'—গুরুশিক্ষা ভুলি,
আপন মনের কথা দিয়া উত্তরিনু—
'রাজা পুরুরবা প্রতি।' হাসিলা কৌতুকে
মহেন্দ্র ইন্দ্রাণী সহ, আর দেব যত ;
চারি দিকে হাস্যধ্বনি উঠিল সভাতে !
সরোষে ভরতঋষি শাপ দিলা মোরে !

শুন নরকুলনাথ ! কহিনু যে কথা
মুক্তকণ্ঠে কালি আমি দেবসভাতলে,
কহিব সে কথা আজি—কি কাজ শরমে ?—
কহিব সে কথা আজি তব পদযুগে !
যথা বহে প্রবাহিণী বেগে সিন্ধুনীরে,
অবিরাম ; যথা চাহে রবিচ্ছবি পানে
স্থির আঁখি সূর্য্যমুখী ; ও চরণে রত
এ মনঃ !—উর্ব্বশী, প্রভু, দাসী হে তোমারি !
ঘৃণা যদি কর, দেব, কহ শীঘ্র, শুনি।
অমরা অপ্সরা আমি, নারিব ত্যজিতে

১৪। অভিনিনু—অভিনয় করিলাম।

১৬। অম্ভোজা—ইন্দিরা। ইন্দিরা—কমলা, লক্ষ্মী সমুদ্রসলিল হইতে উত্থিত বলিয়া ইহার একটি নাম অম্ভোজা। ইন্দিরা—[ইন্দি—ঐশ্বর্য্য, রা—যে দান করে। ঐশ্বর্য্যদায়িনী লক্ষ্মী।

কষেলর ; ঘোর বনে পশি আরম্ভিব
তপ: তপস্বিনীবেশে, দিয়া জলাঞ্জলি
সংসারের সুখে, শূর ! যদি কৃপা কর,
তাও কহ ; যাব উড়ি ও পদ-আশ্রয়ে,
পিঞ্জর ভাঙিলে উড়ে বিহঙ্গিনী যথা
নিকুঞ্জে ! কি ছার স্বর্গ তোমার বিহনে ?

শুভক্ষণে কেশী, নাথ, হরিল আমারে
হেমকূটে ! এখনও বসিয়া বিরলে
ভাবি সে সকল কথা ! ছিনু পড়ি রথে,
হায় রে, কুরঙ্গী যথা ক্ষত অস্ত্রাঘাতে !
সহসা কাঁপিল গিরি ! শুনিনু চমকি
রথচক্রধ্বনি দূরে শতস্রোতঃ সম !
শুনিনু গম্ভীর নাদ—'অরে রে দুর্ম্মতি,
মুহূর্ত্তে পাঠাব তোরে শমনভবনে',—
প্রতিনাদরূপে কেশী নাদিল ভৈরবে !
হারাইনু জ্ঞান আমি সে ভীষণ স্বনে !

পাইনু চেতন যবে, দেখিনু সম্মুখে
চিত্রলেখা সখী সহ ও রূপমাধুরী—
দেবী মানবীর বাঞ্ছা ! উজ্জ্বল দেখিনু
দ্বিগুণ, হে গুণমণি, তব সমাগমে
হেমকূট হৈমকান্তি—রবিকরে যেন !

রহিনু মুদিয়া আঁখি শরমে, নৃমণি ;
কিন্তু এ মনের আঁখি মীলিল হরষে,
দিনান্তে কমলকান্তে হেরিলে যেমতি
কমল ! ভাসিল হিয়া আনন্দ-সলিলে।

চিত্রলেখা পানে তুমি কহিলা চাহিয়া,—
'যথা নিশা, হে রূপসি, শশীর মিলনে
তমোহীনা ; রাত্রিকালে অগ্নিশিখা যথা
ছিন্নধূমপুঞ্জ-কায়া ; দেখ নিরখিয়া,
এ বরাঙ্গ বররুচি রিচ্যমান এবে
মোহান্তে ! ভাঙিলে পাড়, মলিনসলিলা
হয়ে ক্ষণ, এইরূপে বহেন জাহ্নবী,
আবার প্রসাদে, শুভে !'—আর যা কহিলে,
এখনো পড়িলে মনে বাখানি, নৃমণি,
রসিকতা। নরকুল ধন্য তব গুণে।
এ পোড়া হৃদয় কম্পে কম্পমান দেখি
মন্দারের দাম বক্ষে, মধুচ্ছন্দে তুমি
পড়িলা যে শ্লোক, কবি, পড়ে কি হে মনে ?
ম্রিয়মাণ জন যথা শুনে ভক্তিভাবে
জীবন-দায়ক মন্ত্র, শুনিল উর্ব্বশী,
হে সুধাংশু-বংশ-চূড়, তোমার সে গাথা।
সুরবালা-মন: তুমি ভুলালে সহজে,
নররাজ ! কেনই বা না ভুলাবে, কহ ?—
সুরপুর-চির-অরি অধীর বিক্রমে
তোমার, বিক্রমাদিত্য ! বিধাতার বরে,
বজ্রীর অধিক বীর্য্য তব রণস্থলে !
মলিন মনোজ লাজে ও সৌন্দর্য্য হেরি !
তব রূপগুণে তবে কেন না মজিবে
সুরবালা ? শুন, রাজা ! তব রাজবনে
স্বয়ম্বরবধূ-লতা বরে সাধে যথা
রসালে, রসালে বরে তেমনি নন্দনে
স্বয়ম্বরবধূ-লতা। রূপগুণহীনা
নারীকুল, নরশ্রেষ্ঠ, কি ভবে কি দিবে—
বিধির বিধান এই, কহিনু তোমারে !

কঠোর তপস্যা নর করি যদি লভে
স্বর্গভোগ ; সর্ব্ব অগ্রে বাঞ্ছে সে ভুঞ্জিতে
যে স্থির-যৌবন-সুধা—অর্পিব তা পদে।
বিকাইব কায়মন: উভয়, নৃমণি,
আসি তুমি কেন দোঁহে প্রেমের বাজারে !

উর্ব্বীধামে উর্ব্বশীরে দেহ স্থান এবে,
উর্ব্বীশ ; রা অস্ব দাসী দিবে রাজপদে
প্রজাভাবে নিত্য যত্নে ;—কি আর লিখিব ?
বিষের ঔষধ বিষ,—শুনি লোকমুখে।
মরিতেছিনু, নৃমণি, জ্বলি কামবিষে,
তেঁই শাপবিষ বুঝি দিয়াছেন ঋষি,
কৃপা করি ! বিজ্ঞ তুমি, দেখ হে ভাবিয়া !
দেহ আজ্ঞা, নরেশ্বর, সুরপুর ছাড়ি
পড়ি ও রাজীব-পদে, পড়ে বারিধারা

১। হেমকূট—হিমালয়ের উত্তরে স্থিত স্বনামখ্যাত পর্ব্বতবিশেষ। হেম—স্বর্ণ। কূট—শৃঙ্গ। (বহুব্রীহি সমাস)। ২৩। মীলিল—উন্মীলিল, মেলিল। ২৪। দিনান্তে—এখানে দিন শব্দ অহোরাত্র অর্থাৎ দিবস অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং দিনান্তে অর্থে দিবসে বা অহোরাত্রের অবসান বা প্রভাতে। কমলকান্তে—কবি কমল শব্দ কমলিনী অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। সুতরাং কমলকান্তে—সূর্য্যকে। ৩১। বররুচি—উৎকৃষ্ট কান্তি। (বহুব্রীহি সমাস, বিশেষণ পদ) রিচ্যমান—সংযুক্ত।

১। মোহান্তে—মূর্চ্ছাপগমে। ৩। প্রসাদে—হর্ষে, আনন্দে। ৩০। উর্ব্বীধামে—পৃথিবীতে। ৩১। উর্ব্বীশ—ভূপতি।

যথা, ছাড়ি মেঘাশ্রয়, সাগর-আশ্রয়ে,—
নীলাম্বুরাশির সহ মিশিতে আমোদে!
লিখিনু এ লিপি বসি মন্দাকিনী-তীরে
নন্দনে। ভূমিষ্ঠভাবে পূজিয়াছি, প্রভু,
কল্পতরুবরে, কয়ে মনের বাসনা।
সুপ্রফুল্ল ফুল দেব পড়িয়াছে শিরে!
বীচিরবে হরপ্রিয়া শ্রবণ-কুহরে
আমার কহেন—'তুই হবি ফলবতী।'
এ সাহসে, মহেষ্বাস, পাঠাই সকাশে
পত্রিকা-বাহিকা সখী চারু-চিত্রলেখা।
থাকিব নিরখি পথ, স্থির আঁখি হয়ে
উত্তরার্থে, পৃথ্বীনাথ!—নিবেদনমিতি।

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে উর্ব্বশীপত্রিকা নাম দশম সর্গ।

একাদশ সর্গ

নীলধ্বজের প্রতি জনা

[মাহেশ্বরী-পুরীর যুবরাজ প্রবীর অশ্বমেধ-যজ্ঞাশ্ব ধরিলে,—পার্থ তাহাকে রণে নিহত করেন। নীলধ্বজ রায় পার্থের সহিত বিবাদপরাঙ্মুখ হইয়া সন্ধি করাতে, রাজ্ঞী জনা পুত্রশোকে একান্ত কাতরা হইয়া এই নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি রাজসমীপে প্রেরণ করেন। পাঠকবর্গ মহাভারতীয় অশ্বমেধপর্ব্ব পাঠ করিলে ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিবেন।]

বাজিছে রাজ-তোরণে রণবাদ্য আজি;
হেষে অশ্ব; গর্জ্জে গজ; উড়িছে আকাশে
রাজকেতু; মুহুর্মুহুঃ হুঙ্কারিছে মাতি
রণমদে রাজসৈন্য;—কিন্তু কোন্ হেতু?
সাজিছ কি, নররাজ, যুঝিতে সদলে—
প্রবীর পুত্রের মৃত্যু প্রতিবিধিৎসিতে,—
নিবাইতে এ শোকাগ্নি ফাল্গুনীর লোহে?
এই তো সাজে তোমারে, ক্ষত্রমণি তুমি,
মহাবাহু! যাও বেগে গজরাজ যথা
যমদণ্ডসম শুণ্ড আস্ফালি নিনাদে,
টুট কিরীটীর গর্ব্ব আজি রণস্থলে!
খণ্ডমুণ্ড তার আন শূল-দণ্ড শিরে।
অন্যায় সমরে মূঢ় নাশিল বালকে;
নাশ, মহেষ্বাস, তারে। ভুলিব এ জ্বালা,
এ বিষম জ্বালা, দেব, ভুলিব সত্বরে!
জন্মে মৃত্যু,—বিধাতার এ বিধি জগতে।
ক্ষত্রকুল-রত্ন পুত্র প্রবীর সুমতি,
সম্মুখসমরে পড়ি, গেছে স্বর্গধামে,—
কি কাজ বিলাপে, প্রভু? পাল মহীপাল,
ক্ষত্রধর্ম্ম, ক্ষত্রকর্ম্ম সাধ ভুজবলে।

৭। রাজতোরণে—রাজবাটীর বহির্দ্বারে। ৮। হেষে—হ্রেষে (মধুসূদনের প্রয়োগ)। ১২। প্রতিবিধিৎসিতে—প্রতিবিধান করিবার ইচ্ছায়, প্রতীকারের ইচ্ছায়। প্রতিবিধিৎসিতে পদাপেক্ষা প্রতিবিধিৎসতে পদটি অধিকতর সঙ্গত। প্রতিবিধান করিবার ইচ্ছাকে প্রতিবিধিৎসা বলা যায়; প্রতিবিধান করিবার ইচ্ছা করিবার জন্য নররাজের যুদ্ধসজ্জা করা সম্ভব নহে; প্রতিবিধান করিবার ইচ্ছা অগ্রে হৃদয়ে উদ্ভূত হয়, পরে সেই ইচ্ছার বশে লোক প্রতিবিধানোপযোগী কার্য্য করিয়া থাকে। প্রতিবিধিৎসিতে পদের প্রকৃত অর্থ প্রতিবিধান করিবার ইচ্ছা করিবার জন্য; সুতরাং এই প্রয়োগ এখানে সুসঙ্গত হয় নাই।

১১। টুট—ভাঙ, খর্ব্ব কর, টুট সংস্কৃত ত্রুট ধাতুর অপভ্রংশ। ১৩। অন্যায়-সমরে—মাতার পুত্রে স্বাভাবিক পক্ষপাতিতা হেতু যুদ্ধে জনা অর্জ্জুনের অন্যায় বোধ করিয়াছেন। কিন্তু মহাভারত পাঠে বরং প্রবীরেরই অন্যায় বলিতে হইবে।

হায়, পাগলিনী জনা ! তব সভামাঝে
.চিছে নর্ত্তকী আজি, গায়ক গাইছে,
বেজিছে বীণাধ্বনি ! তব সিংহাসনে
সিছে পুত্রহা রিপু—মিত্রোত্তম এবে !
সবিছ যতনে তুমি অতিথি রতনে ।—

কি লজ্জা ! দুঃখের কথা, হায়, কব কারে ?
তজ্ঞান আজি কি হে পুত্রের বিহনে,
াহেশ্বরী-পুরীশ্বর নীলধ্বজ রথী ?
ব দারুণ বিধি, রাজা, আঁধারিলা আজি
াজ্য, হরি পুত্রধনে, হরিলা কি তিনি
ান তব ? তা না হলে, কহ মোরে, কেন
। পাষণ্ড পাণ্ডুরথী পার্থ তব পুরে
াতিথি ? কেমনে তুমি, হায়, মিত্রভাবে
রশ সে কর, যাহা প্রবীরের লোহে
াহিত ? ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম এই কি, নৃমণি ?
াথা ধনুঃ, কোথা তূণ, কোথা চর্ম্ম, অসি ?
। ভেদি রিপুর বক্ষঃ তীক্ষ্ণতম শরে
ণক্ষেত্রে, মিষ্টালাপে তুষিছ কি তুমি
র্ণ তার সভাতলে ? কি কহিবে, কহ,—
বে দেশ-দেশান্তরে জনরব লবে
কাহিনী,—কি কহিবে ক্ষত্রপতি যত ?

নরনারায়ণ-জ্ঞানে, শুনিনু, পূজিছ
ার্থে, রাজা, ভক্তিভাবে ;—এ কি ভ্রান্তি তব ?
হায়, ভোজবালা কুন্তী—কে না জানে তারে,
স্বৈরিণী ? তনয় তার জারজ অর্জ্জুনে
(কি লজ্জা,) কি গুণে তুমি পূজ, রাজরথি,
নরনারায়ণ-জ্ঞানে ? রে দারুণ বিধি,
এ কি লীলাখেলা তোর, বুঝিব কেমনে ?
একমাত্র পুত্র দিয়া নিলি পুনঃ তারে
অকালে ! আছিল মান,—তাও কি নাশিলি ?
নরনারায়ণ পার্থ ? কুলটা যে নারী—
বেশ্যা—গর্ভে তার কি হে জনমিলা আসি
হৃষীকেশ ? কোন্ শাস্ত্রে, কোন্ বেদে লেখে—
কি পুরাণে—এ কাহিনী ? দ্বৈপায়ন ঋষি
পাণ্ডব-কীর্ত্তন গান গায়েন সতত ।
সত্যবতীসুত ব্যাস বিখ্যাত জগতে !
ধীবরী জননী, পিতা ব্রাহ্মণ ! করিলা
কামকেলি লয়ে কোলে ভ্রাতৃবধূদ্বয়ে
ধর্ম্মমতি ! কি দেখিয়া, বুঝাও দাসীরে,
গ্রাহ্য কর তাঁর কথা, কুলাচার্য্য তিনি
কু-কুলের ? তবে যদি অবতীর্ণ ভবে
পার্থরূপে পীতাম্বর, কোথা পদ্মালয়া
ইন্দিরা ? দ্রৌপদী বুঝি ? আঃ মরি, কি সতী !
শাশুড়ীর যোগ্য বধূ ! পৌরব-সরসে
নলিনী ! অলির সখী, রবির অধীনী,
সমীরণ-প্রিয়া ! ধিক্ ! হাসি আসে মুখে,
(হেন দুঃখে) ভাবি যদি পাঞ্চালীর কথা !
লোক-মাতা রমা কি হে এ ভ্রষ্টা রমণী ?

জানি আমি কহে লোক রথীকুল-পতি
পার্থ । মিথ্যা কথা, নাথ ! বিবেচনা কর,
সূক্ষ্ম বিবেচক তুমি বিখ্যাত জগতে—
ছদ্মবেশে লক্ষ রাজে ছলিল দুর্ম্মতি
স্বয়ম্বরে । যথাসাধ্য কে যুঝিল, কহ,
ব্রাহ্মণ ভাবিয়া তারে, কোন্ ক্ষত্ররথী,
সে সংগ্রামে ? রাজদলে তেঁই সে জিতিল !
দহিল খাণ্ডব দুষ্ট কৃষ্ণের সহায়ে ।
শিখণ্ডীর সহকারে কুরুক্ষেত্র রণে
কৌরব-গৌরব ভীষ্ম বৃদ্ধ পিতামহে
সংহারিল মহাপাপী ! দ্রোণাচার্য্য গুরু,—
কি কুছলে নরাধম বধিল তাঁহারে,
দেখ স্মরি ? বসুন্ধরা গ্রাসিলা সরোষে
রথচক্র যবে, হায় ; যবে ব্রহ্মশাপে
বিকল সমরে, মরি, কর্ণ মহাযশাঃ,
নাশিল বর্ব্বর তাঁরে । কহ মোরে, শুনি,
মহারথী-প্রথা কি হে এই, মহারথি ?
আনায়-মাঝারে আনি মৃগেন্দ্রে কৌশলে
বধে ভীরুচিত ব্যাধ ; সে মৃগেন্দ্র যবে
নাশে রিপু, আক্রমে সে নিজ পরাক্রমে !

কি না তুমি জান রাজা ? কি কব তোমারে ?
জানিয়া শুনিয়া তবে কি ছলনে ভুল
আত্মশ্লাঘা, মহারথি ? হায় রে কি পাপে,
রাজ-শিরোমণি রাজা নীলধ্বজ আজি
নতশির,—হে বিধাতঃ !—পার্থের সমীপে ?
কোথা বীরদর্প তব ? মানদর্প কোথা ?
চণ্ডালের পদধূলি ব্রাহ্মণের ভালে ?
কুরঙ্গীর অশ্রুবারি নিবায় কি কভু
দাবানলে ? কোকিলের কাকলী-লহরী
উচ্চনাদী প্রভঞ্জনে নীরবয়ে কবে ?
ভীরুতার সাধনা কি মানে বলবাহু ?

কিন্তু বৃথা এ গঞ্জনা । গুরুজন তুমি ;
পড়িব বিষম পাপে গঞ্জিলে তোমারে ।

কুলনারী আমি, নাথ, বিধির বিধানে
পরাধীন। নাহি শক্তি মিটাই স্ববলে
এ পোড়া মনের বাঞ্ছা। দুরন্ত ফাল্গুনী
(এ কৌন্তেয় যোধে ধাতা সৃজিলা নাশিতে
বিশ্বসুখ।) নিঃসন্তানা করিল আমারে!
তুমি পতি, ভাগ্যদোষে বাম মম প্রতি
তুমি! কোন্ সাধে প্রাণ ধরি ধরাধামে?
হায় রে এ জনাকীর্ণ ভবস্থল আজি
বিজন জনার পক্ষে! এ পোড়া ললাটে
লিখিলা বিধাতা যাহা, ফলিল তা কালে।—

হা প্রবীর! এই হেতু ধরিনু কি তোরে,
দশ মাস দশ দিন নানা যত্ন সয়ে,
এ উদরে? কোন্ জন্মে কোন্ পাপে পাপী
তোর কাছে অভাগিনী, তাই দিলি বাছা,
এ তাপ? আশার লতা তাই রে ছিঁড়িলি?
হা পুত্র! শোধিলি কি রে তুই এইরূপে
মাতৃধার? এই কি রে ছিল তোর মনে?—

কেন বৃথা, পোড়া আঁখি, বরষিস্ আজি
বারিধারা? রে অবোধ, কে মুছিবে তোরে?
কেন বা জ্বলিস্ মনঃ? কে জুড়াবে আজি
বাক্য-সুধারসে তোরে? পাণ্ডবের শরে
খণ্ড শিরোমণি তোর; বিবরে লুকায়ে,
কাঁদি খেদে, মর্, অরে মণিহারা ফণি!—

যাও চলি, মহাবল, যাও কুরুপুরে
নব মিত্র পার্থ সহ। মহাযাত্রা করি
চলিল অভাগী জনা পুত্রের উদ্দেশে।
ক্ষত্রকুলবালা আমি; ক্ষত্র-কুলবধূ;
কেমনে এ অপমান সব ধৈর্য্য ধরি?
ছাড়িব এ পোড়া প্রাণ জাহ্নবীর জলে;
দেখিব বিস্মৃতি যদি কৃতান্তনগরে
লভি অন্তে। যাচি চির বিদায় ও পদে।
ফিরি যবে রাজপুরে প্রবেশিবে আসি,
নরেশ্বর, "কোথা জনা?" বলি ডাক যদি,
উত্তরিবে প্রতিধ্বনি "কোথা জনা?" বলি।

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনা-কাব্যে জনাপত্রিকা নাম একাদশ সর্গ।

পরিশিষ্ট

[বীরাঙ্গনা কাব্য ২১খানি পত্রিকা বা সর্গে সম্পূর্ণ করিবার ইচ্ছা মধুসূদনের ছিল। ১১খানি পত্রিকা প্রকাশ করিবার পর তিনি আরও কয়েকটি পত্রিকা রচনায় হাত দিয়াছিলেন, কিন্তু কোনটিই সম্পূর্ণ হয় নাই। সেই অসম্পূর্ণ পত্রিকাগুলি নিম্নে মুদ্রিত হইল।]

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি গান্ধারী

জন্মান্ধ নৃমণি তুমি ! এ বারতা পেয়ে
তমুখে, অন্ধা হ'লো গান্ধারী কিঙ্করী
াজি হতে। পতি তুমি ; কি সাধে ভুঞ্জিব
ন সুখ, যে সুখভোগে বঞ্চিলা বিধাতা
তামারে, হে প্রাণেশ্বর ! আনিতেছে দাসী
াপড়, ভাঁজিয়া তাহে, সাত বার বেড়ি
াঞ্ধিব এ চক্ষু দুটি কঠিন বন্ধনে,
ভজাইব দৃষ্টি-দ্বারে কবাট। ঘটিল,
াখিলা বিধি যা ভালে—আক্ষেপ না করি ;
রিলে, ত্যজিব কেন রাজ-অট্টালিকা,
হৈতে যথায় তুমি দূর হস্তিনাতে ?
বাদেশে নরবর বরেছি তোমারে !

* * * *

আর না হেরিবে কভু দেব বিভাবসু
ব বিভারাশি দাসী এ ভবমণ্ডলে ;
মিও বিদায় কর, হে রোহিণীপতি,
রু চন্দ্র ; তারা-বৃন্দ তোমরা গো সবে।
র না হেরিব কভু সখীদলে মিলি
দোষে তোমা সকলে, রশ্মিবিম্ব যেন
রসাগরে, কিন্তু স্থিরকান্তি ; যবে
হন মলয়ানিল গহন বিপিনে
সুকির কণারূপ পর্য্যঙ্কে সুন্দরী—
ঞ্জরা, যান নিদ্রা নিঃশ্বাসি সৌরভে।
নদ তরঙ্গময়, পবনের রিপু
বে ঝড়াকারে তিনি আক্রমেন তোমা)
নদি, পবনপ্রিয়া, সুগন্ধের সহ
ামার বদন আসি চুম্বেন পবন,
উৎস গিরি-দুহিতা জননী মা তুমি
. নদী, আশীর্ব্বাদ কর এ দাসীরে।
হার-রাজনন্দিনী অন্ধা হলো আজি।
র না হেরিবে কভু হায় অভাগিনী
তোমাদের প্রিয়মুখ। হে কুসুমকুল,
ছিনু তোমাদের সখী, ছিনু লো ভগিনী,
আজি স্নেহহীন হয়ে ছাড়িনু সবারে ;
স্নেহহীন এ কি কথা ? ভুলিতে কি পারি
তোমা সবে ? স্মৃতিশক্তি যত দিন রবে
এ দেহে, স্মরিব আমি তোমা সবাকারে

অনিরুদ্ধের প্রতি ঊষা

বাণ-পুরাধিপ বাণ-দানব-নন্দিনী
ঊষা, কৃতাঞ্জলিপুটে নমে তব পদে,
যদুবর ! পত্রবাহ চিত্রলেখা সখী—
দেখা যদি দেহ, দেব, কহিবে বিরলে !
প্রাণের রহস্যকথা প্রাণের ঈশ্বরে।

অকুল পাথারে নাথ, চিরদিন ভাসি
পাইয়াছি কুল এবে ! এত দিনে বিধি
দিয়াছেন দিন আজি দীন অধীনীরে !
কি কহিনু ? ক্ষম দেব, বিবশা এ দাসী
হরষে, সরসে যথা হাসে কুমুদিনী,
হেরিয়া আকাশদেশে দেব নিশানাথে
চিরবাঞ্ছা ; চাতকিনী কুতুকিনী যথা
মেঘের সুশ্যাম মূর্ত্তি হেরি শূন্যপথে।
তেমতি এ পোড়া প্রাণ নাচিছে পুলকে
আনন্দজনিত জল বহিছে নয়নে।
দিয়াছি আদেশ নাথ সঙ্গিনী-সমূহে,
গাইছে মধুর গীত, মিলি তারা সবে
বাজায়ে বিবিধ যন্ত্র। ঊষার হৃদয়ে
আশালতা আজি ঊষা রোপিবে কৌতুকে
শুন এবে কহি দেব, অপূর্ব্ব কাহিনী।

যযাতির প্রতি শর্ম্মিষ্ঠা

দৈত্যকুল-রাজবালা শর্ম্মিষ্ঠা সুন্দরী
বলিতে সোহাগে যারে, নরকুলরাজা

তুমি, হে নৃপতি, আজি ভিখারিণী হ'ল,
তবসুখে ভাগ্যদোষে দিয়া জলাঞ্জলি।
দাবানলে দগ্ধ হেরি বনু-গৃহ, যথা
কুরঙ্গী শাবক সব সঙ্গে লয়ে চলে,
না জানে আবার কোথা আশ্রয় পাইবে।
হে রাজন্! শিশুত্রয় লয়ে নিজ সাথে
চলিল শর্ম্মিষ্ঠা-দাসী কোথায় কে জানে
আশ্রয় পাইবে তারা? মনে দেখ তুমি।
নয়নের বারি পড়ি ভিজিতে লাগিল
আঁচল, বুঝিয়া তবু দেখ প্রাণপতি,
কে তুমি, কে আমি নাথ, কি হেতু আইনু
দাসীরূপে তব গৃহে রাজবালা আমি?
কি হেতু বা থেকে গেনু তোমার সদনে,
দৈত্যকুল-রাজবালা আমি দাসীরূপে।

নারায়ণের প্রতি লক্ষ্মী

আর কত দিন, সৌরি, জলধির গৃহে
কাঁদিবে অধীনী রমা, কহ তা রমারে।
না পশে এ দেশে নাথ, রবিকররাশি,
না শোভেন সুধানিধি সুধাংশু বিতরি;
স্থিরপ্রভা ভাবে নিত্য ক্ষণপ্রভা রূপী।
বিভা, জমি রত্নজালে উজলয়ে পুরী।
তবুও, উপেন্দ্র, আজ ইন্দিরা দুঃখিনী।
বাম দামোদর; তুমি লয়েছ হে কাড়ি
নয়নের মণি তার পাদপদ্ম তব।
ধরি এ দাসীর কর ও কর-কমলে
কহিলে দাসীরে যবে হে মধুরভাষী,
"যাও প্রিয়ে, বৈনতেয় কৃতাঞ্জলিপুটে—
দেখ দাঁড়াইয়া ওই; বসি পৃষ্ঠাসনে
যাও সিন্ধুতীরে আজি।" হায়! না জানিনু
হইনু বৈকুণ্ঠচ্যুত দুর্ব্বাসার রোষে।

নলের প্রতি দময়ন্তী

পঞ্চ দেবে বঞ্চি সাথে স্বয়ম্বর-স্থলে
পূজিল রাজীব-পদ তব যে কিঙ্করী,
নরেন্দ্র, বিজন বনে অর্দ্ধ বস্ত্রাবৃতা
ত্যজিলে তুমি হে যারে, না জানি কি দোষে,
নমে সে বৈদর্ভী আজি তোমার চরণে।

বীরাঙ্গনাকাব্য সমাপ্ত

—পরিচয়—

রচনা—১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ১৯শে মার্চ্চের মধ্যে প্রথম অঙ্ক রচনা সমাপ্ত হয়।

প্রকাশকাল—প্রথম সংস্করণ—মে, ১৮৬০ খৃঃ—
(১২৬৭ সাল) পৃঃ ৭৮
২য় সংস্করণ—কাল জানা নাই।
৩য় সংস্করণ—১৮৬৯ খৃঃ, সেপ্টেম্বর
(১২৭৬ সাল) পৃঃ ৯০

অভিনয়—১৮৬৫ খৃঃ পাথুরিয়াঘাটার "কোন কোন বড় মানুষের বাড়ীতে" এবং ১৮৭৪ খৃঃ সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়।

ছন্দ—পদ্মাবতী নাটকে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রথম প্রয়োগ। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মে মধুসূদন বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে লিখেন—"I am of opinion that our drama should be in blank verse and not in prose, but the innovation must be brought about by degrees."

পরিকল্পনা—এই নাটকখানি গ্রীক পুরাণের ছায়া অবলম্বনে গৃহীত হইলেও "মধুসূদন তাহাকে এরূপ হিন্দু আকার দান করিয়াছেন যে, তাহার অনুকরণাংশও মৌলিক বলিয়া মনে হয়।" এই নাটকের শচী, রতি, নারদ, রাজা ইন্দ্রনীল, পদ্মাবতী, যথাক্রমে গ্রীক পুরাণের জুনো, ভেনাস্, ডিসকরডিয়া, পারিস ও হেলেনের আদর্শে কল্পিত। পার্থক্যের মধ্যে এই যে, গ্রীক জ্ঞানবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রীদেবী প্যালাসকে সামান্যা সৌন্দর্য্যাভিমানিনী রমণীর ন্যায় বিবাদপরায়ণা না করিয়া, মধুসূদন বঙ্গ-রাজমহিষী মুরজাদেবীর চরিত্রে সুরুচির পরিচয় দিয়াছেন।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

ইন্দ্রনীল। (রাজা)।

মাণবক। (বিদূষক)।

রাজমন্ত্রী।

দেবর্ষি নারদ।

মহর্ষি অঙ্গিরা।

মাহেশ্বরীপুরীর রাজ-কঞ্চুকী।

ঐ পুরোহিত।

কলি।

সারথি।

* * *

শচী দেবী।

রতি দেবী।

সুরজা দেবী।

পদ্মাবতী।

বসুমতী। (সখী)।

মাধবী। (পরিচারিকা)।

গৌতমী। (তপস্বিনী)।

রম্ভা। (অপ্সরী)।

* * *

নাগরিকগণ, রক্ষকগণ, ইত্যাদি।

পদ্মাবতী নাটক

প্রথমাঙ্ক

বিন্ধ্যগিরি ;—দেব-উপবন।

(ধনুর্ব্বাণ-হস্তে রাজা ইন্দ্রনীলের বেগে প্রবেশ)

রাজা। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া স্বগত) হরিণটা দেখ্‌তে দেখ্‌তে কোন্ দিকে গেল হে? কি আশ্চর্য্য! আমি কি নিদ্রায় আবৃত হয়ে স্বপ্ন দেখ্‌ছি? আর তাই বা কেমন করে বলি? এই ত ভগবান্ বিন্ধ্যাচল অচল হয়ে আমার সম্মুখে রয়েছেন। (চিন্তা করিয়া) এই পর্ব্বতময় প্রদেশে রথের গতির রোধ হয় বল্যে, আমি পদব্রজে হরিণটার অনুসরণক্লেশ স্বীকার করে্য অবশেষে কি আমার এই ফললাভ হলো যে আমি একলা একটা নির্জ্জন বনে এসে পড়লেম? মরুভূমিতে মরীচিকা বারিরূপে দর্শন দেয়; তা এ স্থলে কি সে মায়ামৃগ হয়ে আমাকে এত বৃথা দুঃখ দিলে? সে যা হোক, এখন এখানে কিঞ্চিৎ কাল বিশ্রাম করে্য এ ক্লান্তি দূর করা আবশ্যক। (পরিক্রমণ করিয়া) আহা! স্থানটি কি রমণীয়! বোধ করি এ কোন যক্ষ কিম্বা গন্ধর্ব্বের উপবন হবে। প্রকৃতি, মানবজাতির লোচনানন্দের নিমিত্তে, এমন অপরূপ রূপ কোথাও ধারণ করেন না। আমি এই উৎসের নিকটে শিলাতলে বসি। এ যেন কল কল রবে আমাকে আহ্বান কচ্যে। (উপবেশন করিয়া সচকিতে) এ কি? এ উদ্যান যে সহসা অপূর্ব্ব সুগন্ধে পরিপূর্ণ হতে লাগলো? (আকাশে কোমল বাদ্য) আহা! কি মধুর ধ্বনি! কি—? (সহসা নিদ্রাবৃত হইয়া শিলাতলে পতন)

(শচী এবং রতির প্রবেশ)

শচী। সখি, সুরপতির কথা আর কেন জিজ্ঞাসা কর। তিনি দুষ্ট দৈত্যবংশ কিসে সমূলে ধ্বংস হবে, এই ভাবনায় সদা সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকেন। তাঁর কি আর সুখভোগে মন আছে? রতিদেবি, তুমি কি ভাগ্যবতী। দেখ, তোমার মন্মথ তিলার্দ্ধের জন্যেও তোমার কাছ ছাড়া হন না। আহা! যেমন পারিজাত পুষ্পের আলিঙ্গনপাশে সৌরভমধু চিরকাল বাঁধা থাকে, তোমার মদনও তেমনি তোমার বশীভূত।

রতি। সখি, তা সত্য বটে। বিরহ-অনল যে কাকে বলে, তা আমি প্রায় বিস্মৃত হয়েছি। (উভয়ের পরিক্রমণ) কি আশ্চর্য্য! শচীদেবি, ঐ দেখ তোমার মালতী মলয় মারুতের আগমনে যেন বিরক্ত হয়ে তাকে নিকটে আস্‌তে ইঙ্গিতে নিষেধ কচ্যে।

শচী। কর্‌বে না কেন? দেখ, ইনি সমস্ত দিন ঐ নির্ম্মল সরোবরে নলিনীর সঙ্গে কেলি করে কেবল এই এখানে আস্‌ছেন। এতে কি মালতীর অভিমান হয় না? আর আপনার গায়ের গন্ধেই ইনি আপনি ধরা পড়েছেন।

(মুরজাদেবীর প্রবেশ)

কি গো, সখী মুরজা যে? এস, এস। আজ তোমার এত বিরস বদন কেন?

মুর। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখি, আমার দুঃখের কথা আর কাকে বল্‌বো?

রতি। কেন, কেন? কি হয়েছে?

মুর। প্রায় পনের বৎসর হলো, পার্ব্বতী আমার কন্যা বিজয়াকে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ কর্ত্যে অভিশাপ দেন; তা সেই অবধি তার আর কোন অনুসন্ধান পাই নাই।

শচী। সে কি? ভগবতী পৃথিবী না তাকে স্বগর্ভে ধারণ কর্ত্যে স্বীকার পেয়েছিলেন?

মুর। হাঁ—পেয়েছিলেন আর ধরেও ছিলেন বটে। কিন্তু তার জন্ম হল্যে তাকে যে লালন-পালনের জন্যে কার হাতে দিয়েছেন, এ কথাটি তিনি কোন মতেই আমাকে বল্‌তে চান না। আমি আজ তাঁর পায়ে ধরে যে কত কেঁদেছি, তা আর কি বল্‌বো?

রতি। তা ভগবতী তোমাকে কি বল্‌লেন?

মুর। তিনি বল্লেন—"বৎসে, সময়ে তুমি আপনিই সকল জান্‌তে পারবে। এখন তুমি রোদন সম্বরণ করো অলকায় যাও। তোমার বিজয়া পরম সুখে আছে।"

শচী। তবে, সখি, তোমার এ বিষয়ে চঞ্চল হওয়া কোন মতেই উচিত হয় না। আর বিবেচনা করে দেখ, পৃথিবীতে মানুষের জীবনলীলা জলবিম্বের মত অতি শীঘ্রই শেষ হয়।

মুর। সখি, বিজয়ার বিরহে আমার মন থেকে থেকে যেন কেঁদে উঠে! হায়! জগদীশ্বর আমাদের অমর করেও দুঃখের অধীন কল্যোন্।

শচী। সখি, বিধাতার এ বিপুল সৃষ্টিতে এমন কোন্ ফুল আছে যে, তাতে কীট প্রবেশ কর্ত্তে না পারে?

(দূরে নারদের প্রবেশ)

নার। (স্বগত) আমি মহর্ষি পুলস্ত্যের আশ্রমে শূন্যপথ দিয়ে গমন করতেছিলেম, অকস্মাৎ এই দেব-উপবনে এই তিনটি দেবনারীকে দেখে ইচ্ছা হলো যে, যেমন করো পারি, এদের মধ্যে কোন কলহ উপস্থিত করাই—এই জন্যেই আমি এই পর্ব্বত-সানুতে অবতীর্ণ হয়েছি। তা আমার এ মনস্কামনাটি কি সুযোগে সুসিদ্ধ করি? (চিন্তা করিয়া) হাঁ, হয়েছে। এই যে সুবর্ণ-পদ্মটি আমি মানস সরোবর থেকে অবচয়ন করে এনেছি, এর দ্বারাই আমার কার্য্য সফল হবে। (অগ্রসর হইয়া) আপনাদের কল্যাণ হউক।

সকলে। দেবর্ষি, আমরা সকলে আপনাকে অভিবাদন করি। (প্রণাম)

শচী। (স্বগত) এ হতভাগা ত সর্ব্বত্রেই বিবাদের মূল, তা এ আবার কোত্থেকে এখানে এসে উপস্থিত হলো?—ও মা! আমি এ কি কচ্চি? ও যে অন্তর্যামী। ও আমার এ সকল মনের কথা টের পেলে কি আর রক্ষা আছে? (প্রকাশে) ভগবন্, আজ আমাদের কি শুভ দিন! আমরা আপনার শ্রীচরণ দর্শন করে চরিতার্থ হলেম। তবে আপনার কোথায় গমন হচ্চো?

নার। (স্বগত) এ দুষ্টা স্ত্রীটার কি কিছুমাত্র লজ্জা নাই। এ কি? এর যে উদরে বিষ, মুখে মধু। এ যে মাকালফল। বর্ণ দেখ্‌লে চক্ষু শীতল হয়, কিন্তু ভিতরে—ভস্ম! তা আমার যে পর্য্যন্ত সাধ্য থাকে, একে যথোচিত দণ্ড না দিয়ে এ স্থান হত্যে কোনমতেই প্রস্থান করা হবে না। (প্রকাশে) আপনাদের চন্দ্রানন দর্শন করায় আমি পরম সুখী হলেম। আমার কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করেন? আমি এক ঘোরতর বিপদে পড়ে এই ত্রিভুবন পর্য্যটন করে বেড়াচ্চি।

রতি। বলেন কি?

নার। আর বল্‌বো কি? কয়েক দিন হলো আমি কৈলাসপুরীতে হরগৌরী দর্শন করো আপন আশ্রমে প্রত্যাগমন কচ্ছিলেম, এমন সময় দৈব-মায়ায় তৃষাতুর হয়ে মানস সরোবরের নিকট উপস্থিত হলেম—

শচী। তার পর, মহাশয়?

নার। সরোবর তীরে উপস্থিত হয়ে দেখলেম্ যে তার সলিলে একটি কনকপদ্ম ফুটে রয়েছে।

রতি। দেবর্ষি, তার পর কি হলো?

নার। আমি পদ্মটির সৌন্দর্য্য দেখে তৃষ্ণা পীড়া বিস্মৃত হয়ে অতি যত্ন করে তুল্‌লেম।

সকলে। তার পর? তার পর?

নার। তৎক্ষণাৎ আকাশমার্গে এই দৈববাণী হলো—"হে নারদ, এ ভগবতী পার্ব্বতীর পদ্ম। একে অবচয়ন করা তোমার উচিত কর্ম্ম হয় নাই। এক্ষণে এ ত্রিভুবনমধ্যে যে নারী সর্ব্বাপেক্ষা পরম সুন্দরী, তাকে এ পুষ্প না দিলে তুমি গিরিজার ক্রোধানলে দগ্ধ হবে।" হায়! এ কি সামান্য বিপদ?—

শচী।—(সহাস্য বদনে) ভগবন্, আপনি এ বিষয়ে আর উদ্বিগ্ন হবেন না। আপনি এ পদ্মটি আমাকেই প্রদান করুন্ না কেন?

মুর। কেন, তোমাকে প্রদান কর্‌বেন কেন? দেবর্ষি, আপনি এ পদ্মটি আমাকে দিউন

রতি। মুনিবর, আপনিই বিবেচনা করুন্। এ দেবনির্ম্মিত কনকপদ্মের উপযুক্ত পাত্রী আমা অপেক্ষা ত্রিভুবনে আর কে আছে?

নার। (স্বগত) এই ত আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হলো। তা এ ঝড় আরম্ভের আগেই আমার এখান থেকে প্রস্থান করা শ্রেয়ঃ। (প্রকাশে) আপনাদের এ বিষয়ে আমাকে অনুরোধ করা উচিত হয় না। দেখুন, আমি বৃদ্ধ, বনচারী তপস্বী—আপনারা সকলেই দেবনারী। আপনাদের মধ্যে যে কে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী, এ কথার নির্ঘণ্ট করা আমার সাধ্য নয়। অতএব আমি এই কনকপদ্ম এই ভগবান্ বিন্ধ্যাচলের শৃঙ্গের উপর রাখলেম, আপনাদের মধ্যে যিনি পরম সুন্দরী, তিনি ব্যতীত আর কেউ এ পুষ্প স্পর্শ করবামাত্রেই তাঁকে

পাষাণ-মূর্ত্তি ধরে৷ এই উপবনে সহস্র বৎসর থাক্‌তে হবে। আমি এক্ষণে বিদায় হলেম।

[প্রস্থান।

শচী। (ঈষৎ কোপে) তোমাদের মতন বেহায়া স্ত্রী কি আর আছে?

উভয়ে। কেন? বেহায়া আবার কিসে দেখ্‌লে?

শচী। কেন, তা আবার জিজ্ঞাসা কর? তোমাদের অহঙ্কার দেখ্‌লে ভয় হয়! আই মা! কি লজ্জার কথা! তোমাদের কি আমার কাছে এত দর্প করা সাজে?

উভয়ে। কেন, কেন? আমরা কি দর্প করেছি?

শচী। তোমরা কি জান না যে আমি ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী?

মুর। ইঃ, তা হলেই বা। তুমি কি জান না যে আমি যক্ষেশ্বরের প্রণয়িনী মুরজা?

রতি। তোমাদের কথা শুনলে হাসি পায়। তোমরা কি ভুল্‌লে যে, অনঙ্গদেব সমস্ত জগতের মনঃ মোহন করেন, আমি তাঁর মনোমোহিনী রতি।

শচী। আঃ, তোমার মন্মথের কথা আর কইও না। হরের কোপানলে দগ্ধ হওয়া অবধি তাঁর আর কি আছে?

রতি। কেন, কি না আছে? তুমি যদি আমাকে আমার মন্মথের কথা কইতে বারণ কর, তবে তুমিও তোমার ইন্দ্রের নাম আর মুখে এনো না। তোমার প্রতি যে সুরপতির কত অনুরাগ, তা সকলেই জানে। তা তোমার প্রতি এত অনুরাগ না থাকলে কি তিনি আর সহস্রলোচন হতেন?

শচী। (সরোষে) তোর এত বড় যোগ্যতা? তুই সুরেন্দ্রের নিন্দা করিস্! তোর মুখ দেখলে পাপ হয়।

(অদৃশ্যভাবে নারদের পুনঃ প্রবেশ)

নার। (স্বগত) আহা! কি কৌশলই বাধিয়েছি। ইচ্ছা করে যে, বীণাধ্বনি করে৷ একবার আহ্লাদে হাত তুলে নৃত্য করি। (চিন্তা করিয়া) যা হউক, এ দুর্জ্জয় কোপাগ্নি এখন নির্ব্বাণ করা উচিত।

[প্রস্থান।

মুর। আঃ, মিছে ঝগড়া কর কেন? (আকাশে) হে দেবনারীগণ! তোমরা কেন এ বৃথা বিবাদ করে৷ দেবসমাজে নিন্দনীয়া হবে? দেখ, ঐ উৎসের সমীপে শিলাতলে বিদর্ভনগরের রাজা ইন্দ্রনীল রায় সুপ্তভাবে আছেন। তোমরা এ বিষয়ে ওঁকে মধ্যস্থ মান।

মুর। ঐ শুন্‌লে ত, আর দ্বন্দ্বে কাজ কি? এস, রাজা ইন্দ্রনীল রায়কে জাগান যাক্ গে।

শচী। রাজা ইন্দ্রনীল আমার মায়ায় নিদ্রাবৃত হয়ে রয়েছে। এস, আমরা ঐ শিখরের কাছে দাঁড়ায়ে মহারাজকে মায়াজাল হতে মুক্ত করি।

[সকলের প্রস্থান।

(আকাশে কোমল বাদ্য)

রাজা। (গাত্রোত্থান করিয়া স্বগত) আহা! কি চমৎকার স্বপ্নটাই দেখ্‌তেছিলেম। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হে নিদ্রাদেবি, আমি কি অপরাধ করেছি যে, তুমি এ সময়ে আমার প্রতি এত প্রতিকূল হলে৷? হায়! আমি সশরীরে স্বর্গভোগ কত্তো আরম্ভ করবামাত্রেই তুমি আমাকে আবার এ দুর্জ্জয় সংসারজালে টেনে এনে ফেল্‌লে? জননি, এ কি মায়ের ধর্ম্ম!—আহা! কি চমৎকার স্বপ্নটাই দেখ্‌ছিলেম। বোধ হল যেন আমি দেবসভায় বসে অপ্সরাগণের মনোহর সঙ্গীত শ্রবণ কর্‌তেছিলাম, আর চতুর্দ্দিক্ থেকে যে কত সৌরভসুধা বৃষ্টি হতেছিল, তা বর্ণনা করা মনুষ্যের অসাধ্য কর্ম্ম। (সচকিতে) এ আবার কি? এঁরা সকল কে?—দেবী কি মানবী?

(শচী, মুরজা এবং রতির পুনঃ প্রবেশ)

তা এঁদের অনিমেষ চক্ষু আর ছায়াহীন দেহ এঁদের দেবত্ব-সন্দেহ দূর না কল্লেও, এঁদের অপরূপ রূপলাবণ্যে আমার সে সংশয়ভঞ্জন হতো। নলিনীর আঘ্রাণ পেলে অন্ধ ব্যক্তিও জান্‌তে পারে যে, নলিনীই তার নিকটে ফুটে রয়েছে। এমন অপরূপ রূপলাবণ্য কি ভূমণ্ডলে সম্ভবে?

শচী। মহারাজের জয় হউক।

মুর। মহারাজ দীর্ঘায়ু হউন।

রতি। মহারাজের সর্ব্বত্র মঙ্গল হউক।

শচী। হে মহীপতে, আমি ইন্দ্রাণী শচী।

মুর। মহারাজ, আমি যক্ষরাজপত্নী মুরজা।

রতি। নরেশ্বর, আমি মন্মথপ্রণয়িনী রতি।

শচী। (জনান্তিকে মুরজা এবং রতির প্রতি)

এক জনকে কথা কইতে দাও—এত গোল কর কেন? এমন কল্যে কি কর্ম্ম সিদ্ধ হবে?

রাজা। (প্রণাম করিয়া) আপনাদের শ্রীচরণ দর্শন করে আমার জন্ম সার্থক হলো। তা আপনারা এ দাসের প্রতি কি আজ্ঞা করেন?

শচী। মহারাজ, ঐ যে পর্ব্বতশৃঙ্গের উপরে কনকপদ্মটি দেখতে পাচ্যেন, ঐটি আমাদের তিন জনের মধ্যে আপনি যাকে পরমসুন্দরী বিবেচনা করেন, তাকেই প্রদান করুন।

রতি। মহারাজ, শচীদেবী যা বল্লেন, আপনি তা ভাল করে বুঝলেন ত?—যে সর্ব্বাপেক্ষা পরম সুন্দরী—

শচী। আরে এত গোল কর কেন?

রাজা। (স্বগত) এ কি বিষম বিভ্রাট! এঁরা সকলেই ত দেবনারী দেখছি, তা এদের মধ্যে কাকে তুষ্ট, কাকেই বা রুষ্ট করবো? (প্রকাশে) আপনারা এ বিষয়ে দাসকে মার্জ্জনা করুন।

শচী। তা কখনই হবে না। আপনি পৃথিবীতে ধর্ম্ম-অবতার। আপনাকে অবশ্যই এ বিচার কত্যে হবে।

মুর। এ মীমাংসা আপনি না কল্যে আর কে করবে?

রতি। তা এতে আপনার ভয় কি? আপনি একবার আমাদের দিকে চেয়ে দেখলেই হয়।

রাজা। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! আজ যে আমি কি কুলগ্নেই যাত্রা করেছিলেম, তা আর কাকে বল্‌বো।

শচী। নরনাথ, আপনি যে চুপ্‌ করে রইলেন? এ বিষয়ে কি আপনার মনে কোন সংশয় হয়? দেখুন, আমি সুরেন্দ্রের মহিষী, আমি ইচ্ছা কল্যে আপনাকে এই মুহূর্ত্তেই সসাগরা পৃথিবীর ইন্দ্রত্বপদে নিযুক্ত কত্যে পারি।

মুর। শচীদেবি, এ, সখি, তোমার বৃথা গর্ব্ব। দেখ, তোমরা প্রবল দৈত্যকুলের ভয়ে অমরাবতীতে দিবা রাত্রি যেন মরে থাক। তা তুমি আবার সসাগরা পৃথিবীর ইন্দ্রত্ব কোত্‌থেকে দেবে গা? (রাজার প্রতি) হে নরেশ্বর, আপনি বিবেচনা করুন, আমি ধনেশ্বরের ধর্ম্মপত্নী; এ বসুমতী আমারই রত্নাগার,—এতে যত অমূল্য রত্নরাজি আছে, আমিই সে সকলের অধিকারিণী।

রতি। (স্বগত) বাঃ, এঁরা যে দুই জনই দেখছি বিচারকর্ত্তাকে ঘুস খাওয়াতে উদ্যত হলেন, তবে আমি আর চুপ করে থাকি কেন? (প্রকাশে) মহারাজ, ইন্দ্রত্বপদের যে কি সুখ, তা সুরপতিই জানেন। পক্ষিরাজ বাজ সদর্পে উন্নত পর্ব্বতশৃঙ্গে বাস করে বটে; কিন্তু ঝড় আরম্ভ হল্যে সকলের আগে তারই সর্ব্বনাশ হয়। আর ধনের কথা কি বলবো? যে ফণীর মস্তকে মণি জন্মে, সে সর্ব্বদাই বিবরে লুকায়ে থাকে। আর যদি কখন ক্ষুধাতুর হয়ে ঘোরতর অন্ধকারে রাত্রেও বাইরে আসে, তবে তার মণির কান্তি দেখে কে তার প্রাণ নষ্ট কত্যে চেষ্টা না করে? আরও দেখুন, ধন উপার্জ্জনে যার মন, তার অবশেষে গুটিপোকার দশা ঘটে। এই নির্ব্বোধ কীট অনেক পরিশ্রমে একখানি উত্তম গৃহ নির্ম্মাণ করে্য তার মধ্যে বদ্ধ হয়ে, ক্ষুধাতৃষ্ণায় প্রাণ হারায়, পরে পট্টবস্ত্র অন্য লোকে পরে।

শচী। আহা! রতিদেবীর কি সূক্ষ্ম বুদ্ধি গা! তবে এ পৃথিবীতে সুখী কে?

রতি। তা তুমি কেমন করে জানবে, আমার বিবেচনায় মধুকর সর্ব্বাপেক্ষা সুখী। পুষ্পকুলের মধুপান ভিন্ন তার আর কোন কর্ম্মই নাই। তা মহারাজ, এ পৃথিবীতে যত পুষ্প স্বরূপ অঙ্গনা বিকশিতা হয়, তারা সকলেই আমার সেবিকা।

রাজা। (স্বগত) এখন আমার কি করা কর্ত্তব্য? এ বিপদ্ হত্যে কিসে পরিত্রাণ পাই?

শচী। হে নরনাথ, আপনার আর এ বিষয়ে বিলম্ব করা উচিত হয় না।

রাজা। যে আজ্ঞা। (কনকপদ্ম গ্রহণ করিয়া) আপনারা স্বেচ্ছাক্রমে আমাকে এ বিষয়ে মধ্যস্থ মেনেছেন, তা এতে আমার বিবেচনায় যা যথার্থ বোধ হয়, আমি তা কল্যে ত আপনাদের মধ্যে কেউ আমার প্রতি বিরক্ত হবেন না?

সকলে। তা কেন হব?

রাজা। তবে আমি এ কনকপদ্ম রতিদেবীকে প্রদান করি। আমার বিবেচনায় মন্মথমনোমোহিনী রতিদেবীই বামাদলের ঈশ্বরী।

(রতিকে পদ্ম প্রদান)

শচী। (সরোষে) রে দুষ্ট মানব, তুই কামের বশ হয়ে ধর্ম্ম নষ্ট করলি? তা তোকে আমি এ নিমিত্তে যথোচিত দণ্ড দিতে কোন মতেই ত্রুটি করবো না।

[প্রস্থান।

মুর। (সরোষে) তুই রাজকুলে জন্মগ্রহণ করে্য স্ত্রীলোকে চণ্ডালের কর্ম্ম করলি? তা তুই যে

কালক্রমে এর সমুচিত শাস্তি পাবি, তার কোন সংশয় নাই।

[প্রস্থান।

রতি। (প্রফুল্ল বদনে) মহারাজ, আপনি এ বিষয়ে কোন মতেই শঙ্কিত হবেন না। আমি আপনাকে রক্ষা করবো, আর আপনার যথাবিধি পুরস্কার কত্ত্যেও ভুলবো না। আপনি আমার আশীর্ব্বাদে পরম সুখভোগী হবেন। আমি এখন বিদায় হই। [প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন কত্ত্যে পারে? তা পরে আমার অদৃষ্টে যা থাকে, তাই হবে; এখন যে ঝঞ্চাটটা মিটে গেল, এতেই বাঁচলেম। শচী আর মুরজা যে আমাকে ক্রোধানলে ভস্ম করে্য যায় নাই, এই আমার পরম লাভ।

(সারথির প্রবেশ)

সার। মহারাজের জয় হউক! দেব, আপনার রথ প্রস্তুত।

রাজা। সে কি? তুমি এ পর্ব্বত-প্রদেশে রথ কি প্রকারে আন্‌লে?

সার। (কৃতাঞ্জলিপুটে) মহারাজ, আপনার প্রসাদে এ দাসের পক্ষে এ অতি সামান্য কর্ম্ম।

রাজা। তা রথ এখানে এনে ভালই করেছ। আমি এই ভগবান্ বিন্ধ্যাচলের মতন প্রায় অচল হয়ে পড়েছি। আধ্য মাণবক কোথায়?

সার। আজ্ঞা—তিনি মহারাজের অন্বেষণে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে বেড়াচ্যেন।

নেপথ্যে। ও—হো!—হৈ!—হৈ!

রাজা। সারথি, তুমি রথের নিকটে গিয়ে আমার অপেক্ষা কর। আমি মাণবককে সঙ্গে করে আসি।

সার। যে আজ্ঞা, মহারাজ।

[প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) দেখি, মাণবক এখানে একলা এসে কি করে? এমন নিভৃত স্থলে ওর মতন ভীরু মনুষ্যকে ভয় দেখান অতি সহজ কর্ম্ম।

(পর্ব্বতান্তরালে অবস্থিতি)

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ। (স্বগত) দূর কর মেনে! এ কি [illegible] মূল। আমি যে এই হাবাতে রাজাটার পাছে পাছে ওর ছায়ার মতন ফিরে বেড়াই, সে কেবল তোর জ্বালায় বৈ ত নয়। এই দেখ, এই পাহাড়ে দেশে হেঁটে হেঁটে আমি খোঁড়া হয়ে গেলাম। (ভূতলে উপবেশন করিয়া) হায়, এই যে ব্রাহ্মণের পাদ-পদ্ম, এ চিহ্ন স্বয়ং পুরুষোত্তম কত প্রযত্নে আপনার বক্ষঃস্থলে ধারণ করেন। তা দেখ, এ পাথরের চোটে একেবারে যেন ছিঁড়ে গেছে। উঃ, একবার রক্তের স্রোতের দিকে চেয়ে দেখ, যেন প্রবালের বৃষ্টি হচ্যে। রে দুষ্ট বিন্ধ্যাচল, তোর কি দয়ার লেশমাত্র নাই? আর কোত্থেকেই বা থাকবে? তোর শরীর যেমন পাষাণ, তোর হৃদয়ও তেমনি কঠিন। ওরে অধম, তোর কি ব্রহ্মহত্যা পাপের ভয় নাই?

নেপথ্যে। (তর্জ্জন গর্জ্জন শব্দ)

বিদূ। ও বাবা! এ আবার কি? পর্ব্বতটা রেগে উঠ্‌ল না কি?

নেপথ্যে। (তর্জ্জন গর্জ্জন শব্দ)

বিদূ। (সত্রাসে) কি সর্ব্বনাশ! (ভূতলে জানুদ্বয় নিক্ষেপ করিয়া প্রকাশে) হে ভগবন্ বিন্ধ্যাচল, তুমি আমার দোষ এবার ক্ষমা কর। প্রভু, আমি তোমার পায়ে পড়ি। আমি এই নাক কান মলে বলছি, আমি তোমাকে আর এ জন্মেও নিন্দা কর্‌বো না। হিমাদ্রিকে অচলেন্দ্র কে বলে? তুমিই পর্ব্বতকুলের শিরোমণি। (গাত্রোত্থান এবং চিন্তা করিয়া স্বগত) দূর, আমার আজ কি হয়েছে? আমি একটুতে এত ডরালেম যে? বোধ করি, ও শব্দটা কেবল প্রতিধ্বনি মাত্র।

নেপথ্যে।—ধ্বনি মাত্র।

বিদূ। (সচকিতে) এ আবার কি? এ যে যথার্থই প্রতিধ্বনি। তা পর্ব্বতপ্রদেশেই ত প্রতি-ধ্বনির জন্মস্থান। দেখি, এর সঙ্গে কেন কিঞ্চিৎ আলাপই করি না। (উচ্চস্বরে) ওলো প্রতিধ্বনি।

নেপথ্যে। পীরিতের ধনী।

বিদূ। ওলো, তুই আবার কোত্থেকে লো?

নেপথ্যে।—কে লো?

বিদূ। তুই লো।

নেপথ্যে। তুই লো।

বিদূ। মর, তোর মুখে ছাই।

নেপথ্যে।—মুখে ছাই।

বিদূ। কার মুখে লো? আমার মুখে কি

নেপথ্যে।—তোর মুখে।

বিদূ। বাহবা! বাহবা!

নেপথ্যে।—বোবা।

বিদূ। মর্ গস্তানি, তুই আমাকে গাল দিস্?

নেপথ্যে। ইস্।

বিদূ। যা, এখন যা।

নেপথ্যে।—আঃ!

বিদূ। ও কি লো! তোর কি আমাকে ছেড়ে যেতে মন চায় না লো?

নেপথ্যে।—না লো।

বিদূ। দূর মাগি, তুই এখন গেলে বাঁচি।

নেপথ্যে।—আঁ্যা ছি।

বিদূ। মাগীকে তাড়াবার কোন উপায়ই দেখি না।

নেপথ্যে।—না।

বিদূ। বটে? তবে এই দেখ্। (মুখাবৃত করিয়া শিলাতলে উপবেশন)

(রাজার পুনঃ প্রবেশ)

রাজা। (স্বগত) আমাকে যে আজ কত বেশ ধরতে হচ্চে, তা বলা দুষ্কর। আমি এই উপবনে নিষাদরূপে প্রবেশ করে প্রথমতঃ দেব-দেবীর মধ্যস্থ হলেম। তার পরে আবার প্রতি-ধ্বনিও হলেম; দেখি, আরও কি হতে হয়? (পর্ব্বতান্তরালে অবস্থিতি)

বিদূ। (মুখ মোচন করিয়া স্বগত) মাগী গেছে ত। ওলো প্রতিধ্বনি, তুই কোথায় লা? রাম বলো, আপদ্ গেছে। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া) আহা! ফোয়ারাটি কি সুন্দর দেখ! এমন জল দেখলে শীতকালেও তৃষ্ণা পায়। তা আমার যে এক দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আছে যে, কিছু আহার না করে কখনই জল খাবো না। কি আশ্চর্য্য! ঐ যে একটা উত্তম পাকা দাড়িম দেখ্তে পাচ্চি। তা এ নির্জ্জন স্থানে এক জন সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণকে কিছু ফলাহারই করাই নে কেন? (দাড়িম্ব গ্রহণ)

নেপথ্যে। রে দুষ্ট তস্কর, তুই কি জানিস্ না যে এ দেব-উপবন যক্ষরাজের রক্ষিত?

বিদূ। (সত্রাসে স্বগত) ও বাবা! এ আবার মাটি খেয়ে কি করে বস্লেম?

নেপথ্যে। ওরে পাষণ্ড, আমি এই তোর মস্তকচ্ছেদন কত্যে আস্‌ছি (হুহুঙ্কারধ্বনি)

বিদূ। (সত্রাসে ভূতলে জানুদ্বয় নিক্ষেপ করিয়া প্রকাশে) হে যক্ষরাজ, আপনি এবার আমাকে রক্ষা করুন। আমি এক জন অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, পেটের দায়েই এ কর্ম্মটা করেছি।

নেপথ্যে। হা মিথ্যাবাদিন্, যার ব্রাহ্মণকুলে জন্ম, সে মহাত্মা কি কখন পরধন অপহরণ করে?

বিদূ। (সত্রাসে) হে যক্ষরাজ, আমি আপনার মাথা খাই, যদি মিথ্যা কথা কই। আমি যথার্থই ব্রাহ্মণ। তা আমি আপনার নিকটে এই শপথ কচ্যি যে, যদি আর কখন পরের দ্রব্য চুরি করি, তবে যেন আমি সাত পুরুষের হাড় খাই। আমি এই নাকে খৎ দিয়ে বল্‌চি—

নেপথ্যে। দে, খৎ দে।

বিদূ। (খৎ দিয়া) আর কি কত্যে আজ্ঞা করেন, বলুন।

নেপথ্যে। তুই এ স্থলে কি নিমিত্তে এসেছিস্?

বিদূ। (স্বগত) বাঁচলেম! আর যে কত ফল চুরি করে খেয়েছি, তা জিজ্ঞাসা কল্যে না। (প্রকাশে) যক্ষরাজ, আর দুঃখের কথা কি বলবো? আমি বিদর্ভনগরের রাজা ইন্দ্রনীলের সঙ্গে আপনার উপবনে এসেছি।

নেপথ্যে। সে কি? বিদর্ভনগরের ইন্দ্রনীল রায় যে অতি নিষ্ঠুর ব্যক্তি। সে না তার প্রজাদের অত্যন্ত পীড়ন করে?

বিদূ। আপনি দেখ্‌চি সকলই জানেন, তা আপনাকে আমি আর অধিক কি বলবো? রাজা বেটা মেয়েতের কাছে যখন যা দেখে, তখনই তাই লুটে পুটে স্যায়।

নেপথ্যে। বটে? সে না বড় অসৎ?

বিদূ। মহাশয়, ও কথা আর বলবেন না,—ওর রাজ্যে বাস করা ভার। বেটা রাবণের পিতামহ।

নেপথ্যে। বটে? রাজার কয় সংসার?

বিদূ। আজ্ঞা, বেটা এখনও বিয়ে করেনি।

নেপথ্যে। কেন?

বিদূ। মহাশয়, বেটা কৃপণের শেষ। পয়সা খরচ হবে বল্যে বিয়ে করে না।

(রাজার পুনঃ প্রবেশ)

রাজা। কি হে দ্বিজবর, এ সকল কি সত্য কথা? আমি কি প্রজাপীড়ন করি? আমি কি দশানন অপেক্ষাও দুরাচার? আমি কি অর্থব্যয় হবে বল্যে বিবাহ করি না?

বিদূ। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! এ ত যক্ষরাজ নয়, এ যে রাজা ইন্দ্রনীল! তা এখন কি করি? একে যে গালাগালি দিচ্ছি, বোধ করি, মেরে হাড় ভেঙ্গে দেবে এখন।

রাজা। কি হে সখে মাণবক, তুমি যে চুপ করে রইলে? এখন আমার উচিত যে, আমিই তোমার মস্তকচ্ছেদ করি।

বিদূ। হাঃ! হাঃ! হাঃ! (উচ্চহাস্য)

রাজা। ও কি ও, হেসে উড়িয়ে দিতে চাও না কি?

বিদূ। হাঃ! হাঃ! হাঃ! (উচ্চহাস্য)

রাজা। মর্ মূর্খ। তুই পাগল হলি না কি?

বিদূ। হাঃ! হাঃ! হাঃ! বয়স্য, আপনি কি বিবেচনা করেন যে, আমি আপনাকে চিন্‌তে পেরেছিলেম না? হাঃ! হাঃ! হাঃ!

রাজা। বল্ দেখি, কিসে চিনতে পেরেছিলি?

বিদূ। মহারাজ, হাতীর গর্জ্জন শুনে কি কেউ মনে করে যে, কোলা ব্যাং ডাকচে। সিংহের হুহুঙ্কার শব্দ কি গলাভাঙ্গা গাধার চীৎকার বোধ হয়! হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ! (উচ্চহাস্য)

রাজা। ভাল, তবে তুমি আমাকে এত নিন্দা কল্যে কেন?

বিদূ। বয়স্য, পাপ কর্ম্ম কল্যে তার ফল এ জন্মেও ভোগ কত্যে হয়। দেখুন, আপনি এক জন সদ্ ব্রাহ্মণকে ভয় দেখিয়ে তাকে কষ্ট দিতে উদ্যত হয়েছিলেন, তার জন্যেই আপনাকে নিন্দা-স্বরূপ কিঞ্চিৎ তিক্তবারি পান কত্যে হলো।

রাজা। (সহাস্য বদনে) সখে, তোমার কি অগাধ বুদ্ধি। সে যা হউক্, আমি যে আজ এ উপবনে কত অদ্ভুত ব্যাপার দেখেছি, তা তুমি শুনলে অবাক্ হবে।

বিদূ। কেন মহারাজ? কি হয়েছিল, বলুন্ দেখি?

রাজা। সে সকল কথা এ স্থলে বক্তব্য নয়। চল, এখন দেশে যাই। সে সব কথা এর পরে বলবো।

বিদূ। তবে চলুন। (কিঞ্চিৎ পরিক্রমণ করিয়া অবস্থিতি)

রাজা। ও আবার কি? দাঁড়ালে কেন?

বিদূ। বয়স্য, ভাব্‌চি কি—বলি যদি এখানে যক্ষরাজ নাই, তবে ও পাকা দাড়িমটা ফেলে

রাজা। (সহাস্য বদনে) কে ফেলে যেতে বল্‌চে? নাও না কেন?

বিদূ। যে আজ্ঞা। (দাড়িম্ব গ্রহণ)

রাজা। চল, এখন যাই। যদি যক্ষরাজ যথার্থই এসে উপস্থিত হন, তবে কি হবে?

বিদূ। আজ্ঞা হাঁ—এ বড় মন্দ কথা নয়; তবে শীঘ্রই চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি প্রথমাঙ্ক।

দ্বিতীয়াঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

মাহেশ্বরীপুরী—রাজঅন্তঃপুরসংক্রান্ত উদ্যান।

(পদ্মাবতী এবং সখীর প্রবেশ)

পদ্মা। (আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া) সখি, সূর্য্যদেব অস্তে গেছেন বটে, কিন্তু এখনও একটু রৌদ্র আছে।

সখী। প্রিয়সখি, তবুও দেখ, ঐ না একটি তারা আকাশে উঠেছে?

পদ্মা। ওঁকে কি তুমি চেন না, সখি? ও যে ভগবতী রোহিণী। চন্দ্রের বিরহে ওঁর মন এত চঞ্চল হয়েছে, যে উনি লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়ে তাঁর আসবার আগেই একলা এসে তাঁর অপেক্ষা কচ্যেন।

সখী। প্রিয়সখি, তা যেন হলো, কিন্তু একবার এদিকে চেয়ে দেখ। কি চমৎকার!

পদ্মা। কেন, কি হয়েছে?

সখী। ঐ দেখ, মধুকর, তোমার মালতীর মধুপান কত্যে এসেছে, কিন্তু মলয় মারুত যেন রাগ করেই ওকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্থির হয়ে বস্‌তে দিচ্যেন না। আর দেখ, ওরও কত লোভ, ওকে যত বার মলয় তাড়াচ্যেন, ও তত বার ফিরে ফিরে এসে বস্‌চে।

পদ্মা। সখি, চল দেখি গে, চক্রবাকী তার প্রাণনাথকে বিদায় করে, এখন একলা কি কচ্যে?

সখী। প্রিয়সখি, তাতে কাজ নাই। বরঞ্চ চল দেখি গে, কুমুদিনী আজ কেমন বেশ করে তার

পদ্মা। সখি, যে ব্যক্তি সুখী, তার কাছে গেলেই বা কি আর না গেলেই বা কি? কিন্তু যে ব্যক্তি দুঃখী, তার কাছে গিয়ে দুটি মিষ্ট কথা কইলে তার মন অবশ্যই প্রফুল্ল হয়। আমি দেখেছি যে, উচ্চ স্থলে বৃষ্টিধারা পড়লে, জলটা অতি শীঘ্র বেগে চলে যায়, কিন্তু যদি কোন মরুভূমি কখন জলধরের প্রসাদ পায়, তবে সে তা তৎক্ষণাৎ ব্যগ্র হয়ে পান করে।

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরি। রাজনন্দিনি, এক জন পটোদের মেয়ে পট বেচ্‌বার জন্যে এসেছে; আপনি যদি আজ্ঞা করেন, তবে তাকে এখানে ডেকে আনি। সে বল্‌ছে যে, তার কাছে অনেক রকম উত্তম উত্তম পট আছে।

সখী। দূর্, এ কি পট দেখ্‌বার সময়?

পদ্মা। কেন? এখনও ত বড় অন্ধকার হয় নাই। (পরিচারিকার প্রতি) যা, তুই চিত্রকরীকে ডেকে আন্‌গে।

পরি। রাজনন্দিনি, সে অতি নিকটেই আছে। (উচ্চস্বরে) ওলো পটোদের মেয়ে, আয়, তোকে রাজনন্দিনী ডাক্‌চেন।

নেপথ্যে। এই যাচ্চি।

(চিত্রকরীবেশে রতিদেবীর প্রবেশ)

সখী। (জনান্তিকে পদ্মাবতীর প্রতি) প্রিয়-সখি, এর নীচকুলে জন্ম বটে, কিন্তু এর রূপ-লাবণ্য দেখ্‌লে চক্ষু জুড়ায়।

পদ্মা। (জনান্তিকে সখীর প্রতি) তুমি কি ভেবেচ, সখি, যে মণি-মাণিক্য কেবল রাজগৃহেই থাকে? কত শত অন্ধকারময় খনিতেও যে তাদের পাওয়া যায়। এই যে উজ্জ্বল মুক্তাটি দেখ্‌চ, এ একটা কদাকার শুক্তির গর্ভে জন্মেছিল। আর যে নলিনীকে লোকে ফুলকুলের ঈশ্বরী বলে, তার কাদায় জন্ম। (রতির প্রতি) তুমি কি চাও?

রতি। (স্বগত) আহা! রাজা ইন্দ্রনীলের কি সৌভাগ্য। তা সে শচীর ও মুরজার দর্প চূর্ণ করে আমার যে মান রেখেছে, আমার তাকেই এ অমূল্য রত্নটি দান করা উচিত।

পদ্মা। চিত্রকরি, তুমি যে চুপ্ করে রইলে? তুমি ভয় করো না, এখানে কার সাধ্য যে, তোমার প্রতি কোন অত্যাচার করে?

রতি। আপনি হচ্চোন রাজার মেয়ে, আপনার কাছে মুখ খুলতে আমার ভয় হয়।

পদ্মা। (সহাস্য বদনে) কেন? রাজকন্যারা কি রাক্ষসী? তারাও তোমাদের মতন মানুষ বৈ ত নয়।

রতি। (স্বগত) আহা! মেয়েটি যেমন সুন্দরী, তেমনই সরলা।

পদ্মা। (শিলাতলে উপবেশন করিয়া) চিত্রকরি, এই আমি বস্‌লেম, তোমার পট সকল এক একখান করে দেখাও।

রতি। যে আজ্ঞে, এই দেখাচ্চি।

পদ্মা। চিত্রকরি, তুমি কোথায় থাক?

রতি। আজ্ঞে, আমরা পাহাড়ে মানুষ।

পদ্মা। তোমার স্বামী আছে?

রতি। রাজনন্দিনি, আমার পোড়া স্বামীর কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করেন? তিনি আগুনে পুড়েও মরেন না। আর যেখানে সেখানে পান, কেবল লোকের মন মজিয়ে বেড়ান।

সখী। প্রিয়সখি, যদি তোমার পট দেখ্‌তে ইচ্ছা থাকে, তবে আর দেরী করো না।

পদ্মা। চিত্রকরি, এসো, তোমার পট দেখাও।

রতি। এই দেখুন। (একখানা পট প্রদান)

পদ্মা। (অবলোকন করিয়া সখীর প্রতি) সখি, এই দেখ, অশোককাননে সীতাদেবী রাক্ষসীদের মধ্যে বসে কাঁদ্‌ছেন। আহা! যেন সৌদামিনী মেঘমালায় বেষ্টিতা হয়ে র[illegible]। কিম্বা নলিনীকে যেন শৈবাল-কুল ঘিরে বসেছে। আর ঐ যে ক্ষুদ্র বানরটি গাছের ডালে দেখ্‌চ, ও পবন-পুত্র হনুমান্। দেখ, জানকীর দশা দেখে ওর চক্ষের জল বৃষ্টিধারার মতন অনর্গল পড়্‌ছে। সখি! এ সকল ত্রেতাযুগের কথা, তবুও এখনও মনে হলো হৃদয় বিদীর্ণ হয়।

রতি। (স্বগত) আহা! এ কি সামান্য দয়াশীলা! ভগবতী বৈদেহীর দুঃখেও এর নয়ন অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হলো। (প্রকাশে) রাজনন্দিনি, আরও দেখুন। (অন্য একখানা পট প্রদান)

পদ্মা। এ দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর। এই যে ব্রাহ্মণ ধনুর্ব্বাণ ধরে অলক্ষ্য লক্ষ্যের দিকে আকাশমার্গে দৃষ্টি কচ্চোন, ইনি যথার্থ ব্রাহ্মণ নন। ইনি ছদ্মবেশী ধনঞ্জয়। ঐ যাজ্ঞসেনী।

রতি। (পদ্মাবতীর প্রতি) রাজনন্দিনি, এই পটখান একবার দেখুন দেখি। (পট প্রদান)

পদ্মা। (অবলোকন করিয়া ব্যগ্রভাবে রতির প্রতি) চিত্রকরি, এ কার প্রতিমূর্ত্তি না?

রতি। আজ্ঞে, তা আমি আপনাকে—(অর্দ্ধোক্তি)

পদ্মা। সখি—(মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি)

সখী। (পদ্মাবতীকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া) হায়, এ কি। প্রিয়সখী যে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। (পরিচারিকার প্রতি) ও লো মাধবি, তুই শীঘ্র একটু জল আন্ তো লা।

[পরিচারিকার বেগে প্রস্থান।

রতি। (স্বগত) ইন্দ্রনীলের প্রতি যে পদ্মাবতীর এত অনুরাগ জন্মেছে, তা ত আমি জানতেম না। এদের দুজনকে স্বপ্নযোগে কয়েকবার একত্র করাতেই এরা উভয়ে উভয়ের প্রতি এত অনুরক্ত হয়েছে। এ তো ভালই হয়েছে। আমার আর এখন এখানে থাকায় কোন প্রয়োজন নাই। শচী মার মুরজার ক্রোধে পদ্মাবতীর কি অনিষ্ট ঘটতে পারবে? আমি এ সকল বৃত্তান্ত ভগবতী পার্ব্বতীকে অবগত করালে, তিনি যে এই পদ্মাবতীর প্রতি অনুকূল হবেন তার কোন সন্দেহ নাই। (অন্তর্দ্ধান)

সখী। (স্বগত) হায়। প্রিয়সখী যে সহসা অচেতন হয়ে পড়লেন, এর কারণ কি?

পদ্মা। (গাত্রোত্থান করিয়া ব্যগ্রভাবে) সখি, চিত্রকরী কোথায় গেল?

সখী। কৈ, তাকে ত দেখ্তে পাই না। বোধ করি, সে তোমাকে অচেতন দেখে মাধবীর সঙ্গে জল আন্তে গিয়ে থাকবে।

পদ্মা। (ব্যগ্রভাবে) তবে কি সে চিত্রপটখানা সঙ্গে লয়ে গেছে?

সখী। এই যে চিত্রপট তোমার সম্মুখেই পড়ে রয়েছে।

পদ্মা। (ব্যগ্রভাবে চিত্রপট লইয়া বক্ষঃস্থলে স্থাপন করিয়া) সখি, এ চিত্রকরীকে তুমি আর কখনও দেখেচ?

সখী। প্রিয়সখি, তুমি যে চিত্রপটখানা এত যত্ন করে লুকিয়ে রাখ্লে?

পদ্মা। আমি যা জিজ্ঞাসা কচ্চি, তার উত্তর দাও না কেন? বলি, এ চিত্রকরীকে তুমি আর কখনও দেখেচ?

সখী। ওকে আমি কোথায় দেখ্বো?

(জল লইয়া পরিচারিকার পুনঃ প্রবেশ)

পরি। রাজনন্দিনী যে আমি জল না আন্তে আন্তেই সেরে উঠেছেন, তা বেশ হয়েছে।

সখী। হ্যাঁ লা মাধবি, এ পটো মাগী কোন্ দিকে গেল তুই দেখেছিস্?

পরি। কেন? সে না এখানেই ছিল? সে ত কৈ আমার সঙ্গে যায় নাই। যাই, এখন আমি এ ঘটিটে রেখে আসিগে।

[প্রস্থান।

পদ্মা। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া) কি আশ্চর্য্য! সখি, আমি বোধ করি, এ চিত্রকরী কোন সামান্য স্ত্রী না হবে।

সখী। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া) তাই ত, এ কি পাখী হয়ে উড়ে গেল?

পদ্মা। দেখ, সখি, তুমি কারো কাছে এ কথার প্রসঙ্গ করো না।

সখী। প্রিয়সখি, তুমি যদি বারণ কর, তবে নাই বা কল্যেম। (নেপথ্যে নানাবিধ যন্ত্রধ্বনি) ঐ শোন। সঙ্গীতশালায় গানবাদ্য আরম্ভ হলো। চল, আমরা যাই।

পদ্মা। সখি, তুমি যাও, আমি আরও কিঞ্চিৎ কাল এখানে থাক্তে ইচ্ছা করি।

সখী। প্রিয়সখি, তুমি না গেলে কি ওরা কেউ মন দিয়ে গাবে, না বাজাবে?

পদ্মা। আমি গেলেম বল্যে। তুমি গিয়ে নিপুণিকাকে আমার বীণার সুর বাঁধ্তে বল।

সখী। আচ্ছা—তবে আমি চল্যেম।

[প্রস্থান।

পদ্মা। হে রজনীদেবি, এ নিখিল জগতে কোন্ ব্যক্তি এমন দুঃখী আছে, যে সে তোমার কাছে তার মনের কথা না কয়? দেখ, এই যে ধুতুরা ফুল, এ সমস্ত দিন লজ্জায় আর মনস্তাপে মৌনভাবে থাকে, কেন না, বিধাতা একে পরম সুন্দরী করেও এর অধরকে বিষ-যুক্ত করেছেন, কিন্তু তুমি এলে এও লজ্জা সম্বরণ করো বিকশিত হয়। জননি, তুমি পরম দয়াশীলা। (পরিক্রমণ করিয়া) হায়! আমার কি হলো। আজ কয়েক দিন অবধি আমি প্রতি রাত্রে যে একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখ্ছি, তার কথা আর কাকে বল্বো? বোধ হয়, যেন একটি পরমসুন্দর পুরুষ আমার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে এই বল্লেন —“কল্যাণি, আমার এই হৃৎসরোবরকে সুশোভিত করবার নিমিত্তেই বিধাতা তোমার মত কনকপদ্ম সৃষ্টি করেছেন। প্রিয়ে, তুমি আমার।” এইমাত্র বলে সেই মহাত্মা অন্তর্দ্ধান হন। আর এই তাঁরই প্রতিমূর্ত্তি। এই যে চিত্রকরী, যিনি আমাকে

এই অমূল্য রত্ন প্রদান করে গেলেন, ইনিই বা কে? (পটের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ ও নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হে প্রাণেশ্বর, তুমি অন্ধকারময় রাত্রে যে গৃহস্থের মন চুরি করেছ, সে তোমাকে এই মিনতি কচ্চ্যে, যে তুমি নির্ভয় হয়ে তার আর যা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাও এসে অপহরণ কর।

নেপথ্যে। রাজনন্দিনী যে এখনও এলেন না। তিনি না এলে ত আমরা গাইতে আরম্ভ করবো না।

পদ্মা। (স্বগত) হায়! আমার এমন দশা কেন ঘট্‌লো? হে স্বপ্নদেবি, এ যদি তোমারই লীলা হয়, তবে তুমি এ দাসীকে আর বৃথা যন্ত্রণা দিও না। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) তা আমি এ সকল কথা কি এ জন্মে আর ভুল্‌তে পারবো?

(পরিচারিকার পুনঃ প্রবেশ)

পরি। রাজনন্দিনি, আপনি না এলে ওরা কেউ গাইতে চায় না। আর নিপুণিকাও আপনার বীণার সুর বেঁধেছে।

পদ্মা। তবে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

(শচী এবং মুরজার প্রবেশ)

শচী। (সরোষে) সখি, রতিকে ত তুমি ভাল করে চেন না। ওর অসাধ্য কর্ম্ম কি আছে? দেখ, রুদ্রদেব রাগ্‌লে ভগবতী পার্ব্বতীও তাঁর নিকটে যেতে ভয় পান, কিন্তু রতি অনায়াসে তাঁর কাছে গিয়ে কেঁদে কেঁদে চক্ষের জলে তাঁর কোপানল নির্ব্বাণ করে। রতি ফাঁদ পাত্‌লে তাতে কে না পড়ে? অমরকুলে এমন মেয়ে কি আর দুটি আছে?

মুর। তা ও এখানে এসে কি করেছে?

শচী। কি না করেছে? এই মাহেশ্বরীপুরীর রাজা যজ্ঞসেনের মেয়ে পদ্মাবতীর মতন সুন্দরী নারী পৃথিবীতে নাই। রতি এই মেয়েটির সঙ্গে দুষ্ট ইন্দ্রনীলের বিবাহ দিবার চেষ্টা পাচ্চ্যে। সখি, ইন্দ্রনীলকে যদি রতি এই স্ত্রী-রত্নটি দান করে, তবে আমাদের কি আর মান থাক্‌বে?

মুর। তার সন্দেহ কি? তা ও কি প্রকারে এ চেষ্টা পাচ্চ্যে, তার কিছু শুনেছ?

শচী। শুনবো না কেন? ও প্রতি রাত্রে এসে ইন্দ্রনীলের বেশ ধরো্য পদ্মাবতীকে স্বপ্নযোগে আলিঙ্গন দেয়, সুতরাং মেয়েটিও একেবারে ইন্দ্রনীলের জন্যে যেন উন্মত্তা হয়ে উঠেছে।

মুর। বাঃ, রতির কি বুদ্ধি?

শচী। বুদ্ধি? আর শোন না। আবার রাজলক্ষ্মীর বেশ ধারণ করো্য ও গত রাত্রে রাজা যজ্ঞসেনকে স্বপ্নে বলেছে যে যদি পদ্মাবতীর স্বয়ম্বর অতি শীঘ্র মহাসমারোহে হয় তবে সে শ্রীভ্রষ্ট হবে।

মুর। কি আশ্চর্য্য। স্বয়ম্বর হলেই ত ইন্দ্রনীল অবশ্যই আস্‌বে। আর ইন্দ্রনীলকে দেখবামাত্রেই পদ্মাবতী তাকেই বরণ করবে।

শচী। তা হলে আমরা গেলেম! পৃথিবীতে কি আর কেউ আমাদের মান্‌বে না পূজা কর্‌বে? সখি, তোমাকে আর কি বল্‌বো? এ কথা মনে পড়লে রাগে আমার চক্ষে জল আসে। আর দেখ, রাজা যজ্ঞসেন মন্ত্রীদের লয়ে আজ এই স্বয়ম্বরের বিষয়ে বিচার কচ্চ্যে।

মুর। তবে ত আর সময় নাই। তা এখন কি কর্ত্তব্য?—ও কি ও? (নেপথ্যে বহুবিধ যন্ত্রধ্বনি) আহা! কি মধুর ধ্বনি। সখি, একবার কাণ দিয়ে শোন। তোমার অমরাবতীতেও এমন মধুর ধ্বনি দুর্লভ।

শচী। আঃ, তুমিও যেমন। ও সকল কি আর এখন ভাল লাগে?

নেপথ্যে। তুই, সই, আরম্ভ কর্‌ না কেন?

নেপথ্যে। চুপ্‌ কর্‌ লো—চুপ কর, ঐ শোন, রাজনন্দিনী আরম্ভ কচ্চ্যেন। (বীণাধ্বনি।)

নেপথ্যে। আহা! রাজনন্দিনি, তুমি কি ভগবতী বীণাপাণির বীণাটা একেবারে কেড়ে নেছ গা?

নেপথ্যে। মর্‌, এত গোল করিস্‌ কেন?

(নেপথ্যে গীত)

খাম্বাজ—মধ্যমান।

কেন হেরেছিলাম তারে।
বিষম প্রেমের জ্বালা বুঝি ঘটিল আমারে॥
সহজে অবোধ মন, না জানে প্রেম কেমন,
সাধে হয়ে পরাধীন, নিশিদিন ভাবে পরে।
কত করি ভুলিবারে, মন তা ত নাহি পারে,
যবে যে ভাবনা করে, সে জাগে অন্তরে ;—
সরমে মরমব্যথা, নারি প্রকাশিতে কোথা,
জড়ের স্বপন যথা মরমে মরি গুমরে॥

মুর। শচীদেবি, আমরা কি নন্দনকাননে উর্ব্বশী আর চারুনেত্রার মধুর স্বর শুনে মোহিত হলেম?

শচী। সখি, তুমিও কি এই প্রজ্বলিত হুতাশনে আহুতি দিতে প্রবৃত্ত হলে? দেখ, যদি রতির মনস্কামনা সুসিদ্ধ হয়, তবে এই সুধারস দুষ্ট ইন্দ্রনীলই দিবারাত্রি পান কর্‌বে। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখি যক্ষেশ্বরি, আমার মতন হতভাগিনী কি আর দুটি আছে? লোকে আমাকে বৃথা ইন্দ্রাণী বলে। আমার পতি বজ্র দ্বারা কত শত উন্নত পর্ব্বতশৃঙ্গকে চূর্ণ করে উড়িয়ে দেন; কত শত বিশাল তরুরাজকে ভস্ম করে ফেলেন; কিন্তু আমি, দেখ, এক জন অতি ক্ষুদ্র মানবকে যৎকিঞ্চিৎ দণ্ড দিতে পারলেম না। হায়! আমার বেঁচে আর সুখ কি?

মুর। তবে, সখি, তোমার কি এই ইচ্ছা যে, ইন্দ্রনীলকে শাস্তি দেবার জন্যে এ সুশীলা মেয়েটিকেও কষ্ট দেবে?

শচী। কেন দেব না? পরমান্ন চণ্ডালকে দেওয়া অপেক্ষা জলে ফেলে দেওয়াও ভাল। দেখ, দুষ্টদমনের নিমিত্তে বিধাতা সময়বিশেষে ভগবতী পৃথিবীকেও জলমগ্না করেন।

মুর। তবে, সখি, চল, আমরা কলিদেবের কাছে যাই, তিনি এ বিষয়ের একটা না একটা উপায় অবশ্যই করে দিতে পারবেন।

শচী। (চিন্তা করিয়া) হাঁ, এ যথার্থ কথা। কলিদেবই এ বিষয়ে আমাদের সাহায্য কত্তো পার্‌বেন। তা সখি, চল, আমরা শীঘ্রই তাঁর কাছে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

মাহেশ্বরীপুরী—রাজনিকেতন।

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চু। (স্বগত) আহা!
শৈলেন্দ্রের গলে শোভে যে রতন—
সে অমূল ধন কভু সহজে কি তিনি
প্রদান করেন পরে? গজরাজ-শিরে
ফলে যে মুকুতারাজি, সে লভয়ে কবে
সে মুকুতারাজি, যদি না বিদরে আগে
সে শিরঃ? সকলে জানে, সুরাসুর মিলি
মথিয়া কত যতনে সাগর, লভিলা
অমৃত—কত পীড়নে পীড়ি জলনিধি!
হায় রে, কে পারে পরে দিতে ইচ্ছা করি,
যে মণিতে গৃহ তার উজ্জ্বল সতত।

(চিন্তা করিয়া)

বিধির এ বিধি কিন্তু কে পারে লঙ্ঘিতে?
ছায়ায় কি ফল কবে দরশে তরুর?
সরোবরে ফুটিলে কমল, লোকে তারে
তুলে লয়ে যায় সুখে। মলয়-মারুত,
কুসুম-কানন-ধন সুরভিরে হরি
দেশ দেশান্তরে চলি যান কুতূহলে।
হিমাদ্রির কনক ভবন ত্যজি সতী—
ভবতারিণী ভবানী—ভজেন ভবেশে।

(পরিক্রমণ)

যার ঘরে জনমে দুহিতা, এ যাতনা-
ভোগী সে! (দীর্ঘনিশ্বাস)—

প্রভো, তোমারই ইচ্ছা! যা হোক, মহারাজ যে এখন রাজনন্দিনী পদ্মাবতীর স্বয়ম্বরে সম্মত হয়েছেন, এ পরম আহ্লাদের বিষয়। এখন জগদীশ্বর এই করুন যে, কন্যাটি যেন একটি উপযুক্ত পাত্রের হাতে পড়ে। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া প্রকাশে) কে ও?

(সখীর প্রবেশ)

বসুমতী না? আরে এসো, দিদি! আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ—কালক্রমে প্রায়ই অন্ধ হয়েছি, কিন্তু তবু ও পূর্ণশশীর উদয় হলো তাঁকে চিন্‌তে পারি। এসো এসো।

সখী। ঠাকুরদাদা, প্রণাম করি।

কঞ্চু। কল্যাণ হউক।

সখী। মহাশয়, আমার প্রিয়সখীর না কি স্বয়ম্বর হবে?

কঞ্চু। এ কথা তোমাকে কে বল্যে?

সখী। যে বলুক না কেন? বলি এ সত্য ত?

কঞ্চু। বাঃ, কেমন করে সত্য হবে? তোমার প্রিয়সখী ত আর পাঞ্চালী নন যে তাঁর পঞ্চ স্বামী হবে? আমি বেঁচে থাকতে তাঁর কি আর বিবাহ হতো পারে? গৌরী কি হরকে বৃদ্ধ বল্যে ত্যাগ কত্তো পারেন? (হাস্য)

সখী। (স্বগত) দূর বুড়ো। (হস্তধারণ করিয়া প্রকাশে) ঠাকুরদাদা, আপনার পায়ে পড়ি, বলুন না, এ কথাটি কি সত্য?

কঞ্চু। আরে কর কি? পায়ে হাত দিও না। তুমি কি জান না, নীরস তরুকে দাবানল স্পর্শ কর্‌লে সে যে তৎক্ষণাৎ জ্বলে যায়।

সখী। তবে আমি চল্যেম।

কঞ্চু। কেন?

সখী। এখানে থেকে আবশ্যক কি? আপনার কাছে ত কোন কথাটিই পাওয়া যায় না।

কঞ্চু। (হাস্য বদনে) আরে, আমি রাজ-সংসারে চাকুরী করে বুড়ো হয়েছি। আমাকে ঘুষ না দিলে কি আমার দ্বারা কোন কর্ম্ম হতে পারে? ঘানিগাছে তেল না দিলে সে কি সহজে ঘোরে?

সখী। আচ্ছা। রাজমাতার জন্যে সোণার হামানদিস্তায় যে পান্ মসলা দিয়ে ছেঁচে, তাই আপনাকে না হয় একটু এনে দেব? তা হলে ত হবে?

কঞ্চু। শুধু পান নিয়ে কি হবে? মিঠাই টিঠাই কিছু দিতে পার কি না?

সখী। হাঁ। পার্‌বো না কেন?

কঞ্চু। তবে বলি। এ কথা যথার্থ তোমার প্রিয়সখীর স্বয়ম্বর হবে।

সখী। (ব্যগ্রভাবে) হ্যাঁ মহাশয়, কবে হবে?

কঞ্চু। অতি শীঘ্রই হবে। মহারাজ মন্ত্রিবরকে স্বয়ম্বরের সমুদয় আয়োজন কত্যে অনুমতি করেছেন। আর কাল প্রাতে দূতেরা নিমন্ত্রণপত্র লয়ে দেশ-দেশান্তরে যাত্রা কর্‌বে। দেখো, এ পদ্মের গন্ধে অলিকুল একেবারে উন্মত্ত হয়ে উড়ে আস্‌বে। ও কি ও! তুমি যে কাঁদ্‌তে আরম্ভ কল্যে? তোমাকে ত আর শ্বশুরবাড়ী যেতে হবে না?

সখী। (চক্ষু মুছিয়া) কৈ? আমি কাঁদ্‌ছি? আপনাকে কে বল্‌লে? (রোদন)

কঞ্চু। আর ঐ যে, কি উৎপাত। তা তোমার জন্যেও না হয় একটা বর ধরে দেব, তার নিমিত্তে ভাবনা কি? তোমার প্রিয়সখী ত আর সকলকে বরণ করবেন না। আর যদি তুমি রাজ-কুলে বিয়ে কত্যে না চাও—তবে শর্ম্মা ত রয়েছেন।

সখী। আঃ, যাও, মিছে ঠাট্টা করো না। (রোদন)

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরি। কঞ্চুকী মহাশয়, প্রণাম করি।

কঞ্চু। এসো, কল্যাণ হউক। (স্বগত) এ গন্তানী আবার কোথ্‌থেকে এসে উপস্থিত হলো? কি আপদ্। এ যে গঙ্গায় আবার যমুনা এসে পড়্‌লেন। এখন ত আর জলের অভাব থাক্‌বে না।

সখী। মাধবি, প্রিয়সখী যথার্থই এত দিনের পর আমাদের ছেড়ে চল্‌লেন। (রোদন)

পরি। (ব্যগ্রভাবে) কেন, কেন? কি হয়েছে?

সখী। আমরা যে স্বয়ম্বরের কথা শুনেছিলাম, সে সকলই সত্য হলো। (রোদন)

কঞ্চু। (স্বগত) আহা! প্রণয়পদ্মের মৃণালে যে কণ্টক জন্মে, সে কি সামান্য তীক্ষ্ণ? আর তার বেঁধনে যে প্রাণ কি পর্য্যন্ত ব্যথিত হয়, তা সে বেদনা যে সহ্য করেছে, সেই কেবল বল্‌তে পারে। (প্রকাশে) আরে, তোরা যে কেঁদেই অস্থির হলি! এমন কথা শুনে কাঁদ্‌তে হয়? রাজনন্দিনী কি চিরকাল আইবড় থাক্‌লে তোরা সুখী হবি?

পরি। বালাই। তাঁর শত্রু আইবড় থাকুক, তিনি থাক্‌বেন কেন?

কঞ্চু। তবে তোরা কাঁদিস্ কেন লা?

পরি। তুমিও যেমন; কে কাঁদ্‌চে? তুমি কাণা হলে না কি?

কঞ্চু। তবে তুই, ভাই, একবার হাস্ ত, দেখি?

পরি। হাস্‌বো না কেন? এই দেখ (হাস্য ও রোদন)

কঞ্চু। বেশ। ওলো মাধবি, লোকে বলে রৌদ্রে বৃষ্টি হলে খেঁকশিয়ালীর বিয়ে হয়, তা আমি দেখ্‌ছি, তোরও বিয়ে অতি নিকট।

পরি। কেন? আমি কি খেঁকশিয়ালী। যাও, মিছে গাল দিও না।

সখী। ওলো মাধবি, চল্, আমরা যাই।

পরি। চল।

[উভয়ের ক্রন্দন করিতে করিতে প্রস্থান।

কঞ্চু। (স্বগত) আমাদের পদ্মাবতীর রূপ লাবণ্য দেখলে কোন মতেই বিশ্বাস হয় না যে, এর মানবকুলে জন্ম। সৌদামিনী কি কখন ভূতলে উৎপন্ন হয়? আর এ যে কেবল সৌন্দর্য্যগুণে চক্ষের সুখকরী মাত্র, তা নয়,—এমন দয়াশীলা পরোপ-কারিণী কামিনী কি আর আছে? আরে, তা না হবেই বা কেন? পারিজাত পুষ্প কি কখন সৌরভ-হীন হতে পারে? আহা! এ মহার্হ রত্ন কোন্ রাজগৃহ উজ্জ্বল কর্‌বে হে?

নেপথ্যে বৈতালিক।

গীত

পরজ কালাংড়া—একতালা।

অপরূপ আজিকার রাজসভা শোভিল।
জিনি অমরাপুরী, নৃপপুর হইতেছে ;
বিভবে সুরেন্দ্র লাজ পাইল॥
মোহনমুরতি অতি রাজন্ রাজিছে,
রতিপতি ভাতি হেরি মোহিল।
তুলনা দিবার তরে, রজনী সে আপনি
শশীরে সাজায়ে যনী আনিল।

কঞ্চু। (স্বগত) এই ত মহারাজ সভা হতে গাত্রোত্থান কল্যেন। এখন যাই, আপনার কর্ম্ম দেখি গে।

[প্রস্থান।

ইতি দ্বিতীয়াঙ্ক।

তৃতীয়াঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

মাহেশ্বরীপুরী—রাজনিকেতন-সন্নিধানে মদনোদ্যান।

(ছদ্মবেশে রাজা ইন্দ্রনীল এবং বিদূষকের প্রবেশ)

রাজা। সখে মাণবক!

বিদূ। মহারাজ—

রাজা। আরে ও আবার কি? আমি একজন বণিক; তুমি আমার মিত্র; আমরা দুজনে এই মাহেশ্বরীপুরীর রাজকন্যা পদ্মাবতীর স্বয়ম্বর-সমারোহ দেখবার জন্যেই এ রাজ্যে এসেছি—

বিদূ। আজ্ঞা—আর বল্‌তে হবে না।

রাজা। তবে তুমি এই শিলাতলে বসো, আমি ঐ দেবালয়ের নিকটে সরোবর থেকে একটু জলপান কর্‌্যে আসি। আঃ, এই নগর ভ্রমণ করে আমি যে কি পর্য্যন্ত ক্লান্ত হয়েছি, তার আর কি বল্‌বো?

বিদূ। তবে আপনি কেন এখানে বসুন না, আমিই আপনাকে জল এনে দিচ্চি। ব্রাহ্মণের জল খেলে ত আর বেণের জাত যায় না।

রাজা। (সহাস্য বদনে) সখে, তা ত যায় না বটে, কিন্তু জল আন্‌বে কিসে করে? এখানে পাত্র কোথায়? তুমি ত আর পবনপুত্র হনুমান্ নও, যে ঔষধ না পেয়ে একেবারে গন্ধমাদনকে উপড়ে এনে ফেল্‌বে? তা তুমি থাক, আমি আপনিই যাই।

[প্রস্থান।

বিদূ। (স্বগত) হায়! আমার কি দুরদৃষ্ট! দেখ, এই মাহেশ্বরীপুরীর রাজার মেয়ের স্বয়ম্বর হবে বল্যে, প্রায় এক লক্ষ রাজা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে; আর এই নগরের চারিদিকে যে কত তাম্বু আর কানাত পড়েছে, তার সংখ্যা নাই। কত হাতী, কত ঘোড়া, কত উট, কত রথ, আর যে কত লোকজন এসে একত্র হয়েছে, তা কে গুণে ঠিক কত্যে পারে? আর কত শত স্থানে যে নট-নটীরা নৃত্যগীত কচ্যে, তা বলা দুষ্কর। আর যেমন বর্ষা-কালে জল পর্ব্বত থেকে শতস্রোতে বেরিয়ে যায়, রাজভাণ্ডার থেকে সিদেপত্র তেমনই বেরুচ্যে। আহা! কত যে চাল, কত যে ডাল, কত যে তেল, কত যে লবণ, কত যে ঘি, কত যে সন্দেশ, কত যে দই, কত যে দুধ ভারে ভারে আসচে যাচ্যে, তা দেখ্‌লে একেবারে চক্ষুঃস্থির হয়। রাজাবেটার কি অতুল ঐশ্বর্য্য! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) তা দেখ, এ হতভাগা বামুনের কপালে এর কিছুই নাই। আমাদের মহারাজ কল্যেন কি, না সঙ্গে যত লোকজন এসেছিল, তাদের সকলকে দূরে রেখে কেবল আমাকে লয়ে ছদ্মবেশে এ নগরে এসে ঢুকেছেন। এতে যে ওঁর কি লাভ হবে, তা উনিই জানেন। তবে লাভের মধ্যে আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আমার দক্ষিণাটি দেখ্‌ছি লোপাপত্তি হবে। হায়! এ কি সামান্য দুঃখের কথা? (চিন্তা করিয়া) মহারাজ একটা মেয়েমানুষকে স্বপ্নে দেখে এই প্রতিজ্ঞা করে বসেছেন, যে তাকে না পেলে আর কাকেও বিয়ে কর্‌বেন না। হায়! দেখ দেখি, এ কত বড় পাগ্‌লামী। আর আমি যে রাত্রে স্বপ্নে নানা রকম উপাদেয় মিষ্টান্ন খাই, তা বল্যে কি আমার ব্রাহ্মণী যখন থোড়-ছেঁচ্‌কি, কি কাঁচকলা ভাতে, কি বেগুণ পোড়া এনে দেয়, তখন কি সে সব আমি না খেয়ে পাতে ঠেলে রেখে দি? সাগর সকল জলই গ্রহণ করেন। অগ্নিদেবকে যা দাও, তাই তিনি চক্ষুর নিমিষে পরিপাক করে ভস্ম কর্‌্যে ফেলেন।

(রাজার পুনঃ প্রবেশ)

রাজা। কি হে সখে মাণবক, তুমি যে একে-

বিদূ। মহারাজ—

রাজা। মর্ বানর। আবার?

বিদূ। আজ্ঞা—না। তা আপনার এত বিলম্ব হলো কেন?

রাজা। সখে, আমি এক অদ্ভুত স্বয়ম্বর দেখ্‌তেছিলেম।

বিদূ। বলেন কি? কোথায়?

রাজা। সখে, ঐ সরোবরে কমলিনী আজ যেন স্বয়ম্বরা হয়েছে। আর তার পাণিগ্রহণ লোভে ভগবান্ সহস্ররশ্মি, মলয়মারুত, অলিরাজ, আর রাজহংস—এঁরা সকলেই এসে উপস্থিত হয়েছেন। আর কত যে কোকিলকুল মঙ্গলধ্বনি কচ্চো, তা আর কি বল্‌বো? এসো সখে, আমরা ঐ সরোবরকূলে যাই।

বিদূ। ভাল—মহাশয়, আপনি যে আমাকে নিমন্ত্রণ কচ্চোন, তা বলুন দেখি, আমার দক্ষিণা কে দেবে?

রাজা। কেন? কমলিনী আপনিই দেবে। তার সুরভি মধু দিয়ে সে যে তোমার চিত্তবিনোদন কর্‌বে তার কোন সন্দেহ নাই।

বিদূ। হা! হা! হা! (উচ্চহাস্য) মহাশয়, আমি ব্রাহ্মণ, আমার কাছে কি ও সব ভাল লাগে? হয় টাকাকড়ি—নয় খাদ্য দ্রব্য—এই দুটার একটা না একটা হলে আমি কি উঠি?

রাজা। চল হে, চল, না হয় আমিই দেব।

বিদূ। হাঁ, এ শোনবার কথা বটে। তবে চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

(সখী এবং পরিচারিকার প্রবেশ)

সখী। মাধবি, আমি ত আর চল্‌তে পারি না। উঃ, আমার জন্মেও আমি কখনও এত হাঁটি নাই। আমার সর্ব্বাঙ্গে যে কত বেদনা হয়েছে, তার আর বল্‌বো কি? বোধ করি, আমাকে এখন চারি পাঁচ দিন বুঝি কেবল বিছানাতেই পড়ে থাক্‌তে হবে।

পরি। ও মা! সে কি? রাজনন্দিনীর স্বয়ম্বরের আর দুটি দিন বৈ ত নাই, তা তুমি পড়ে থাক্‌লে কি আর কর্ম্ম চল্‌বে?

সখী। না চল্‌লে আমি কি কর্‌বো? আমার ত আর পাষাণের শরীর নয়।

পরি। সে কিছু মিছে কথা নয়।

সখী। (পট অবলোকন করিয়া) দেখ, আমি প্রিয়সখীকে না হবে ত প্রায় সহস্রবার বলেছি যে, এ প্রতিমূর্ত্তি কখনই মানুষের নয়, কিন্তু আমার কথায় তিনি কোন মতেই বিশ্বাস করেন না।

পরি। কি আশ্চর্য্য! এই যে আমরা আজ সমস্ত দিন বেড়িয়ে বেড়িয়ে প্রায় এক লক্ষ রাজা দেখে এলেম, এদের মধ্যে এমন একটি পুরুষ নাই যে তাকে এঁর সঙ্গে এক মুহূর্ত্তের জন্য তুলনা করা যায়। হায়, এ মহাপুরুষ কোথায়?

সখী। সুমেরু পর্ব্বত যে কোথায় তা কে বল্‌তে পারে? কনকলঙ্কা কি লোকে আর এখন দেখ্‌তে পায়?

পরি। তা সত্য বটে। তবে এখন কি কর্‌বে?

সখী। আর কি কর্‌বো। আর, এই উদ্যানে একটখানি বিশ্রাম করে প্রিয়সখীর কাছে এ সকল কথা বলি গে। (শিলাতলে উপবেশন)

পরি। আহা! রাজনন্দিনীকে এ কথা কেমন করে বল্‌বে? এ কথা শুন্‌লে তিনি যে কত দুঃখিত হবেন, তা মনে পড়লে আমার চখে জল আসে।

সখী। তা এ মায়ার হেমমৃগ ধরা তোর আমার কর্ম্ম নয়। এ যে একবার দেখা দিয়ে, কোন্ গহন কাননে গিয়ে পালিয়ে রইলো, তা কে বল্‌তে পারে? জগদীশ্বর এই করুন, যেন প্রিয়সখী এর প্রতি লোভ করে্য অবশেষে সীতাদেবী মতন কোন ক্লেশে না পড়েন। এ যে দেব[illegible]া, তার কোন সন্দেহ নাই। (পরিচারিকার প্রতি) তুই যে বল্‌ছিস্ না? তোর কি এত হেঁটেও কিছু পরিশ্রম হয় নাই?

পরি। হয়েছে বৈ কি! কিন্তু রাজনন্দিনীর দুঃখের কথা ভাব্‌লে আর কোন দুঃখই মনে পড়ে না। যে গায়ে সাপের বিষ প্রবেশ করেছে, সে কি আর বিছের কামড়ে জ্বলে? (সখীর নিকটে ভূতলে উপবেশন) এখন এ স্বয়ম্বরটা হয়ে গেলেই বাঁচি।

সখী। তুই দেখিস্, এ স্বয়ম্বরে কোন না কোন একটা ব্যাঘাত অবশ্যই ঘটে উঠবে।

পরি। বালাই! এমন অমঙ্গল কথা কি মুখে আন্‌তে আছে?

সখী। তুই প্রিয়সখীর প্রতিজ্ঞা ভুলে গেলি না কি? তোর কি মনে নাই, যে যদি এ লক্ষ রাজার মধ্যে, তিনি যে মহাপুরুষকে স্বপ্নে দেখেছেন, তাঁর সেই প্রাণেশ্বরকে না পান, তবে তিনি আর কাকেও বরণ করবেন না

নেপথ্যে। (উচ্চহাস্য

সখী। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া সচকিতে) ও আবার কি ?

পরি। কেন, কি হলো ? (উভয়ের গাত্রোত্থান)

পরি। (সত্রাসে) ও মা! চল, আমরা এখান থেকে পালাই। এ মহা স্বয়ম্বরে যে কত দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষঃ, এসে উপস্থিত হয়েছে, তা কে বল্‌তে পারে ? এ নির্জ্জন বনে—

সখী। চুপ্ কর্ লো। চুপ্ কর। আর ঐ দেখ্—

পরি। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) কি আশ্চর্য্য! ঐ না পুষ্করিণীর ধারে দুই জন পুরুষ-মানুষ বসে রয়েছে ? আহা! ওদের মধ্যে এক জনের কি অপরূপ রূপ-লাবণ্য!

সখী। (পট অবলোকন করিয়া) মাধবি, এতক্ষণের পর, বোধ করি, আমাদের পরিশ্রম সফল হলো। ঐ সুন্দর পুরুষটির দিকে একবার বেশ করে চেয়ে দেখ্ দেখি।

পরি। তাই ত! কি আশ্চর্য্য! এ কি গগনের চাঁদ ভূতলে এসে উপস্থিত হলেন ?

সখী। (সপুলকে) এ তো গগনের চন্দ্র নয়, এ যে আমার প্রিয়সখীর হৃদয়াকাশের পূর্ণচন্দ্র।

পরি। (পট অবলোকন করিয়া) তাই ত ? এ কি আশ্চর্য্য! ওঁকে যে রাজবেশে দেখ্‌ছি না।

সখী। তাতে বয়ে গেল কি ? (চিন্তা করিয়া) মাধবি, তুই এক কর্ম্ম কর্। তুই অন্তঃপুরে দৌড়ে গিয়ে, প্রিয়সখীকে একবার ডেকে আন্‌গে। যদিও ঐ মহাপুরুষ মনুষ্য না হন, তবু প্রিয়সখী ওঁকে একবার চক্ষে দর্শন করে্য জন্ম সফল করুন্।

পরি। রাজনন্দিনী কি এখন অন্তঃপুর হতে একলা আস্‌তে পার্‌বেন ?

সখী। তুই একবার যেয়েই দেখে আয় না কেন। যদি আস্‌তে পারেন, ভালই ত, আর না পারেন, আমরা ত দোষ হতে মুক্ত হলেম।

পরি। বলেছ ভাল, এই আমি চল্‌লেম।

[প্রস্থান।

সখী। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া স্বগত) ইনি কি মনুষ্য না কোন দেবতা, মায়া-বলে মানবদেহ ধারণ করে্য এই স্বয়ম্বর দেখ্‌তে এসেছেন ? হায়, এ কথা আমি কাকে জিজ্ঞাসা কর্‌বো ? এখন প্রিয়সখী এলে বাঁচি। আহা! বিধাতা কি এমন সুন্দর বর প্রিয়সখীর কপালে লিখেছেন ?

(পদ্মাবতীর সহিত পরিচারিকার পুনঃ প্রবেশ)

পদ্মা। সখি, তুমি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছ কেন ? কি সংবাদ, বল দেখি শুনি ?

সখী। সকলই সুসংবাদ। তা এসো, এই শিলাতলে বসো।

পদ্মা। সখি, আমার প্রাণনাথ কি তোমাকে দর্শন দিয়েছেন ? (উপবেশন)

সখী। (পদ্মাবতীর নিকটে উপবেশন করিয়া) হ্যাঁ—দিয়েছেন।

পদ্মা। (ব্যগ্রভাবে সখীর হস্তধারণ করিয়া) সখি, তুমি তাঁকে কোথায় দেখেছ ?

সখী। (সহাস্য বদনে) প্রিয়সখি, তুমি স্থির হয়ে ঐ অশোকবনের দিকে একবার চেয়ে দেখ দেখি।

পদ্মা। কেন ? তাতে কি ফল লাভ হবে ?

সখী। বলি, দেখই না কেন ?

পদ্মা। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ঐ ত ভগবান্ অশোকবৃক্ষ বসন্তের আগমনে যেন আপনার শতহস্তে পুষ্পাঞ্জলি ধারণ করে্য, ঋতুরাজের পূজা করবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

সখী। ভাল, বল দেখি, ঋতুরাজ বসন্ত কোথায় ?

পদ্মা। সখি, এ কি পরিহাসের সময়!

সখী। পরিহাস কেন ? ঐ বেদিকার দিকে একবার চেয়ে দেখ দেখি ?

পদ্মা। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) সখি! আমি কি আবার নিদ্রায় আবৃত হয়ে স্বপ্ন দেখ্‌তে লাগ্‌লেম ? (আত্মগত) হে হৃদয়, এত দিনের পর কি তোমার নিশাবসান কত্যে তোমার দিনকর উদয়াচলে দর্শন দিলেন। (প্রকাশে) সখি! তুমি আমাকে ধর—(অচেতন হইয়া সখীর ক্রোড়ে পতন)

সখী। হায়! এ কি হলো ? প্রিয়সখী যে সহসা অচেতন হয়ে পড়লেন। (পরিচারিকার প্রতি) মাধবি, তুই শীঘ্র গিয়ে একটু জল আন্ ত।

পরি। এই যাই।

[বেগে প্রস্থান।

সখী। (স্বগত) হায়! আমি প্রিয়সখীকে এ সময়ে এ উদ্যানে ডাকিয়ে এনে কি কল্যেম?

(বেগে রাজার পুনঃ প্রবেশ)

রাজা। এ কি? সুন্দরি! এ স্ত্রীলোকটির কি হয়েছে?

সখী। মহাশয়, এঁর মূর্চ্ছা হয়েছে।

রাজা। কেন?

সখী। তা আমি এখন আপনাকে বল্‌তে পারি না।

রাজা। (স্বগত) লোকে বলে যে, পূর্ণশশীর উদয় হলে সাগর উথলিত হন, তা আমারও কি সেই দশা ঘটলো! (পুনরবলোকন করিয়া) এ কি? এই যে আমার মনোমোহিনী, যাকে আমি স্বপ্নযোগে কয়েকবার দর্শন করেছিলেম। তা দেবতারা কি এত দিনের পর আমার প্রতি সুপ্রসন্ন হয়ে আমার হৃদয়নিধি মিলিয়ে দিলেন?

পদ্মা। (চেতন পাইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ)

রাজা। (সখীর প্রতি) শুভে, যেমন নিশাবসানে সরসীতে নলিনী উন্মীলিতা হয়, দেখ, তোমার সখীও মোহান্তে আপন কমলাক্ষি উন্মীলন কল্যেন। আহা! ভগবতী জাহ্নবী দেবী, ভগ্ন তট পতনে কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্তে ... এইরূপেই আপন নির্ম্মল শ্রী পুনর্দ্ধারণ করেন

পদ্মা। (গাত্রোত্থান করিয়া মৃদুস্বরে সখীর প্রতি) সখি, চল, আমরা এখন অন্তঃপুরে যাই। এ উদ্যানে আমাদের আর থাকা উচিত হয় না।

রাজা। (স্বগত) আহা! এও সেই মধুর স্বর। আমার বিবেচনায় তৃষ্ণাতুর ব্যক্তির কর্ণে জলস্রোতের কলকল ধ্বনিও এমন মিষ্ট বোধ হয় না। (প্রকাশে সখীর প্রতি) সুন্দরি, তোমার প্রিয়সখী কি আমার এখানে আসাতে বিরক্ত হলেন?

সখী। কেন? বিরক্ত হবেন কেন?

রাজা। তবে যে উনি এখান থেকে এত ত্বরায় যেতে চান?

সখী আপনি এমন কথা কখনই মনে কর্‌বেন না। তবে কি না আমরা এখন সকলেই ব্যস্ত।

রাজা। শুভে! তবে তুমি তোমার এ পরম সুন্দরী সখীর পরিচয় দিয়ে আমাকে চরিতার্থ করে যাও।

সখী। মহাশয়, ইনি রাজনন্দিনী পদ্মাবতীর একজন সখীমাত্র।

রাজা। কি আশ্চর্য্য! আমরা জানি যে, বিধাতা কমলিনীকেই পুষ্পকুলের ঈশ্বরী করে্য সৃষ্টি করেছেন। তা তাঁর অপেক্ষা কি আরও সুচারু পুষ্প পৃথিবীতে আছে?

পদ্মা। (স্বগত) আহা! প্রাণনাথ কি মিষ্টভাষী! তা ভগবান্ গন্ধমাদন কি কখন সৌরভহীন হতে পারেন?

সখী। মহাশয়! আপনি যদি এ দাসীর অপরাধ মার্জ্জনা করেন, তবে আমি আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি।

রাজা। তাতে দোষ কি? যদি আমি কোন প্রকারে তোমাদের মনোরঞ্জন কত্যে পারি, তবে তা অপেক্ষা আমার আর সৌভাগ্য কি?

সখী। মহাশয়, কোন্ রাজধানী এখন আপনার বিরহে কাতরা হয়েছে, এ কথা আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের বলুন।

পদ্মা। (স্বগত) এতক্ষণের পর বসুমতী আমার মনের কথাটিই জিজ্ঞাসা করেছে।

রাজা। (সহাস্যবদনে) সুন্দরি, আমার বিদর্ভনাম্নী মহানগরীতে জন্ম। সে নগরের রাজা ইন্দ্রনীলের সঙ্গে আমি তোমাদের রাজনন্দিনীর স্বয়ম্বর-মহোৎসব দেখবার নিমিত্তেই দেশে এসেছি।

পদ্মা। (স্বগত) এ কি অসম্ভব কথা, এঁর কি তবে রাজকুলে জন্ম নয়?

(জল লইয়া পরিচারিকার পুনঃ প্রবেশ)

সখী। তোমার এত বিলম্ব হলো কেন?

পরি। আমাকে ঘটীর জন্যে অন্তঃপুর পর্য্যন্ত দৌড়ে যেতে হয়েছিল।

সখী। তা সত্য বটে। তা এ কথা ত অন্তঃপুরে কেউ টের পায় নাই?

পরি। না, এ কথা কেউ টের পায় নাই, কিন্তু ওরা সকলে মদনের পূজা কত্যে আসচে।

সখী। তবে চল, আমরা যাই।

রাজা। (সখীর প্রতি) সুন্দরি, আমি কি তবে তোমাদের চন্দ্রাননের আর এ জন্মে দর্শন পাব না?

পদ্মা। (সখীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া ব্রীড়া সহকারে) প্রিয়সখি, তুমি এ মহাশয়কে বল যে

যদি আমাদের ভাগ্যে থাকে, তবে আমরা এই উদ্যানেই পুনরায় ওঁর দর্শন পাব।

নেপথ্যে। কৈ লো কৈ? রাজনন্দিনী আর বসুমতী কোথায়?

সখী। চল, আমরা যাই।

পদ্মা। (কিঞ্চিৎ পরিক্রমণ করিয়া) উহু! এ কি—

সখী। কেন? কেন? কি হলো?

পদ্মা। সখি, দেখ, এই নূতন তৃণাঙ্কুর আমার পায়ে বাজতে লাগ্‌লো। উহু, আমি ত আর চল্‌তে পারি না, তোমরা এক জন আমাকে ধর। (রাজার প্রতি লজ্জা এবং অনুরাগ সহকারে দৃষ্টিপাত)

সখী। এই এসো।

[পদ্মাবতীকে ধারণ করিয়া সখী এবং পরিচারিকাদ্বয়ের প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) হে সৌদামিনি, তুমি কি আমার এ মেঘাবৃত হৃদয়াকাশকে আরও তিমিরময় করবার জন্যে আমাকে কেবল এক মুহূর্তের নিমিত্তে দর্শন দিলে? (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হায়! তা এ ঘোর অন্ধকার তোমার পুনর্দর্শন ব্যতীত কি আর কিছুতে কখন বিনষ্ট হবে?

নেপথ্যে। (বহুবিধ যন্ত্রধ্বনি)

রাজা। (নেপথ্যাভিমুখে দৃষ্টিপাত করিয়া স্বগত) এই যে, রাজকুলবালারা গানবাদ্য কত্তে কত্তে ভগবান্ কন্দর্পের মন্দিরের দিকে যাচ্চে।

নেপথ্যে। নাচ্ লো, নাচ্। এই দেখ্, আমি ফুল ছড়াচ্চি।

নেপথ্যে। (গীত)

রাগিণী—খাম্বাজ, তাল—যৎ।

চল সকলে আরাধিব কুসুমবাণে।
সঘনে করতালি দেহ মিলিয়ে,
যতনে পুজিব হরিষ-মনে॥
বাছিয়া তুলিয়াছি নানা কুসুম,
অঞ্জলি পুরিয়া দিব চরণে।
সখীর পরিণয়ে শুভ সাধিতে,
তুষিব দেবেরে মঙ্গলগানে॥

রাজা। (স্বগত) আহা, কি মধুরধ্বনি! তা আমার আর এ স্থলে বিলম্ব করা উচিত হয় না। আমি এ নগরে ছদ্মবেশে প্রবেশ করে উত্তমই করেছি। আহা! এই পরম সুন্দরী বামাটি যদি রাজদুহিতা পদ্মাবতী হতো, তবে আর আমার সুখের সীমা থাকতো না।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

মাহেশ্বরীপুরী—দেবালয়-উদ্যান।

(পুরোহিত এবং কঞ্চুকীর প্রবেশ)

পুরো। আহা, কি আক্ষেপের বিষয়! মহাশয়, যেমন ভগবতী ভাগীরথীকে দর্শন করে জগজ্জনগণ হিমাচলকে ধন্যবাদ করে, রাজদুহিতা পদ্মাবতীকে দেখে সকলেই আমাদের নরপতিকে তদ্রূপ পরম ভাগ্যবান্ বলে গণ্য করতো। হায়! কোন দুর্দৈব বিপাকে এ নির্মলসলিলা গঙ্গা যেন অকস্মাৎ রোধঃপতনে পঙ্কিলা হয়ে উঠ্‌লেন।

কঞ্চু। দুর্দৈব বিপাকই বটে। মহাশয়, দেখুন, এ বিপুল ভারতভূমিতে প্রতি যুগে কত শত রাজগৃহে এই স্বয়ম্বরকার্য্য মহাসমারোহে নিষ্পন্ন হয়েছে; কিন্তু কুত্রাপি ত এরূপ ব্যাঘাত কস্মিন্ কালেও ঘটে নাই।

পুরো। হায়! এতটা অর্থ কি তবে বৃথাই ব্যয় হলো।

কঞ্চু। মহাশয়, তন্নিমিত্তে আপনি চিন্তিত হবেন না। দেখুন, যে অকূল সাগরকে শত সহস্র নদ ও নদী বারিস্বরূপ কর অনবরত প্রদান করে, তার অম্বুরাশির কি কোন মতে হ্রাস হতে পারে? তবে কি না এ একটা কলঙ্ক চিরস্থায়ী হয়ে রৈল।

পুরো। ভাল, কঞ্চুকী মহাশয়, রাজকন্যার স্বয়ম্বর-সমাজে উপস্থিত না হবার মূল কারণটা কি, তা কি আপনি বিশেষরূপে কিছু অবগত আছেন?

কঞ্চু। আজ্ঞা না, তবে আমি এইমাত্র জানি যে, স্বয়ম্বর-সভায় যাত্রাকালে, রাজবালা, মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হয়ে, এতাদৃশী দুর্ব্বলা হয়ে পড়েছিলেন, যে রাজবৈদ্য তাঁকে গৃহের বহির্গত হতে নিষেধ করেন; সুতরাং স্বয়ম্বরা কন্যার অনুপস্থিতিতে শুভলগ্ন ভ্রষ্ট হওয়ায় রাজদল অকৃতকার্য্য হয়ে স্ব স্ব দেশে প্রস্থান কল্লেন।

পুরো। আহা, বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন কত্তে পারে? তা চলুন, আমরা এক্ষণে দেবদর্শন করিগে।

কঞ্চু। আজ্ঞা চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

(সখী এবং পরিচারিকার প্রবেশ)

সখী। কেমন—আমি বলেছিলাম কি না, যে এ স্বয়ম্বরে কোন না কোন একটা ব্যাঘাত অবশ্যই ঘটে উঠ্‌বে?

পরি। তাই ত? কি আশ্চর্য্য! তা রাজনন্দিনী যে একেবারে এমন হয়ে পড়বেন, তা কে জান্‌তো?

সখী। আহা, প্রিয়সখীর দুঃখের কথা মনে হলে প্রাণ যে কেমন করে তা আর কি বল্‌বো!

পরি। ভাল, রাজনন্দিনী যে একেবারে এমন হয়ে পড়লেন, এর কারণ কি?

সখী। আর কারণ কি? প্রিয়সখী যাঁরে স্বপ্নে দেখে ভাল বাসেন, তিনি ত আর রাজা নন যে তাঁকে প্রিয়সখী পাবেন!

পরি। তা সত্য বটে। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ও কে ও? ঐ না সেই বিদর্ভদেশের লোকটি এই দিকে আস্‌চেন? উনিও যে রাজনন্দিনীকে ভাল বাসেন, তার সন্দেহ নাই; তা এমন ভালবাসায় ওঁর কি লাভ হবে? বামন হয়ে কি কেউ কখন চাঁদকে ধর্‌তে পারে? চল, আমরা ঐ মন্দিরের আড়ালে দাঁড়ায়ে দেখি, উনি এখানে এসে কি করেন।

সখী। চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

(ছদ্মবেশে রাজা ইন্দ্রনীলের প্রবেশ)

রাজা। (স্বগত) আমার ত এ রাজধানীতে আর বিলম্ব করা কোন মতে যুক্তিসঙ্গত নয়। যত রাজগণ এ বৃথা স্বয়ম্বরে এসেছিল, তারা সকলেই আপন আপন রাজ্যে প্রস্থান করেছে। কিন্তু আমি এ পরমসুন্দরী কন্যাটিকে কি প্রকারে পরিত্যাগ করে যাই? (দীর্ঘনিশ্বাস) হে প্রভো অনঙ্গ, যেমন সুরেন্দ্র আপন বজ্র দ্বারা পর্ব্বত-পক্ষচ্ছেদ করো তাকে অচল করেছেন, তুমিও কি তোমার পুষ্পশরাঘাতে আমাকে তদ্রূপ গতিহীন কত্তো চাও? (চিন্তা করিয়া) এ স্ত্রীলোকটিকে কোন মতেই আমার রাজমহিষীপদে অভিষিক্তা করা যেতে পারে না। সিংহ সিংহীর সহিতই সহবাস করে। এ রাজবালা পদ্মাবতীর একজন সহচরী মাত্র, তা এর সহিত আমার কি সম্পর্ক? (দীর্ঘনিশ্বাস) হে রতিদেবি, তুমি যে অমূল্য রত্ন আমাকে দান কত্তো চাও, সে রত্ন শচী এবং যক্ষেশ্বরীর ক্রোধে আমার পক্ষে অস্পর্শীয় অগ্নিশিখা হলো। হায়, এ পবিত্রা প্রবাহিণী কি তাঁদের অভিশাপে আমার পক্ষে কর্ম্মনাশা নদী হয়ে উঠ্‌লো? তা আর বৃথা আক্ষেপ কল্যে কি হবে? (সচকিতে নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) এ কি?

নেপথ্যে। তুই বেটা কি সামান্য চোর! তুই যে দ্বিতীয় হনুমান্‌।

ঐ। কেন? হনুমান্‌ কেন?

ঐ। কেন তা আবার জিজ্ঞাসা করিস্‌? দেখ্‌ দেখি—যেমন হনুমান্‌ রাবণের মধুবন ভেঙ্গে লণ্ডভণ্ড করেছিল, তুইও আজ আমাদের মহারাজের অমৃতফলবনে সেইরূপ উৎপাত করেছিস্‌। তা তোর মাথাটা কেটে ফেলাই উচিত।

ঐ। ইস্‌!

ঐ। বটে? দেও ত হে, বেটাকে ঘা দুই তিন লাগিয়ে দেও ত।

নেপথ্যে। দোহাই মহারাজের—

(বেগে কতিপয় রক্ষক সহিত বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ। মহারাজ, আপনি আমাকে রক্ষা করুন।

রাজা। কেন, কি হয়েছে?

বিদূ। মহারাজ! এ ব্যাটারা সাক্ষাৎ যমদূত!

প্রথম। ধর ত হে, বেটাকে ধরে বাঁধ।

বিদূ। (রাজার পশ্চাদ্ভাগে দণ্ডায়মান হইয়া) ইস, তোর কি যোগত্যা যে তুই আমাকে বাঁধবি! ওরে দুষ্ট রক্ষক, তুই যদি কনকলঙ্কায় ঢুক্‌তে চাস্‌, তবে আগে সমুদ্র পার হ। এই মহাত্মা বিদর্ভদেশের অধিপতি রাজা ইন্দ্রনীল রায়।

রাজা। আরে কর কি।

বিদূ। মহারাজ, আপনি যে কে, তা টের না পেলে কি এ পাষণ্ড বেটারা আমাকে অম্‌নি ছাড়বে। বাপ!

প্রথম। মহাশয়—

বিদূ। মর বেটা নরাধম, তুই কাকে মহাশয় বলিস্‌ রে?

রাজা। (বিদূষকের প্রতি) চুপ্‌ কর হে—চুপ কর। (রক্ষকের প্রতি) রক্ষক, তুমি কি বল্‌ছিলে?

প্রথম। মহাশয়—দেখুন। এ ঠাকুরটি আমাদের মহারাজের অমৃতফলবনে যত পাকা ফল ছিল, প্রায় তা সব পেড়ে পেড়ে খেয়েছেন।

বিদূ। খাব না কেন? আমি খাব না ত আর কে খাবে? তুই বেটা আমাকে হনুমান্ বলে গাল দিচ্ছিলি। আচ্ছা, আমি যদি এখন হনুমানের মতন তোদের পুরী পুড়িয়ে ভস্ম করো যাই, তবে তুই আমার কি কত্তো পারিস্?

রাজা। (জনান্তিকে বিদূষকের প্রতি) ও কি কত্তো পারে? কিন্তু অবশেষে তুমি আপনার মুখ পোড়াবে। আর কি?

(কঞ্চুকী এবং পুরোহিতের পুনঃ প্রবেশ)

প্রথম। (কঞ্চুকী ও পুরোহিতের সহিত একান্তে কথোপকথন)

কঞ্চুকী। বল কি? (অগ্রসর হইয়া) মহারাজের জয় হউক।

পুরো। মহারাজ চিরজীবী হউন।

কঞ্চু। রক্ষক, তুমি এ সংবাদ মহারাজের নিকট অতি ত্বরায় লয়ে যাও।

প্রথম। যে আজ্ঞা, তবে এই আমি চল্লেম।

পুরো। মহারাজ, আপনার শুভাগমনে এ রাজধানী অদ্য কৃতার্থ হলো।

কঞ্চু। হে নরেশ্বর, আপনার আর এ স্থলে অবস্থিতি করা উচিত হয় না। অনুগ্রহ করো রাজনিকেতনের দিকে পদার্পণ করুন।

রাজা। (স্বগত) এত দিনের পর আজ সকলই বৃথা হলো। (প্রকাশে) চলুন।

[সকলের প্রস্থান।

(সখী এবং পরিচারিকার পুনঃ প্রবেশ)

সখী। হ্যাঁ লো মাধবি, এ আবার কি? আমারা কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি, না এ বাজীকরের বাজী?

পরি। ও মা, তাই ত! ঐ কি রাজা ইন্দ্রনীল, যাঁর কথা সকলেই কয়?

নেপথ্যে। (মঙ্গলবাদ্য ও জয়ধ্বনি)

সখী। কি আশ্চর্য্য! চল, আমরা এ সব কথা প্রিয়সখীকে বলি গে।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি তৃতীয়াঙ্ক।

—

চতুর্থাঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বিদর্ভ নগর—তোরণ।

(সারথিবেশে কলির প্রবেশ)

কলি। (স্বগত) আমি কলি,—
এ বিপুল বিশ্বে কে না কাঁপে
শুনিয়া আমার নাম? সতত কুপথে
গতি মোর। নলিনীরে সৃজেন বিধাতা—
জলতলে বসি আমি মৃণাল তাহার
হাসিয়া কণ্টকময় করি নিজবলে।
শশাঙ্ক যে কলঙ্কী—সে আমার ইচ্ছায়।
ময়ূরের চন্দ্রক-কলাপ দেখি, রাগে
কদাকারে পা-দুখানি গড়ি তার আমি।
(পরিক্রমণ)
জন্ম মম দেবকুলে;—অমৃতের সহ
গরল জন্মিয়াছিল সাগর-মথনে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম সকলি সমান মোর কাছে।
পরের যাহাতে ঘটে বিপরীত, তাতে
হিত মোর; পরদুঃখে সদা আমি সুখী।
(চিন্তা করিয়া) এ বিদর্ভপুরে,—
নৃপতি রাজেন্দ্র ইন্দ্রনীল; তার প্রতি
অতি প্রতিকূল এবে ইন্দ্রাণী সুন্দরী,
আর মুরজা রূপসী,—কুবের-রমণী;—
এ দোঁহার অনুরোধে, মায়াজালে আমি
বেড়িয়াছি নৃপবরে, নিষাদ যেমতি
ঘেরে সিংহ ঘোরবনে বধিতে তাহারে।
মাহেশ্বরী-পুরীর ঈশ্বর যজ্ঞসেন—
পদ্মাবতী নামে তাঁর সুন্দরী নন্দিনী;
ছদ্মবেশে বরি তারে রাজা ইন্দ্রনীল
আনিয়াছে নিজালয়ে; এ সংবাদ আমি
ভাটবেশে রটিয়া দিয়াছি দেশে দেশে।
পৃথিবীর রাজকুল মহারোষে আসি
থানা দিয়া বসিয়াছে এ নগর-দ্বারে—

নেপথ্যে। (ধনুষ্টঙ্কার ও শঙ্খনাদ)

কলি। (স্বগত) ঐ শুন—
বীর দর্পে তা সবার সঙ্গে যুঝে এবে
ইন্দ্রনীল। (চিন্তা করিয়া)
এই অবসরে যদি আমি
রাণী পদ্মাবতীরে লইতে পারি হরি—
তা হলে কামনা মোর হবে ফলবতী।

প্রেয়সী-বিরহশোকে ইন্দ্রনীল রায়
হারাইবে প্রাণ, ফণী মণি হারাইলে
মরে বিষাদে। এ হেতু সারথির বেশে
আসিয়াছি হেথা আমি. (পরিক্রমণ)
কি আশ্চর্য্য! অহো—
এ রাজকুলের লক্ষ্মী মহাতেজস্বিনী!
এঁর তেজে এ পুরীতে প্রবেশ করিতে
অক্ষম কি হইনু হে? (সহাস্যবদনে)
কেনই না হব?
অমৃত যে দেহে থাকে, শমন কি কভু
পারে তারে পরশিতে? দেখি, ভাগ্যক্রমে
পাই যদি রাণীরে এ তোরণ সমীপে।
(চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া সপুলকে)
এ কি? ওই না সে পদ্মাবতী?
আয় লো কামিনি—
এইরূপে কুরঙ্গিনী নিঃশঙ্কে অভাগা
পড়ে কিরাতের পথে; এইরূপে সদা
বিহঙ্গী উড়িয়া বসে নিষাদের ফাঁদে!
(চিন্তা করিয়া)
কিঞ্চিৎকালের জন্য অদৃশ্য হইয়া
দেখি কি করা উচিত। (অন্তর্দ্ধান)

(অবগুণ্ঠনাবৃতা পদ্মাবতী এবং সখীর প্রবেশ)

সখী। প্রিয়সখি, এ সময়ে পাঁচীরের বাইরে যাওয়া কোন মতেই উচিত হয় না। তা এসো, আমরা এখানেই দাঁড়াই। আর এ তোরণ দিয়েও কৈ কেউ ত বড় যাওয়া-আসা কচ্চে না, এ এক প্রকার নির্জ্জন স্থান।

পদ্মা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখি, আমার মত হতভাগিনী কি আর দুটি আছে? দেখ, প্রাণেশ্বর আমার জন্যে কি ক্লেশই না পেলেন! আর এই যে একটা ভয়ঙ্কর সমর আরম্ভ হয়েছে, যদি ভগবতী পার্ব্বতীর চরণ প্রসাদে এ হতে আমরা নিস্তার পাই, তবুও যে কত পতিহীনা স্ত্রী, কত পুত্রহীনা জননী, কত যে লোক আমার নাম শুনলেই শোকানলে দগ্ধ হয়ে আমাকে যে কত অভিসম্পাত দেবে, তা কে বলতে পারে? হে বিধাতঃ, তুমি আমার অদৃষ্টে যে সুখভোগ লেখো নাই, আমি তার নিমিত্তে তোমাকে তিরস্কার করি না, কিন্তু তুমি আমাকে পরের সুখনাশিনী কল্যে কেন? (রোদন)

সখী। প্রিয়সখি! তুমি এমন কথা মনেও করো না। তোমার জন্যেই যে রাজারা কেবল যুদ্ধ করো মর্চ্চে, তা নয়। এ পৃথিবীতে এমন কথ অনেক স্থানে হয়ে গেছে। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে কি হয়েছিল, তা কি তুমি শোন নি?

পদ্মা। সখি, তুমি পাঞ্চালীর কথা কেন কও? শশীর কলঙ্কে তাঁর শ্রীর হ্রাস না হয়ে বরঞ্চ বৃদ্ধিই হয়।—

(নেপথ্যে ধনুষ্টঙ্কার, হুঙ্কারধ্বনি এবং রণবাদ্য)

পদ্মা। (সত্রাসে) উঃ! কি ভয়ঙ্কর শব্দ! সখি, তুমি আমাকে ধর। এই দেখ, বীরদলের পায়ের ভরে বসুমতী যেন কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছেন।

সখী। (আকাশমার্গে দৃষ্টিপাত করিয়া) কি সর্ব্বনাশ! দেখ প্রিয়সখি, দেখ, আকাশ থেকে যেন অগ্নিবৃষ্টি হচ্চে।

পদ্মা। কি সর্ব্বনাশ! সখি, আমার কি হবে? (রোদন)

সখী। প্রিয়সখি! তুমি কেঁদো না। আর ভয় নাই, ঐ দেখ, যখন রাজ-সারথি এই দিকে আস্‌ছে, তখন বোধ হয় মহারাজ অবশ্যই শত্রুদলকে পরাভব করে থাকবেন।

পদ্মা। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) কি সর্ব্বনাশ। সারথি যে একলা আস্‌ছে?

(সারথি বেশে কলির পুনঃ প্রবেশ)

সারথি, তুমি যে রাজরথ ত্যাগ করে আস্‌চো?

কলি। মহিষি, আপনি এত উতলা হবেন না। মহারাজ এ দাসকে আপনার নিকটেই পাঠিয়েছেন।

পদ্মা। কেন? কি সংবাদ, তা তুমি আমাকে শীঘ্র করে বল।

কলি। আজ্ঞা, সকলই সুসংবাদ, মহারাজ অন্য এক রথে আরোহণ করে আমাকে এই বলো আপনার নিকট পাঠিয়েছেন, যে আপনি কিঞ্চিৎ কালের জন্যে রাজপুরী ছেড়ে ঐ পর্ব্বতের দুর্গে গিয়ে থাকুন। আর এ দাসও নরবরের আজ্ঞায় এই রথ এনেছে। তা দেবীর কি আজ্ঞা হয়?

সখী। প্রিয়সখি, তুমি যে চুপ করে রৈলে?

পদ্মা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখি, আমি এ নগর ছেড়ে কেমন করে যাই?—

নেপথ্যে। (ধনুষ্টঙ্কার, হুঙ্কারধ্বনি ও রণবাদ্য)

সখী। উঃ! কি ভয়ঙ্কর শব্দ! সারথি, কৈ, রথ কোথায়? তুমি আমাদের শীঘ্র নিয়ে চল।

কলি। (স্বগত) এ হতভাগিনীরও মরণেচ্ছা হলো না কি? তা যে শিশিরবিন্দু পুষ্পদলে আশ্রয়

নয়, সে কি সূর্য্যের প্রচণ্ড কিরণ হতে কখন রক্ষা পেতে পারে? (প্রকাশে) দেবি, তবে আসুন।

পদ্মা। (স্বগত) হে আকাশমণ্ডল, তোমাকে লোকে শব্দবাহ বলে। তা তুমি এ দাসীর প্রতি অনুগ্রহ করো, আমার এই কথাগুলিন্ আমার জীবননাথের কর্ণকুহরে সাবধানে লয়ে যাও। হে রাজন, তোমার পদ্মাবতী তোমার আজ্ঞা পালন কল্যে; কিন্তু তার প্রাণটি এ রণক্ষেত্রে তোমার নিকটেই রৈল। দেখ, চাতকিনী বজ্র, বিদ্যুৎ আর প্রবল বায়ুকেও ভয় না করো, জলধরের প্রসাদ-প্রতীক্ষায় কেবল তার সঙ্গেই উড়তে থাকে।

সখী। প্রিয়সখি, চল, আমরা যাই।

পদ্মা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) তবে চল।

কলি। (স্বগত) গরুড় ভুজঙ্গিনীকে ধরে উড়লেন।

[সকলের প্রস্থান।

(রক্তাক্ত বস্ত্র পরিধানে ও রক্তার্দ্র অসিহস্তে বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া স্বগত) রাম বল, বাঁচলেম। বেশ পালিয়েছি। আরে, আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আমার কি এ সকল ভাল লাগে? তবে করি কি? দুষ্ট ক্ষত্রদলের সঙ্গে কেবল এ পোড়া পেটের জ্বালায় সহবাস কত্তো হয়। তা এ একটু আধটু সাহস না দেখালে বেটারা নিতান্ত হেয় জ্ঞান করবে বল্যে আমি এই খাঁড়াখানা নিয়ে বেরিয়েছি—যেন যুদ্ধ কত্তোই গিয়েছিলেম। আর এই যে রক্ত দেখচো, এ ত রক্ত নয়। এ—আলতা-গোলা। (উচ্চহাস্য) এ যুদ্ধের কথা শুনে ব্রাহ্মণীর সিন্দুর-চুপড়ী থেকে খানকতক আলতা চুরি করে টেঁকে গুঁজে রেখেছিলাম। আর কেন যে রেখে-ছিলেম, তা সামান্য লোকের বুঝে উঠা দুষ্কর। ওহে, যেমন সিংহের অস্ত্র দাঁত, ষাঁড়ের অস্ত্র শিঙ, হাতীর অস্ত্র শুঁড়, পাখীর অস্ত্র ঠোঁট আর নখ, ক্ষত্রকুলের অস্ত্র ধনুর্ব্বাণ, তেমনি ব্রাহ্মণের অস্ত্র—বিদ্যা আর বুদ্ধি। তা বিদ্যা বিষয়ে ত আমার ক অক্ষর গোমাংস, তবে কি না, একটু বুদ্ধি আছে। আর তা না থাকলে কি এত করে উঠতে পাত্তোম? বল দেখি, আমার কাপড় আর এই খাঁড়া দেখে কে না ভাববে যে আমি শত শত হাতী আর ঘোড়া আর যোদ্ধাদের যমের বাড়ী পাঠিয়ে এসেছি? (উচ্চহাস্য) [illegible]

আমাকে কি পুরস্কার করেন। হে দুষ্টে সরস্বতি! তুমি এসে আমার কাঁধে ভর কর, তা না কল্যে কর্ম্ম চলবে না। আজ যে আমাকে কত মিথ্যা কথা কহিতে হবে, তার সংখ্যা নাই।

(কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ)

প্রথম। এই যে আর্য্য মাণবক এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। মহাশয়, প্রণাম করি। (নিকটবর্ত্তী হইয়া সচকিতে) ইঃ, এ কি।

বিদূ। কেন, কি হলো?

প্রথম। মহাশয়, আপনার সর্ব্বাঙ্গে যে রক্ত দেখচি!

বিদূ। দেখবে না কেন? ওহে, দোল দেখতে গেলে কি গায়ে আবীর লাগে না?

দ্বিতীয়। তবে মহাশয়, রণক্ষেত্রে গিয়ে-ছিলেন না কি?

বিদূ। যাব না কেন? কি হে, তুমি কি ভেবেছো যে আমি একটা টোলের ভট্টাচার্য্য—দেড়গজী সমাস ভিন্ন কথা কই না, আর বিচার-সভাতেই কেবল দ্রোণাচার্য্যের বীর্য্য দেখাই? কিন্তু মারামারির গন্ধ পেলেই ব্রাহ্মণীর আঁচল ধরে তার পেছন দিকে গিয়ে লুকুই? (উচ্চহাস্য)

দ্বিতীয়। না, না, তাও কি হয়? আপনি এক জন মহা বীরপুরুষ! তা কি সংবাদ, বলুন দেখি শুনি?

বিদূ। আর কি সংবাদ! দেখ, যেমন জমদগ্নির পুত্র ভীষ্ম—

প্রথম। মহাশয়, জমদগ্নির পুত্র ভৃগুরাম।

বিদূ। তাই ত। তা এ গোলে কি কিছু মনে থাকে হে? দেখ, যেমন জমদগ্নির পুত্র ভৃগুরাম পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করেছিলেন, এ ব্রাহ্মণও আজ তাই করেছে।

নেপথ্যে। (জয়বাদ্য)

প্রথম। এই যে মহারাজ, শত্রুদলকে রণস্থলে জয় করে ফিরে আসছেন।

নেপথ্যে। মহারাজের জয় হউক!

তৃতীয়। চল হে রাজদর্শনে যাওয়া যাউক।

নেপথ্যে। (বৈতালিকের গীত)

রাজ-সুরট—একতালা।

কি রঙ্গ রাজভবনে, কি রঙ্গ আজ—

পুলকে সব হইল মগন, উৎসবরত যত পুরজন,
জয় জয় রবপূর্ণ গগন, নৌবত ঘন বাজে ॥
সৈন্যসকল সমরকুশল, নিরখি ভীত অরিদলবল,
কম্পিত হয় ধরণীতল, বাসুকি নত লাজে।
ভূপতি অতি বীর্য্যবান্,
বিভব নিবহ সুরসমান,
ইন্দ্র যেন শোভমান, মর্ত্ত্য-ভুবন মাঝে ॥

নেপথ্যে। ওরে, একজন দৌড়ে গিয়ে আর্য্য মাণবককে শীঘ্র ডেকে আনগে তো, মহারাজ তাঁর অন্বেষণ কচ্চোন।

বিদু। ঐ শোন। দেখি, মহারাজ আমাকে আজ কি শিরোপা দেন।

[প্রস্থান।

প্রথম। এ ব্রাহ্মণ বেটা কি সামান্য ধূর্ত্ত গা?

দ্বিতীয়। এমন নির্লজ্জ পুরুষ কি আর পৃথিবীতে দুটি আছে?

তৃতীয়। তবে ও আলুতা-গোলা বটে?

প্রথম। তা বই কি? ও কি আর যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়েছিলো?

দ্বিতীয়। মহাশয়, চলুন রাজদর্শন করিগে।

প্রথম। চল।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

পর্ব্বতশিখরস্থ গহন কানন।

(কলির প্রবেশ)

কলি। (স্বগত) এই ত হরণ করি আনিনু রাণীরে
এ ঘোর কাননে। এবে কোথায় ইন্দ্রাণী?
যে প্রতিজ্ঞা তাঁর কাছে করেছিনু আমি,
রক্ষা করিয়াছি তাহা পরম কৌশলে—
(কলির কৌশল কভু হয় কি বিফল?)
যাই এবে স্বর্গে (অবলোকন করিয়া)
অহো! এই যে পৌলোমী
মুরজার সঙ্গে—

(শচী এবং মুরজার প্রবেশ)

(প্রকাশে) দেবি, আশীর্ব্বাদ করি।
শচী। প্রণাম হে দেববর! কি করেছ, বল?
কলি। পালিনু তোমার আজ্ঞা যতনে, ইন্দ্রাণী!
বিদায় করহ এবে যাই স্বর্গপুরে।
শচী। (ব্যগ্রভাবে) কোথায় রেখেছ তারে?
কলি। এই ঘোর বনে
সখী সহ আনি তারে রেখেছি, মাহিষি!
(সহাস্য বদনে)
রথে যবে তুলি দোঁহে উঠিনু আকাশে,
কত যে কাঁদিল ধনী, করিল মিনতি,
সে সকল মনে হলে—হাসি আসে মুখে!
মুর। (স্বগত) কেন দুরাচার আর আছে
কি জগতে? (প্রকাশে) ভাল, কলিদেব,—
কিছু কি হলো না দয়া তোমার হৃদয়ে?
কলি। সে কি, দেবি? হরিণীরে মৃগেন্দ্র-কেশরী
ধরে যবে, শুনি তার ক্রন্দনের ধ্বনি
সদয় হইয়া সে কি ছাড়ি দেয় তারে?
শচী। কলিদেব—
শত ধন্যবাদ আমি করি গো তোমারে।
শতকোটী প্রণাম তোমার ও চরণে!
বাঁচালে আমারে তুমি। তোমার প্রসাদে
রহিল আমার মান। অপ্সরীর দলে
যাহে প্রাণ চাহে তব, পাইবে তাহারে—
পাঠাইব তারে আমি তোমার আলয়ে,
রবিরে প্রদান যথা করয়ে সরসী
নব কমলিনী হাসি—নিশি-অবসানে।
যত রত্নরাজী আছে বৈজয়ন্ত-ধামে
তোমার সে সব। দেখ, আজি হতে শচী—
ত্রিদিবের দেবী—দেব, হলো তব দাসী।
যাও চলি স্বর্গে এবে। শীঘ্র আসি আমি
যথোচিত পুরস্কারে তুষিব তোমারে।
কলি। যে আজ্ঞা!
বিদায় তবে হই আমি সতি।

[প্রস্থান।

মুর। সখি, আমাদের কি এ ভাল কর্ম্ম হলো?

শচী। কেন? মন্দ কর্ম্মই বা কি?

মুর। দেখ, আমরা পরের অপরাধে এ সরলা মেয়েটিকে যাতনা দিতে প্রবৃত্ত হলেম।

শচী। আঃ, আর মিছে বকো কেন? তোমাকে আমি না হবে তো প্রায় এক শত বার বলেছি, যে স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতা দুষ্ট দমন করবার জন্যে সময় বিশেষে ভগবতী বসুমতীকেও জলমগ্ন করেন। তা ভগবতী বসুন্ধরা কি স্বদোষে সে যন্ত্রণা ভোগ করেন?

মুর। তা আমি কেমন করে্য বলবো?

(চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া) এক বার ঐ দিকে চেয়ে দেখ দেখি, সখি।

শচী। কি?

মুর। সখি, ঐ পর্ব্বতশৃঙ্গের অন্তরাল থেকে এ দিকে কে আস্‌চে দেখ তো? আহা! এ কি ভগবতী ভাগীরথী হরিদ্বার হতে বেরুচোন? এমন অপরূপ রূপ-লাবণ্য ত আমি কোথাও দেখি নাই।

শচী। ঐ সেই পদ্মাবতী।

মুর। সখি, ওর মুখখানি দেখ্‌লে বোধ হয়, যেন আমি ওকে আরও কোথাও দেখেছি। (স্বগত) এ কি? আমার স্তনদ্বয় যে সহসা দুগ্ধে পরিপূর্ণ হলো? হে হৃদয়, তুমি এত চঞ্চল হলে কেন?

শচী। সখি, চল আমরা পুনরায় কলিদেবের নিকটে যাই।

মুর। কেন?

শচী। চল না কেন? আমার মনস্কামনা এখনও সম্পূর্ণরূপে সফল হয় নাই।

মুর। সখি, আমার মন কলিদেবের নিকটে আর কোন মতেই যেতে চায় না। আমি অলকায় চল্লেম। [প্রস্থান।

শচী। (স্বগত) তুমি গেলেই বা! তোমার দ্বারা যত উপকার হতে পারবে, তা আমি বিশেষ রূপে জানি। তা যাই—আমি একলাই কলিদেবের নিকটে যাই; ইন্দ্রনীল যেন স্বয়ংবর-সংগ্রামে হত হয়েছে, এইরূপ একটা মিথ্যাঘোষণা রটিয়ে দিলে আরও ভাল হবে। [প্রস্থান।

(পদ্মাবতীর প্রবেশ)

পদ্মা। (স্বগত) হায়! এ বিপজ্জাল হতে আমাকে কে রক্ষা করবে! এ কি কোন দেব, না দেবী, এ হতভাগিনীর প্রতি বাম হয়ে একে এত যন্ত্রণা দিতে প্রবৃত্ত হলেন? (চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া) কি ভয়ঙ্কর স্থান!—বোধ হয় যেন, যামিনীদেবী দিবাভাগে এই নিভৃত-স্থলেই বিরাজ করেন। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হে প্রাণেশ্বর! যেমন রঘুনাথ ভগবতী জানকীকে বিনা দোষে বনবাস দিয়েছিলেন, আপনিও কি এ দাসীর প্রতি প্রতিকূল হয়ে তাই কল্যেন? হে জীবিতেশ্বর! আপনি যে আমাকে পৃথ্বীর সুখভোগে নিরাশ কল্যেন, তাতে আমার কিছুই মনোবেদনা হয় না। তবে যাবজ্জীবন আমার এই একটা দুঃখ রৈলো যে, আপনাকে আমি [illegible]

রোদন) হায়! আমার কি হবে? আমাকে কে রক্ষা করবে? (পরিক্রমণ ও পর্ব্বতের প্রতি লক্ষ্য করিয়া) হে গিরিবর! এ অনাথা আপনার নিকট আশ্রয় চায়, তা আপনার কি আজ্ঞা হয়? (চিন্তা করিয়া) আপনি যে নিস্তব্ধ হয়ে রইলেন? তা থাকবেন বৈ আর কি? হে নগরাজ, এ পৃথিবীতে যে ব্যক্তি মহান্ হয়, তার ক্ষুদ্র লোকের প্রতি এইরূপই ব্যবহার বটে। আপনি সিংহের নিনাদ শুনলে তৎক্ষণাৎ তার প্রত্যুত্তর দেন,—মেঘের গর্জ্জনে পুনর্গর্জ্জন করেন;—বজ্রের শব্দে অস্থির হয়ে হুহুঙ্কারধ্বনি করেন। আমি অবলা মানবী, তা আপনি আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করবেন কেন? (রোদন) কি আশ্চর্য্য! এ এমনি গহনবন, যে এখানে আমার আপনার পদশব্দ শুনলেও ভয় হয়। হায়! আমি এখন কোথায় যাব? বসুমতী যে এখনও আস্‌চে না?

(কদলীপত্রে জল লইয়া সখীর প্রবেশ)

সখী। প্রিয়সখি, এই নাও। আঃ! জলের অন্বেষণে যে আমি কতদূর ঘুরেছি, তার আর কি বলবো?

পদ্মা। (জলপান করিয়া) সখি, আমি তোমাকে বৃথা ক্লেশ দিলেম বৈ ত নয়। হায়! এ জলে কি এ পাপ প্রাণের তৃষ্ণা দূর হবে? (রোদন)

সখী। প্রিয়সখি! এ পর্ব্বতপ্রদেশ কি ভয়ঙ্কর স্থান!

পদ্মা। কেন? কেন?

সখী। উঃ! আমি যে কত সিংহ, কত বাঘ, কত মহিষ, কত ভালুক, আর কত যে বরাহের পায়ের চিহ্ন দেখেছি, তা মনে হলে বুক শুকিয়ে উঠে! প্রিয়সখি, এ ঘোর গহন বনে আমাদের আর কে রক্ষা করবে? (রোদন)

পদ্মা। (সখীর হস্ত ধারণ করিয়া) সখি, আমি যে প্রাণনাথের নিকট কি অপরাধ করেছি, তা আমার এখনও স্মরণ হচো না। কিন্তু তিনি কি আমার প্রতি একেবারে এত নির্দ্দয় হলেন, যে এ হতভাগিনীকে যারা ভালবাসে, তাদের উপরও তাঁর রাগ হলো? (রোদন)

সখী। প্রিয়সখি, তুমি আমার জন্যে কেঁদো না।

পদ্মা। সখি! তুমিও কি আমার দোষে মারা পড়বে? (রোদন)

সখী। (সজল নয়নে পদ্মাবতীকে আলিঙ্গন করিয়া) প্রিয়সখি, আমি কি তোমার [illegible]

ডরাই ! আমি যদি আমার প্রাণ দিয়ে তোমাকে এ বিপজ্জাল হতে উদ্ধার কত্তো পারি, তবে আমি তা এখনই দিতে প্রস্তুত আছি। (রোদন)

পদ্মা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হে বিধাতঃ, তুমি যদি এ তরণীকে অকূল সমুদ্রমধ্যে মগ্ন করবার নিমিত্তেই নির্ম্মাণ করেছিলে, তবে তুমি একে জলপূর্ণ করে্য ভাসালে কেন ? (রোদন)

সখী। প্রিয়সখি, তুমি আমার জন্যে কেঁদো না। (রোদন)

পদ্মা। সখি ! এসো আমরা এখানে বসি। আমাদের কপালে যদি মরণ থাকে, তবে আমরা একত্রেই মরবো (শিলাতলে উভয়ের উপবেশন)

সখী। প্রিয়সখি, এ দুষ্ট সারথি যে আমাদের সঙ্গে এমন অসৎ ব্যবহার করবে, তা আমি স্বপ্নেও জানতেম না।

পদ্মা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখি, তার দোষ কি ? সে এক জন ভৃত্য বই ত নয়।

নেপথ্যে। রে অবোধ প্রাণ ! তুই যদি এ ভগ্ন কারাগারস্বরূপ দেহ রণভূমিতেই পরিত্যাগ কত্তিস, তা হলে ত তোকে আর এ যন্ত্রণা সহ্য কত্তো হতো না ! হায় !—

পদ্মা। (সত্রাসে) এ কি ? (উভয়ের গাত্রোত্থান)

সখী। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া সত্রাসে) তাই ত প্রিয়সখি, বোধ করি, এ কোন মায়াবী রাক্ষস হবে ! হে জগদীশ্বর ! আমাদের এখন কে রক্ষা করবে ?

(ক্ষত যোদ্ধার বেশে কলির পুনঃ প্রবেশ)

কলি। আপনারা দেবকন্যাই হউন, কি মানবীই হউন, আমার এ স্থলে সহসা প্রবেশে বিরক্ত হবেন না। হায় ! যেমন হস্তী সিংহের প্রচণ্ড আঘাতে ব্যথিত হয়ে কোন পর্ব্বতগহ্বরে ত্রাসে পলায়ন করে, আমিও তদ্রূপ এই স্থলে এসে উপস্থিত হলেম।

সখী। (ব্যগ্রভাবে) কেন ? আপনার কি হয়েছে ?

কলি। আমি বীরচূড়ামণি রাজা ইন্দ্রনীলের এক জন যোদ্ধা। তাঁর শত্রুদলের সঙ্গে ঘোরতর সংগ্রাম করে এই দুরবস্থায় পড়েছি।

পদ্মা। (ব্যগ্রভাবে) মহাশয়, রণক্ষেত্রের সংবাদ কি ?

কলি। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হায় ! দেবি, আপনি ও কথা আর আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করেন ? প্রবল শত্রুদল মহারাজকে সসৈন্যে নিপাত করে্য বিদর্ভনগরীকে ভস্মরাশি করেছে।

পদ্মা। অ্যাঁ ! আপনি কি বল্যেন ?

সখী। এ কি ! প্রিয়সখী যে সহসা পাণ্ডুবর্ণা হয়ে উঠলেন।

পদ্মা। (অচেতন হইয়া ভূতলে প[illegible])

সখী। (পদ্মাবতীকে ক্রোড়ে [illegible] করিয়া) হায় ! প্রিয়সখী যে অচেতন হয়ে প[illegible] ! মহাশয়, ঐ পর্ব্বতশৃঙ্গের ঐ দিকে একটা [illegible]র আছে, আপনি অনুগ্রহ করে্য ওখান থে[illegible] একটু জল আনলে বড় উপকার হয়। ইনি [illegible]ন সামান্যা স্ত্রী নন ! ইনি রাজমহিষী পদ্মাবতী।

কলি। (স্বগত) যেমন [illegible] আপন শত্রুকে দংশন করে্য বিবরে প্রবেশ [illegible] আমিও তদ্রূপ আপন অভীষ্ট সিদ্ধি করে স্বস্থ[illegible] প্রস্থান করি। (প্রকাশে) এই আমি চল্যেম।

[প্রস্থান।

সখী। (স্বগত) হায়, এ কি হলো ? (আকাশে কোমল বাদ্য) এ কি ?

আকাশে। (গীত)

লুম—যৎ

আর কি কব তোমারে ?

যে জন পীরিতে রত, সুখ দু[illegible]হে কত, পরেরি তরে !

সুধাকর প্রেমাধীনী, অতি সুখী চকোরিণী ; কভু হয় বিষাদিনী, বিরহ শরে !

নলিনী ভানুর বশে, মগন প্রণয়-রসে, তথাপি কখন ভাসে, বিষাদ-নীরে !

প্রেম সমভাব নহে, কভু সুখভোগে রহে, কভু বা বিরহ দহে, নয়ন ঝুরে ॥

(কাষ্ঠচ্ছেদিকা বেশে রতিদেবীর প্রবেশ)

রতি। (স্বগত) হায় ! দেবকুলে শচীর মত চণ্ডালিনী কি আর আছে ? আহা ! সে যে দুষ্ট কলির সহকারে রাজমহিষী পদ্মাবতীকে কত ক্লেশ দিতে আরম্ভ করেছে, তা মনে হলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। তা আমার এখন কি করা উচিত ? (চিন্তা করিয়া) এই চিত্রকূট পর্ব্বতের নিকটে তমসা নদীতীরে অনেক মহর্ষিরা সপরিবারে বাস করেন, তা পদ্মাবতী আর বসুমতীকে কোন মুনির আশ্রমে লয়ে যাওয়াই উচিত। তার পরে আমি কৈলাসপুরীতে ভগবতী পার্ব্বতীর নিকট এ সকল

স্তু নিবেদন করবো। তিনি এ বিষয়ে মনো-
গ কল্যে আর কোন ভয়ই থাকবে না। যে
গঙ্গাদেবীর স্পর্শে পবিত্র হয়েছে, সে দেশে
কেউ তৃষ্ণাপীড়া ভোগ করে? (অগ্রসর হইয়া
াশে) ওগো, তোমরা কারা গো?

সখী। তুমি কে?

রতি। আমি এই পর্ব্বতে কাট কুড়াতে
াছি, তোমরা এখানে কি কচ্চো?

সখী। দেখ, আমার প্রিয়সখী অচেতন হয়ে
ছেন, তা তুমি একটু জল এনে দিতে পার?

রতি। অচেতন হয়েছেন? তা জলে কাজ
? আমি ওঁকে এখনই ভাল করে দিচ্ছি।

(পদ্মাবতীর গাত্রে হস্ত প্রদান)

পদ্মা। (চেতন পাইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ)

রতি। দেখ, এই তোমার সখী চেতন পেলেন।

পদ্মা। (গাত্রোত্থান করিয়া) সখি, আমি যে এক
ক স্বপ্ন দেখেছি, তার কথা আর কি বলবো?

সখী। প্রিয়সখি, কি স্বপ্ন?

পদ্মা। আমার বোধ হলো যেন একটি
াসুন্দরী দেবকন্যা আমার মস্তকে তাঁর পদ্মহস্ত
য়ে বল্যেন, বৎসে, তুমি শান্ত হও, তোমার
ানাথের সঙ্গে শীঘ্রই তোমার মিলন হবে।
তিকে অবলোকন করিয়া সখীর প্রতি)
, এ স্ত্রীলোকটি কে?

সখী। প্রিয়সখি, এ এক জন কাঠুরিয়াদের
য়।

রতি। হ্যাঁ গা, তোমাদের কি এখানে থাকতে
হয় না?

পদ্মা। কেন?

রতি। এ পাহাড়ে যে কত সিংহ, কত বাঘ,
ভালুক আর কত যে সাপ থাকে, তা কি
মরা জান না?

সখী। (সত্রাসে) কি সর্ব্বনাশ! এ পাহাড়ের
কি গা!

রতি। এর নাম চিত্রকূট।

পদ্মা। এখান থেকে বিদর্ভনগর কত দূর, তা
জান?

রতি। বিদর্ভনগর এখান থেকে অনেক দিনের
। কেন, তোমরা কি সেখানে যেতে চাও?

পদ্মা। (স্বগত) হায়! সে বিদর্ভনগর কি
আছে? হে প্রাণেশ্বর, তুমি এ হতভাগিনীকে
সঙ্গে করো নিলে না? রোদন)

রতি। (সখীর প্রতি) তোমার প্রিয়সখী
কাঁদেন কেন? ওঁর যদি এখানে থাকতে ভয় হয়,
তবে তোমরা আমার সঙ্গে এসো।

সখী। তুমি আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে?

রতি। এই পাহাড়ের কাছে অনেক তপস্বীরা
বসতি করেন, তা তাঁদের কারো আশ্রমে গেলে
তোমাদের আর কোন ক্লেশই থাকবে না।

সখী। (পদ্মাবতীর প্রতি) প্রিয়সখি, তুমি
কি বল? আমার বিবেচনায় এখানে আর এক
মুহূর্ত্তের জন্যেও থাকা উচিত হয় না।

পদ্মা। সখি, তোমার যা ইচ্ছা।

সখী। তবে চল। ওগো কাঠুরেদের মেয়ে,
তুমি আমাদের পথ দেখিয়ে দাও ত?

রতি। এই দিকে এসো। [সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বিদর্ভনগরস্থ রাজগৃহ।

(রাজা ইন্দ্রনীল ম্লান ও মৌনভাবে আসীন, মন্ত্রী)

মন্ত্রী। (স্বগত) প্রায় সপ্তাহ হলো রাজ্ঞী
পদ্মাবতী সখী বসুমতীর সহিত রাজপুরী পরিত্যাগ
করো যে কোথায় গেছেন, তার কোন অনুসন্ধানই
পাওয়া যাচ্চে না। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ
করিয়া) আহা! মহীপাল অধুনা রাজমহিষীর
প্রাপ্তিবিষয়ে প্রায় নিরাশ্বাস হয়ে নিরাহারে এবং
অনিদ্রায় দিনযামিনী যাপন করেন; আর আপনার
নিত্যকার্য্যের প্রতি তিলার্দ্ধের নিমিত্তেও মনোযোগ
করেন না। হায়! মহারাজের দুর্দ্দশা দেখলে
হৃদয় বিদীর্ণ হয়। হে বিধাতঃ! তোমার এ কি
সামান্য বিড়ম্বনা! তুমি কি এ দয়াসিন্ধুকেও
বাড়বানলে তাপিত কল্যে? এ কল্পতরুকেও
দাবানলে দগ্ধ কল্যে? এ প্রতাপশালী আদিত্যকেও
দুষ্ট রাহুর গ্রাসে নিক্ষিপ্ত কল্যে? (চিন্তা
করিয়া) তা আমার আর এ স্থলে অপেক্ষা করবার
কোন প্রয়োজন নাই। প্রায় দুই দণ্ডাবধি আমি
এ স্থলে দণ্ডায়মান আছি, কিন্তু মহারাজ আমার
প্রতি একবার দৃকপাত কল্যেন না। (নেপথ্যা-
ভিমুখে অবলোকন করিয়া) এই যে আর্য্য
মাণবক এ দিকে আগমন কচ্চেন। তা দেখি
এঁর দ্বারা কোন উপকার হতে পারে কি না।

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ। (মন্ত্রীর প্রতি) মহাশয়, আপনি
অনুগ্রহ করে এখান থেকে কিঞ্চিৎকালের জন্য

প্রস্থান করুন। দেখি, আমি মহারাজের এ মৌন-ব্রত ভঙ্গ করতে পারি কি না।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা, তবে আমি যাই। [প্রস্থান।

বিদু। (স্বগত) হায়! প্রিয় বয়স্যের এ দুরবস্থা দেখে আর এক মুহূর্ত্তের জন্যেও বাঁচতে ইচ্ছা করে না। হা রে দারুণ বিধি, তোর মনে কি এই ছিল? (চিন্তা করিয়া) প্রিয় বয়স্যের সঙ্গীতে চিরকাল অনুরাগ, আর না হবেই বা কেন? ঋতুরাজ বসন্তই কোকিলকে সমাদর করেন। এই জন্যই আমি রাজমহিষীর কয়েক জন সুগায়িকা সহচরীকে এখানে এনেছি। দেখি, এদের সুস্বরে প্রিয় বয়স্যের চিত্তবিনোদন হয় কি না? (নেপথ্যাভিমুখে জনান্তিকে) কেমন নিপুণিকে, তোমরা সকলে প্রস্তুত হয়েছ? (কর্ণ দিয়া) ভাল! তবে আরম্ভ কর দেখি?

নেপথ্যে। (বহুবিধ যন্ত্রের মৃদুধ্বনি)

বিদু। (নেপথ্যাভিমুখে জনান্তিকে) আহা! কি মনোহর ধ্বনি! তা এখন একটা উত্তম গান গাও দেখি?

নেপথ্যে। (গীত)

বারোয়াঁ—ঠুংরী।

পীরিতি পরম রতন্।

বিরহে পারে কি কভু হরিতে সে ধন॥
কমলে কণ্টক থাকে, তবু ভালবাসে লোকে,
কে ত্যজে বিচ্ছেদ দেখে, প্রেম আকিঞ্চন।
মিলন বিচ্ছেদ পরে, দ্বিগুণ সুখের তরে,
যথা অমানিশান্তরে শশীর শোভন্॥

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখে মাণবক!

বিদু। (সহর্ষে) মহারাজের জয় হউক!

রাজা। (গাত্রোত্থান করিয়া) সখে, যে, কুসুমকানন দাবানলে দগ্ধ হয়ে গেছে, তাতে জল সেচন করা বৃথা পরিশ্রম বৈ ত নয়।

বিদু। বয়স্য, বিধাতা না করেন যে, এমন সুকুসুম-কাননে দাবানল প্রবেশ করে।

রাজা। সে যা হৌক, সখে, তুমি আমাকে চিরবাধিত কল্যে। দেখ, আগ্নেয়গিরির উপরে মেঘদল বারিবর্ষণ কল্যে যদ্যপিও তার অন্তরিত হুতাশন নির্ব্বাণ না হয়, তত্রাচ তার অঙ্গের জ্বালার অনেক হ্রাস হয়। তুমি আমার মনোরঞ্জনের নিমিত্তে কি না কচ্যো?

বিদু। বয়স্য, সাগর উথলিত হলে যে কত জীবের জীবনসংশয় হয়, তা কি আপনি জানেন না? তা আপনি একটু সুস্থির হলে আমরা সকলেই পরম সুখলাভ করি।

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখে, এমন প্রবল ঝড় বইতে আরম্ভ কল্যে কি সাগর স্থির হয়ে থাকতে পারে? দেখ, যে শোকশেলে দেবদেব মহাদেব এবং স্বয়ং বিষ্ণু-অবতার রঘুপতিও ব্যথিত হয়েছিলেন, তার প্রচণ্ড আঘাতে আমি অতি ক্ষুদ্র মানব কি স্থির হতে পারি? (চিন্তা ও দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হে বিধাতঃ! তোমার কি কিছুমাত্র বিবেচনা নাই? যে হলাহল স্বয়ং নীলকণ্ঠের দেহ দাহন করেছিল, তাই তুমি আমাকে পান করালে?

বিদু। (স্বগত) আহা! প্রিয় বয়স্যের খেদোক্তি শুন্‌লে বুক ফেটে যায়! হায় রে নিষ্ঠুর বিধি! তোর মনে কি এই ছিল?

রাজা। কি আশ্চর্য্য! সখে, এ সুবর্ণলতাটি যে আমার হৃদয়ভূমি থেকে কোন্ নিশাচর চুরি করে নিয়ে গেলো, এ সংবাদ কি কেউ আমাকে দিতে পারে না? হে পক্ষিরাজ জটায়ু, তোমার তুল্য পরোপকারী কি বিহঙ্গমকুলে আর এখন কেউ নাই? হায়! (মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি)

বিদু। কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! (উচ্চৈঃস্বরে) ওরে, এখানে কে আছিস্ রে? একবার শীঘ্র করে এ দিকে আয় তো।

(বেগে মন্ত্রীর পুনঃ প্র[illegible])

মন্ত্রী। এ কি?

বিদু। মহাশয়, আর কি বল্‌বো? এই চক্ষে দেখুন।

মন্ত্রী। (সজল নয়নে) হে রাজকুলশেখর, এই কি তোমার উপযুক্ত শয্যা! আর্য্য মাণবক, এ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! প্রজাদলের স্নেহস্বরূপ পরিখায় পরিবেষ্টিত এ রাজনগরে এ দুর্জ্জয় শত্রু কি প্রকারে প্রবেশ কল্যে? হে নরশ্রেষ্ঠ, হে বীরকেশরি, যে অকূল সাগর ভগবতী বসুমতীকে আপন আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন, তিনি কি এত দিনে তাঁকে পরিত্যাগ কল্যেন? হায়! হায়! এ কি দুর্ব্বিপাক!

বিদু। মহাশয়, আসুন, মহারাজকে স্থানান্তরে লয়ে যাওয়া যাক্!

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা। চলুন।

[উভয়ের রাজাকে লইয়া প্রস্থান।

ইতি চতুর্থাঙ্ক।

পঞ্চমাঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

শক্রাবতারাভ্যন্তরে শচীতীর্থ।

(শচীর প্রবেশ)

শচী। (স্বগত) আমি বসন্ত কালে এই তীর্থের নির্ম্মল জলে গাত্র প্রক্ষালন করি, আর এই নিকুঞ্জে যে সকল ফুল ফোটে, তা দিয়া কুন্তল সাজিয়ে দেবেন্দ্রের শয়ন-মন্দিরে যাই,—এই নিমিত্তেই লোকে এ সরোবরকে শচীতীর্থ বলে। এই জলে অবগাহন কল্যে বামাকুলের যৌবন চির-স্থায়ী হয়, আর তাদের অঙ্গের রূপলাবণ্য রসানে মার্জ্জিত হেমকান্তির মতন শতগুণ বৃদ্ধি হয়। (চতুর্দ্দিক অবলোকন) আহা, ঋতুরাজ বসন্তের সমাগমে এ কাননের কি অপূর্ব্ব শোভাই হয়েছে।

নেপথ্যে। (গীত)

বাহারভৈরবী—যৎ।

মধুর বসন্ত আগমনে, মধুপ গুঞ্জরে সঘনে,
করি মধুপান সুখে ফুল-কাননে।
কত পিকবরে, পঞ্চমে কুহরে,
মনোহর সে ধ্বনি শ্রবণে।
উপবন যত, সৌরভে রসিত,
সতত মলয় সমীরণে।
সুখের কারণ, বসন্ত যেমন,
না হেরি এমন ত্রিভুবনে।
রতিপতি রসে, মোদিত হরষে,
যুবক যুবতী সুমিলনে।

শচী। আমার সহচরী অপ্সরীরা ঐ তরুমূলে সুখে গান কচ্যে। এ মধুকালে কার মন আনন্দ-সাগরে মগ্ন না হয়? (পরিক্রমণ করিয়া) সে যা হৌক, এত দিনের পর দুষ্ট ইন্দ্রনীল সর্ব্ব প্রকারেই সমুচিত দণ্ড পেলে। কি আহ্লাদের বিষয়! কয়েক মাস হলো আমি কলিদেবের সহকারে তার মহিষী পদ্মাবতীকে রাজপুরী হতে অপহরণ করো বনবাস দিয়েছি। এখন ইন্দ্রনীল কান্তার বিরহে শোকার্ত্ত হয়ে আপন রাজ্য পরিত্যাগ করেছে, আর উদাস-ভাবে দেশদেশান্তর ভ্রমণ কচ্যে। (সরোষে) আঃ পাষণ্ড দুরাচার! তুই শৃগাল হয়ে সিংহীর সঙ্গে বিবাদ করিস্। তা তুই এখন আপন কুকর্ম্মের ফল বিলক্ষণ করো ভোগ কর্। তোকে আর এখন কে রক্ষা করবে?

(পুষ্পপাত্র হস্তে রম্ভার প্রবেশ)

রম্ভা। দেবি, এই মালা ছড়াটা একবার গলায় দিন দেখি?

শচী। কৈ? দেখি। (পুষ্পমালা গ্রহণ করিয়া) বাঃ! বেশ গেঁথেচিস্। তা তোর এত বিলম্ব হলো কেন?

রম্ভা। (সহাস্য বদনে) দেবি, আজ যে আমি কত শত শক্রকে সমরে হারিয়ে এসেছি, তা শুনলে আপনি অবাক্ হবেন।

শচী। সে কি লো?

রম্ভা। (সহাস্য বদনে) যখন আমি এই সকল ফুল তুলতে আরম্ভ কল্যেম, তখন যে কত অলি সরোষে এসে আমার চার দিকে গুন্ গুন্ কত্তো লাগ্লো, তার আর আপনাকে কি বল্‌বো? দুষ্ট দৈত্যকুল এইরূপেই শঙ্খধ্বনি করো স্বর্গপুরী ঘেরে।

শচী। (সহাস্য বদনে) তা তুই কি কর্‌লি?

রম্ভা। আর কি করবো? আমি তখন আমার একাবলীর আঁচল নেড়ে এমন পবনবাণ ছাড়লেম, যে বীরবরেরা সকলেই যুদ্ধে বিমুখ হয়ে বেগে পালালেন।

(ক্রন্দন করিতে করিতে মুরজার প্রবেশ)

শচী। (ব্যগ্রভাবে) সখি, যক্ষেশ্বরি, এ কি?

মুর। শচী দেবি, তুমিই আমার সর্ব্বনাশ করেছো।

শচী। কেন? কেন? কি করেছি?

মুর। আর কি না করেছো? (রোদন) হায়! হায়! বাছা! আমি কি পৃথিবীর মতন নিষ্ঠুর হয়ে যাকে গর্ভে ধরেছিলেম, তাকেই আবার গ্রাস কল্যেম। আমি কি সিংহী আর বাঘিনী অপেক্ষাও মমতাহীন হলেম? হে বিধাতঃ, এ কি তোমার সামান্য লীলাখেলা! (রোদন) হায়! এমন কর্ম্ম মা হয়ে কে কোথায় করেছে? (রোদন)

শচী। সখি, বৃত্তান্তটা কি তা তুমি আমাকে ভাল করেই বল না কেন?

মুর। সখি, আর বল্‌বো কি? ইন্দ্রনীলের মহিষী পদ্মাবতীই আমার বিজয়া। (রোদন)

শচী। বল কি? তা এ কথা তোমাকে কে বল্লে?

মুর। আর কে বল্‌বে? স্বয়ং ভগবতী বসুমতীই বলেছেন। (রোদন)

শচী। সখি, তুমি না কেঁদে বরং এ সকল কথা আমাকে খুলে বল। ভাল, যদি পদ্মাবতীই তোমার বিজয়া হবে, তবে মাহেশ্বরীপুরীর রাজা যজ্ঞসেন তাকে কোথ্থেকে পেলে?

মুর। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া)

ভগবতী বসুন্ধরা বিজয়াকে প্রসব করে্য শ্রীপর্ব্বতের উপর কমলকাননে রেখেছিলেন, পরে রাজা যজ্ঞসেন ঐ স্থলে মৃগয়া কত্তে্য গিয়ে তাকে পেয়ে আপনার পাটেশ্বরীর হাতে লালন পালনের জন্যে দিয়েছিল। হায়! হায়! বাছা, চিত্রকূট পর্ব্বতের উপর তোমার চন্দ্রানন দেখে আমার স্তনদ্বয় দুগ্ধে পরিপূর্ণ হয়েছিল, তা আমি তোমাকে তাতেও চিন্‌লেম না? (রোদন)

শচী। সখি, তুমি শান্ত হও।

আকাশে। (বীণাধ্বনি)

শচী। এ কি? (আকাশমার্গে দৃষ্টিপাত করিয়া) এই যে দেবর্ষি নারদ এই দিকে আস্‌ছেন। সখি! তুমি সাবধান হও, এই ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণই এ বিপদের মূল; দেখো—ও যেন আবার কন্দল বাধাতে না পারে।

(নারদের প্রবেশ)

উভয়ে। ভগবন্, আমরা আপনাকে অভিবাদন করি।

নার। আপনাদের কল্যাণ হউক।

শচী। দেবর্ষি, সংবাদ কি? আজ্ঞা করুন দেখি?

নার। দেবি, সকলই সু-সংবাদ। ভগবতী পার্ব্বতী আমাকে অদ্য আপনাদের সমীপে প্রেরণ করেছেন।

শচী। কেন? ভগবতীর কি আজ্ঞা?

নার। তিনি শুনেছেন যে, আপনারা না কি বিদর্ভনগরের রাজা পরম শিবভক্ত ইন্দ্রনীল রায়কে কলিদেবের সাহায্যে ক্লেশ দিতে প্রবৃত্ত হয়েছেন।

শচী। ভগবন্, ভগবতী পার্ব্বতীকে এ কথা কে বল্‌লে?

নার। ভগবতী এ কথা রতিদেবীর মুখেই শ্রবণ করেছেন।

শচী। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! এ দুষ্টা রতির কি কিছুমাত্র লজ্জা নাই? এমন কথাও কি মহেশ্বরীর কর্ণগোচর করা উচিত? (প্রকাশে) দেবর্ষি, তা ভগবতী এ কথা শুনে কি আদেশ করেছেন?

নার। ভগবতীর এই ইচ্ছা যে, আপনারা এ বিষয়ে ক্ষান্ত হয়েন।

শচী। ভাল, তা যেন হলেম। কিন্তু এখন পদ্মাবতীই বা কোথায়? আর ইন্দ্রনীলই বা কোথায়—তা কে জানে?

নার। (সহাস্য বদনে) তন্নিমিত্তে আপনি চিন্তিত হবেন না। রাজমহিষী পদ্মাবতী এক্ষণে তমসা নদীতীরে মহর্ষি অঙ্গিরার আশ্রমে বাস কচ্যেন।

শচী। (স্বগত) হায়! আমার এত পরিশ্র কি তবে বৃথা হলো? আর অবশেষে রতি জিত্‌লে? তা কি করি? ভগবতী গিরিজা আজ্ঞা লঙ্ঘন করা কার সাধ্য। স্রোতস্বতীর প রুদ্ধ কত্তে্য কে পারে?

নার। আমি মহাদেবীর আজ্ঞানুসারে যোগী অঙ্গিরার আশ্রমে গমন কত্তে্য আকাঙ্ক্ষা কি অতএব আপনারা আমাকে এক্ষণে বিদায় করুন।

মুর। ভগবন, আপনি আমাকে সেখা লয়ে চলুন।

শচী। চলুন, আমিও আপনাদের সঙ্গে যাই (রম্ভার প্রতি) রম্ভা, তুই এখন অমরাবতীতে যা আমি একবার যোগিবর অঙ্গিরার আশ্রম থেকে আসি।

রম্ভা। যে আজ্ঞা।

[নারদ, শচী এবং মুরজার প্রস্থান।

আমি আর এখানে একলা থেকে কি করবো? যাই, দেখি গে নন্দনকাননে এখন কি হচ্যে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

তমসানদীতীরে মহায অঙ্গিরার আশ্রম।

(পদ্মাবতী এবং গৌতমীর প্রবেশ)

গৌত। বৎসে, তুমি এত অধীর হইও না! তোমার প্রাণেশ্বর অতি ত্বরায় তোমার নিকটে আসবেন, তার কোন সন্দেহ নাই। ভগবান্ অঙ্গিরা তোমার এ প্রতিকূল দৈবশান্তির নিমিত্তে এক মহাযজ্ঞ আরম্ভ করেছেন।

পদ্মা। ভগবতি, আমি কি সে শ্রীচরণের আর এ জন্মে দর্শন পাব? (রোদন)

গৌত। বৎসে, তুমি শান্ত হও, মহর্ষির যজ্ঞ কখনই নিষ্ফল হবার নয়।

পদ্মা। ভগবতি! আপনি যা আজ্ঞা কচ্যেন, সে সকলই সত্য, কিন্তু আমি এ নির্ব্বোধ প্রাণকে কেমন করে প্রবোধ দি। হায়! এ কি আর এখন কোন কথা মানে? (রোদন)

গৌত। বৎসে! বিবেচনা করে দেখ, অখিল ব্রহ্মাণ্ডে কোন বস্তুই চিরকাল শ্রীভ্রষ্ট হয়ে্য থাকে না। বর্ষার সমাগমে জলহীনা নদী জলবতী হয়,—ঋতুরাজ বসন্ত বিরাজমান হলে লতাকুল মুকুলিতা ও ফলবতী হয়,—কৃষ্ণপক্ষে শশীর মনোরম কান্তি হ্রাস হয় বটে, কিন্তু আবার শুক্লপক্ষে তার পূরণ

।,—তা তোমারও এ যাতনা অতি শীঘ্রই দূর ব।

নেপথ্যে। ভো শার্ঙ্গরব! ভগবতী গৌতমী াথায় হে? দেখ, দুই জন অতিথি এসে এ াশ্রমে উপস্থিত হয়েছে, অতএব তাদের যথাবিধি াতিথ্য কর।

গৌত বৎসে! এক্ষণে আমি বিদেয় হলেম। ম এই তরুর ছায়ায় কিঞ্চিৎকালের নিমিত্তে শ্রাম কর। দেখ! ভগবতী তমসার নির্ম্মল লে কমলিনী কি অনির্ব্বচনীয় শোভাই ধারণ রে বিকশিত হয়েছে, তা তোমার বিরহরজনীও ায় অবসান হয়ে এলো। [প্রস্থান।

পদ্মা। (স্বগত) প্রাণেশ্বর যে সংগ্রামে জয়ী হয়েছেন, তার আর কোন সন্দেহ নাই। ই হতভাগিনীকে কি আর তাঁর মনে আছে? ীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হে বিধাতঃ! মি পূর্ব্বজন্মে এমন কি পাপ করেছিলেম যে, মি আমাকে এত দুঃখ দিলে? তুমি আমাকে াজেন্দ্রনন্দিনী, রাজেন্দ্রগৃহিণী করেও আবার াথা যূথভ্রষ্টা কুরঙ্গিণীর মতন বনে বনে ফেরালে। রাদন)

নেপথ্যে (প্রিয়সখি, কৈ, তুমি কোথায়?)

পদ্মা। (নেপথ্যাভিমুখে দৃষ্টিপাত করিয়া) ন? এই যে আমি এখানেই আছি।

(বেগে সখীর প্রবেশ)

সখী। প্রিয়সখি—(রোদন)

পদ্মা। (ব্যগ্রভাবে সখীকে আলিঙ্গন করিয়া) কি? কেন? কেন সখি, কি হয়েছে?

সখী। (নিরুত্তরে রোদন)

পদ্মা। সখি, কি হয়েছে তা তুমি আমাকে া করে বল।

সখী। প্রিয়সখি! মহারাজ আর্য্য মাণবকের ক এই আশ্রমে এসে উপস্থিত হয়েছেন।

পদ্মা। (অভিমান সহকারে) সখি! তুমিও আবার আমার সঙ্গে চাতুরী কত্তো আরম্ভ লে?

সখী। সে কি? প্রিয়সখি, আমি কি ক া পারি? ঐ দেখ, ভগবতী গৌতমী মহারাজ র আর্য্য মাণবককে লয়ে এ দিকে আসছেন। মন, আমি সত্য না মিথ্যা বলেছি? নপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) আহা! াজের মুখখানি দেখলে, বোধ হয়, যে উনি ামার বিরহে অতি দুঃখে কালযাপন করেছেন।

পদ্মা। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) কি আশ্চর্য্য! সখি, তাই ত। বিধাতা কি তবে এত দিনের পর আমার প্রতি যথার্থই অনুকূল হলেন? (রাজার প্রতি লক্ষ্য করিয়া) হে জীবিতেশ্বর, আপনার কি এত দিনের পর এ হতভাগিনী বলে মনে পড়লো? রোদন)

সখী। প্রিয়সখি, চল, আমরা এ বৃক্ষ-বাটিকায় গিয়ে দাঁড়াই। মহারাজকে তোমার সহসা দর্শন দেওয়া উচিত হয় না।

[উভয়ের প্রস্থান।

(রাজা ও বিদূষকের সহিত গৌতমীর পুনঃ প্রবেশ)

গৌত। হে নরেশ্বর, তার পর কি হলো?

রাজা। ভগবতি, তার পর আমি রাজমহিষীর কোনই অন্বেষণ না পেয়ে যে কি পর্য্যন্ত ব্যাকুল হলেম, তা আর আপনাকে কি বলবো? আর এ দুরূহ শোকানল সহ্য কত্তো অক্ষম হয়ে রাজমন্ত্রীর উপর রাজ্যভার অর্পণ করে এই আমার চিরপ্রিয় বয়স্যের সহিত তীর্থপর্য্যটনে যাত্রা কল্যেম।

গৌত। হে নরনাথ, আপনি এ বিষয়ে আর উদ্বিগ্ন হবেন না। রাজমহিষী এই আশ্রমেই আছেন। মহর্ষি অঙ্গিরা তাঁকে আপন দুহিতার ন্যায় পরম স্নেহ করেন। আর তাঁর আগমনাবধি বহু যত্নে তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন।

রাজা। ভগবতি, সে সকল বৃত্তান্ত আমি দেবর্ষি নারদের মুখে বিশেষরূপে শ্রুত আছি। কুলায়ভ্রষ্টা পারাবতী আশ্রয়-আশায় কোন বিশাল বৃক্ষের সমীপে গমন কল্যে তরুবর কি শরণদানে পরাঙ্মুখ হয়ে তাকে নিরাশ করেন? ভগবান্ অঙ্গিরা ঋষিকুলের চূড়ামণি, তা তিনি যে এরূপ ব্যবহার করবেন, এ কিছু বড় অসম্ভব নয়।

গৌত। হে পৃথ্বীশ্বর, আপনি এই শিলাতলে ক্ষণেককাল উপবেশন করুন, আমি গিয়ে রাজমহিষীকে এখানে লয়ে আসি।

রাজা। ভগবতি, আপনার যা আজ্ঞা।

গৌত। আর আপনার এ আশ্রমে শুভাগমনের সংবাদও মহর্ষির নিকট প্রেরণ করা উচিত; অতএব আমি কিঞ্চিৎকালের নিমিত্তে বিদায় হলেম।

[প্রস্থান।

রাজা। (উপবেশন করিয়া) সখে, যেমন তপনতাপে তাপিত জন সুশীতল তরুচ্ছায়া পেলে পূর্ব্বতাপ বিস্মৃত হয়, আমারও আজ অবিকল তাই হলো।

বিদূ। আজ্ঞা, তার আর সন্দেহ কি? এত দিনের পর আমাদের ডিঙ্গাখানি ঘাটে এসে লাগলো। কিন্তু এ ঘাটটা আমাকে বড় ভাল লাগছে না।

রাজা। কেন বল দেখি?

বিদূ। বয়স্য, এ মুনির আশ্রম, এখানে সকলেই হবিষ্য করে, তা আমরাও কি একাহারী হয়ে আবার মারা পড়বো?

রাজা। কেন? তুমি ত আর সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন কর নাই যে, তোমাকে একাহারে থাকতে হবে?

(আকাশে কোমল বাদ্য)

রাজা। (গাত্রোত্থান করিয়া সচকিতে) এ কি? আহা! কি মধুর ধ্বনি! সখে, আমি যে দিন মায়ামৃগের অনুসরণ করে বিন্ধ্যাচলে দেব-উপবনে উপস্থিত হয়েছিলেম, সে দিনও আকাশে এইরূপ কোমল বাদ্য শুনেছিলেম।

বিদূ। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া সত্রাসে) কি সর্ব্বনাশ!

রাজা। কেন? কি হলো?

বিদূ। মহারাজ! চলুন, আমরা এখান থেকে পালাই। ঐ দেখুন, এ আশ্রম-বনে দাবানল লেগেছে। উঃ! কি ভয়ঙ্কর শিখা।

রাজা। (অবলোকন করিয়া) সখে, ও ত দাবানল নয়।

বিদূ। বলেন কি? মহারাজ, ঐ দেখুন, সব গাছপালা একেবারে যেন ধূ ধূ করে জ্বলে উঠেছে।

রাজা। কি হে সখে, তুমি অন্ধ হলে না কি?

বিদূ। বয়স্য, তবে ও কি?

রাজা। ওঁরা সকল দেবকন্যা। তা ওঁরাও অগ্নিশিখার মতন তেজস্বিনীই বটেন। (অবলোকন করিয়া সানন্দে) কি আশ্চর্য্য! এই যে শচী দেবী, যক্ষেশ্বরী, আর রতিদেবী আমার প্রেয়সীকে সঙ্গে লয়ে এ দিকে আসছেন। হে হৃদয়! তুমি এত দিন এ পূর্ণশশীর অদর্শনে বিদীর্ণ হও নাই এই আশ্চর্য্য! (অগ্রসর হইয়া) এ দাস আপনাদিগের শ্রীচরণে প্রণাম কচ্চে। (প্রণাম)

(শচী, মুরজা, রতি, গৌতমী, পদ্মাবতী, সখী, নারদ এবং অঙ্গিরার প্রবেশ)

সকলে। মহারাজের জয় হউক।

নার। হে মহীপতে! যেমন মহর্ষি বাল্মীকির পুণ্যাশ্রমে দাশরথি ভগবতী বৈদেহীকে প্রাপ্ত হন, আপনিও অদ্য তদ্রূপ মহিষী পদ্মাবতীকে এই স্থলে লাভ কল্যেন।

অঙ্গি। হে নরশ্রেষ্ঠ, আপনার বাহুবলে ঋষিকুলের সর্ব্বত্রই কুশল; অতএব আপনি পুরস্কার-স্বরূপ এই স্ত্রী-রত্নটি গ্রহণ করুন।

শচী। (রাজার হস্তে পদ্মাবতীর হস্ত প্রদান করিয়া) হে নরনাথ, আপনি অদ্যাবধি নিঃশঙ্কচিত্তে রাজসুখভোগে প্রবৃত্ত হউন।

আকাশে। (গীত)

বেহাড়া—পোস্তা।

সুমতি ভূপতি অতি, তুমি ওহে মহারাজ।
সুখে থাক ধন মানে, রিপুগণে দিয়ে লাজ॥
পাইলে হারানিধি, প্রিয়তমা পুনরায়,
বাসনা পূর্ণ হলো, সুখে কর রাজকাজ।
হয়ে সুবিচারে রত, কর বহু যশোলাভ,
যেমন শোভে ক্ষিতি, তারাপতি দ্বিজরাজ॥

(পুষ্পবৃষ্টি)

সকলে। রাজমহিষী চিরবিজয়িনী হউন।

নারদ। (রাজার প্রতি) আমি আশীষ করি, শুন নরপতি!—
সুখে সদা কর বাস অবনী-মণ্ডলে,
পরাভবি শত্রুদলে, মিত্রকুলে পালি,
ধর্ম্মপথগামী যথা ধর্ম্মের নন্দন
পৌরব। চরমে লভে স্বর্গ ধর্ম্মবলে।

(পদ্মাবতীর প্রতি)

যশঃসরে চিররুচি কমলিনীরূপে
শোভ তুমি পদ্মাবতি—রাজেন্দ্রনন্দিনি,
যযাতির প্রণয়িনী দৈত্যরাজবালা
শর্ম্মিষ্ঠা যেমতি। তার সহ নাম তব
গাঁথুক গৌড়ীয়জন কাব্যরত্নহারে,
মুকুতা সহ মুকুতা গাঁথে লোক যথা।

যবনিকা পতন।

ইতি পদ্মাবতী নাটক সমাপ্ত।

—পরিচয়—

রচনা—১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে।

প্রকাশকাল—প্রথম সংস্করণ, ১৮৬০ খৃঃ—
(১২৬৬ সাল) পৃঃ সংখ্যা ৩২
২য় সংস্করণ—১২৬৯ সাল—পৃঃ ৩২

মধুসূদন প্রহসনখানির নাম দিয়াছিলেন 'ভগ্ন শিবমন্দির।' পাইকপাড়ার রাজা ঈশ্বরচন্দ্র পরিবর্তন করিয়া নাম রাখেন—'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ।' নাটকখানি পাইকপাড়ার রাজাদের ব্যয়ে মুদ্রিত হয়।

পরিকল্পনা—

"------as yet we have not established a National Theatre, I mean we have not as yet got a body of sound, classical Dramas to regulate the national taste and therefore we ought not to have Farces."

—মধুসূদনের পত্র

প্রহসনখানিতে প্রাচীন হিন্দু সমাজকে আক্রমণ করা হয়, সেজন্য পাইকপাড়ার রাজারা উহার অভিনয় বন্ধ রাখেন। এই প্রসঙ্গে মধুসূদন তাঁহার পত্রে লিখেন—"Mind, you broke my wings once about the farces; if you play a similar trick this time, I shall forswear Bengali and write books in Hebrew or Chinese !"

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

ভক্তপ্রসাদ বাবু।

পঞ্চানন বাচস্পতি।

আনন্দ বাবু।

গদাধর।

হানিফ্ গাজি।

রাম।

* * *

পুঁটি।

ফতেমা (হানিফের পত্নী)

ভগী।

পঞ্চী।

* * *

বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ

প্রথমাঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

পুষ্করিণীতটে বাদামতলা।

(গদাধর এবং হানিফ্ গাজীর প্রবেশ)

হানি। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) এ বার যে পিরির দরগায় কত ছিন্নি দিছি তা আর বল্‌বো কি। তা ভাই কিছুতেই কিছু হয়ে উঠ্‌লো না। দশ ছালা ধানও বাড়ী আন্‌তি পাল্‌লাম না—খোদা তাল্লার মর্জ্জি!

গদা। বৃষ্টি না হল্যে কি কখন ধান হয় রে? তা দেখ্, এখন কত্তাবাবু কি করেন।

হানি। আর কি কর্‌বেন? উনি কি আর খাজনা ছাড়বেন?

গদা। তবে তুই কি কর্‌বি?

হানি। আর মোর মাথা কর্‌বো। এখনে মলেই বাঁচি। এবার যদি লাঙ্গলখান আর গরু দুটো যায়, তা হলি তো আমিও গেলাম। হা আল্লা! বাপদাদার ভিটেটাও কি আখেরে ছাড়তি হলো?

গদা। এই যে কত্তাবাবু এদিকে আসচেন। তা আমিও তোর হয়ে দুই এক কথা বলতে কসুর করব্যো না। দেখ্ কি হয়।

(ভক্তবাবুর প্রবেশ)

হানি। কত্তাবাবু, সালাম করি।

ভক্ত। (বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া) হ্যাঁ রে হান্‌ফে, তুই বেটা তো ভারি বজ্জাত্। তুই খাজনা দিস্‌নে কেন রে বল্ তো? (মালা জপন)

হানি। আগ্যে কত্তা, এবার হার ফসলের হাল আপনি তো সব ওয়াকিফ্ হয়েছেন।

ভক্ত। তোদের ফসল হোক আর না হোক, তাতে আমার কি বয়ে গেল?

হানি। আগ্যে, আপনি হচ্যেন কত্তা—

ভক্ত। মর্ বেটা, কোম্পানীর সরকার তো আমাকে ছাড়বে না। তা এখন বল্,—খাজনা দিবি কি না?

হানি। কত্তাবাবু, বন্দা অনেক কাল্যের রাইওৎ, এখানে আপনি আমার উপর মেহেরবাণী না কল্যি, আমি আর যাবো কনে? আমি এক্ষণে বারোটি গোণ্ডা পয়সা ছাড়া আর এক কড়াও দিতি পারি না।

ভক্ত। তুই বেটা তো কম বজ্জাত্ নোস্ রে। তোর ঠেঁয়ে এগারো সিকে পাওয়া যাবে, তুই এখন তাতে কেবল তিন সিকে দিতে চাস্? গদা—

গদা। আজ্ঞে—এ—এ—এ।

ভক্ত। এ পাজী বেটাকে ধরে নে যেয়ে জমাদারের জিম্মে করে দে আয় তো।

গদা। যে আজ্ঞে। (হানিফের প্রতি) চল রে।

হানি। কত্তাবাবু, আমি বড় কাঙ্গাল রাইওৎ। আপনার খায়্যে পরেই মানুষ হইছি, এখন আর যাবো কনে?

ভক্ত। নে যা না—আবার দাঁড়াস্ কেন?

গদা। চল্ না।

হানি। দোহাই কত্তার, দোহাই জমীদারের। (গদার প্রতি জনান্তিকে) তুই ভাই, আমার হয়ে দুই একটা কথা বল্ না কেন?

গদা। আচ্ছা—তবে তুই একটু সরে দাঁড়া। (ভক্তের প্রতি জনান্তিকে) কত্তাবাবু।

ভক্ত। কি রে—

গদা। আপনি হান্‌ফেকে এবারকার মতন্ মাফ্ করুন্।

ভক্ত। কেন?

গদা। ও বেটা এবার যে ছুঁড়ীকে নিকে করেছে তাকে কি আপনি দেখেছেন?

ভক্ত। না।

গদা। মশায়, তার রূপের কথা আর কি বল্‌বো? বয়েস বছর উনিশ, এখনও ছেলেপিলে হয় নি, আর রঙ, যেন কাঁচা সোনা।

ভক্ত। (মালা শীঘ্র জপিতে জপিতে) অ্যাঁ! —অ্যাঁ—বলিস্ কি রে?

গদা। আজ্ঞে, আপনার কাছে কি আর মিথ্যে বলছি? আপনি তাকে দেখ্‌তে চান তো বলুন?

ভক্ত। (চিন্তা করিয়া) মুসলমান মাগীদের মুখ দিয়ে যে প্যাঁজের গন্ধ ভক্-ভক্ করে বেরোয়, তা মনে হলো বমি এসে।

গদা। কত্তাবাবু, সে তেমন নয়।

ভক্ত। (চিন্তা করিয়া) মুসলমান!—যবন! ম্লেচ্ছ! পরকালটাও কি নষ্ট করবো?

গদা। মহাশয়, মুসলমান হলো তো বয়ে গেল কি? আপনি আমাকে কতবার বলেছেন যে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে গোয়ালাদের মেয়েদের নিয়ে কেলি কত্তোন।

ভক্ত। দীনবন্ধো, তুমিই যা কর। হাঁ, স্ত্রীলোক—তাদের আবার জাত কি? তারা তো সাক্ষাৎ প্রকৃতিস্বরূপা, এমন তো আমাদের শাস্ত্রেও প্রমাণ পাওয়া যাচ্চো—বড় সুন্দরী বটে, অ্যাঁ? আচ্ছা, ডাক, হানফেকে ডাক।

গদা। ও হানিফ, এ দিকে আয়।

হানিফ। অ্যাঁ? কি?

ভক্ত। ভাল, আমি যদি আজ তিন সিকে নিয়ে তোকে ছেড়ে দি, তবে তুই বাদবাকী টাকা কবে দিবি বল্ দেখি?

হানিফ। কত্তামহাশয়, আল্লাতালা চায় তো মাস স্বাড়েকের বিচেই দিতি পারবো।

ভক্ত। আচ্ছা, তবে পয়সাগুলো দেওয়ানজীকে দে গে।

হানিফ। (সহর্ষে) য্যাগ্যে কত্তা, (স্বগত) বাচলেম! বারো গণ্ডা পয়সা তো গাঁটি আছে, আর আট সিকে কাছায় বান্ধো আনেছি, যদি বড় পেড়াপেড়ি কত্তো, তা হলি সব দিয়ে ফ্যালতাম, (প্রকাশে) সালাম কত্তা!

[প্রস্থান।

ভক্ত। ও রে গদা—

গদা। আজ্ঞে—এ—এ—এ।

ভক্ত। এ ছুঁড়ীকে তো হাত কত্তো পারবি?

গদা। আজ্ঞে, তার ভাবনা কি? গোটা কুড়িক্ টাকা খরচ কল্যে—

ভক্ত। কু-ড়ি টা-কা। বলিস্ কি?

গদা। আজ্ঞে, এর কম হবে না. বরঞ্চ জেয়াদা নাগলেও নাগতে পারে, হাজারো হোক ছুঁড়ী বউ-মানুষ কি না।

ভক্ত। আচ্ছা, আমি যখন বৈটকখানায় যাবো, তখন আসিস্, টাকা দেওয়া যাবে।

গদা। যে আজ্ঞে।

ভক্ত। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন ক) ও কে! বাচস্পতি না?

(বাচস্পতির প্রবেশ)

কে ও? বাচস্পতি দাদা যে! প্রণাম। এ কি।

বাচ। আর দুঃখের কথা কি বলবো. (দিনের পর মা ঠাকরুণের পরলোক হয়ে (রোদন)

ভক্ত। বল কি? তা এ কবে হলো?

বাচ। অদ্য চতুর্থ দিবস।

ভক্ত। হয়েছিল কি?

বাচ। এমন কিছু নয়, তবে কি না, ব প্রাচীন হয়েছিলেন।

ভক্ত। প্রভো, তোমারই ইচ্ছা! এ বিষ ভাই আক্ষেপ করা বৃথা।

বাচ। তা সত্য বটে, তবে এক্ষণে আ এ দায় হতে যাতে মুক্ত হই, তা আপনাকে কত্তো হবে। যে কিঞ্চিৎ ব্রহ্মত্র ভূমি ছিল, তা তো আপনার বাগানের মধ্যে পড়াতে [illegible] জোআপ্ত হয়ে গিয়েছে।

ভক্ত। আরে, যা হয়েবয়ে গিয়েছে সে কথা আর কেন?

বাচ। না, সে তো গিয়েইছে—"গতস্য শোচনা নাস্তি"—সে ত এমনেও নেই, ওমনেও নেই, তবে কি না, আপনার অনেক ভরসা করে থাকি, তা, যাতে এ দায় হতে উদ্ধার হতে পারি, তা আপনাকে অবশ্যই করতে হবে।

ভক্ত। আমার ভাই এ নিতান্ত কু-সময়, অতি অল্পদিনের মধ্যেই প্রায় বিশ হাজার টাকার খাজনা দাখিল কত্তো হবে।

বাচ। আপনার এ রাজসংসার। মা কমলার কৃপায় আপনার অপ্রতুল কিসের? কিঞ্চিৎ কটাক্ষ কল্যে আমার মত সহস্র লোক কত দায় হতে উদ্ধার হয়।

ভক্ত। আমি যে এ সময়ে ভাই তোমার কিছু উপকার করে উঠি, এমন তো আমার কোন মতেই বোধ হয় না। তা তুমি ভাই অন্যত্রে চেষ্টা কর। দেখি, এর পরে যদি কিছু কত্তো পারি।

বাচ। বাবুজি, আপনি হচ্যেন ভূস্বামী, রাজা; আপনার সম্মুখে তো আর অধিক কিছু বলা যায় না, তা আপনার যা বিবেচনা হয় করুন। (দীর্ঘ-নিশ্বাস) এক্ষণে আমি তবে বিদায় হল্যেম।

ভক্ত। প্রণাম। [বাচস্পতির প্রস্থান।

ভক্ত। আঃ, এই বেটারাই আমাকে দেখ্ছি খুলে। কেবল দাও! দাও! দাও! এ বৈ আর কথা নাই। ওরে গদা!

গদা। আজ্ঞে—এ—এ।

ভক্ত। ছুঁড়ী দেখ্তে খুব ভাল ত রে?

গদা। কর্ত্তা মহাশয়, আপনার সেই ইচ্ছেকে মনে পড়ে তো।

ভক্ত। কোন্ ইচ্ছে?

গদা। আজ্ঞে, ঐ যে ভট্‌চায্যিদের মেয়ে আপনি যাকে—(অর্দ্ধোক্তি)—তার পরে যে বেরিয়ে গিয়ে কসবায় ছিল।

ভক্ত। হাঁ! হাঁ! ছুঁড়ীটে দেখ্তে ছিল ভাল বটে, (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) রাধেকৃষ্ণ! প্রভো তুমিই সত্য। তা সে ইচ্ছের এখন কি হয়েছে রে?

গদা। আজ্ঞে, সে এখন বাজারে হয়ে পড়েছে। হান্‌ফের মাগ তার চেইতেও দেখতে ভাল।

ভক্ত। বলিস্ কি! আঁা? আজ রাত্রে ঠিক ঠাক্ কত্তো পার্‌বি তো?

গদা। আজ্ঞে, আজ না হয়, কাল পরশুর মধ্যে করে দেব।

ভক্ত। দেখ্, টাকার ভয় করিস্ না। যত খরচ লাগে আমি দেব।

গদা। যে আজ্ঞে! (স্বগত) কর্ত্তাটি এমনি খেপে উঠলেই তো আমরা বাঁচি,—কো-মড়কেই মুচির পার্ব্বণ।

ভক্ত। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ও—কে ও রে?

গদা। আজ্ঞে, ও ভগী আর তার মেয়ে পাঁচী। জল আন্‌তে আস্‌চে।

ভক্ত। কোন্ ভগী রে?

গদা। আজ্ঞে, পীতেম্বরে তেলীর মাগ!

ভক্ত। ঐ কি পীতাম্বরের মেয়ে পঞ্চী? এ যে গোবরে পদ্মফুল ফুটেছে।

গদা। আজ্ঞে, ও আজ দুদিন হলো শ্বশুর-বাড়ী থেকে এসেছে।

ভক্ত। (স্বগত) "মেদিনী হইল মাটী নিতম্ব দেখিয়া, অদ্যাপি কাঁপিয়া উঠে থাকিয়া থাকিয়া।" আহা! "কুচ হইতে কত উঁচু মেরুচূড়া ধরে! শিহরে কদম্বফুল দাড়িম্ব বিদরে।"

গদা। (স্বগত) আবার ভাব লাগ্‌লো দেখছি [illegible] মন্দ জিনিস সাম্‌নে দিয়ে গেলে আর রক্ষা থাকে না।

ভক্ত। ওরে গদা—

গদা। আজ্ঞে,—এ—এ।

ভক্ত। এ দিকে কিছু কত্তো টত্তো পারিস্?

গদা। আজ্ঞে, ও বড় সহজ কথা নয়। ওর বড়মানুষের ঘরে বিয়ে হয়েছে শুনেছি।

(কলসী লইয়া ভগী এবং পঞ্চীর প্রবেশ)

ভক্ত। ওগো বড়বউ, ও মেয়েটি কে গা?

ভগী। সে কি কর্ত্তা বাবু? আপনি আমার পাঁচীকে চিনতে পারেন না?

ভক্ত। এই কি তোমার সেই পাঁচী? আহা ভাল ভাল, মেয়েটি বেঁচে থাকুক। তা এর বিয়ে হয়েছে কোথায়?

ভগী। আজ্ঞে, খানাকুল কৃষ্ণনগরের পালেদের বাড়ী।

ভক্ত। হাঁ, হাঁ, তারা খুব বড়মানুষ বটে। তা জামাইটি কেমন গা?

ভগী। (সগর্ব্বে) আজ্ঞে, জামাইটি দেখতে বড় ভাল। আর কল্‌কেত্তায় থেকে লেখাপড়া শেখে। শুনেছি যে লাট সাহেব তারে নাকি বড় ভালবাসেন, আর বছর বছর এক একখানা বই দিয়ে থাকেন।

ভক্ত। তবে জামাইটি কল্‌কেত্তাতেই থাকে, বটে?

ভগী। আজ্ঞে, হাঁ, মেয়েটিকে যে এবার মশায় কত করে এনেছি, তার আর কি বল্‌বো? বড়ঘরে মেয়ে দিলে এই দশাই ঘটে।

ভক্ত। হাঁ, তা সত্য বটে। (স্বগত) ছুঁড়ীর নবযৌবনকাল উপস্থিত, তাতে আবার স্বামী থাকে বিদেশে, এতেও যদি কিছু না কত্তো পারি, তবে আর কিসে পারবো? (প্রকাশে) ও পাঁচী! একবার নিকটে আয় তো, তোকে ভাল করে দেখি। সেই তোকে ছোটটি দেখেছিলেম, এখন তুই আবার ডাগর-ডোগরটি হয়ে উঠেছিস্।

ভগী। যা না মা, ভয় কি, কর্ত্তাবাবুকে গিয়ে দণ্ডবৎ কর্, বাবু যে তোর জ্যেঠা হন।

পঞ্চী। (অগ্রসর হইয়া প্রণাম করিয়া স্বগত) ও মা! এ বুড়ো মিন্‌ষে ত কম নয় গা। এ কি আমাকে খেয়ে ফেল্‌তে চায় না কি? ও মা! ছি! ও কি গো! এ যে কেবল আমার [illegible]

ভক্ত। আহা! "শিহরে কদম্ব ফুল দাড়িম্ব বিদরে।" আহা হা!

ভগী। আপনি কি বল্‌ছেন?

ভক্ত। না, এমন কিছু নয়। বলি মেয়েটি এখানে কদিন থাক্‌বে?

ভগী। ওর এখানে এক মাস থাকবার কথা আছে।

ভক্ত। (স্বগত) তা হলেই হয়েছে। ধনঞ্জয় অষ্টাদশ দিনে একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সমরে বধ করেন,—আমি কি আর এক মাসে একটা তেলীর মেয়েকে বশ কত্তো পারবো না? (প্রকাশে) কৃষ্ণ হে তোমার ইচ্ছে।

ভগী। কর্ত্তাবাবু। আপনি কি বলছেন?

ভক্ত। বলি পীতাম্বর ভায়া আজ কোথায়?

ভগী। সে মুণের জন্যে কেশবপুরের হাটে গেছে?

ভক্ত। আস্‌বে কবে?

ভগী। আজ্ঞে, চার পাঁচ দিনের মধ্যে আস্‌বে বলে গেছে। কর্ত্তাবাবু, এখন আমরা তবে ঘাটে জল আন্‌তে যাই।

ভক্ত। হাঁ, এসো গে।

ভগী। আয় মা, আয়।

[ভগী এবং পঞ্চীর প্রস্থান।

ভক্ত। (স্বগত) পীতেম্বরে না আসতে আসতে এ কর্ম্মটা সারতে পারলে হয়। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) আহা! ছুঁড়ী কি সুন্দরী! কবিরা যে নবযৌবনা স্ত্রীলোককে মরালগামিনী বলে বর্ণনা করেন, সে কিছু মিথ্যা নয়। (প্রকাশে) ও গদা—

গদা। আজ্ঞে! (স্বগত) এই আবার সাল্যে দেখ্‌ছি।

ভক্ত। কাছে আয় না। দেখ্, এ বিষয়ে কিছু কত্তো পারিস্?

গদা। কর্ত্তামহাশয়! এ আমার কর্ম্ম নয়। তবে যদি আমার পিসী পারে তা বল্‌তে পারিনে।

ভক্ত। তবে যা, দৌড়ে গিয়ে তোর পিসীকে এ সব কথা বল্ গে। আর দেখ্, এতে যত টাকা লাগে, আমি দেবো।

গদা। যে আজ্ঞে, তবে আমি যাই। (গমন করিতে করিতে) কর্ত্তা আজকে কল্পতরু, তা দেখি গদার কপালে কি ফলে।

[প্রস্থান।

ভক্ত। (স্বগত) প্রভো, তোমারই ইচ্ছা। আহা, ছুঁড়ীর কি চমৎকার রূপ গা, আর একটু ছেনালীও আছে। তা দেখি কি হয়।

(চাকরের গাড়ু-গামছা লইয়া প্রবেশ)

ভক্ত। এখন যাই, সন্ধ্যা-আহ্নিকের সময় উপস্থিত হলো। (গাত্রোত্থান করিয়া) দীনবন্ধো! তুমি যা কর। আঃ, এ ছুঁড়ীকে যদি হাত কত্তে পারি।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

হানিফ্ গাজীর নিকেতন-সম্মুখে।

(হানিফ্ ও ফতেমার প্রবেশ)

হানি। বলিস্ কি? পঞ্চাশ টাকা?

ফতেমা। মুই কি আর ঝুট কথা বলছি

হানি। (সরোষে) এমন গরুখোর হারাম-জাদা কি হেঁদুদের বিচে আর দুজন আছে? শালা রাইওৎ বেচারিগো জানে মারে, তাগোর সব লুটে লিয়ে তার পর এই করে। আচ্ছা দেখি, এ কুম্পনির মুলুকে এনছাপ আছে কি না। বেটা কাফেরকে আমি গরু খাওয়ায়ে তবে ছাড়্‌বো। বেটার এত বড় মকদুর। আমি গরিব হলাম বলে বেয়ে গেল কি? আমার বাপ দাদা নওয়াবের সরকারে চাকরী করেছে, আর মোর খুন কখনো বায়রে গিয়ে তো কসবগিরী করে নি। শালা—

ফতে। আরে মিছে গোসা কর কেন্? ঐ দেখ, যে কুটনী মাগীকে মোর কাছে পেটয়েছ্যাল, সে ফের এই দিকে আস্‌তেচে।

হানি। গস্তানীর মাথাটা ভাঙ্‌তি পাত্তাম, তা হলি গা-টা ঠাণ্ডা হতো।

ফতে। চল, মোরা একটু তফাতে দাঁড়াই দেখি মাগী আস্তে কি করে। [উভয়ের প্রস্থান।

(পুঁটির প্রবেশ)

পুঁটি। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া স্বগত) থু, থু! পাতিনেড়ে বেটাদের বাড়ীতে আস্‌তেও গা বমি বমি করে। থু, থু! কুঁকড়োর পাখা প্যাঁজের খোসা। থু, থু! তা করি কি? ভক্ত বাবু কি এ কম্মে কখনও ক্ষান্ত হবে? এত বুড়ো, তবু আজো যেন রস উৎলে পড়ে। আর না হবে তো ত্রিশ বচ্ছর ওর কম্ম কচ্চি, এতে যে কত কুলের ঝি বউ, কত রাঁড়, কত মেয়ের পরকাল খেয়েছি, তার কিছু ঠিকানা নাই। (সহাস্যে

বদনে) বাবু এ দিকে আবার পরম বৈষ্ণব, মালা ঠকঠকিয়ে বেড়ান—ফি সোমবারে হবিষ্যি করেন, —আ মরি, কি নিষ্ঠে গা! (চিন্তা করিয়া) সে যাক মেনে, দেখি এখন এ মাগীকে পারি কি না। পীতেম্বরে তেলীর মেয়েকে এ সব কথা বল্‌তে ভয় পায়। সে তো আর দুঃখী কাঙ্গালের বউ নয় যে দুই চার টাকা দেখ্‌লে নেচে উঠ্‌বে। আর ভক্ত বাবুর যদি যুবকাল থাক্‌তো, তা হলেও ক্ষতি ছিল না। ছুঁড়ী যদি নারাজ হয়ে রাগ্‌তো, তা হলো নয় কথাটা ঠাট্টা করেই উড়িয়ে দিতেম। তা দেখি, এখানে কি হয়। (উচ্চৈঃস্বরে) ও ফতি! তুই বাড়ী আছিস্‌?

নেপথ্যে। ও কে ও?

পুঁটি। আমি, একবার বেরো তো!

(ফতেমার প্রবেশ)

ফতে। পুঁটি দিদি যে, কি খবর?

পুঁটি। হানিফ্‌ কোথায়?

ফতে। সে ক্ষেতে লাঙ্গল দিতি গেছে।

পুঁটি। (স্বগত) আপদ্‌ গেছে, মিন্‌ষে যেন যমের দূত। (প্রকাশ্যে) ও ফতি, তুই এখন বলিস্‌ কি ভাই?

ফতে। কি বল্‌বো?

পুঁটি। আর কি বল্‌বি? সোণার খাবি, সোণার পর্‌বি, না এখানে বাঁদী হয়ে থাক্‌বি?

ফতে। তা ভাই, যার যেমন নসিব্‌। তুই যেকে জওয়ান খসম ছেড়ে একটা বুড়োর কাছে যাতি বলিস্‌, তা সে বুড়ো মলি ভাই আমার কি হবে?

পুঁটি। আঃ! ও সব কপালের কথা, ও সব কথা ভাবতে গেলে কি কাজ চলে? এই দেখ, পঁচিশটে টাকা এনেছি। যদি এ কর্ম্ম করিস্‌, তা বল্‌, টাকা দিই, আর না করিস্‌, তো তাও বল্‌, আমি চল্‌লেম।

ফতে। দাঁড়া ভাই, একটু সবুর কর্‌ না কেন।

পুঁটি। তুই যদি ভাই আমার কথা শুনিস্‌, তবে তোর আর দেরি করে কাজ নাই।

ফতে। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা ভাই, দে, টাকা দে।

পুঁটি। দেখিস্‌ ভাই, শেষে যেন গোল না হয়।

ফতে। তার জন্যে ভয় কি? আমি সাঁজের বেলা তোদের বাড়ীতে যাব এখন। সে টাকা দে। তা ভাই, এ কথা তো কেউ মালুম্‌ কত্তি পার্‌বে না?

পুঁটি। কি সর্ব্বনাশ! তাও কি হয়। আর এ কথা লোকে টের পেলে আমাদের যত লাজ, তোর তো আর তত নয়। আমরা হলোম হিঁদু, তুই হলি নেড়েদের মেয়ে, তোদের তো আর কুল মান নাই, তোরা রাঁড় হলো আবার বিয়ে করিস্‌।

ফতে। (সহাস্য বদনে) মোরা রাঁড় হলি নিকা করি, তোরা ভাই কি করিস্‌ বল্‌ দেখি? সে যা হোক মেনে, এখন দে, টাকা দে।

পুঁটি। এই নে।

ফতে। (টাকা গণনা করিয়া) এ যে কেবল এক কম পাঁচ গণ্ডা টাকা হলো!

পুঁটি। ছ টাকা ভাই আমার দস্তুরি।

ফতে। না, না, তা হবে না, তুই ভাই দু টাকা নে।

পুঁটি। না ভাই, আমাকে না হয় চারটে টাকা দে।

ফতে। আচ্ছা, তবে তুই বাকি দুটো টাকা ফিরিয়ে দে।

পুঁটি। এই নে—আর দেখ, তুই সাঁজের বেলা ঐ আঁব-বাগানে যাস্‌, তার পরে আমি এসে তোকে নে যাবো।

ফতে। আচ্ছা, তুই তবে এখন যা।

পুঁটি। দেখ্‌ ভাই, এ কম মানুষের টাকা নয়, এ টাকা বজ্জাতি করে হজম করা তোর আমার কর্ম্ম নয়, তা এখন আমি চল্লেম। [প্রস্থান।

(হানিফের পুনঃ প্রবেশ)

হানি। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া সরোষে) হারামজাদীর মাথাটা ভাঙ্গি, তা হলি গা জুড়য়! হা আল্লা, এ কাফের শালা কি মুসলমানের ইজ্জৎ মাত্তি চায়? দেখিস্‌ ফতি! যা কয়ে দিছি, যেন ইয়াদ থাকে, আর তুই সমঝে চলিস্‌, বেটা বড় কাফের, যেন গায়-টায় হাত না দিতে পায়।

ফতে। তার জন্যি কিছু ভাবতি হবে না। ঐ দেখ, এ দিকে কেটা আস্‌তেছে, আমি পালাই। [প্রস্থান।

(বাচস্পতির প্রবেশ)

বাচ। (স্বগত) অনেক কাষ্ঠের দেখ্‌ছি আবশ্যক হবে, তা ঐ প্রাচীন তেঁতুলগাছটাই কাটা যাউক না কেন? আহা! রাধাকৃষ্ণ সে ঐ

বৃক্ষমূলে কত ক্রীড়া করেছি তা স্মরণপথারূঢ় হলো মনটা চঞ্চল হয়। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) দূর হোক্, ও সব কথা আর এখন ভাবলে কি হবে! (উচ্চৈঃস্বরে) ও হানিফ গাজী।

হানি। আগ্যে, কি বল্‌চো?

বাচ। ওরে দেখ্, একটা তেঁতুলগাছ কাট্‌তে হবে, তা তুই পারবি?

হানি। পারবো না কেন?

বাচ। তবে তোর কুড়ালখানা নে আমার সঙ্গে আয়।

হানি। ঠাকুর, কত্তাবাবু এই ছরাদের জন্যি তোমাকে কি দেছে গা?

বাচ। আরে ও কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করিস্? যে বিঘে কুড়িক ব্রহ্মত্রে ছিল, তা তো তিনি কেড়ে নিয়েছেন, আর এই দায়ের সময় গিয়ে জানালেম, তা তিনি বল্যেন যে এখন আমার বড় কু-সময়, আমি কিছু দিতে পার্ব্যো না; তার পরে কত করে বল্যে কয়ে পাঁচটি টাকা বার করেছি। (দীর্ঘনিশ্বাস) সকলি কপালে করে।

হানি। (চিন্তা করিয়া) ঠাকুর, একবার এদিকে আসো তো, তোমার সাথে মোর থোড়া বাত্‌চিৎ আছে।

বাচ। কি বাত্-চিৎ এখানেই বল্ না কেন?

হানি। আগ্যো না, একবার ঐ দিকে যাতি হবে।

বাচ। তবে চল্।

[উভয়ের প্রস্থান।

(ফতেমার এবং পুঁটির পুনঃ প্রবেশ)

পুঁটি। না ভাই, ও আমবাগানে হলো না।

ফতে। তবে তুই ভাই মোকে কোথায় নিয়ে যেতে চাস্, তা বল্?

পুঁটি। দেখ্, ঐ যে পুকুরের ধারে ভাঙ্গা শিবের মন্দির আছে, সেইখানে তোকে যেতে হবে, তা তুই রাত চার ঘড়ীর সময় ঐ গাছতলায় দাঁড়াস্, তার পরে আমি এসে যা কত্তে হয়, করে কম্মে দেবো।

ফতে। আচ্ছা, তবে তুই যা, দেখিস্ ভাই, এ কথা যেন কেউ টেরটোর না পায়।

পুঁটি। ওলো, তুই কি কায়েত না বামনের মেয়ে, যে তোর এতো ভয় লো?

ফতে। আমি যা হই ভাই, আমার আদ্‌মি এ কথা টের পালি আমাগো দুজনকেই গলা টিপে মেরে ফেলাবে।

পুঁটি। (সত্রাসে) সে সত্যি কথা। উঃ! বেটা যেন ঠিক যমদূত! তবে আমি এখন যাই।

[প্রস্থান।

ফতে। (স্বগত) দেখি, আজ রাত্তির বেলা কি তামাশা হয়; এখন যাই, খানা পাকাই গে।

[প্রস্থান।

(বাচস্পতি এবং হানিফের পুনঃ প্রবেশ)

বাচ। শিব! শিব! এ বয়সেও এতো? আর তাতে আবার যবনী! রাম বলো! কলিদেব এত দিনেই যথার্থরূপে এ ভারতভূমিতে আবির্ভূত হলেন। হানিফ্, দেখ্, যে কথা বল্যেম, তাতে যেন খুব সতর্ক থাকিস্। এতে দেখ্‌চি, আমাদের উভয়েরই উপকার হত্যে পারবে।

হানি। আগ্যে, তার জন্যি ভাবতি হবে না।

বাচ। এখন চল্, তোর কুড়ালি কোথায়?

হানি। কুড়ুলখান বুঝি ক্ষেতে পড়ে আছে, চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি প্রথমাঙ্ক।

দ্বিতীয়াঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

ভক্তপ্রসাদ বাবুর বৈঠকখানা।

(ভক্তবাবু আসীন)

ভক্ত। (স্বগত) আঃ! বেলাটা আজ কি আর ফুরবে না? (হাই তুলিয়া) দীনবন্ধো! তোমারই ইচ্ছা। পুঁটি বলে যে পঞ্চী ছুঁড়ীকে পাওয়া দুষ্কর, কি দুঃখের বিষয়! এমন কনক-পদ্মটি তুল্‌তে পাল্যেম না হে! সসাগরা পৃথিবীকে জয় করে পার্থ কি অবশেষে প্রমীলার হস্তে পরাভূত হল্যেন? যা হোক, এখন যে হানিফের মাগটাকে পাওয়া গেছে, এও একটা আহ্লাদের বিষয় বটে। ছুঁড়ী দেখতে মন্দ নয়, বয়স অল্প, আর নবযৌবনমদে একেবারে যেন চলে ঢলে পড়ে। শাস্ত্রে বলেছে যে, যৌবনে কুক্কুরীও ধন্য। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া) ইঃ! এখনও না হবে ত প্রায় দুই তিন দণ্ড বেলা আছে। কি উৎপাত!

(আনন্দ বাবুর প্রবেশ)

কে ও, আনন্দ না কি ? এসো বাপু এসো, বাড়ী এসেছো কবে ?

আনন্দ। (প্রণাম ও উপবেশন করিয়া) আজ্ঞে, কাল রাত্রে এসে পৌঁছেছি।

ভক্ত। তবে কি সংবাদ, বল দেখি শুনি।

আন। আজ্ঞে, সকলই সুসংবাদ। অনেক দিন বাড়ী আসা হয় নি বলো মাসখানেকের ছুটি নিয়ে এসেছি।

ভক্ত। তা বেশ করেছো। আমার অম্বিকার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল ?

আন। আজ্ঞে, অম্বিকার সঙ্গে কলকেতায় তো আমার প্রায় রোজই সাক্ষাৎ হয়।

ভক্ত। কেন ? তুমি না পাথুরেঘাটায় থাক ?

আন। আজ্ঞে, থাক্‌তেম বটে, কিন্তু এখন উঠে এসে খিদিরপুরে বাসা করেছি।

ভক্ত। অম্বিকার লেখাপড়া হচ্চে কেমন ?

আন। জ্যেঠা মহাশয়, এমন ক্লেবর ছোক্‌রা তো হিন্দু কালেজে আর দুটি নাই।

ভক্ত। এমন কি ছোক্‌রা বল্‌লে বাপু ?

আন। আজ্ঞে, ক্লেবর অর্থাৎ সুচতুর—মেধাবী।

ভক্ত। হাঁ হাঁ, ও তোমাদের ইংরাজী কথা বটে ? ও সকল, বাপু, আমাদের কাণে ভাল লাগে না। গুণহীন কিম্বা চালাক বল্‌লে আমরা বুঝ্‌তে পারি। ভাল আনন্দ! তুমি বাপু বড় শিষ্ট ছেলে, তা বল দেখি, অম্বিকা তো কোন অধর্ম্মাচরণ শিখ্‌ছে না ?

আন। আজ্ঞে, অধর্ম্মাচরণ কি ?

ভক্ত। এই দেব ব্রাহ্মণের প্রতি অবহেলা, গঙ্গাস্নানের প্রতি ঘৃণা, এই সকল খৃষ্টিয়ানী মত—

আন। আজ্ঞে, এ সকল কথা আমি আপনাকে বিশেষ করে বল্‌তে পারিনা।

ভক্ত। আমার বোধ হয়, অম্বিকাপ্রসাদ কখনই এমন কুকর্ম্মচারী হবে না—সে আমার ছেলে কি না। প্রভো তুমি সত্য। ভাল, আমি শুনেছি যে, কলকেতায় না কি সব একাকার হয়ে যাচ্ছে ? কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, কৈবর্ত্ত, সোণারবেণে, কপালী, তাঁতী, জোলা, তেলী, কলু, সকলেই না কি একত্রে উঠে বসে, আর খাওয়াদাওয়া করে ? বাপু, এ সকল কি সত্য ?

আন। আজ্ঞে, বড় যে মিথ্যে তাও নয়।

ভক্ত। কি সর্ব্বনাশ! হিন্দুয়ানীর মর্য্যাদা দেখ্‌ছি আর কোন প্রকারেই রৈলো না। আর রৈবেই বা কেমন করে ? কলির প্রতাপ দিন দিন বাড়্‌ছে বৈ ত নয়। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) রাধে কৃষ্ণ!

(গদাধরের প্রবেশ)

কে ও ?

গদা। আজ্ঞে, আমি গদা। (একপাশে দণ্ডায়মান)

ভক্ত। (ইসারা)

গদা। (ঐ)

ভক্ত। (স্বগত) হঃ, আজ কি সন্ধ্যা হবে না না কি। (প্রকাশে) ভাল, আনন্দ! শুনেছি—কলকেতায় না কি বড় বড় হিন্দু সকল মুসলমান বাবুর্চী রাখে ?

আন। আজ্ঞে, কেউ কেউ শুনেছি রাখে বটে।

ভক্ত। থু! থু! বল কি ? হিন্দু হয়ে নেড়ের ভাত খায় ? রাম! রাম! থু! থু!

গদা। (স্বগত) নেড়েদের ভাত খেলে জাত যায়, কিন্তু তাদের মেয়েদের নিলে কিছু হয় না। বাঃ! বাঃ! কর্ত্তাবাবুর কি বুদ্ধি!

ভক্ত। অম্বিকাকে দেখ্‌ছি আর বিস্তর দিন কলকেতায় রাখা হবে না।

আন। আজ্ঞে, এখন অম্বিকাকে কালেজ থেকে ছাড়ান কোন মতেই উচিত হয় না।

ভক্ত। বল কি, বাপু ? এর পরে কি ইংরাজী শিখে আপনার কুলে কলঙ্ক দিবে ? আর "মরা গরুতেও কি ঘাস খায়," এই বলে কি পিতৃ-পিতামহের শ্রাদ্ধটাও লোপ করবে ?

(নেপথ্যে শঙ্খ, ঘণ্টা, মৃদঙ্গ, করতাল ইত্যাদি)

ভক্ত। এসো, বাপু, ঠাকুরদর্শন করি গে।

আন। যে আজ্ঞে, চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

গদা। (স্বগত) এখন বাবুরা তো গেলো। (চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া) দেখি, একটু আরাম করি। (গদির উপর উপবেশন) বাঃ, কি নরম বিছানা গা। এর উপরে বস্‌লিই গা যেন ঘুম ঘুম কত্তে থাকে। (উচ্চৈঃস্বরে) ও রাম।

নেপথ্যে। কে ও ?

গদা। আমি গদাধর। ও রাম, বলি এক ছিলিম অম্বুরি তামাক-টামাক খাওয়া না।

নেপথ্যে। রোস্, খাওয়াচি।

গদা। (তাকিয়ায় ঠেস দিয়া স্বগত) আহা, কি আরামের জিনিস। এই বাবু বেটারাই মজা করে নিলে। যারা ভাতের সঙ্গে বাটি বাটি ঘি আর দুধ খায়, আর এমনি বালিসের উপর ঠেস দিয়ে বসে, তাদের কত্তো সুখী কি আর আছে?

(তামাক লইয়া রামের প্রবেশ)

রাম। ও কি ও? তুই যে আবার এখানে বসেছিস্?

গদা। একবার ভাই বাবুগিরি করে জন্মটা সফল করে নি। দে, হুঁকোটা দে। কত্তাবাবুর ফরসিটে আন্‌তিস্ তো আরও মজা হতো। (হুঁকা গ্রহণ)

রাম। হা! হা! হা! তুই বাবুদের মতন তামাক খেতে কোথায় শিখ্‌লি রে? এ যে ছাতারের নেত্য। হা! হা! হা!

গদা। হা! হা! হা!—তুই ভাই একবার আমার গাটা টেপ্ তো।

রাম। মর্ শালা, আমি কি তোর চাকোর? হা! হা! হা!

গদা। তোর পায়ে পড়ি ভাই, আয় না। আচ্ছা, তুই একবার আমার গা টিপে দে, আমি নইলে আবার তোর গা টিপে দেব এখন।

রাম। হা! হা! হা! আচ্ছা, তবে আয়।

গদা। রোস্, হুকোটা আগে রেখে দি। এখন আয়।

রাম। (গাত্র টেপন)

গদা। হা! হা! হা! মর্, অমন করে কি টিপ্‌তে হয়?

রাম। কেমন, এখন ভাল লাগে তো? হা! হা! হা!

গদা। আজ ভাই ভারী মজা কল্যেম, হা! হা! হা!

রাম। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) পালা রে পালা, ঐ দেখ্, কত্তাবাবু আস্‌চে।

[হুঁকা লইয়া হাসিতে হাসিতে বেগে প্রস্থান।

গদা। (গাত্রোত্থান করিয়া স্বগত) বুড় বেটা এমন সময়ে এসে সব নষ্ট কল্যে। ইস্! আজ বুড়র ঠাট দেখ্‌লে হাসি পায়। শান্তিপুরে ধুতি, জামদানের মেরজাই, চাকাই চাদোর, জরির জুতো, আবার মাথায় তাজ। হা! হা! হা!

(ভক্তবাবুর পুনঃ প্রবেশ)

ভক্ত। ও গদা।

গদা। আজ্ঞে—এ এ এ।

ভক্ত। ওরা কি এসেছে বোধ হয়?

গদা। আজ্ঞে, এতক্ষণে স থাকতে পারে আপনি আসুন।

ভক্ত। যা, তুই আগে দেখে আয় গে।

গদা। যে আজ্ঞে। [প্রস্থান

ভক্ত। (স্বগত) তাজটা মাথায় দেওয়া ভালই হয়েছে। নেড়েম রা এই সকল ভালবাসে আর এতে এই একটা ও উপকার হচো যে টিকিটা ঢাকা পড়েছে, (স্বরে) ও রামা—

নেপথ্যে। আজ্ঞে যাই

ভক্ত। আমার হাতবা আর আরসিখান আন্ তো। (স্বগত) দেখি, কটু আতর গায় দি। নেড়েরা আবাল বৃদ্ধ বনি তরের খোস্‌বু বড় পছন্দ করে, আর ছোট শিশি টেঁকে করে সঙ্গে নে যাই। কি জানি, যদি মাগীর গায়ে প্যাঁজের গন্ধটন্ধ থাকে, না হয়, একটু আতর মাখিয়ে তা দূর করবো।

(বাক্স ও আরসি লইয়া রামের পু প্রবেশ)

ভক্ত। (আরসিতে মুখ দে আতরের শিশি লইয়া বাক্স পুনরায় বন্ধ করি এই নে যা, আর দেখ্, যদি কেউ আসে তো বলিস্ যে আমি এখন জপে আছি।

রাম। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

ভক্ত। (পরিক্রমণ করিয়া স্বগত) আঃ! গদা বেটা যে এখনও আস্‌ছে না? বেটা কুড়ের শেষ।

(গদার পুনঃ প্রবেশ)

কি হলো রে?

গদা। আজ্ঞে, পিসী তাকে নে গেছে, আপনি আসুন।

ভক্ত। তবে চল্ যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

এক উদ্যানের মধ্যে এক ভগ্ন শিবের মন্দির।

(বাচস্পতি ও হানিফের প্রবেশ)

বাচ। ও হানিফ।

হানি। জী।

বাচ। এই তো সেই শিবমন্দির, এখন তো দেখ্‌ছি, কেউ আসে নি। তা চল্‌, আমরা ঐ অশ্বত্থগাছের উপরে এই বেলা লুকিয়ে বসে থাকি গে।

হানি। আপনার যেমন মর্জি।

বাচ। কিন্তু দেখ্‌, আমি যতক্ষণ না ইসারা করি, তুই চুপ করে বসে থাকিস্‌।

হানি। ঠাকুর, তা তো থাকপো, লেকিন আমার সামনে যদি আমার বিবির গায়ে হাত দেয়, কি কোন রকম বেইজ্জৎ কত্তি যায়, তা হলি তো আমি তখনই সে হারামজাদা বেটার মাথাটা টাক্সে ছিঁড়ে ফেল্‌বো। আমার তো এখনে আর কোন ভয় নেই, আমি দোসরা এলাকায় ঘরের ঠ্যাকনা করিছি।

বাচ। (স্বগত) বেটা একে সাক্ষাৎ যমদুত, তাতে আবার রেগেছে, না জানি, আজ একটা কি বিভ্রাটই বা ঘটায়। (প্রকাশে) দেখ্‌ হানিফ, অমন রাগ্‌লে চল্‌ব্যে না, তা হলে সব নষ্ট হবে; তুই একটু স্থির হয়ে থাক্‌।

হানি। আরে থোও ম্যানে ঠাহুর! আমার লহু গরম হয়ে উঠ্‌তেছে, আর হাত দুখানা যেন নিসপিস্‌ কচ্চেছে,—একবার শালারে এখন পালি হয়, তা হলি মনের সাধে তারে কিলয়ে গেরাম ছাড়ো যাব, আর কি?

বাচ। না, তবে আমি এর মধ্যে নাই; আমার কথা যদি না শুনিস্‌, তবে আমি চল্লেম।

(গমনোদ্যত)

হানি। আরে, রও না, ঠাহুর। এত গোসা হতেছ কেন? ভাল, কও দিনি, আমি এখনে যদি চুপ করে থাকি, তা হলি আখেরে তো শালারে শোধ দিতি পার্‌বো?

বাচ। হাঁ, তা পার্‌বি বৈ কি।

হানি। আচ্ছা, তবে চল, তুমি যা বল্‌বে, তাই কর্‌বো এখনে।

বাচ। তবে চল্‌, ঐ গাছে উঠে চুপ করে বসে থাকি গে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(ফতেমা ও পুঁটির প্রবেশ)

ফতে। ও পুঁটি দিদি! মোরে এ কোথায় আনে ফ্যালালি? না ভাই, মোরে বড় ডর লাগে, সাপেই থাকে না কি হবে কিছু কতি পারি নে।

পুঁটি। আরে এই যে শিবের মন্দির, আর তো দু কোশ পাঁচ কোশ যেতে হবে না। তা এইখেনে দাঁড়া না। কত্তাবাবু ততক্ষণ আসুন।

ফতে। না ভাই, যে আঁধার, বড় ডর লাগে। এই বনের মদ্দি মোরা দুটিতি কেমন করে থাক্‌পো?

পুঁটি। (স্বগত) বলে মিথ্যে নয়। যে অন্ধকার, গা-টাও কেমন ছম্‌ ছম্‌ করে, আবার শুনেছি, এখানে না কি ভূতের ভয়ও আছে। (পশ্চাতে দৃষ্টি করিয়া) আঃ, এঁর যে আর আসা হয় না।

ফতে। তুই নৈলে থাক্‌ ভাই, মুই আর রতি পার্‌বো না। (গমনোদ্যত)

পুঁটি। (ফতের হস্ত ধারণ করিয়া) আ মর্‌ ছুঁড়ী! আমি থাক্‌লে কি হবে? (স্বগত) হায়, আমার কি এখন আর সে কাল আছে? তালশাঁস পেকে শক্ত হল্যে আর তাকে কে খেতে চায়? (প্রকাশে) তুই, ভাই, আর একটুখান দাঁড়া না। কত্তাবাবু এলো বল্যে।

ফতে। না ভাই, মুই তোর কড়িপাতি চাই নে, মোর আদ্‌মী এ কথা মালুম কত্তি পাল্যি মোরে আর আস্তো রাখ্‌পে না।

পুঁটি। আরে, মিছে ভয় করিস্‌ কেন? সে কেমন করে জান্‌তে পার্‌বে বল্‌। সে কি আর এখানে দেখ্‌তে আস্‌ছে; তা এত ভয়ই বা কেন? একটু দাঁড়া না। (সচকিতে স্বগত) ও মা, ঐ মন্দিরের মধ্যে কি একটা শব্দ হলো না? রাম! রাম! রাম! (ফতেকে ধারণ)

ফতে। (বিষণ্ণভাবে) তুই যদি না ছাড়িস্‌ ভাই, তবে আর কি কর্‌বো; এখনে আল্লা যা করে! তা চল্‌, মোরা ঐ মস্‌জিদের মদ্দি যাই; আবার এখানে কেটা কোন্‌ দিক্‌ হতে দেখতি পাবে।

পুঁটি। না না না, এই ফাঁকেই ভালো। (স্বগত) আঃ, এ বুড়ো ডেকরা মরেচে না কি?

ফতে। (সচকিতে) ও পুঁটি দিদি, ঐ দেখ্‌ দেখি, কে দুজন আস্‌ছে, আমি ভাই ঐ মস্‌জিদের মদ্দি যুকুই।

পুঁটি। না লো না, এইখানে দাঁড়া না। আমি দেখ্‌চি, বুঝি আমাদের কত্তাবাবুই বা হবে। (দেখিয়া) হাঁ তো, ঐ যে তিনিই বটে, আর সঙ্গে গদা আস্‌চে। আঃ, বাঁচ্‌লেম।

ফতে। না ভাই, মুই যাই।

পুঁটি। আরে, দাঁড়া না; যাবি কোথা?

(ভক্ত ও গদাধরের প্রবেশ

পুঁটি। আঃ, কত্তাবাবু, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ধরে গিয়েছে। আপনি দেরী কল্যেন বলে আমরা আরো ভাব্‌ছিলেম, ফিরে যাই।

ভক্ত। হাঁ, একটু বিলম্ব হয়েছে বটে—তা এই যে আমার মনোমোহিনী এসেছেন। (স্বগত) আহা, যবনী হলো তা বয়ে গেল কি? ছুঁড়ী রূপে যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী! এ যে আঁস্তাকুড়ে সোনার চাঙড়! (প্রকাশে গদার প্রতি) গদা, তুই একটু এগিয়ে দাঁড়া তো, যেন এ দিগে কেউ না এসে পড়ে?

গদা। যে আজ্ঞে।

ভক্ত। ও পুঁটি, এটি তো বড় লাজুক দেখ্‌চি রে। আমার দিকে একবার চাইতেও কি নাই? (ফতের প্রতি) সুন্দরি, একবার বদন তুলে দুটো কথা কও, আমার জীবন সার্থক হউক, হরি বোল,—হরি বোল,—হরি বোল! তায় লজ্জা কি?

গদা। (স্বগত) আর ও নাম কেন? এখন আল্লা আল্লা বল।

ভক্ত। আহা! এমন খোস্ চেহারা কি হান্‌ফের ঘরে সাজে? রাজরাণী হ'লে তবে যথার্থ শোভা পায়!

"ময়ুর চকোর শুক চাতকে না পায়।
হায় বিধি পাকা আম দাঁড়কাকে খায়॥"

বিধুমুখি, তোমার বদনচন্দ্র দেখে আজ আমার মনকুমুদ প্রফুল্ল হলো!—আঃ!

পুঁটি। (স্বগত) কত্তা আজ বাদে কাল শিঙ্গে ফুকবেন, তবু রসিকতাটুকু ছাড়েন না। ও মা! ছাইতে কি আগুন এতকালও থাকে গা? (প্রকাশে) কত্তাবাবু, ও নেড়েদের মেয়ে, ওরা কি ও সব বোঝে?

ভক্ত। আরে, তুই চুপ্ কর্ না কেন?

পুঁটি। যে আজ্ঞে।

ফতে। পুঁটি দিদি, মুই তোর পায়ে সেলাম করি, তুই মোকে হেথা থেকে নিয়ে চল্।

পুঁটি। আ মর্, একশোবার ঐ কথা? বাবু এত করে বল্‌চো, তবু কি তোর আর মন ওঠে না? হাজার হোক নেড়ের জাত কি না,—কথায় বলে,

"তেঁতুল নয় মিষ্টি, নেড়ে নয় ইষ্টি।"

কত্তাবাবুকে পেলে কত বামুন-কায়েতে বত্যে যায়, তা তুই নেড়ে বৈ ত নস্, তোদের জাত আছে, না ধর্ম্ম আছে? বরং ভাগ্যি করে মান যে বাবুর চোখে পড়েছিস্!

ফতে। না ভাই, মুই অনেকক্ষণ ঘর ছেড়ে এসেচি, মোর আদ্‌মি আসে এখনি মোকে খোঁজ করবে, মুই যাই ভাই!

ভক্ত। (অঞ্চল ধারণ করিয়া) প্রেয়সি, তুমি যদি যাবে, তবে আমি আর বাঁচবো কিসে?—তুমি আমার প্রাণ,—তুমি আমার কলিজে—তুমি আমার চন্দ্রো পুরুষ!—

"তুমি প্রাণ, তুমি ধন, তুমি মন, তুমি জন,
নিকটে যে ক্ষণ থাক সেই ক্ষণ ভাল লো।
যত জন আর আছে, তুচ্ছ করি তোমা কাছে,
ত্রিভুবনে তুমি ভাল আর সব কাল লো।"

তা দেখ ভাই, বুড় বল্যে হেলা করো না, তুমি যদি চলে যাও, তা হলে আর আমার প্রাণ থাকবে না।

গদা। (স্বগত) ভেলা মোর ধন রে? এই তো বটে।

পুঁটি। কত্তাবাবু! ফকির ভয় হচ্যে যে পাছে ওকে কেউ এখানে দেখতে পায়; তা ঐ মন্দিরের মধ্যে গেলেই ত ভাল হয়।

ভক্ত। (চিন্তিত ভাবে) অ্যাঁ—মন্দিরের মধ্যে? —হাঁ; তা ভগ্নশিবের তো শিবত্ব নেই, তার ব্যবস্থাও নিয়েছি। বিশেষ এমন সুন্দর অপ্সরীর জন্যে হিন্দুয়ানি ত্যাগ করাই বা কোন্ ছার?

নেপথ্যে গম্ভীরস্বরে। বটে রে পাষণ্ড নরাধম দুরাচার? (সকলের ভয়)

ভক্ত। (সত্রাসে চতুর্দ্দিকে দেখিয়া) অ্যাঁ! আ—আ—আ—আমি না! ও বাবা! এ কি! কোথা যাব?

পুঁটি। (কম্পিত কলেবরে) রাম—রাম—রাম!—রাম! আমি তখনি ত জানি—রাম—রাম রাম!

ভক্ত। ও গদা, কাছে আয় না!

গদা। (কম্পিত কলেবরে) আগে বাঁচি, তবে—(নেপথ্যে হুঙ্কার ধ্বনি)

পুঁটি। ই—ই—ই—ই। (ভূতলে পতন ও মূর্চ্ছা)

ভক্ত। রাধাশ্যাম—রাধাশ্যাম!—ও মাগো, কি হবে?

নেপথ্যে। এই দেখ্ না কি হয়?

ভক্ত। (কর যোড় করিয়া সকাতরে) বাবা! আমি কিছু জানি নে, দোহাই বাবা, আমাকে ক্ষমা কর। (অষ্টাঙ্গে প্রণিপাত)

(ওষ্ঠ ও চিবুক বস্ত্রাবৃত করিয়া হানিফের দ্রুত প্রবেশ, গদাকে চপেটাঘাত ও তাহার ভূতলে পতন, পরে ভক্তের পৃষ্ঠদেশে বসিয়া মুষ্ট্যাঘাত এবং পুঁটিকে পদপ্রহার করিয়া বেগে প্রস্থান)

ভক্ত। আঁ—আঁ—আঁ।

(নেপথ্য হইতে বাচস্পতির রামপ্রসাদী পদ—
"মায়ের এই তো বিচার বটে,
বটে বটে গো আনন্দময়ি—এই তো
বিচার বটে" এবং প্রবেশ)

গদা। (দেখিয়া) এই যে দাদাঠাকুর এসেছেন? আঃ, বাঁচলেম! বামুণের কাছে ভূত আস্‌তে পায় না। (পৃষ্ঠদেশে হাত বুলাইয়া) বাবা! ভূতের হাত এমন কড়া?

বাচ। এ কি! কর্ত্তাবাবু যে এমন করে পড়ে রয়েছেন? হয়েছে কি? আঁ?

ভক্ত। (বাচস্পতিকে দেখিয়া গাত্রোত্থান করিয়া) কে ও? বাচপোৎ দাদা না কি? আঃ; ভাই! আজ ভূতের হাতে মরেছিলেম আরকি! তুমি যে এসে পড়েছো, বড় ভালই হয়েছে।

পুঁটি। (চেতন পাইয়া) রাম—রাম—রাম—রাম!

গদা। ও পিসি! সেটা চলে গিয়েছে, আর ভয় নাই, এখন ওঠ্‌।

পুঁটি। (উঠিয়া) গিয়েছে? আঃ! রক্ষে হলো। তা চল্‌, বাছা, আর এখানে নয়; আমি বেঁচে থাকলে অনেক রোজগার হবে। (বাচস্পতিকে দেখিয়া) ও মা। এই যে ভটচাজ্জি মোশাই এখানে এসেছেন।

বাচ। কর্ত্তাবাবু, আমি এই দিক্‌ দিয়ে যাচ্ছিলেম, মানুষের গোঁগানির শব্দ শুনে এলেম। তা বলুন দেখি, ব্যাপারটাই কি? আপনিই বা এ সময়ে এখানে কেন? আর এরাই বা কেন এসেছে? এ ত দেখছি হানিফ গাজীর মাগ্‌।

ভক্ত। (স্বগত) এক দিকে বাঁচ্‌লেম, এখন আর এক দিকে যে বিষম বিভ্রাট! করি কি? (প্রকাশে বিনীত ভাবে) ভাই, তুমি তো সকলি বুঝেছ, তা আর লজ্জা দিও না। আমি যেমন কর্ম্ম করেছিলাম, তার উপযুক্ত ফলও পেয়েছি! তা হ্যা দেখ ভাই, তোমার হাতে ধরে বলছি, এই ভিক্ষাটি আমাকে দেও যে, এ কথা যেন কেউ টের না পায়। বুড় বয়েসে এমন কথা প্রকাশ হ'লে আমার কুলমানে একেবারেই ছাই পড়্‌বে। তুমি ভাই, আমার পরম আত্মীয়, আমি আর অধিক কি বল্‌বো?

বাচ। সে কি কর্ত্তাবাবু? আপনি হলেন বড়-মানুষ—রাজা; আর আমি হলেম দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আর সেই ব্রহ্মত্রটুকু যাওয়া অবধি দিনান্তেও অন্ন যোটা ভার, তা আমি আপনার আত্মীয় হব, এমন ভাগ্য কি করেছি?—

ভক্ত। হয়েছে—হয়েছে, ভাই! আমি কল্যই তোমার সে ব্রহ্মত্রজমি ফিরে দেব, আর দেখ, তোমার মাতৃশ্রাদ্ধে আমি যৎসামান্য কিঞ্চিৎ দিয়েছিলেম, তা আমি তোমাকে নগদ আরও পঞ্চাশটি টাকা দেবো, কিন্তু এই কর্ম্মটি করো, যেন আজ্‌কের কথাটা কোনরূপে প্রকাশ না হয়।

বাচ। (হাস্যমুখে) কর্ত্তাবাবু, কর্ম্মটা বড় গর্হিত হয়েছে অবশ্যই বল্‌তে হবে; কিন্তু যখন ব্রাহ্মণে কিঞ্চিৎ দান কত্তে স্বীকার হলেন, তখন তার তো এক প্রকার প্রায়শ্চিত্তই করা হলো, তা আমার সে কথার প্রসঙ্গেই বা প্রয়োজন কি? তার জন্যে নিশ্চিন্ত থাকুন।

(স্বাবাভিক বেশে হানিফ্‌ গাজীর প্রবেশ)

হানি। কর্ত্তাবাবু, সালাম করি।

ভক্ত। (অতি ব্যাকুলভাবে) এ কি! আঁ্যা! এ আবার কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত?

হানি। (হাস্যমুখে) কর্ত্তাবাবু, আমি ঘরে আস্যে ফতিরি তল্লাস্‌ কল্লাম, তা সকলে বল্যে যে, সে এই ভাঙ্গা মন্দিরির দিকে পুঁটির সাতে আয়েছে, তাই তারে চুঁড়তি চুঁড়তি আস্যে পড়িছি। আপনার যে মোচলমান হতি সাধ্‌ গেছে, তা জান্‌তি পাল্লি ভাবনা কি ছিল? ফতি তো ফতি, ওর চায়েও সোনার চাঁদ আপ্‌নারে আস্যে দিতি পাত্তাম, তা এর জন্য আপনি এত তজ্‌দি নেলেন কেন? তোবা! তোবা!

ভক্ত। (চিন্তা করিয়া নম্রভাবে) বাবা হানিফ! আমি সব বুঝেছি, তা আমি যেমন তোর উপর অহেতু অত্যাচার করেছিলেম, তেম্‌নি তার বিধিমত শাস্তিও পেয়েছি, আর কেন? এখন ক্ষান্ত দাও। আমি বরঞ্চ তোমাকে কিছু দিতেও রাজি আছি, কিন্তু বাপু এ কথা যেন আর

প্রকাশ না হয়, এই ভিক্ষাটি আমি চাই। হে বাবা, তোর হাতে ধরি।

হানি। সে কি, কত্তাবাবু?—আপনি যে নাড়্যেদের এত গাল পাড়্‌তেন, এখনে আপনি খোদ্ সেই নাড়্যে হত্তি বসেছেন, এর চায়ে খুসীর কথা আর কি হত্তি পারে? তা এ কথা তো আমার জাতকুটুমগো কাত্তই হবে।

ভক্ত। সর্ব্বনাশ!—বলিস্ কি হানিফ? ও বাচ্‌স্পোৎ দাদা, এইবারেই তো গেলেম। ভাই, তুমি না রক্ষে কল্যে আর উপায় নাই। তা একবার হানিফ্‌কে তুমি দুটো কথা বুঝিয়ে বল।

বাচ। (ঈষৎ হাস্যমুখে) ও হানিফ্, একবার এ দিকে আয় দেখি, একটা কথা বলি। (হানিফ্‌কে একপার্শ্বে লইয়া গোপনে কথোপকথন)

ভক্ত। রাধে,—রাধে, এমন বিভ্রাটেও মানুষ পড়ে। একে তো অপমানের শেষ; তাতে আবার জাতের ভয়। আমার এমনি হচ্যে যে, পৃথিবী দুভাগ হলে আমি এখনি প্রবেশ করি। যা হোক, এই নাকে কাণে খত, এমন কর্ম্মে আর নয়।

ফতে। (অগ্রসর হইয়া সহাস্য বদনে) কেন, কত্তাবাবু? নাড়্যের মায়ে কি এখনে আর পছন্দ হচ্যে না?

ভক্ত। দূর হ, হতভাগি, তোর জন্যেই ত আজ আমার এই সর্ব্বনাশ উপস্থিত!

ফতে। সে কি, কত্তাবাবু?—এই, মুই আপনার কলজে হচ্ছেলাম, আরো কি কি হচ্ছেলাম; আবার এখন মোরে দূর কত্তি চাও?

ভক্ত। কেবল তোকে দূর? এ অযশস্ক কর্ম্মটাই আজ অবধি দূর কল্যেম। এততেও যদি ভক্তপ্রসাদের চেতন না হয়, তবে তার বাড়া গর্দ্দভ আর নাই।

গদা। (জনান্তিকে) ও পিসি, তবেই তো গদার পেসা উঠ্‌লো।

পুঁটি। উঠুক বাছা; গতর থাকে তো ভিক্ষে মেগে খাবো। কে জানে মা যে, নেড়ের মেয়েগুলর সঙ্গে পোষা ভূত থাকে? তা হলে কি আমি এ কাজে হাত দি?

বাচ। (অগ্রসর হইয়া) কত্তাবাবু, আপনি হানিফকে দুটি শত টাকা দিন, তা হলেই সব গোল মিটে যায়।

ভক্ত। দু—শো টা—কা! ও বাবা, আমি যে ধনে প্রাণে গেলেম বাচ্‌স্পোৎ দাদা, কিছু কম্-জম্ কি হয় না?

বাচ। আজ্ঞে না, এর কমে কোন মতেই হবে না।

ভক্ত। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, তবে চল, তাই দেব। আমি বিবেচনা করে দেখ্‌লেম, যে এ কর্ম্মের দক্ষিণান্ত এইরূপেই হওয়াই উচিত। যা হোক্ ভাই, তোমাদের হক্তে আমি আজ বিলক্ষণ উপদেশ পেলেম। এ উপকার আমি চিরকালই স্বীকার করবো। আমি যেমন অশেষ দোষে দোষী ছিলেম, তেমনি তার সমুচিত প্রতিফলও পেয়েছি। এখন নারায়ণের কাছে প্রার্থনা করি যে, এমন দুর্ম্মতি যেন আমার আর কখন না ঘটে।

বাইরে ছিল সাধুর আকার,
মনটা কিন্তু ধর্ম্ম-ধোয়া।
পুণ্য-খাতায় জমা শূন্য,
ভণ্ডামীতে চারটি পোয়া॥
শিক্ষা দিলে কিলের চোটে,
হাড় গুঁড়িয়ে খোয়ের মোয়া।
যেমন কর্ম্ম ফল্‌লো ধর্ম্ম,
"বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া॥"

[সকলের প্রস্থান।

যবনিকা-পতন

সমাপ্ত

একেই কি বলে সভ্যতা ?

১২৬৯ সালে প্রকাশিত

দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে মুদ্রিত

—পরিচয়—

রচনা—১৮৫৯ খৃঃ, বেলগাছিয়া থিয়েটারের জন্য লিখিত।

প্রকাশ—১ম সংস্করণ—১২৬৬ সাল (১৮৬০ খৃঃ) পৃঃ ৩৮।
২য় সংস্করণ—১২৬৯ সাল—পৃঃ ৩৪।
পাইকপাড়ার রাজাদের ব্যয়ে মুদ্রিত।

অভিনয়—শোভাবাজার থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি কর্ত্তৃক (১৮৬৫ খৃঃ) প্রথম অভিনীত।

সমসাময়িক সমালোচনা—"'ইয়ং বেঙ্গল' অভিধেয় নব বাবুদিগের দোষোদ্ঘোষণই বর্ত্তমান প্রহসনের একমাত্র উদ্দেশ্য ; এবং তাহা যে অবিকল হইয়াছে, ইহার প্রমাণার্থে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে, ইহাতে যে সকল ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে প্রায়ঃ তৎসমুদায়ই আমাদিগের জানিত কোন না কোন নব বাবু দ্বারা আচরিত হইয়াছে।"

—রাজেন্দ্রলাল মিত্র
(বিবিধার্থ সংগ্রহ)

"আমাদিগের বিবেচনায় এরূপ প্রকৃতির যতগুলি পুস্তক হইয়াছে, তন্মধ্যে এইখানি সর্ব্বোৎকৃষ্ট।"

—রামগতি ন্যায়রত্ন
(বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব)

"'Is this Civilization?' is the best in the language."

—বঙ্কিমচন্দ্র
(Bengali Literature)

"A few of the 'Young Bengal' class getting a scent of the farce 'একেই কি বলে সভ্যতা'? and feeling that the caricature made in it touched them too closely, raised a hue and cry, and choosing for their leader a gentleman of position and affluence who, they know, had influence with the Rajahs, deputed him to dissuade them from producing the farce on the board of their Theatre. This gentleman (also a Young Bengal) fought tooth and nail for the success of his mission. The Rajahs would not yield at first, but under great pressure were obliged to give up the farce."

—কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের
স্মৃতিকথা

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

কর্ত্তা মহাশয়	গৃহিণী
নব বাবু	প্রসন্নময়ী
কালী বাবু	হরকামিনী
বাবাজী	নৃত্যকালী
বৈদ্যনাথ	কমলা
	পয়োধরী } খেমটাওয়ালী
	নিতম্বিনী } খেমটাওয়ালী

বাবুদল, সারজন, চৌকিদার, যন্ত্রীগণ, খানসামা, বেহারা, দরওয়ান, মালী, বরফওয়ালা, মুটিয়াদ্বয়, মাতাল, বারবিলাসিনীদ্বয় ইত্যাদি।

একেই কি বলে সভ্যতা ?

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

নবকুমার বাবুর গৃহ।

নবকুমার এবং কালীনাথ বাবু—আসীন।

কালী। বল কি ?

নব। আর ভাই বল্‌বো কি। কর্ত্তা এত দিনের পর বৃন্দাবন হতে ফিরে এসেছেন। এখন আমার আর বাড়ী থেকে বেরন ভার।

কালী। কি সর্ব্বনাশ। তবে এখন এর উপায় কি ?

নব। আর উপায় কি ? সভাটা দেখ্‌চি এবলিশ্‌ কত্তে হলো।

কালী। বাঃ, তুমি পাগল হলে না কি ? এমন সভা কি কেউ কখন এবলিশ্‌ করে্য থাকে ? এত তুফানে নৌকা বাঁচিয়ে এনে, ঘাটে এসে কি হাল্‌ ছেড়ে দেওয়া উচিত ? যখন আমাদের সবস্ক্রিপ্‌সন লিষ্ট অতি পুয়োর ছিল, তখন আমরা নিজে থেকে টাকা দিয়ে সভাটি সেভ্‌ করেছিলেম, এখন—

নব। আরে ও সব কি আমি আর জানিনে, যে তুমি আমাকে আবার নতুন ক'রে বল্‌তে এলে ? তা আমি কি ভাই সাধ ক'রে সভা উঠ্‌য়ে দিতে চাচ্চি ? কিন্তু করি কি ? কর্ত্তা এখন কেমন হয়েচেন যে, দশ মিনিট যদি আমি বাড়ী ছাড়া হই; তা হ'লে তখনি তত্ত্ব করেন। তা ভাই, আমার কি আর এখন সভায় এটেণ্ড দেবার উপায় আছে ? (দীর্ঘনিশ্বাস)

কালী। কি উৎপাত। তোমার কথা শুনে, ভাই, গলাটা একেবারে যেন শুকিয়ে উঠ্‌লো। ওহে নব, বলি কিছু আছে ?

নব। হুষ্‌! অত চেঁচিয়ে কথা কয়ো না। বোধ করি একটা ব্রাণ্ডি আছে।

কালী। (সহর্ষে) অল্‌ দি বেটর। তা আন না দেখি।

নব। বসো দেখ্‌ছি। (চতুর্দ্দিগ্‌ অবলোকন করিয়া) কর্ত্তা বোধ করি এখনও বাড়ীর ভেতর থেকে বেরোন্‌ নি। (উচ্চস্বরে) ওরে বোদে।

নেপথ্যে। আজ্ঞে যাই।

কালী। আজ রাত্রে কিন্তু, ভাই, একবার তোমাকে যেতেই হবে। (স্বগত) হাঃ, এ বুড়ো বেটা কি অকালের বাদল হয়ে আমাদের প্লেজর নষ্ট কত্তে এলো ? এই নব আমাদের সর্দ্দার, আর মনিম্যাটারে এই বিশেষ সাহায্য করে; এ ছাড়লে যে আমাদের সর্ব্বনাশ হবে, তার সন্দেহ নাই।

(বোদের প্রবেশ)

নব। কর্ত্তা কোথায় রে ?

বৈদ্য। আজ্ঞে দাদাবাবু, তিনি এখন বাড়ীর ভিতর থেকে বেরোন নি।

নব। তবে সেই বোতলটা আর একটা গ্লাস্‌ শীঘ্র করে আন্‌ তো।

[বোদের প্রস্থান।

কালী। ভাল নব, তোমাদের কর্ত্তা কি খুব বৈষ্ণব হে ?

নব। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) ও দুঃখের কথা ভাই কেন আর জিজ্ঞাসা কর ? বোধ করি, কল্‌কাতায় আর এমন ভক্ত দুটি নাই।

(বোতল ইত্যাদি লইয়া বোদের পুনঃ প্রবেশ)

কালী। এ দিকে দে।

নব। শীঘ্র নেও ভাই। এখন আর সে রাবণও নাই, সে সোণার লঙ্কাও নাই।

কালী। না থাক্‌লো তো বোয়ে গেল কি! এ তো আছে ? (বোতল প্রদর্শন) হা, হা, হা!

(মদ্যপান)

নব। আরে কর কি, আবার ?

কালী। বসো ভাই, আরো একটুখানি খেয়ে নি। দেখ, যে গুড্‌ জেনেরেল হয়, সে কি সুযোগ পেলে তার গেরিসনে প্রোবিজন জমাতে কসুর করে ? হা, হা, হা। (পুনর্ম্মদ্য পান)

নব। (বোদের প্রতি) বোতল আর গ্লাসটা নিয়ে যা, আর শীগ্‌গির গোটাকতক পান নিয়ে আয়।

[বোদের প্রস্থান।

কালী। এখন চল ভাই, তোমাদের কর্ত্তার সঙ্গে একবার দেখা করা যাক্ গে। আজ কিন্তু তোমাকে যেতেই হবে, আজ তোমাকে কোন্ শালা ছেড়ে যাবে?

নব। তোমার পায়ে পড়ি, ভাই, একটু আস্তে আস্তে কথা কও।

(পান লইয়া বোদের পুনঃ প্রবেশ)

কালী। দে, এ দিকে দে।
নেপথ্যে। ও বৈদ্যনাথ!

[বোদের প্রস্থান।

নব। এই যে কর্ত্তা বাইরে আস্‌ছেন, নেও, আর একটা পান নেও।

কালী। আমি ভাই পান তো খেতে চাইনে, আমি পান কর্ত্তে চাই। সে যা হউক, তবে চল না, কর্ত্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি গে।

নব। (সহাস্য বদনে) তোমার, ভাই, আর অতো ক্লেশ স্বীকার কর্ত্তে হবে না। কর্ত্তা তোমার গাড়ী দরজায় দেখ্‌লেই আপনি এখানে এসে উপস্থিত হবেন এখন।

কালী। বল কি? আই সে, তোমার চাকর বেটাকে, ভাই, আর একটু ব্রাণ্ডি দিতে বলো তো; আমার গলাটা আবার যেন শুকয়ে উঠ্‌ছে।

নব। কি সর্ব্বনাশ! এমনিই দেখ্‌ছি তোমার একটু যেন নেশা হয়েছে; আবার খাবে?

কালী। আচ্ছা, তবে থাকুক। ভাল, কর্ত্তা এখানে এলে কি বল্‌বো, বল দেখি?

নব। আর বল্‌বে কি? একটা প্রণাম করে আপনার পরিচয় দিও।

কালী। কি পরিচয় দেবো, বল দেখি ভাই? তোমাদের কর্ত্তাকে কি বল্‌বো যে আমি বিএরের —মুখটি—স্বকৃতভঙ্গ—সোনাগাছিতে আমার শত শ্বশুর—না না, শ্বশুর নয়—শত শাশুড়ীর আলয়, আর উইলসনের আখড়ায় নিত্য মহাপ্রসাদ পাই— হা, হা, হা!

নব। আঃ, মিছে তামাসা ছেড়ে দেও, এখন সত্যি কি বল্‌বে, বল দেখি? এক কর্ম্ম কর, কোন একটা মস্ত বৈষ্ণব ফ্যামিলির নাম ঠাওরাতে পার? তা হলে আর কথাটি কইতে হয় না।

কালী। তা পার্‌বো না কেন? তবে একটু মাটী দেও, উড়ে বেয়ারাদের মতন নাকে তিলক কেটে আগে সাধু হয়ে বসি।

নব। না হে না। (চিন্তা করিয়া) গরাণহাটার কোন্ ঘোষ না পরম বৈষ্ণব ছিল?—তার নাম তোমার মনে আছে?—ঐ যে, যার ছেলে আমাদের সঙ্গে এক ক্লাসে পড়তো?

কালী। আমি ভাই গরাণহাটার প্যারী আর তার ছুক্‌রী বিন্দি ছাড়া আর কাকেও চিনি না।

নব। কোন্ প্যারী হে?

কালী। আরে, গোদা প্যারী। সে কি? তুমি কি গোদা প্যারীকে চেন না? ভাই! এক দিন আমি আর মদন যে তার বাড়ীতে যেয়ে কত মজা করেছিলেম, তার আর কি বল্‌বো। সে যাক্, এখন কি বল্‌বো, তা ঠাওরাও।

নব। (চিন্তা করিয়া) হাঁ,—হয়েছে। দেখ, কালী, তোমার কে এক জন খুড়ো পরম বৈষ্ণব ছিলেন না? যিনি বৃন্দাবনে গিয়ে মরেন?

কালী। হাঁ, একটা ওলড্ ফুল ছিল বটে, তার নাম কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ।

নব। তবে বেশ হয়েছে। তুমি তাঁরি পরিচয় দিও, বাপের নামটা চেপে যাও।

কালী। হা, হা, হা!

নব। দূর পাগল, হাসিস্ কে।

কালী। হা, হা, হা! ভাল, তা যেন হলো, এখন বৈষ্ণব বেটাদের দুই একখানা পুঁথির নাম তো না শিখ্‌লে নয়।

নব। তবেই যে সার্‌লে। আমি তো সে বিষয়ে পরম পণ্ডিত। রসো দেখি। (চিন্তা করিয়া) শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা—গীতগোবিন্দ—

কালী। গীত কি?

নব। জয়দেবের গীতগোবিন্দ।

কালী। ধর—শ্রীমতী ভগবতীর গীত,—আর —বৃন্দাদূতীর গীত—

নব। হা, হা, হা। তোমার কি চমৎকার মেমরি!

কালী। কেন, কেন?

নব। হষ্! কর্ত্তা আস্‌ছেন। দেখো, ভাই, যেন একটা বেশ করে প্রণাম করো।

(কর্ত্তা মহাশয়ের প্রবেশ)

কালী। প্রণাম।

কর্ত্তা। চিরজীবী হও বাপু, তোমার নাম কি?

কালী। আজ্ঞে, আমার নাম শ্রীকালী নাথ দাস ঘোষ। মহাশয়, আপনি- ৺কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়কে বোধ করি জান্‌তেন। আমি তাঁরই ভ্রাতুষ্পুত্র।

কর্ত্তা। কোন্ কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ?

কালী। আজ্ঞে, বাঁশবেড়ের—

কর্ত্তা। হাঁ, হাঁ, হাঁ। তুমি স্বর্গীয় কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষজ মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র, যিনি শ্রীবৃন্দাবন ধাম প্রাপ্ত হন?

কালী। আজ্ঞে হাঁ।

কর্ত্তা। বেঁচে থাক বাপু, বসো। (সকলের উপবেশন) তুমি এখন কি কর, বাপু?

কালী। আজ্ঞে, কলেজে নবকুমার বাবুর সঙ্গে এক ক্লাসে পড়া হয়েছিল, এক্ষণে কর্ম্ম কাজের চেষ্টা করা হচ্যে।

কর্ত্তা। বেশ, বাপু। তোমার স্বর্গীয় খুড়া-মহাশয় আমার পরম মিত্র ছিলেন। বাবা, আমি তোমার সম্পর্কে জ্যেঠা হই, তা জান?

কালী। আজ্ঞে।

কর্ত্তা। (স্বগত) আহা! ছেলেটি দেখতে শুন্‌তে যেমন, আর তেমনি সুশীল। আর না হবেই বা কেন? কৃষ্ণপ্রসাদের ভ্রাতুষ্পুত্র কি না?

কালী। জ্যেঠামহাশয়! আজ নবকুমার দাদাকে আমার সঙ্গে একবার যেতে আজ্ঞা করুন।

কর্ত্তা। কেন বাপু, তোমরা কোথায় যাবে?

কালী। আজ্ঞে, আমাদের জ্ঞানতরঙ্গিনী নামে একটি সভা আছে, সেখানে আজ মিটিং হবে।

কর্ত্তা। কি সভা বল্‌লে বাপু?

কালী। আজ্ঞে, জ্ঞানতরঙ্গিনী সভা।

কর্ত্তা। সে সভায় কি হয়?

কালী। আজ্ঞে, আমাদের কলেজে থেকে কেবল ইংরাজী চর্চ্চা হয়েছিল, তা আমাদের জাতীয় ভাষা তো কিঞ্চিৎ জানা চাই, তাই এই সভাটি সংস্কৃত-বিদ্যা আলোচনার জন্যে সংস্থাপন করেছি। আমরা প্রতি শনিবার এই সভায় একত্র হয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রের আন্দোলন করি।

কর্ত্তা। তা বেশ কর। (স্বগত) আহা, কৃষ্ণপ্রসাদের ভ্রাতুষ্পুত্র কি না! আর এ নবকুমারেরও তো আমার ঔরসে জন্ম। (প্রকাশ্যে) তোমাদের শিক্ষক কে বাপু?

কালী। আজ্ঞে, কেনারাম বাচস্পতি মহাশয়, যিনি সংস্কৃত কালেজের প্রধান অধ্যাপক—

কর্ত্তা। ভাল, বাপু, তোমরা কোন্ সকল পুস্তক অধ্যয়ন কর, বল দেখি?

কালী। (স্বগত) আ মলো! এতক্ষণের পর দেখ্‌ছি সাল্লে (প্রকাশে) আজ্ঞে—শ্রীমতী ভগবতীর গীত আর—বোপদেবের বিন্দা দুতী।

কর্ত্তা। কি বল্লে বাপু?

নব। আজ্ঞে, উনি বল্‌ছেন, শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা আর জয়দেবের গীতগোবিন্দ।

কর্ত্তা। জয়দেব? আহা, কবিকুল-তিলক, ভক্তিরস-সাগর।

কালী। জ্যেঠা মহাশয়, যদি আজ্ঞে হয়, তবে এক্ষণে আমরা বিদায় হই।

কর্ত্তা। কেন, বেলা দেখ্‌ছি এখনো পাঁচটা বাজে নি, তা তোমরা, বাপু এত সকালে যাবে কেন?

কালী। আজ্ঞে, আমরা সকাল সকাল কর্ম্ম নির্ব্বাহ করবো বলে সকালে যেতে চাই, অধিক রাত্রি জাগ্‌লে পাছে বেমো-টেমো হয়, এই ভয়ে সকালে মিট করি।

কর্ত্তা। তোমাদের সভাটা কোথায় বাপু?

কালী। আজ্ঞে, সিক্‌দার পাড়ার গলিতে।

কর্ত্তা। আচ্ছা বাপু, তবে এসো গে। দেখো যেন অধিক রাত্রি করো না।

নব এবং কালী। আজ্ঞে না।

[উভয়ের প্রস্থান।

কর্ত্তা। (স্বগত) এই কলিকাতা সহর বিষম ঠাঁই, তাতে করে ছেলেটিকে কি একলা পাঠয়ে ভাল কল্যেম? (চিন্তা করিয়া) একবার বাবাজীকে পাঠিয়ে দি না কেন, দেখে আসুক ব্যাপারটাই কি? আমার মনে যেন কেমন সন্দেহ হচ্ছে যে, নবকে যেতে দিয়ে ভাল করি নাই।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

সিক্‌দারপাড়া ষ্ট্রীট।

(বাবাজীর প্রবেশ)

বাবাজী। (স্বগত) এই ত সিক্‌দার পাড়ার গলি, তা কৈ? নব-বাবুর সভাভবন কৈ? রাধে-কৃষ্ণ! (পরিক্রমণ) তা। দেখি, এই বাড়ীটিই বুঝি হবে। (দ্বারে আঘাত)

নেপথ্যে। তুমি কে গা? কাকে খুঁজচো গা?

বাবাজী। ও গো, এই কি জ্ঞানতরঙ্গিণী সভার বাড়ী?

নেপথ্যে। ও পুঁটি। দেখ তো লা, কোন্ বেটা মাতাল এসে বুঝি দরজায় ঘা মাচ্চে, ওর মাথায় খানিক জল ঢেলে দে তো।

বাবাজী। (স্বগত) প্রভো, তোমারই ইচ্ছে। হায়, এত দিনের পর কি মাতাল হলেম!

নেপথ্যে। তুই বেটা কে রে? পালা, নইলে এখনি চৌকিদার ডেকে দেবো।

বাবাজী। (বেগে পরিক্রমণ করিয়া সরোষে) কি আপদ্! রাধেকৃষ্ণ! কর্ত্তা মহাশয়ের কি আর লোক ছিল না, যে তিনি আমাকেই এ কর্ম্মে পাঠালেন? (পরিক্রমণ) এই দেখ্‌ছি একজন ভদ্রলোক এ দিকে আস্‌ছে, তা একেই কেন জিজ্ঞাসা করি নে।

(একজন মাতালের প্রবেশ)

মাতাল। (বাবাজীকে অবলোকন করিয়া) ওগো, এখানে কোথা যাত্রা হচ্চে গা?

বাবাজী। তা বাবু আমি কেমন করে বলবো?

মাতাল। সে কি গো? তুমি না সং সেজেচ?

বাবাজী। রাধেকৃষ্ণ!

মাতাল। তবে, শালা, তুই এখানে কচ্ছিস্ কি? হাঃ শালা।

[প্রস্থান।

বাবাজী। কি সর্ব্বনাশ! বেটা কি পাষণ্ড গা? রাধেকৃষ্ণ! এ গলিতে কি কোন ভদ্রলোক বসতি করে গা?—এ আবার কি? (অবলোকন করিয়া) আহাহা, স্ত্রীলোক দুটি যে দেখ্‌তে নিতান্ত কদাকার তা নয়। এঁরা কে?—হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ। (একদৃষ্টে অবলোকন)

(দুই জন বারবিলাসিনীর পশ্চাতে দৃষ্টি করিতে করিতে প্রবেশ)

প্রথম। ওলো বামা, গুয়ো পোড়ারমুখোর আক্কেল দেখ্‌লি? আমাদের সঙ্গে যাচ্চি বলে আবার কোথায় গেল?

দ্বিতীয়। তবে বুঝি আস্তে আস্তে পদীর বাড়ীতে ঢুকেচে। তোর যেমন পোড়া কপাল, তাই ও হতভাগাকে রেখেচিস্। আমি হলে এত দিন কুলোর বাতাস দিয়ে বিদায় কর্ত্তুম।

প্রথম। দাঁড়া না, বাড়ী যাই আগে। আজ মুড়ো খেঙ্গরা দে বিষ ঝাড়্‌বো। আমি তেমন বান্দা নই বাবা। এই বয়েসে কত শত বেটার নাকের জলে, চোখের জলে করে ছেড়েচি। চল্ না, আগে মদনমোহন দেখে আসি; এসে ওর শ্রাদ্ধ কর্‌বো এখন।

দ্বিতীয়। তুই যদি তাই পার্‌বি, তা হলে আর ভাবনা কি—ও থাকি, ঐ মোল্লার মত কাচা খোলা কে একটা দাঁড়্যে রয়েছে, দেখ্?

প্রথম। হাঁ তো, হাঁ তো, এই যে আমাদের দিকে আস্‌চে। ওলো বামা, ওটা মোল্লা নয় ভাই, রসের বৈরিগী ঠাকুর। ঐ যে কুঁড়োজালি হাতে আছে। (হাস্য করিয়া) আহাহা, মিন্‌ষের রকম দেখ্ না—যেন তুলসী-বনের বাঘ।

বাবাজী। (নিকটে আসিয়া) ওগো, তোমরা বল্‌তে পার, এখানে জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা কোথা?

দ্বিতীয়। তরঙ্গিণী আবার কে? (থাকিকে ধারণ করিয়া হাস্য) বাবাজী, তরঙ্গিণী তোমার বষ্টুমীর নাম বুঝি?

প্রথম। আহা, বাবাজী, তোমার কি বষ্টুমী হারিয়েছে? তা পথে পথে কেঁদে বেড়ালে কি হবে? যা হবার তা হয়েচে, কি করবে ভাই? এখন আমাদের সঙ্গে আস্‌বে তো বল?—কেমন বামা, ভেক নিতে পার্‌বি?

দ্বিতীয়। কেন পারব না? প্যা[illegible]কে পেলেই পারি। কি বল, বাবাজী।

প্রথম। বাবাজী আর বল্‌বেন কি? চল্, আমরা বাবাজীকে হরিবোল দিয়ে নিয়ে যাই। বল হরি, হরিবোল্।

বাবাজী। (স্বগত) কি বিপদ্! রাধেকৃষ্ণ। (প্রকাশে) না বাছা, তোমরা যাও, আমার ঘাট্ হয়েছে।

দ্বিতীয়। (হেঁ্য, আমরা যাব বৈ কি? তোমার ত সেই তরঙ্গিণী বই আর মন উঠবে না? তা, আমরা যাই, আর তুমি এইখানে দাঁড়্যে দাঁড়্যে কাঁদ।

(বাবাজীর মুখের নিকট হস্ত নাড়িয়া)

"সাধের বষ্টুমী প্রাণ হারয়েছে আমার।"

[দুই জন বারবিলাসিনীর প্রস্থান।

বাবাজী। আঃ, কি উৎপাত! এত যন্ত্রণাও আজ কপালে ছিল!—কোথায় বা সভা আর কোথায় বা কি? লাভের মধ্যে কেবল আমারই

রূপা সার। (পরিক্রমণ করিয়া) যদি আবার ফিরে যাই, তা হলে কর্ত্তাটি রাগ করবেন। আমি যে ঘোর দায়ে পড়লেম! এখন করি কি? (চিন্তিতভাবে অবস্থিতি, পরে সম্মুখে অবলোকন করিয়া) হেঁ্যা, ভাল হয়েচে, এই একটা মুস্কিল আসান আস্‌চে, ওর পিছনের আলোয় আলোয় এই বেলা প্রস্থান করি, না—ও মা, এ যে সারজন সাহেব, রোঁদ ফিরতে বেরয়েচে দেখ্‌চি, এখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলে কি জানি, যদি চোর বলে ধরে? কিন্তু এখন যাই কোথা? (চিন্তা) তাই ভাল, এই আড়ালে দাঁড়াই—ও মা, এই যে এসে পড়্‌লো—(বেগে পলায়ন)

(সারজন ও চৌকীদারের আলোক লইয়া প্রবেশ)

সার্। হালো! চওকীডার! এক আডমি ওটার দৌড়কে গিয়া নেই?

চৌকী। নেই ছাব, হাম তো কুচ নেহি দেখা।

সার্। আলবট্ গিয়া, হাম্ ডেকা। টোম্ জলডী ডউড়কে যাও, উট্টরভ ডেকো, যাও—যাও —জলডী যাও। ইউ স্লওর।

চৌকী। (বেগে অন্য দিকে গমন করিতে করিতে) কোন্ হেয় রে, খাড়া রও।

সার। ড্যাম ইউর আইজ—ইটার, ইউ ফুল।

চৌকী। (ভয়ে) হাঁ ছাব, ইধর্।

[বেগে প্রস্থান।

সার। (ক্রোধে) আ! ইফ আই ক্যেন্ ক্যেচ হিম—

নেপথ্যে। (উচ্চৈঃস্বরে) পাকড়ো—পাকড়ো —উহুহুহুহু—

নেপথ্যে। আমি যাচ্চি বাবা, আর মারিস্‌নে বাবা, দোহাই বাবা, তোর পায়ে পড়ি বাবা।

নেপথ্যে। শালা চোট্টা, তোমারা ওয়াস্তে দৌউড়কে হামারা জান গিয়া।

নেপথ্যে। উহুঁহুঁহুঁ বাবা, আমি চোর নই বাবা, আমি ভেকধারী বৈষ্ণব, বাবা।

(বাবাজীকে লইয়া চৌকিদারের প্রবেশ)

সার। আ হউ, টোম্ চোট্টা হেয়?

বাবাজী। (সত্রাসে) না সাহেব বাবা, আমি কিছু জানিনে, আমি—গ্যে, গ্যে, গ্যে,—

সার। হেঁ্যা—ইওর গ্যে, গ্যে, গ্যে,—চুপ রাও, ইউ ব্লডি নিগর! ডেকলাও তোমারা ব্যেগমে কিয়া হেয়। (বলপূর্ব্বক মালা গ্রহণ করিয়া আপনার গলায় পরিধান) হা, হা, হা, হা! বাপ রে বাপ,—হাম বড়া হিন্দু হুয়া, রাটে কিস্‌ডে, হা, হা, হা।

বাবাজী। (সত্রাসে) দোহাই সাহেব মহাশয়, আমি গরিব বৈষ্ণব, আমি কিছু জানি নে, দোহাই বাবা, আমাকে ছেড়ে দেও।—(গমনোদ্যত)

চৌকি। খাড়া রও, শালা।

বাবাজী। দোহাই কোম্পানীর—দোহাই কোম্পানীর।

সার। হোল্‌ড ইউর টং, ইউ ব্লাক্‌ক্রট্। ইয়েহ্ ব্যেগমে আওর কিয়া হেঁয় ডেকেগা। (ঝুলি বল-পূর্ব্বক গ্রহণ এবং চারি টাকা ভূতলে পতন)

সার। দেট্‌স্ রাইট। ইউ স্টুপিড ডেভল্। কেস্কা চোরি কিয়া? (চৌকিদারের প্রতি) ওস্কো ঠানেমে লে চলো।

বাবাজী। দোহাই সাহেবের, আমি চুরি করি নি, আমাকে ছেড়ে দেও—দোহাই ধর্ম্ম অবতার, আমি টাকা চাইনে।

সার। সো নেই হোগা, টোম্ ঠানেমে চলো —কিয়া? টোম্ যাগে নেই? আলবৎট্ যানে হোগা।

চৌকি। চল্‌বে, থানেমে চল্।

বাবাজী। দোহাই কোম্পানীর,—আমি টাকা-কড়ি কিছুই চাই নে; তুমি বরঞ্চ টাকা নিয়ে যা ইচ্ছা হয় কর বাবা, কিন্তু আমাকে ছেড়ে দেও বাবা।

সার। (হাস্যমুখে) কিয়া? টোম্ নেই মাংটা। (আপন জেবে টাকা রাখিয়া চৌকিদারের প্রতি) ওয়েল্ দেন, হাম্ ডেক্‌টা, ওস্কা কুচ্ কসুর নেই, ওস্কো ছোড় দেও।

বাবাজী। (সোল্লাসে) জয় মহাপ্রভু।

চৌকি। (বাবাজীর প্রতি জনান্তিকে) তোম্ হাম্‌কো তো কুচ দিয়া নেহি—আচ্ছা যাও, চলা যাও।

বাবাজী। না দাদা, আমি একবার জ্ঞান-তরঙ্গিণী সভায় যাব।

চৌকি। হাঁ হাঁ, ঐ বাড়ীমে—ও বড় মজা কি জাগ্‌গা হেয়।

সার। ডেকো চৌকিডার, রোপেয়াকা বাট্—(ওষ্ঠে অঙ্গুলি প্রদান)

চৌকি। যো হুকুম, খাবিন্।

সার। মম! ইজ দি ওয়ার্ড, মাই বয়! আবি চলো। [সারজন ও চৌকিদারের প্রস্থান।

বাবাজী। রাধেকৃষ্ণ! আঃ বাঁচ্‌লেম, আজ কি কুলগ্নেই বাড়ী থেকে বেরুয়েছিলেম। ভাগ্যে টাকা কটা সঙ্গে ছিল, আর সারজন বেটারও হাতপাতা রোগ আছে, তাই রক্ষে—নৈলে আজকে কি হাজতেই থাকৃতে হতো, না কি হতো, কিছু বলা যায় না।

(হোটেলবাক্স লইয়া দুই জন মুটিয়ার প্রবেশ)

এ আবার কি? রাধেকৃষ্ণ—কি দুর্গন্ধ! এ বেটারা এখানে কি আনৃছে? (অন্তে অবস্থিতি)

প্রথম। ইঃ, আজ যে কত চিথ্‌ পেটিয়েচে তার হিসাব নাই, মোর গর্দানটা যেন বেঁকে যাচ্চে।

দ্বিতীয়। দেখ্‌ মামু, এই হেঁদু বেটারাই দুনিয়াদারির মজা করে লেলে। বেটারগো কি আরামের দিন ভাই!

প্রথম। মর বেকুফ্‌! ও হারামখোর বেটারগো কি আর দীন আছে? ওরা না মানে আল্লা, না মানে দেবতা।

দ্বিতীয়। লেকিন্ কেবল এই গরুখেগো বেটারগোর দৌলতেই মোগর পৌচঘর এত ফেঁপে ওঠ্‌তেচে। সাম হলেই বেটারা বাদুড়ের মাফিক ঝাঁকে ঝাঁকে আসে পড়ে, আর কত যে খায় কত যে পিয়ে যায়, তা কে বলৃতি পারে?

প্রথম। ও কাদের মেঁয়া, মোদের কি সারা রাত এহানে দৌড়িয়ে থাক্তি হবে? দরোয়ানজীকে ডাক না। ও দরোয়ানজী! এ মাড়ুয়াবাদী শালা গেল কোহানে? ও দরোয়ানজী; দরোয়ানজী।

নেপথ্যে। কোন্ হেয় রে?

প্রথম। মোরা পৌচঘরের মুটে গো।

নেপথ্যে। আও, ভিতর চলে আও।

[মুটিয়াগণের প্রস্থান।

বাবাজী। (অগ্রসর হইয়া স্বগত) কি আশ্চর্য্য! এ সব কিসের বাক্স? উঃ, থু, থু রাধেকৃষ্ণ! আমি তো এ জ্ঞানতরঙ্গিণী সভার বিষয় কিছুই বুঝতে পাচ্চি না।

নেপথ্যে। বেল ফুল।

নেপথ্যে। চাই বরোফ!

(মালী এবং বরফ্‌ওয়ালার প্রবেশ)

মালী। বেলফুল,—ও দরোয়ানজী, বাবুরো এসেছে।

নেপথ্যে। না, আবি আয়া নেহি, থোড়া বাদ ও।

বরফ। চাই বরোফ—কি গো দরোয়ানজী।

নেপথ্যে। তোমি থোড়া বাদ আও।

[মালী এবং বরফওয়ালার প্রস্থান।

বাবাজী। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ, আমি তো এর কিছুই বুঝতে পাচ্চি না।

নেপথ্যে দুরে। বেলফুল—চাই বরোফ!

(যন্ত্রিগণ সহিত নিতম্বিনী আর পয়োধরীর প্রবেশ)

নিত। কাল্ যে ভাই কালী বাবু আমাকে ব্রেণ্ডি খাইয়েছিল—উঃ, আমার মাথাটা যেন এখনো ঘুরচে। আজ যে ভাই, আমি কেমন করে নাচ্‌বো তাই ভাব্‌চি।

পয়ো। আমার ওখানেও সদানন্দ বাবু কাল ভারী ধুম লাগিয়েছিল। আজ কাল সদানন্দ ভাই খুব তোয়ের হয়ে উঠেছে। এমন ইয়ার মানুষ আর দুটি পাওয়া ভার।

যন্ত্রী। চল্, ভিতরে যাওয়া যাউক। ও দরোয়ানজী।

নেপথ্যে। কোন্ হায়?

পয়ো। বলি আগে দুয়র খোলো, তার পরে কোন্ হায় দেখ্‌তে পাবে এখন।

নেপথ্যে। ওঃ, আপ্‌লোক হায়, আইয়ে।

[যন্ত্রিগণ ইত্যাদির প্রস্থান।

বাবাজী। (অগ্রসর হইয়া স্বগত) এ কি চমৎকার ব্যাপার? এরা ত কশ্‌বী দেখ্‌তে পাচ্চি, কি সর্ব্বনাশ! আমি এতক্ষণে বুঝ্‌তে পাচ্চি, কাণ্ডটা কি। নবকুমারটা দেখ্‌ছি একেবারে বয়ে গেছে। কর্ত্তা মহাশয় এ সব কথা শুন্‌লে কি আর রক্ষে থাক্‌বে?

(নববাবু ও কালীবাবুর প্রবেশ)

নব। হা, হা, হা—শ্রীমতী ভগবতীর গীত। তোমার ভাই কি চমৎকার মেমরি! হা, হা, হা—

কালী। আরে ও সব লক্ষীছাড়া বই কি আমি কখন খুলি না পড়ি যে, মনে থাকৃবে?

নব। (বাবাজীকে অবলোকন করিয়া) এ কি, এ যে বাবাজী হে। কেমন ভাই কালী, আমি বলেছিলাম কি না, যে কর্ত্তা এক জন না এক জনকে অবশ্যই আমার পেছনে পেছনে পাঠাবেন; যা হৌক, একে যে আমরা দেখ্‌তে পেলেম, এই আমাদের পরম ভাগ্য বল্‌তে হবে।

কালী। বল তো ও বৈষ্ণব শালাকে ধরে এনে একটু ফাউল কাটলেট, কি মটনচপ খাইয়ে দি, শালার জন্মটা সার্থক হৌক্।

নব। চুপ কর হে, চুপ কর। এ ভাই ঠাট্টার কথা নয়। (অগ্রসর হইয়া)। কি গো, বাবাজী যে? তা আপনি এখানে কি মনে করে?

বাবাজী। না, এমন কিছু না, তবে কি না একটা কর্ম্মবশতঃ এই দিক দিয়ে যাচ্ছিলেম, তাই ভাবলেম যে নব বাবুদের সভাভবনটি একবার দেখে যাই।

নব। বটে বটে? চলুন, তবে ভিতরে চলুন।

কালী। (জনান্তিকে নবকুমারের প্রতি) আরে কল্লিস্ কি, পাগল? এটাকে এর ভিতরে নে গেলে কি হবে? আমরা ত আর হরিবাসর কত্যে যাচ্চি নে।

নব। (জনান্তিকে কালীর প্রতি) আঃ, চুপ কর না। (প্রকাশে বাবাজীর প্রতি) বাবাজী, একবার ভিতরে পদার্পণ কল্যে ভাল হয় না?

বাবাজী। না বাবু, আমার অন্যত্তরে কর্ম্ম আছে, তোমরা যাও।

[প্রস্থান।

কালী। বল ত শালাকে ধাঁ করে ধরে এনে না হয় ঘা দুই লাগিয়ে দি।

নব। দরোয়ান।

(দৌবারিকের প্রবেশ)

দৌবা। মহারাজ।

নব। ও লোক সব আয়া?

দৌবা। জী, মহারাজ।

নব। আচ্ছা, তোম যাও।

দৌবা। যো হুকুম, মহারাজ।

[প্রস্থান।

নব। আজ ভাই দেখ্‌চি, এই বাবাজী বেটা একটা ভারী হেঙ্গাম করে বস্‌বে এখন। বোধ করি, ও ঐ মাগীদের ভিতরে ঢুকতে দেখেছে।

কালী। পুঃ, তুমি ত ভারী কাউয়ার্ড হে। তোমার যে কিছু মরাল করেজ নেই। ও বেটাকে আবার ভয়?—চল।

নব। না হে না, তুমি ভাই এ সব বোঝ না। চল দেখি গে বেটার হাতে কিছু ও-কর্ম্ম করে দিয়ে যদি মুখ বন্ধ কত্যে পারি?

কালী। ননসেন্স্, তার চেয়ে শালাকে গোটা কতক কিল দিয়ে একেবারে বৈকুণ্ঠে পাঠাও না কেন। ড্যাম্ দি ব্রুট্! ও শালাকে এ পৃথিবীতে কে চায়? ওর কি আর কোন মিশন্ আছে?

নব। দূর পাগল, এ সব ছেলেমানুষদের কর্ম্ম নয়। চল, আমরা দুই জনেই ওর কাছে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

সভা।

(কতিপয় বাবুর প্রবেশ)

চৈতন। নব আর কালী যে আজ দেরী কর্‌ছে, এর কারণ কি?

বলাই। আমি তা কেমন করে বল্‌বো? ওহে, ওদের কথা ছেড়ে দেও, ওরা সকল কর্ম্মেই লীড নিতে চায়, আর ভাবে, আমরা না হলে বুঝি আর কোন কর্ম্মই হবে না।

শিবু। যা বল ভাই, কিন্তু ওরা দুজনে লেখাপড়া বেশ জানে।

বলাই। বিটুইন্ আওয়ার্ সেল্‌ভস্, এমন কি জানে?

মহেশ। হাঁ, হাঁ, সকলেরই বিদ্যা জানা আছে। সে দিন যে নব একখানা চিঠি লিখেছিল, তা তো দেখেইছো, তাতে লিগুলি মরের যে দুর্দ্দশা, তা তো মনে আছে?

বলাই। এতেও আবার প্রাইডটুকু দেখেছো? কালী আবার ওর চেয়ে এককাটি সরেস্।

চৈতন। আঃ! তারা ফ্রেণ্ড মানুষ, ও সকল কথায় কাজ কি? বিশেষ ওরা আছে বলে তাই আজও সভা চল্‌ছে, তা জান?

মহেশ। তা টুরূথ্ বল্‌বো, তার আর ফ্রেণ্ড কি?

বলাই। আচ্ছা, সে কথা যাউক; আমরাও ত মেম্বরী বটে, তবে তাদের দুজনের জন্যে আমাদের ওয়েট কর্‌বার আবশ্যক কি?

শিবু। তাই তো। আমাদের তো কোরম হয়েছে, তবে এখন সভার কর্ম্ম আরম্ভ করা যাউক্ না কেন?

মহেশ। হিয়র, হিয়র, আমি এ মোসন সেকেণ্ড করি।

বলাই। হা, হা, হা, এতে দেখ্‌ছি, কারো অবজেকসন নাই, একবার নেম্ কর্—ব্রাভো! হা, হা, হা!

মহেশ। (ঘড়ি দেখিয়া) নটা বাজ্‌তে কেবল পাঁচ মিনিট বাকী আছে, বোধ করি, নব আর কাশী আজ এলো না, তা আমি চৈতন বাবুকে চ্যারম্যান প্রোপোজ করি।

সকলে। হিয়র—হিয়র।

চৈতন। (গাত্রোত্থান করিয়া) জেণ্টেলমেন, আপনারা অনুগ্রহ করে আমাকে যে পদে নিযুক্ত কল্যেন, তার কর্ম্ম আমি যতদূর পারি, প্রাণপণে চালাতে কসুর করবো না—নাউ টু বিজ্‌নেস্।

সকলে। হিয়র, হিয়র! (করতালি)

চৈতন। (উচ্চৈঃস্বরে) খানসামা—বেয়ারা!

নেপথ্যে। জী, আজ্ঞে।

চৈতন। গোটা দুই ব্রাণ্ডী আর তামাক নে আয়। (উপবিষ্ট হইয়া) যদি কারো বিয়ার খেতে ইচ্ছে হয় তো বল।

বলাই। এমন সময়ে কোন্ শালা বিয়ার খায়?

সকলে। হিয়র, হিয়র।

(খানসামা এবং বেয়ারার মদ্য এবং তামাক লইয়া প্রবেশ)

চৈতন। সব্ বাবু লোক্‌কো সরাব দেও, (সকলের মদ্যপান) আর বোতল গ্লাস সব ছিঁয়া ধর দেও।

খান। আচ্ছা বাবু!

[বোতল ইত্যাদি রাখিয়া প্রস্থান।

চৈতন। বেয়ারা—ঐ খেম্‌টাওয়ালীদের ডেকে দে তো। আর দেখ্, খানিকটে বরফ্ আন।

বেয়ারা। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

বলাই। আমি আমাদের নূতন চেয়ারম্যানের হেল্‌থ দিতে চাই।

সকলে। হিয়র, হিয়র, (মদ্যপান করিয়া) হিপ্, হিপ্, হু-রে, হু-রে।

(নিতম্বিনী, পয়োধরী এবং যন্ত্রিগণের প্রবেশ)

চৈতন। আরে এসো, বসো! কেমন ভাই, ...র? তবে ভালো আছ তো?

(সকলের উপবেশন)

নিত। যেমন রেখেছেন।

চৈতন। আমি আর তোমাকে রেখেছি কৈ, আমার কি তেমন কপাল?

সকলে। ব্রাভো, হিয়ার! (করতালি)

চৈতন। ও পয়োধরি, একটু এ দিকে স'রে বসো না।

পয়ো। না, আমি বেশ আছি।

চৈতন। (দ্বিতীয়ের প্রতি) বলাইবাবু এদের একটু কিছু খাওয়াও না।

বলাই। এই এস। (সকলের মদ্যপান)

শিবু। (চতুর্থের প্রতি) ও শালা, তুই ঘুমুচ্চিস্ না কি?

মহেশ। (হাই তুলিয়া) না হে, তা নয়, ঘুমুবো কেন? নব আসে নি বটে?

সকলে। (হাস্য করিয়া) ব্রাভো, ব্রাভো।

চৈতন। (পয়োধরীর হস্ত ধারণ করিয়া) একটি গাও না ভাই।

পয়ো। এর পর হলে ভাল হয় না?

চৈতন। না, না, পরে আবার কেন, শুভকর্ম্মে বিলম্বে কাজ কি?

পয়ো। আচ্ছা, তবে গাই, (যন্ত্রীদিগের প্রতি) আড়খেম্‌টা।

(গীত)

রাগিণী শঙ্করা, তাল খেম্‌টা।

এখন কি আর্ নাগর্ তোমার
আমার প্রতি, তেমন আছে।
নূতন্ পেয়ে পুরাতনে
তোমার সে যতন্ গিয়েছে॥
তখন্‌কার ভাব থাকতো যদি,
তোমায় পেতেম্ নিরবধি,
এখন্ ওহে গুণনিধি,
আমার বিধি বাম্ হয়েছে।
যা হবার্ আমার হবে,
তুমি তো হে সুখে রবে,
বল দেখি শুনি তবে,
কোন্ নূতনে মন মজেছে॥

সকলে। কিয়াবাৎ, সাবাস্, বেঁচে থাক বাবা, জিতা রও বাবা।

চৈতন। ও বলাইবাবু, তুমি কেমন সাকী হে?

বলাই। সাকী আবার কি?

চৈতন। যে মদ দেয়, তাকে পার্সীতে সাকী ন।

শিবু। (গাইয়া) "গর্ ইয়ার নহো সাকী।" , এসো। (সকলের মদ্যপান)

চৈতন। চুপ কর তো, কে যেন উপরে আস্‌চে ?

বলাই। বোধ করি নব আর কালী।

(নব এবং কালীর প্রবেশ)

সকলে। (গাত্রোত্থান করিয়া) হিপ্, হিপ্, র।

কালী। (প্রমত্তভাবে) হুরে, হুরে।

নব। বসো, ভাই, সকলে বসো। (সকলের বেশন) দেখ ভাই, আজ আমাদের একসকিউজ ত্য হবে, আমাদের একটু কর্ম্ম ছিল বলে তাই সৃতে দেরী হয়ে গেছে।

শিবু। (প্রমত্তভাবে) স্যাট্‌স্ এ লাই।

নব। (ক্রুদ্ধভাবে) হোয়াট ? তুমি আমাকে য়ার বল ? তুমি জান না, আমি তোমাকে নি শুট কর্‌বো ?

চৈতন। (নবকে ধরিয়া বসাইয়া) হাঃ, যেতে ও, যেতে দেও, একটা ট্রাইফ্লীং কথা নিয়ে মিছে ড়া কেন ?

নব। ট্রাইফ্লীং ?—ও আমাকে লাইয়র বল্‌লে, বার ট্রাইফ্লীং ? ও আমাকে বাংলা করে বল্‌লে কেন ? ও আমাকে মিথ্যাবাদী বল্‌লে না ন ? তাতে কোন্ শালা রাগ তো ? কিন্তু লাইয়র এ কি বরদাস্ত হয় ?

চৈতন। আরে যেতে দাও, ও কথার আর সন করো না। (উপবেশন করিয়া)

নব। কি গো পয়োধরি, নিতম্বিনি, তোমরা ল আছ তো ?

পয়ো। হাঁ, আমরা তো আছি ভাল, কিন্তু মায় যে বড় ভাল দেখ্‌ছিনে—এখন তোমাকে গা দেখ্‌লে বাঁচি।

নব। আমি তো ঠাণ্ডাই আছি, তবে এখন ম হবো—ওহে বলাই, একটু ব্রেণ্ডী দেও তো।

সকলে। ওহে, আমাদের ভুল না হে। কলের মদ্যপান)

নব। ওহে কালী, তুমি যে চুপ করে চো।

কালী। আমি বৈষ্ণব শালার ব্যবহার দেখে কবারে অবাক্ হয়েছি। শালা এ দিকে মালা ঠক্ ঠক্ করে, আবার ঘুস খেয়ে মিথ্যা কথা কইতে স্বীকার পেলে ? শালা কি হিপক্রীট।

নব। মরুক, সে থাক্। ও পয়োধরি, একবার ওঠ না, নাচটা দেখা যাক্।

সকলে। না না, আগে তোমার ইস্‌পীচ।

নব। (গাত্রোত্থান করিয়া) আচ্ছা, জেণ্টেল-ম্যেন ; আপনারা সকলে এই দেওয়ালের প্রতি একবার চেয়ে দেখুন ; এই যে কয়েকটি অক্ষর দেখ্‌ছেন, এই সকল একত্র করে পড়লে জ্ঞান-তরঙ্গিণী সভা পাওয়া যায়।

সকলে। হিয়ার, হিয়ার।

নব। জেণ্টেলম্যেন, এ সভার নাম জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা ; আমরা সকলে এর মেম্বর—আমরা এখানে মীট করে যাতে জ্ঞান জন্মে, তাই করে থাকি—এণ্ড উই আর জলি গুডফেলোজ্।

সকলে। হিয়ার, হিয়ার, উই আর জলি গুড-ফেলোজ।

নব। জেণ্টেলম্যেন, আমাদের সকলের হিন্দুকুলে জন্ম, কিন্তু আমরা বিদ্যাবলে সুপরিষ্টিসনের শিকলি কেটে ফ্রি হয়েছি ; আমরা পুত্তলিকা দেখে হাঁটু নোয়াতে আর স্বীকার করি নে, জ্ঞানের বাতির দ্বারা আমাদের অজ্ঞান-অন্ধকার দূর হয়েছে ; এখন প্রার্থনা এই যে, তোমরা সকলে মাথা মন এক করে আমার এ দেশের সোসিয়াল রিফারমেশন যাতে হয়, তার চেষ্টা কর।

সকলে। হিয়ার, হিয়ার।

নব। জেণ্টেলম্যেন, তোমাদের মেয়েদের এজুকেট কর, তাদের স্বাধীনতা দেও, জাতভেদ তফাৎ কর—আর বিধবাদের বিবাহ দেও, তা হলে —এবং কেবল তা হলেই আমাদের প্রিয় ভারত-ভূমি ইংলণ্ড প্রভৃতি সভ্য দেশের সঙ্গে টক্কর দিতে পার্‌বে, নচেৎ নয়।

সকলে। হিয়ার, হিয়ার।

নব। কিন্তু জেণ্টেলম্যেন, এখন এ দেশ আমাদের পক্ষে যেন এক মস্ত জেলখানা। এই গৃহ কেবল আমাদের লিবরটি হল্ অর্থাৎ আমাদের স্বাধীনতার দালান ; এখানে যার যে খুশী, সে তাই কর। জেণ্টেলম্যেন। ইন্ দি নেম অব ফ্রীডম লেট্ অস্ এঞ্জয় আওরসেলভস্। (উপবেশন)

সকলে। হিয়ার, হিয়ার, হিপ্, হিপ্, হুরে, হু—রে ; লিবরটি হল্—বি ফ্রি—লেট অস এঞ্জয় আওরসেলভস্।

নব। ওহে বলাই, একবার সকলকে দেও না।

বলাই। আচ্ছা,—এই এসো (সকলের মদ্যপান)।

নব। তবে এইবার নাচ আরম্ভ হোক্। কম্ ওপেন্ দি বল্, মাই বিউটিস্।

পয়ো, নিত। (নৃত্য এবং গীত)

নব। কিয়াবাৎ! জীতা রও!—বেঁচে থাক, ভাই।

কালী। হুরে,—জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা ফর এভর।

সকলে। জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা ফর এভর। (করতালি)

নব। চল ভাই, এখন সপর টেবিলে যাওয়া যাউক্।

চৈতন। (গাত্রোত্থান করিয়া) থ্রী চিয়ার্স ফর আমাদের চ্যারম্যান।

সকলে। হিপ, হিপ, হিপ—হুরে!—হুরে!—হুরে!

নব। ও পয়োধরি, তুমি, ভাই আমার আরম্ নেও।

পয়ো। তোমার কি নেব, ভাই?

নব। এসো, আমার হাত ধর।

কালী। ও নিতম্বিনি, তুই ভাই, আমাকে ফেভর কর। আহা! কি সফ্ট হাত।

সকলে। ব্রাভো। (করতালি)

[যন্ত্রিগণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

তবলা। ও ভাই, দেখ তো, ও বোতলটায় আর কিছু আছে কি না।

বেহালা। কৈ, দেখি! হাঁ, আছে। এই নেও। (উভয়ের মদ্যপান)

তবলা। আঃ, খাসা মাল যে হে।

নেপথ্যে। হিপ্ হিপ্ হুরে।

বেহালা। চল ভাই, এক ছিলিম গাঁজার চেষ্টা দেখি গিয়ে—এ ব্র্যাণ্ডিতে আমাদের সানে না।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

নবকুমার বাবুর শয়নমন্দির।

(প্রসন্নময়ী, নৃত্যকালী, কমলা এবং হরকামিনী আসীন)

প্রসন্ন। এই নেও—

[নৃত্য]। কি খেল্‌লে ভাই?

[প্রসন্ন।] চিড়িতনের দহলা।

নৃত্য। আরে মলো, চিড়িতম যে রঙ, তুরূপ খেল্‌লি কেন?

প্রসন্ন। তুই, ভাই, মিছে বকিস্ কেন? হাতে রঙ না থাকে, পাশ দে যা।

নৃত্য। এই এসো, আমি টেক্কা মার্‌লেম।

হর। এই নেও।

নৃত্য। ও কি ও, পাশ দিলে যে?

হর। হাতে তুরূপ না থাক্‌লে পাশ দোব না ত কি কর্‌বো?

নৃত্য। এসো কমল, এবার ভাই তোমার খেলা।

কমলা। আমি ভাই বিবি দিলেম।

নৃত্য। মর্, ও যে আমাদের পিট, তুই বিবি দিলি কেন?

কমলা। বাঃ, বিবি দেব না ত কি? সায়েব কোথা?

নৃত্য। এই যে সাহেব আমার হাতে রয়েছে—?

কমলা। আমি ত ভাই আর জান নই।

নৃত্য। মর ছুঁড়ি, খেলার ইসারায় বুঝ্‌তে পারিস্ নে? তোর মোতন বোকা মেয়ে ত আর দুটি নাই লা, তুই যদি তাস খেল্‌তে না পারিস্, তবে খেল্‌তে আসিস্ কেন?

কমলা। কেন, খেল্‌তে পার্‌বো না কেন?

নৃত্য। একে কি কেউ খেলা বলে? তুই আমার টেক্কার উপর বিবি দিলি।

কমলা। কেন? বিবিটে ধরা গেলে বুঝি ভাল হতো?

হর। আর ভাই, মিছে গোল করিস্ কেন?

নৃত্য। (কমলার প্রতি) কি আপোদ, যখন সায়েব আমার হাতে আছে, তখন তোর আর ভয় কি?

কমলা। বস্, তুই পাগল হলি না কি লো? তোর হাতে সাহেব তা আমি টের পাব কেমন করে লা?

নৃত্য। তুই ভাই যদি তাস খেলা কাকে বলে, তা জান্‌তিস্, তবে অবিশ্যি টের পেতিস্।

কমলা। ও প্রসন্ন, শুন্‌লি তো ভাই, এমন কি কখনও হয়? বিবি ধরা গেলে বিবি পালাবার বাগ পেলে কি কেউ তা ছাড়ে?

নেপথ্যে। ও প্রসন্ন—

প্রসন্ন। চুপ কর্ লো, চুপ্ কর্, ঐ শোন, মা ডাকচেন।

নেপথ্যে। ও বোউ—

প্রসন্ন। (উচ্চস্বরে) কি মা—

নেপথ্যে। ওলো, তোরা ওখানে কি কর্‌ছিস্ লা ?

প্রসন্ন। (উচ্চস্বরে) আমরা মা, দাদার বিছানা পাড়্‌চি।

হর। ও ঠাকুরঝি! তাস যোড়াটা ভাই, লুকোও, ঠাকরুণ দেখ্‌তে পেলে আর রক্ষে থাক্‌বে না।

প্রসন্ন। (তাস বালিশের নীচে গোপন করিয়া) আয় ভাই, আমরা সকলে এই চাদরখানা ধরে ঝাড়্‌তে থাকি ; তা হলে মা কিছু টের পাবেন না।

নৃত্য। আরে মলো—আবার টেকা—

কমলা। আরে, তাতে বয়ে গেল কি ? সায়েব কি বিবি ধরতে পারে না ?

হর। তোদের পায়ে পড়ি ভাই, চুপ কর্, ঐ দেখ্ ঠাকরুণ উপরে আস্‌চেন। ধর্, সকলে মিলে এই চাদরখানা ধর্।

(গৃহিণীর প্রবেশ)

গৃহিণী। ওলো, তোরা এখানে কি করিস্ লা ?

প্রসন্ন। এই যে মা, আমরা দাদার বিছানা পাড়্‌চি।

গৃহিণী। ওমা, তোদের কি সন্ধ্যা অবধি একটা বিছানা পাড়্‌তে গেল ? তা হবে না কেন ? তোরা এখন সব কলিকালের মেয়ে কি না।

নৃত্য। কেন জেঠাই মা, আমরা কলিকালের মেয়ে কেন ?

গৃহিণী। আর তোরা দেখ্‌চি একেবারে কুঁড়ের সদ্দার হয়ে পড়েচিস্। ভাগ্যে আজ নব বাড়ী নেই, তা নৈলে তো সে এতক্ষণ শুতে আস্‌তো!

প্রসন্ন। হ্যাঁ মা, দাদা আজ কোথায় গেছেন গা ?

গৃহিণী। ঐ যে রামমোহন রায়—না—কার কি সভা আছে—?

কমলা। ছোটদাদা কি তবে তাঁর জ্ঞানতরঙ্গিণী সভায় গেছেন ?

হর। (জনান্তিকে প্রসন্নের প্রতি) তবেই হয়েচে! ও ঠাকুরঝি, আজ দেখ্‌চি তোর ভারী আহ্লাদের দিন! দেখ্, হয়তো তোর দাদা আজ আবার এসে তোকে নিয়ে সেই রকম রঙ্গ বাধাবে।

গৃহিণী। বউমা কি বল্‌ছে, প্রসন্ন ?

নেপথ্যে। ও বেমোল। মা ঠাকরুণ কোথায় গো ? কত্তা মশায় বৈটকখানা থেকে উঠেছেন।

গৃহিণী। তবে আমি যাই, তোরা মা, বিছানা করে শীঘ্র নীচে আয়।

হর। (সহাস্য বদনে) ও ঠাকুরঝি ? বল্ না রে, সে দিন তোর ভাই কি করেছিল ?

প্রসন্ন। আঃ, ছি!

নৃত্য। কেন, কেন, কি করেছিল ? বল না কেন, ভাই ?

হর। (সহাস্য বদনে) বল না ঠাকুরঝি ?

প্রসন্ন। না, ভাই, তুই যদি আমাকে এত বিরক্ত করিস্, তবে এই আমি চল্‌লেম।

নৃত্য। কেন ? বল না কি হয়েছিল ? ও ছোট বউ, তা তুই ভাই বল্।

হর। তবে বল্‌বো ? সে দিন বাবু জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা থেকে ফিরে এসে ঠাকুরঝিকে দেখেই অমনি ধরে ওর গালে একটি চুমো খেলেন ; ঠাকুরঝি তো ভাই পালাবার জন্যে ব্যস্ত। তা তিনি বল্‌লেন যে—কেন ? এতে দোষ কি ? সায়েবরা যে বোনের গালে চুমো খায়, আর আমরা কল্লেই কি দোষ হয় ?

প্রসন্ন। ছিঃ, যাও মেনে, বউ।

নৃত্য। ও মা, ছি! ইংরিজী পড়্‌লে কি লোক এত বেহায়া হয় গা।

হর। আরও শোন্ না, আবার বাবু বলেন কি ?—

প্রসন্ন। তোর দাদা মদ খেয়ে কি করে লো ?

হর। কেন ভাই, সে জ্ঞানতরঙ্গিণী সভাতেও যায় না, আর বোনের গায়েও হাত দেয় না, আর যা করুক ; সে যা হউক, ঠাকুরঝি, তুই ভাই, তোর দাদাকে নে না কেন ? আমি না হয়, বাপের বাড়ী গিয়ে থাকি ; তোর ভাতার তো তোকে একবার মনেও করে না। তা নে, তুই ভাই, তোর দাদাকে নে।

প্রসন্ন। হ্যাঁ, আর তুই গিয়ে তোর দাদাকে নে থাক্।

নেপথ্যে। ছোড় দেও হাম্‌কো।

নেপথ্যে। তোমার পায়ে পড়ি, দাদাবাবু, এত চেঁচিয়ে কথা কয়ো না। কত্তা মশায় ঐ ঘরে ভাত খাচ্চেন।

নেপথ্যে। ডেম কত্তা মশায়। আমি কি কারো তক্কা রাখি ?

কমলা। ঐ যে ছোট্ দাদা আস্‌চেন।

নৃত্য। আয়, ভাই, আমরা লুকয়ে একটু তামাসা দেখি।

হর। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) না ভাই, আমার আর ও সব ভাল লাগে না। আঃ, সমস্ত রাতটা মুখ থেকে প্যাঁজ আর মদের গন্ধ ভক্ ভক্ করো বেরোবে এখন, আর এমন নাকডাকুনি—বোধ করি, মরা মানুষও শুন্‌লে জেগে উঠে! ছি!

কমলা। আয় লো আয়। (সকলের গুপ্ত-ভাবে অবস্থিতি)

(নব বাবুকে লইয়া বৈষ্ণনাথের প্রবেশ)

নব। (প্রমত্তভাবে) বোদে—মাই গুড ফেলো—তোকে আমি রিফরম্ কর্ত্তে চাই। তুই বুঝ্‌লি?

বোদে। যে আজ্ঞে।

নব। বোদে,—একটা বিয়ার—না ঐ ব্রাণ্ডি ল্যাও।

বোদে। যে আজ্ঞে, আপনি যেয়ে ঐ বিছানায় বসুন। আমি ব্রাণ্ডি এনে দিচ্চি। (স্বগত) দাদাবাবু যদি শীঘ্র ঘুমিয়ে না পড়ে, তবেই দেখ্‌ছি, আজ একটা কাণ্ড হবে এখন। কর্ত্তা এঁকে এমন দেখ্‌লে কি আর কিছু বাকী রাখ্‌বেন?

নব। (শয্যোপরি উপবিষ্ট হইয়া) ল্যাও ব্রাণ্ডি ল্যাও—জল্‌দি!

বোদে। আজ্ঞে, এই যাই!

[প্রস্থান।

নব। (স্বগত) ড্যাম কর্ত্তা ওল্ড ফুল, আর কদ্দিন বাঁচ্‌বে? আমি প্রাণ থাকতে এ সভা কখনই এবলিশ কর্ত্তে পার্‌বো না। বুড়ো একবার চোখ্ বুজ্‌লে হয়, তা হলে আর আমাকে কোন্ শালার সাধ্য যে, কিছু বল্‌তে পারে? হা, হা, হা, ওন্ট আই এঞ্জয় মিসেল্‌ফ? (উচ্চস্বরে) ল্যাও—মদ ল্যাও।

হর। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) কি সর্ব্বনাশ। ওলো ঠাকুরঝি—

প্রসন্ন। ঐ কি?

হর। ঐ দেখ্‌ছিস্, কর্ত্তা ঠাকুরুণের ঘরে ভাত খেতে বসেচেন।

তা আমি কি কর্‌বো?

ভাই, কাছে গিয়ে তোর দাদাকে

প্রসন্ন। (সভয়ে) ওমা, তা তো ভাই আমি পার্‌বো না।

হর। (সহাস্য বদনে) আঃ, তায় দোষ কি? তুই তো ভাই আর কচি মেয়েটি নোস্, যে বেটাছেলের মুখ দেখ্‌লে ডরাবি? যা না লা।

নব। ল্যাও—মদ ল্যাও।

হর। ওমা? কি সর্ব্বনাশ! (অগ্রসর হইয়া) কর কি? কর্ত্তা বাড়ীর ভেতরে ভাত খাচ্ছেন, তা জান?

নব। (সচকিতে) এ কি? পয়োধরা যে? আরে এসো, এসো। এ অভাজনকে কি ভাই তুমি এত ভাল বাস, যে, এর জন্যে ক্লেশ স্বীকার করে এত রাত্রে এই নিকুঞ্জবনে এসেছ—হা, হা, হা, এসো এসো (গাত্রোত্থান)

হর। ও ঠাকুরঝি! কি বক্‌ছে, বুঝতে পারিস্ ভাই?

প্রসন্ন। (সহাস্যবদনে) ও ভাই! তোদের কথা, আমি আর ওর কি বুঝ্‌বো?

নব। (পরিক্রমণ করিতে করিতে) এসো ভাই, আমি তোমার ডেমড্ স্লেভ্। এসো—(ভূতলে পতন)

হর, প্রসন্ন ইত্যাদি। (অগ্রসর হইয়া) ও মা, এ কি হলো? (ক্রন্দন)

নেপথ্যে। কেন, কেন, কি হয়েছে?

(গৃহিণীর পুনঃ প্রবেশ)

গৃহিণী। (নবকুমারকে অবলোকন করিয়া) এ কি, এ কি? এ আমার সোনার চাঁদ যে মাটিতে গড়াচ্চে? ও মা, কি হলো? (ক্রন্দন করিতে করিতে) ওঠো বাবা, ওঠো, ও মা, আমার কি হলো! ও মা! আমাদের কি হলো! ও প্রসন্ন, তুই ওঁকে একবার শীঘ্র ডেকে আন্‌তো না!

[প্রসন্নের প্রস্থান।

ও মা, ও মা, আমার কি হলো! (ক্রন্দন)

নৃত্য। উঃ, জেঠাই মা, দেখ, দাদার মুখ দিয়ে কেমন একটা বদ্ গন্ধ বেরুচ্ছে।

গৃহিণী। উঃ, ছি! তাই তো লো। ও মা, এ কি সর্ব্বনাশ! আমার দুধের বাছাকে কি কেউ বিষ টিষ্ খাইয়ে দিয়েছে না কি? ও মা, আমার কি হবে? (ক্রন্দন)

(প্রসন্নের সহিত কর্তার প্রবেশ)

কর্তা। এ কি?

গৃহিণী। এই দেখ, আমার নব কেমন হয়ে পড়েছে। ও মা, আমার কি হবে।

কর্তা। (অবলোকন করিয়া সরোষে) কি সর্ব্বনাশ, রাধেকৃষ্ণ! হা দুরাচার! হা নরাধম! হা কুলাঙ্গার!

গৃহিণী। (সরোষে) একি? বুড়ো হলে লোক পাগল হয় না কি? যাও, তুমি আমার সোনার নবকে অমন করো্য বকচো কেন?

কর্তা। (সরোষে) সোনার নব! হ্যাঁ, ওকে যখন প্রসব করেছিলে, তখন মুণ খাইয়ে মেরে ফেল্তে পার নি?

নব। হিয়র, হিয়র, হুরে!

গৃহিণী। ও মা, আবার কি হলো! এমন এলোমেলো বকচে কেন? ও মা! ছেলেটিকে তো ভূতে টুতে পায় নি?

কর্তা। তোমার কি কিছুমাত্র জ্ঞান নাই? তুমি কি দেখ্তে পাচ্ছ না যে, ও লক্ষ্মীছাড়া মাতাল হয়েছে?

নব। হিয়র, হিয়র।

কর্তা। (সরোষে) চুপ, বেহায়া, তোর কি কিছুমাত্র লজ্জা নাই?

নব। ড্যাম লজ্জা, মদ ল্যাও?

কর্তা। শুন্‌লে তো?

গৃহিণী। ও মা, আমার এ দুধের বাছাকে এ সব কে শেখালে গা?

কর্তা। আর শেখাবে কে? এ কল্‌কাতা মহা পাপ নগর—কলির রাজধানী, এখানে কি কোন ভদ্রলোকের বসতি করা উচিত?

গৃহিণী। ও মা, তাইতো, এত কে জানে, মা?

কর্তা। কাল প্রাতেই আমি তোমাদের সকলকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা কর্‌বো। এ লক্ষ্মীছাড়াকে আর এখানে রেখে কাজ নেই। চল, এখন আমরা যাই, এ বানরটা একটু ঘুমুক।

নব। হিয়র, হিয়র, আই সেকেণ্ড দি রেজো-লুসন।

কর্তা। হায়, আমার বংশেও এমন কুলাঙ্গার জন্মেছিল?

গৃহিণী। ও প্রসন্ন, ও কমলা, ওলো তোরা যা এখানে একটু থেকে আয়।

[কর্তা এবং গৃহিণীর প্রস্থান।

হর। (অগ্রসর হইয়া) ও ঠাকুরঝি! এই ভাই তোর দাদার দশা দেখ্! হায়, এই কল্‌কেতায় যে আজকাল কত অভাগা স্ত্রী আমার মতন এইরূপ যন্ত্রণা ভোগ করে, তার সীমা নাই। হে বিধাতা! তুমি আমাদের উপর এত বাম হলে কেন?

প্রসন্ন। তা এ আজ আর নতুন দেখ্‌লি না কি? জ্ঞানতরঙ্গিণী সভাতে এই রকম জ্ঞানই হয়ে থাকে।

হর। তা বৈ আর কি ভাই? আজকাল কল্‌কাতায় যাঁরা লেখাপড়া শেখেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেরই কেবল এই জ্ঞানটি ভাল জন্মে। তা ভাই দেখ দেখি, এমন স্বামী থাক্‌লিই বা কি, আর না থাক্‌লিই বা কি? ঠাকুরঝি, তোকে বল্‌তে কি ভাই, সব দেখে শুনে আমার ইচ্ছে করে যে গলায় দড়ি দে মরি। (দীর্ঘনিশ্বাস) ছি ছি ছি! (চিন্তা করিয়া) বেহায়ারা আবার বলে কি, যে আমরা সায়েবদের মতন সভ্য হয়েছি। হা আমার পোড়া কপাল! মদ-মাস খেয়ে ঢলাঢলি কল্লেই কি সভ্য হয়?—একেই কি বলে সভ্যতা?

যবনিকা পতন

সমাপ্ত